"ঠাকুর বলে, মা-জী, কাশ্মীরি চাল না হ'লে কি পোলাও ভাল হয়?—সে কিন্তু বারো আনা সেরের কম পাওয়া যাবে না। যে চাল আছে, তা আজই বোধ হয় ফুরিয়ে যাবে এখন,—আবার যে দিন পোলাও করবো, সেয় দশেক কি আধমণ-টাক ঐ কাশ্মীরি চালই আনাব ভেবে রেখেছি।"

এমন সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, বাহিরে কে এক জন বাবু আসিয়াছেন, দেখা করিতে চাহেন।

"আঃ—এখন আবার বাবু কে?"—বলিয়া পঞ্চানন বাবু উঠিয়া বাহিরে গেলেন। আগন্তুককে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। সে আর কেহ নয়, নরেন। অল্পদূর ব্যবধানে আদালতের পেয়াদা রঘুনাথ মিশির দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাকে পঞ্চানন বাবু লক্ষ্য করেন নাই।

"নরেন বাবাজী যে, হঠাৎ কোত্থেকে"—বলিতে না বলিতে নরেন বলিল, "মিশির, এই বাবু।"

মিশিরজী আসিয়া বলিল, "বাবু, এই আপনার নামের সমন। এখানা আপনি নিন, আর এই দোহারা খানাতে একটা সই ক'রে দিন।"

খুড়া মহাশয় ত্রস্ত স্বরে বলিল, "সমন?—সমন আবার কিসের?"

নরেন বলিল, "আর্জির নকল প'ড়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন।"

খুড়া মহাশয় কাগজগুলি হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিলেন। পেয়াদা বলিল, "সহি করুন বাবু, সহি করুন।"—বলিয়া সে নিজ থলি হইতে দোয়াত ও কলম বাহির করিয়া দিল।

খুড়া মহাশয় যন্ত্রচালিতের মত, দোহারা সমনে নিজ নাম সহি করিয়া দিলেন। পেয়াদা উহা লইয়া প্রস্থান করিল। নরেনও চলিয়া যাইতেছিল, খুড়া মহাশয় ডাকিলেন—"ওহে বাবাজী! বাবাজী! শুনে যাও।"

নরেন পশ্চাৎ ফিরিয়া বলিল, "বাবাজীর কায হয়ে গেছে।"—বলিয়া সেও প্রস্থান করিল।

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেই গৃহিণী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে এসেছিল গা? হাতে তোমার ও সব কিসের কাগজ!"

পঞ্চানন বাবু দাঁত খিচাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "তুমি মেয়েমানুষ, তোমার সে সব কথায় দরকার কি? তুমি চুপ ক'রে থাক।"

ঘরে গিয়া, চশমা পরিয়া, কাগজগুলি তি[illegible] একে সমস্ত পড়িলেন। পড়িয়া তাঁহার মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়িল।

তখনই জামা গায়ে দিয়া, কাগজগুলি লই[illegible] উকীলবাড়ী ছুটিলেন। উকীল বাবু ব[illegible] দেখিয়া বলিলেন, "মোকর্দ্দমা [illegible]ার সঙ্গীন যে তিন জন সাক্ষীর নাম [illegible]ছে—তার [illegible] জন ত ভারতবিখ্যাত লোক—মস্ত প্রত্নতাত্ত্বিক [illegible]রোপে পর্য্যন্ত তাঁর নাম। তিনি যদি এসে হল[illegible] বলেন, আমার সামনে এই বিধবা-বিবাহ শাস্ত্র[illegible] সম্পন্ন হয়েছে—তা হ'লেই ত চক্ষুস্থির!"

পঞ্চানন বলিলেন, "তা হ'লে, উকীল বাবু, এখন কি উপদেশ দেন? মোকর্দ্দমার কি রকম করতে হবে, আমায় বল্লে, আমি তাই করতে [illegible]

উকীল বলিলেন, "দেখুন পঞ্চানন বাবু, আপনি বরং অন্য কোনও উকীলের কাছে [illegible] সেবার হরেনবাবুর ছেলেদের বিরুদ্ধে ব্রীফ নিয়ে[illegible] ব'লে বার লাইব্রেরীর অনেকেই গঞ্জনা কর[illegible] এবার আমি আপনার ওকালতনামা [illegible] পারবো না।"

পঞ্চানন হাত যোড় করিয়া মিনতি [illegible]ল, ফীজের লোভ দেখাইল, অবশেষে পায়ে পর্য্য[illegible] গেল; কিন্তু উকীল বাবু কিছুতেই রাজি হইলে[illegible]

পঞ্চানন তখন সেখান হইতে বাহির হইয়া, উকীলের সন্ধান করিতে গেল। কয়েক স্থানে মনোরথ হইয়া, অবশেষে তদ্দেশীয় এক জন [illegible] উকীল পাইল। সে রাজি হইল, কিন্তু সিনিয়রের ফী হাঁকিয়া বসিল। পঞ্চানন অগত্যা তা[illegible] সম্মত হইল।

পঞ্চানন বলিল, "হুজুর! তবে মো[illegible] তদ্বির কি রকম করব, সে বিষয়ে উপদেশ দি[illegible]

ছোকরা উকীল বলিল, "সাক্ষী ভাঙ্গা[illegible] ভাঙ্গাও।"

পঞ্চানন বলিলেন, "এক জন ত [illegible] বাহাদুর। অবশ্যই এক জন বড়লোক[illegible] পারব কি?"

ছোকরা উকীল হা হা করিয়া [illegible] বলিল, "বড়লোক, আমি অনেক [illegible] লোককে দুই একশো টাকায় বশীভূত [illegible] সে স্থানে ২।১ হাজার লাগে,

দাক্ষীরা যদি এসে বলে, সে বহুকালের কথা, ৩০ বৎসর হ'ল, এ রকম একটা বিবাহ আমি দেখেছিলাম বটে, কিন্তু কার সঙ্গে কার বিবাহ হয়েছিল, তা কিছুই আমার স্মরণ নাই—ব্যস, তা হলেই কেল্লা ফতে।"

"আচ্ছা, সেই চেষ্টাই তবে দেখি"—বলিয়া পঞ্চাননবাবু প্রস্থান করিলেন। রাত্রি তখন ১০ টা।

বাড়ীতে প্রবেশ করিতেই গৃহিণী ভয়ে ভয়ে বলিলেন, "এত রাত ক'রে ফিরলে? পোলাও যে ঠাণ্ডা হয়ে নষ্ট হয়ে গেল।"

"চুলোয় যাক্।"—বলিয়া পঞ্চানন শয্যাকক্ষে প্রবেশ করিয়া জামা, জুতা প্রভৃতি ছাড়িতে লাগিলেন।

"ক্ষুধা নাই" বলিয়া প্রথমে তিনি খাইতেই চাহেন নাই। শেষে গৃহিণীর পীড়াপীড়িতে পাতের কাছে বসিয়াছিলেন, কিন্তু পোলাও কালিয়া অর্দ্ধেকের উপর অভুক্ত রহিয়া গেল।

পরদিন একখানি পাঁচ হাজার টাকার চেক লিখিয়া লইয়া পঞ্চানন ব্যাঙ্কে ভাঙ্গাইতে গেলেন। তাহারা বলিল, গতকল্য আদালত হইতে হুকুম আসিয়াছে, মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত সমস্ত টাকা ক্রোক অবস্থায় থাকিবে।

মুসলমান ব্যারিষ্টারটির নিকট দুই মাসের ভাড়া পাওনা হইয়াছিল, তাহার কাছে ভাড়া চাহিতে গিয়াও পঞ্চানন ঐরূপ উত্তর পাইলেন।

[illegible] ঘরে সংসারখরচের উপযুক্ত টাকামাত্র মজুত [illegible]। ইজারার খাজানার কিস্তি পাওনা হইতেও [illegible]ও দুই মাস বিলম্ব আছে।

[illegible]গত্যা গৃহিণীর অলঙ্কার কয়খানি লইয়া সাক্ষী [illegible]ার চেষ্টায় পঞ্চাননবাবু কলিকাতা যাত্রা [illegible]।

* * *

আসি[illegible] শুনিতে[illegible]ার শুনানি শেষ হইয়া গিয়াছে—অদ্য রায় পারিবে[illegible]র দিন। রায় বাহাদুর ও অপর দুই লেখা হ[illegible]আসিয়া সাক্ষী দিয়া গিয়াছেন। রায় নরেন[illegible]ক সাক্ষ্য ছাড়া, বিবাহের পর দুই বৎবাপের উত্ত[illegible] হইতে হরেন্দ্রবাবু কর্ত্তৃক তাঁহাকে শ্বশুর মহাশ[illegible]নি পত্রও আদালতে দাখিল করিয়া[illegible] শিরোধার্য্য। [illegible] ঐ বিবাহ-সম্পর্কে অনেক কথাই আগামী [illegible]য়কজন বড় বড় উকীল ও ব্যারিতারিখ হরেন্দ্র[illegible], সেই পত্রগুলি দেখিয়া, তাঁহাবার্ষিক শ্রাদ্ধ। [illegible]দ্র বাবুরই হস্তাক্ষর বলিয়া হলপ করিয়াছেন। [illegible] তাহা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিল।

রায় বাহির হইল। নরেনের [illegible] বিবাহ আইনতঃ সিদ্ধ, এবং নরেনরা দুই ভাই সমস্ত সম্পত্তিতে স্বত্ববান্ বলিয়া জজ সাহেব মত প্রকাশ করিয়াছেন। পঞ্চাননবাবু ব্যাঙ্ক হইতে যে টাকা তুলিয়া লইয়াছিলেন, আসবাবপত্র ও গাড়ী-ঘোড়া বিক্রয়ের টাকা এবং অন্যান্য টাকা যাহা বরবাদ করিয়াছেন, আর তদুপরি মোকর্দ্দমা খরচ, একুনে ৯৫৫৭৷৷১০ নয় হাজার পাঁচশো সাতান্ন টাকা সাড়ে আট আনার ডিক্রী, পঞ্চাননবাবুর বিরুদ্ধে নরেন পাইল।

খুড়া মহাশয় সে দিন আদালতে হাজির ছিলেন না—ইতোমধ্যেই তিনি তল্পীতল্পা গুটাইয়া সপরিবারে দেশে চলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার উকীল, টেলিগ্রাফে তাঁহাকে সংবাদটা জানাইল। নরেনও বিলাতে দাদাকে এবং কলিকাতায় বিনোদকে এবং রায়বাহাদুরকে টেলিগ্রাফ করিয়া দিল।

মাসখানেক পরে নরেন দরখাস্ত করিয়া ডিক্রীজারীর হুকুম বাহির করিল। সেই হুকুমের বলে হুগলি জজ আদালতে পঞ্চাননবাবুর স্থাবর বিষয়-সম্পত্তি নীলামে উঠিল। মূল্য যাহা পাওয়া গেল, তাহাতে নরেনের দাবী মিটাইয়া, পঞ্চাননবাবুর ৩৭৸৶০ পাওনা রহিল। সে টাকা বাহির করিতে, আমলাগণের পাণ খাইবার টাকা বাদে, মোট ২৫টি টাকা লইয়া পঞ্চাননবাবু হুগলি হইতে ফিরিয়া গেলেন। পৈতৃক ভিটায় বেদখল হইয়া, এক জন আত্মীয়ের পরিত্যক্ত ভাঙ্গা বাড়ী পাইয়া, তাহাই অল্প অল্প মেরামত করিয়া লইয়া, তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

সুখের মিলন।

বিলাত হইতে পত্র আসিয়াছে, সুরেন্দ্রকুমার ব্যারিষ্টার হইয়া বাড়ী ফিরিবার জন্য রওনা হইয়াছে—মার্সেলস বন্দরে জাহাজে চড়িয়া, আগামী ১৬ই তারিখে বোম্বাই এবং তথা হইতে মেলে চড়িয়া ১৮ই কলিকাতায় পৌঁছিবে।

নরেন তার সে কাশীপুরের বাসা এখনও ছাড়ে নাই—মোটরখানিও আছে—তবে এখন আর [illegible]

ট্যাক্সি খাটাইতে বাহির হয় না। এই সংবাদ পাইয়া মোটর হাঁকাইয়া রায় বাহাদুরকে গিয়া সে খবর দিল। রায় বাহাদুর শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন। নরেন বলিল, "আমি আজ ভবানীপুরে যাচ্চি। আরতিকে নিয়ে হুগলি যাব, সেখান থেকে বউদিদিকে নিয়ে আসবো। দাদা যত দিন কলকাতায় থাকেন, আরতিকেও তত দিন কাশীপুরে রেখে, তিন ভাই-বোন কিছু দিন একত্র যাপন করবো ইচ্ছে আছে।" রায় বাহাদুর বলিলেন, "হপ্তাখানেক পরেই আমি আবার দেশে যাব। তোমার দাদা আসুন। এঁদের সকলকে নিয়ে তুমি একবার আমাদের ওখানে যেও—এত দিন বিলেতে বাসের পর, দিনকতক পাড়াগাঁ তোমার দাদার বেশ ভাল লাগবে বোধ হয়।" তার পর নরেন ভবানীপুরে গিয়া আরতিকে সঙ্গে লইয়া, সন্ধ্যার ট্রেণে হুগলি যাত্রা করিল।

গাড়ীতে আরতি বলিল, "ছোড়দা, আমি জাতে উঠে গেছি, তা জান?"

"কি ক'রে?"

"খবরের কাগজে আগে বেরিয়েছিল কি না যে, আমাদের বাপমার বিয়ে হয়নি, তাই আমাদের জাত গিয়েছিল। এখন বেরিয়েছে, না, আইনসঙ্গতভাবে বিয়ে হয়েছিল, তা প্রমাণ হয়ে গেছে! বিধবা-বিবাহ কি কুমারীবিবাহ, তা তো কিছু খবরের কাগজওয়ালারা লেখেনি। এখন সবাই বলছে, আহা! দেখ-দেখি একবার অন্যায়, অনর্থক বেচারিকে তার শাশুড়ী ত্যাগ করেছিল!—এই রকম সব কথা বলছে!"

হুগলিতে জজ সাহেবের বাড়ী পৌঁছিলে, তিনি ইহাদিগকে অত্যন্ত সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। পরদিন নির্ম্মলাকে ইহাদের সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন। বলিয়া দিলেন, "সুরেন এসে দুই এক দিন বিশ্রাম করুক। তার পর, তোমরা চার জনেই এখানে এসে হপ্তাখানেক থাকবে।"

*   *   *   *

পরদিন যথাসময়ে সুরেন্দ্র আসিয়া পৌঁছিল। কাশীপুরের বাড়ীখানি, ইহাদের সকলের মিলনের উৎসবে আনন্দ-মুখর হইয়া উঠিল। বিকালে নরেন গাড়ী লইয়া বিনোদের আপিসে গিয়া, তাহাকেও ধরিয়া আনিল।

দুই দিন পরে সকলে মিলিয়া হুগলি যাত্রা করিল।

...

তাহার ঠিক [illegible]

নরেন দুর্গাদাসের [illegible] হইল। সুরেন বলিল, [illegible] কাছ থেকে আমরা [illegible] শোধ রক্ষা করবো না?"

পত্র লিখিয়া, আগমনসংবাদ রায় [illegible] জানান হইল। ধার্য্য দিনে সকলে মগ[illegible] নামিয়া দেখিল, ইহাদের লইয়া যাইবার [illegible] বাহাদুর গাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছেন।

গাড়ী কম্পাউণ্ডের ভিতর প্রবেশ করি[illegible] দেখিল, সেই বারান্দায় বীণাপাণি খেলা [illegible] নরেনকে নামিতে দেখিয়াই সে বলিয়া উঠি[illegible] কাতার বাবু—ও কলকাতার বাবু! আবার [illegible] — কিন্তু সুরেন প্রভৃতিকে নামিতে দেখিয়া [illegible] সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। দাদুকে খবর দিবা[illegible] তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

তিন দিন এখানেও খুব আনন্দেই কাটি[illegible] দিন চা-পানান্তে রায় বাহাদুর সুরেন[illegible] তাঁহার জমীদারীর এক গ্রাম পরিদর্শন করি[illegible] ছিলেন, সন্ধ্যার পূর্ব্বে ফিরিবেন। নরেন [illegible] ঘরে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিল [illegible] দিকের দ্বার দিয়া ছেলে কোলে করিয়া আর[illegible] প্রবেশ করিয়া ডাকিল, "ছোড়দা!"

নরেন চমকিয়া, সেই দিকে চাহিয়া ব[illegible] আরতি?"

আরতি বলিল, "ছোড়দা, আমি তোর[illegible] ঘটকালি করছি—তুমি কিন্তু 'না' বলবে [illegible] ছোড়দা!"

নরেন হাসিয়া বলিল, "কার সঙ্গে [illegible]

আরতি আবদারের স্বরে বলিল, "[illegible] দাদা, যে, 'না' বলবে না; তবে আমি তোম[illegible] সে কে।"

নরেন বলিল, "দূর পাগলি! কে, [illegible] না; কেমন তা দেখলাম না,—[illegible] প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হব?"

"তুমি দেখেছ তাকে।"

"কে, শুনিই না।"

আরতি [illegible] রায় সোফায় [illegible] পাশে বসি[illegible]

বি[illegible] [illegible], হিন্দুভাবে আছেন, [illegible] পা[illegible] [illegible]ন। মেয়েটিকে আমাদের ভা—রি পছন্দ হয়েছে [illegible] বউদিদিরও। দোহাই দাদা, [illegible] কোর না।"

নরেন বলিল, "তোমরা [illegible]— এঁরা যদি আমায় পছন্দ না করেন?"

আরতি বলিল, "আমার দাদাকে পছন্দ হবে না! এমনি আর কি?"

"কেন, ওঁরা কিছু বলছেন?"

"মেয়ের মা'র ভারি ইচ্ছে। তিনি আজ তাঁর বাবাকে বলবেন, তাঁর স্বামীকেও কলকাতায় চিঠি লিখবেন—শুধু তোমার মতটি জানতে পারলেই হয়।"

"শুধু আমার মতে ত হবে না। আগে দাদার মত হওয়া চাই।"

"বড়দার মত করাবার ভার বৌদি নিয়েছে। এখন, তুমি শুধু বল, তোমার কোনও আপত্তি নেই। তা হ'লেই হয় ছোড়দা, নক্ষিটি!"

নরেন বলিল, "আচ্ছা, তোরা যা ভাল বুঝিস কর্ দিদি, আমার তাতে কোনও অমত নেই।"

শুনিয়া আরতি উচ্ছ্বসিত আনন্দে, সেখান হইতে চলিয়া গেল। খোকাকে চুমো খাইতে খাইতে বলিতে বলিতে গেল, "খোকা! তোর মামীমা হবে রে! তোর মামীমা হবে।"

সন্ধ্যার পর রায় বাহাদুর নরেনকে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। বাড়ীর ভিতর গিয়া সকল কথা শুনিলেন—শুনিয়া তখনি এ [illegible] পারিলেন না। [illegible] লেখা হয়েছে—[illegible]

[illegible] মেয়ের [illegible] পূজনীয় [illegible] তাহাই আমার [illegible]

[illegible] ২৯শে তারিখে ও ৩১শে তারিখ হরেন্দ্রবাবু ও তাঁহার পত্নীর সপিণ্ডীকরণ বার্ষিক শ্রাদ্ধ। পরামর্শ হইল, সুরেন ও নরেন গয়ায় [illegible] [illegible] [illegible]—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]! [illegible] [illegible] করিয়াছে।

সন্ধ্যার পর সুরেন [illegible] [illegible] [illegible] একখানি মোটরে [illegible]

—"এস এস, দিদিভাই এস" বলিয়া রায় বাহাদুর [illegible]দের নামাইয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন।

শুভলগ্নে বিবাহ হইয়া গেল। পরদিন বরকনে লইয়া সুরেন কাশীপুরে চলিয়া গেল। বিদায়কালে রায় বাহাদুর সুরেনের স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন, "সুরেন, কা'ল কি পশু, একটু যখন ফুরসৎ পাবে, একবার এসে আমার সঙ্গে দেখা কোর ত।"

"যে আজ্ঞে—আসবো"—বলিয়া সুরেন মোটরে উঠিল।

* * *

পরদিন বিকালে সুরেন আসিলে রায় বাহাদুর বলিলেন, "দেখ, নরেনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি আজ ক'দিনই ভাবছি। ভেবে একটা মৎলব ঠিক করেছি। এ সম্বন্ধে তোমার কি মত, তাই জানতে চাই।"

"কি মৎলব, বলুন।"

"ছোকরা এ দিকে খুব ভাল, খুব ভদ্র, খুব সচ্চরিত্র - কিন্তু লেখাপড়া ত ভাল ক'রে শেখে নি। অথচ তোমাদের পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তি এত বেশী নয় যে, চিরদিন ব'সে খাওয়া চলবে। তুমি একটা বিদ্যা শিখে এসেছ—লক্ষ্ণৌয়ে বসলে তোমার প্র্যাকটিস্ ভাল চলবে বলেই আশা করা যায়। কিন্তু নরেনকেও ত কিছু রোজগার করতে হবে। বিশেষ একটা অবস্থায় প'ড়ে, ট্যাক্সিওয়ালা হয়ে ও দিনগুজরাণ করছিল, এখন ত আর সেটা করা ভাল দেখাবে না। তাই ভাবছিলাম, ওকে বিলাতে পাঠিয়ে দেওয়া যাক না কেন? তুমি ব্যারিষ্টার হয়ে লক্ষ্ণৌয়ে বসছ—ওর আর ব্যারিষ্টার হয়ে কায নেই। মোটর-স্কুলে প'ড়ে কলকজার বিষয় হাতে-কলমে অনেকটা শিখে ফেলেছে। বিলেতে গিয়ে ও যদি মোটর ইঞ্জিনিয়ারিং শিখে আসে ত এখানে একটা কারখানা খুলে, বেশ দু'পয়সা রোজগার করতে পারবে। আমি আমার

জামাইকে এ কথা বলেছি—তার ত খুব ইচ্ছা যে, নরেন বিলেত গিয়ে মোটর ইঞ্জিনিয়ারিং শিখে আসে। ও বল্লে, বছর দুই শিখ্‌লেই প্রথম শ্রেণীর ইঞ্জিনিয়ারের একটা সার্টিফিকেট নিয়ে ও বেরুতে পারবে। এ বিষয়ে তোমার মত কি?"

সুরেন বলিল, "এ বিষয়ে আমার খুব মত আছে, দাদামশায়। এ খুব ভাল মৎলব আপনি মাথা থেকে বের করেছেন।"

"তা হ'লে, সেই ভাল। তুমি নরেনকে গিয়ে এই কথা বল। টাকাকড়ির বিষয়,—আমার জামাই ওর বিলেতের সমস্ত খরচ করতে প্রস্তুত আছেন। তোমাদের টাকা কিছু আছে, তা আমি জানি। কিন্তু সে টাকা এখন থাক্‌। ফিরে এসে কারখানা খুলতে তখন টাকা চাই ত।"

সুরেন বলিল, "আচ্ছা, নরেনকে গিয়ে আমি এ কথা বলি। কা'ল আমরা দুজনেই এসে আপনার সঙ্গে দেখা ক'রে এ বিষয়ে কথা ক'ব এখন।"

সমস্তই ঠিক হইয়া গেল। বিবাহের এক সপ্তাহ পরে, বীণাপাণি পিত্রালয়ে এবং আরতি তাহার স্বামিগৃহে ফিরিয়া গেল। কাশীপুরের বাড়ী ছাড়িয়া দিয়া, নরেন ও সুরেন লক্ষ্ণৌ যাত্রা করিল। ভাড়াটিয়াকে বাড়ী ছাড়িয়া দিবার জন্য পূর্ব্বেই নোটিস দেওয়া হইয়াছিল, সুরেন-নরেন গিয়া সেই পৈতৃক বাড়ীতেই উঠিল। অল্পদিনমধ্যেই সুরেন আইনব্যবসায় সুরু করিয়া দিল।

বিলাতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া নরেন কলিকাতায় আসিয়া, শ্বশুরালয়ের আদর-যত্ন কিছুদিন উপভোগ করিয়া, সাহেব সাজিয়া বিলাত যাত্রা করিল।

* * *

দুই বৎসর পরে নরেন ইঞ্জিনিয়ার হইয়া ফিরিয়া আসিয়া, মোটর গাড়ীর কারখানা খুলিল। বিলাত হইতে ফিরিবার সময়ই সে দুইটি প্রসিদ্ধ মোটর-নির্ম্মাতার সোল এজেন্সি যোগাড় করিয়া আসিয়াছিল। সুতরাং তাহার কারবার ভালই চলিতে লাগিল। সুকিয়া ষ্ট্রীটে রায় বাহাদুরের বাটীর নিকটেই একটা বাড়ী ভাড়া লইয়া সে সস্ত্রীক বাস করিতে লাগিল। আরতি মাঝে মাঝে আসে—সারাদিন বীণা-বউদির সঙ্গে গল্প-গুজবে আমোদ-আহ্লাদে কাটায়—সন্ধ্যার পর বিনোদ আসিয়া তাহাকে বাড়ী লইয়া যায়।

* * *

এক দিন রবিবারে নরেন তাহার বৈঠ
বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিল, বেলা ত
"জয় হোক বাবা!" বলিয়া এক বৃদ্ধ ভিক্ষুক
ভর দিয়া, বৈঠকখানার বারান্দায় উঠিয়া দাঁ
"আমি আজ দু'দিন উপবাসী—বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ
খেতে দাও বাবা।"

নরেন লোকটার পানে চাহিয়া দেখি
চেনা চেনা বলিয়া মনে হইল। বলিল,
এস।"

বৃদ্ধ লাঠি ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে ভিতরে
করিল। নরেন তাহার পানে একদৃষ্টে ত
জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বাড়ী কোথা?"

বৃদ্ধ বলিল, "আমার বাড়ী, বাবা, গ
চিরদিন এ অবস্থা আমার ছিল না—এক দি
একটা জমীদার ছিলাম—কিন্তু অদৃষ্টের দোষে
বলে "কপালং কপালং মূলং" কি না—
দোষে সব হারিয়ে এখন পথের ভিখারী হয়ে

নরেন বলিল, "আপনার নাম কি?"

"আমার নাম শ্রীপঞ্চানন মুখোপাধ্যায়।

নরেন চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া
"আপনি আমায় চিনতে পারছেন না?"

বৃদ্ধ কিয়ৎক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে নরেনের
চাহিয়া রহিল। শেষে বলিল, "কে?
বাবাজী না?"

"আমিই সেই"—বলিয়া নরেন খুড়া ম
প্রণাম করিল, এবং হাত ধরিয়া তাঁহাকে
চেয়ারে বসাইয়া, এ অবস্থা কিরূপে হইল,
করিল।

খুড়ামহাশয় বলিতে লাগিলেন, "আ
আমাদের কথা আর কেন জিজ্ঞাসা কর?
জজ আদালতে ডিক্রীর দায়ে তুমি ত আমা
সম্পত্তি কুটোগাছটি পর্য্যন্ত বিক্রী ক'রে নিলে।
থেকে মাত্র ২৫টি টাকা পেয়ে, আমি বাড়ী
ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনে গেলাম। সেখানে ভিে
টিকিট কাটাবার সময় সে ২৫ টাকাও
নিলে। গ্রামে গিয়ে খাই কি, তারও ঠিক
মাথা গুঁজে থাকবার স্থানও নেই দেখলাম।
জ্ঞাতির বাড়ীতে কিছুদিন ছিলাম—
পরিবার, ছেলেপুলে নিয়ে, রোজগারের

কলকাতায় এলাম। রোজগার ত অষ্টরম্ভা— অবশেষে পেটের দায়ে ভিক্ষা ক'রে বেড়াই।"

"খুড়ীমা-টুড়ীমা সব কোথা?"

"জোড়াস াঁকোয়, খোলার ঘর ভাড়া নিয়ে আছি। রোজ সকালে ভিক্ষায় বেরুই, সন্ধ্যে হ'লে বাড়ী ফিরে যাই—চাল-ডাল যা পাই, তাই তোমার খুড়ীমা সেদ্ধ পক করে দেয়—আমরা খাই। পয়সাটয়সা যা পাই, তা জমিয়ে রেখে, মাস পোয়ালে ঘরের ভাড়া দিই। এই রকম ক'রে চালাচ্চি—কিন্তু শরীরের অবস্থা যে রকম হয়েছে—আর বোধ হয়, বেশী দিন চলবে না।"

খুড়া মহাশয়ের অবস্থা দেখিয়া, নরেনের চোখে জল আসিল। দেরাজ খুলিয়া দশটি টাকা বাহির করিয়া, তাঁহার হাতে দিয়া বলিল, "আপনি বাসায় ফিরে যান, আর ভিক্ষে করবেন না। আমি আজই লক্ষ্ণৌয়ে দাদাকে চিঠি লিখে আপনার যা হোক একটা ব্যবস্থা ক'রে দিচ্চি।"

টাকাগুলি বাঁধিয়া লইয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বৃদ্ধ বলিল, "রাজা হও বাবা! সহস্রপুবী হও। ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন। আবার কবে এসে আমি দেখা করবো বাবা?"

"হপ্তাখানেক পরে আবার আসবেন। আচ্ছা, আরও কিছু টাকা নিয়ে যান। হপ্তাখানেক পরে—এই আসছে রবিবারে ধরুন, আবার এসে আমার সঙ্গে দেখা করবেন—ভত দিনে দাদার কাছ থেকে চিঠির উত্তর আসবে নিশ্চয়।"—বলিয়া নরেন দেরাজ খুলিয়া আর পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া, খুড়া মহাশয়ের হস্তে দিল। বৃদ্ধ আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।

নরেন দাদার নিকট প্রস্তাব করিল যে, নীলামে কেনা খুড়া মহাশয়ের বিষয়-সম্পত্তি সমস্তই তাঁহাকে ফিরিয়ে দেওয়া তাহার ইচ্ছা। সুরেন সম্মত হইল।

পর রবিবারে খুড়া মহাশয় আবার আসিলে, নরেন তাঁহাকে সব কথা বলিল। শুনিয়া, বৃদ্ধের আহ্লাদে মূর্চ্ছা যাইবার উপক্রম হইল।

যথারীতি দলীলাদি রেজেষ্ট্রী করা হইল। গৃহ-সামগ্রী কিনিবার ও পথ-খরচের জন্য নরেন তাঁহাকে ১০০৲ টাকা দিয়া বিদায় করিল।

খুড়া মহাশয় নিজগৃহ ও সম্পত্তিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়া, পাড়ায় পাড়ায় বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন—"দেবে না! না দেওয়া অমনি মুখের কথা না কি? ব্রাহ্মণকে ভিটেমাটী উচ্ছন্ন করলে, ধর্ম্ম কি সইবে? ব্রহ্মশাপে উচ্ছন্ন যেতে হবে না!"

সম্পূর্ণ

সত্যবালা

(উপন্যাস)

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত

সত্যবালা

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

মন্ত্রণা।

বৈশাখ মাস পড়িতে না পড়িতেই কলিকাতায় অসহ্য গ্রীষ্ম আরম্ভ হইল। রৌদ্রের যেমন উত্তাপ, তেমনি তাহার ঔজ্জ্বল্য। দ্বিপ্রহরের সময় জানালা খুলিয়া বাহিরে চাহিলে চক্ষু ঝলসিয়া যায়। হাত-পাখার দাম দুই পয়সার স্থানে চারি পয়সা হইয়াছে, বরফের মূল্যও পরিবর্দ্ধিত। আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি, তখনও কলিকাতায় বৈদ্যুতিক কারবার আরম্ভ হয় নাই, মানুষে পাখা এবং ঘোড়ায় ট্রাম টানিত। যাঁহাদের বাড়ীতে টানাপাখা আছে, তাঁহারা পাখাকুলী খুঁজিয়া পাইতেছেন না; মধ্যাহ্নে রাজপথে বাহির হইলে স্থানে স্থানে ট্রামের ঘোড়া সূর্য্যাহত হইয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে পড়িয়া মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে দেখা যাইতে লাগিল। সমস্ত দিন এমন গুমট করিয়া থাকে যে, গাছের পাতাটিও নড়ে না। সন্ধ্যার পর, আটটা কি নয়টা বাজিলে তবে একটু বাতাস বহিতে আরম্ভ হয়;—লোকে খোলা ছাদের উপর মাদুর বিছাইয়া শয়ন করিয়া বলে—"আঃ—প্রাণটা বাঁচলো!"

এইরূপ একটি গ্রীষ্মের প্রভাতে, ভবানীপুরের কোনও অট্টালিকামধ্যস্থ দ্বিতলের একটি সুসজ্জিত কক্ষে বসিয়া দুই জন যুবক কথোপকথন করিতেছিল। তখন মাত্র আটটা বাজিয়াছে। উভয়ে একটি টেবি-লের দুই ধারে উপবিষ্ট, সম্মুখে এক একটি চায়ের পেয়ালা।

যুবক দুইটির মধ্যে একটির বয়স ত্রিংশৎবর্ষ হইবে। সেই গৃহস্বামী। ইংরাজী রাত্রিবসনের উপর একটি সুচিত্রিত জাপানী কিমোনো তাহার অঙ্গোপরি বিরাজ করিতেছে। পদদ্বয়ে তৃণ-নির্ম্মিত চটী জুতা যোড়াটিও কিমোনোর ন্যায় জাপানী চিত্রে শোভিত। টেবিলের উপর [illegible]ান সি[illegible] একটি বাক্স রহিয়াছে। চা-[illegible] শেষ হইয়া গৃহস্বামী যুবক একটি সিগারে[illegible]রাইয়া, বাক্‌[illegible] যুবকের দিকে ঠেলিয়া দিল।

দ্বিতীয় যুবকটি আগন্ত[illegible] [illegible] বিংশতি বর্ষের অধিক হ[illegible] [illegible] পোষাক—সূক্ষ্ম ধুতির উপর [illegible] একটি রেশমী উত্তরীয়-বসনের [illegible] জড়িত। লোকটি গৌরকান্তি, ম[illegible] ঝাঁকড়া চুল। চক্ষু দুইটি বৃহৎ ও উজ্জ্বল। ভাবভঙ্গী[illegible] তাহাকে কবি বলিয়া সন্দেহ জন্মে।

প্রথম যুবকের নাম হেমচন্দ্র ক[illegible] দ্বিতীয় কিশোরীমোহন নাগ। হেমচন্দ্র [illegible] সহস্র মুদ্রা ডিপজিট দিয়া কলিকা[illegible] সওদাগরী আফিসে কেশিয়ারি[illegible] কর্ম্ম[illegible] কিশোরীমোহন মধ্যবিত্ত গৃহ[illegible] সন্তান[illegible] কোন কাযকর্ম্ম নাই—মধ্যে মধ্যে [illegible] কবিতা লেখে।

চা-পান শেষ করিয়া অত্যন্ত গরম বো[illegible] তাই হেমচন্দ্র কিমোনোটি খুলিয়া ফেলিল[illegible] কুলীকে সজোরে পাখা টানিতে আদেশ দি[illegible] "আর ত কলকেতায় টেকা যায় না!"

কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, "ছুটীর দরখ[illegible] ছিলে, তার কি হ'ল?"

"ছুটী পাব। বোধ হয়, আসছে সোমব[illegible] ছুটী পাব। কিন্তু এই ৪।৫ দিনই বা [illegible] ক'রে?"

কিশোরী প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা, দার্জ্জিলি[illegible] শীত কেমন?"

মুখ হইতে সিগারেটের ধূম উদ্গিরণ[illegible] করিতে হেম বলিল, "এই—অর্থাৎ এখানে [illegible] মাসে যেমন হয়, সেই রকম আর কি!"

একটি বিপৎসঙ্কুল পরিচ্ছেদের আরম্ভ সূচিত হইল, তাহা ত সে এখনও অবগত নহে। ভবিষ্যৎ ঘটনা পূর্ব্ব হইতেই না কি মানবচিত্তে নিজ ছায়াপাত করিয়া থাকে, তাই কি আজ কিশোরীর মনটা এমন বিষণ্ণ হইতে পারে। কিন্তু আরও একটা স্ফুটতর কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে।

শিয়ালদহ ষ্টেশনে পৌছিয়া, নব্যতন্ত্রের মহিলাগণের সহিত সে আজ প্রথম পরিচিত হইবে। তাই তাহার মনে একটা অশান্তির একটা আশঙ্কার রেখা পড়িয়াছে। তাহার কথাবার্ত্তায় ও ব্যবহারে যদি তাহার আনাড়িত্ব প্রকাশ পায়? যখন হেমচন্দ্র প্রথম তাহাকে ইঁহাদের নিকট 'ইন্‌ট্রোডিউস' করিয়া দিবে, সে সময়ে কি কি করা কর্ত্তব্য, তাহা হেমচন্দ্র উত্তমরূপে শিখাইয়া দিয়াছে বটে, কিন্তু কার্য্যকালে যদি ভুলচুক হইয়া যায়? তাহার 'বাউ' (শিরোনমন) যথানিয়মের অপেক্ষা যদি কিঞ্চিৎ অল্প হইয়া পড়ে? কথাবার্ত্তায় যদি ইংরাজী কোনও শব্দ অশুদ্ধভাবে উচ্চারিত হয়? পশ্চাৎকে আহারে সান্ধ্যভোজনের সময় হেমচন্দ্রের শিক্ষানুসারে মহিলাগণের প্রতি তাহার 'মনোযোগে' যদি কোনও ত্রুটি প্রকাশ পায়? এই কথায়, যদি তাঁহারা কিশোরীকে একটি 'জানোয়ার' বলিয়া ধার্য্য করেন? সেই বিখ্যাত সুন্দরী কুমারীদ্বয়ের চারি চক্ষু যদি তাহার অলক্ষিতে ঘৃণা ও বিদ্রূপপূর্ণ মন্তব্য বিনিময় করিয়া লয়? যদি তাহারও গোলাপী অধরযুগল রুমালের অন্তরালে গোপনে একটু হাস্য করে?

এইরূপ দুশ্চিন্তায় প্রভাতকাল অতিবাহিত হইল। ক্রমে স্নানের সময় আসিল। কিশোরীর একটি কুকুর ছিল, তাহার নাম টম বা টমি। ইদানীং কিশোরী তাহাকে আদর করিয়া মিষ্টার টম বলিয়াও ডাকিত। রোজ নিজে স্নান করিবার সময় সে স্বহস্তে টমির গাত্রে উত্তমরূপ সাবান ঘষিয়া তাহাকেও স্নান করাইয়া দিত; কারণ, টমিও তাহার সহিত দার্জ্জিলিঙ যাইবে। টমি তাহার বড় আদরের কুকুর। টমির যখন এক দিন মাত্র বয়স, তখনই কিশোরী তাহাকে পুষিয়াছিল—সে আজ দুই বৎসরের কথা। তখন টমি ভেউ ভেউ করিতে পারিত না—শুধু কুঁই কুঁই করিত; ছুটিতে পারিত না, আস্তে আস্তে থপ্ থপ্ করিয়া চলিত। তখন [illegible] শয়ন করিতে যাইবার সময় কিশোরী তাহাকে কোলে করিয়া লইয়া যাইত, কারণ, সিঁড়ি উঠিবার শক্তি তখন টমির ছিল না। প্রভাতে আবার কোলে করিয়া নীচে নামাইয়া আনিতে হইত। তখন টমি দুধ পাইলে চক্ চক্ করিয়া খাইত, ভাত কিম্বা মাংস কিংবা বিস্কুট খাইতে জানিত না। সেই টমি এখন দুই বৎসরের হইয়াছে, পূর্ণ যুবা কুকুর।

অত্য আহার করিয়া কিশোরী পাণ খাইল না—সুপারি ও লবঙ্গ মুখে দিল। সাহেবিয়ানার জন্য এই তাহার প্রথম ত্যাগস্বীকার। আহারান্তে [illegible] নিদ্রার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার মন এতই উত্তেজিত যে, নিদ্রা আসিল না। ক্রমে একটা বাজিল। জিনিস পত্র পূর্ব্ব হইতেই বাঁধা-ছাঁদা ছিল। এখন [illegible] করিয়া সে পোষাক পরিতে আরম্ভ করিল। প্রধান সমস্যা নেকটাইটা নির্দ্দোষভাবে বাঁধা। দুই তিন দিন অভ্যাস করিয়া এ বিদ্যা তাহার কতকটা [illegible] আসিয়াছে। দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া [illegible] সে কতবার বাঁধিল, কতবার সে খুলিল, [illegible] নাই। অবশেষে যখন কতকটা [illegible] হইল, তখন তাহার দেহ ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

একটু বিশ্রাম করিয়া পুনরপি দর্পণের সম্মুখে গিয়া নূতন উজ্জ্বল ষ্ট্র হ্যাটটি মাথায় দিয়া দাঁড়াইল। মোহিত হইয়া নিজের চেহারাটি দেখিতে লাগিল। তাহার পর, হেমচন্দ্র যখন শিয়ালদহ ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মে মহিলাগণের নিকট তাহাকে ইন্‌ট্রোডিউস্ করিয়া দিবে, তখন কিরূপ ভঙ্গিতে টুপীটি তুলিয়া শিরোনমন করিবে, বারংবার তাহারই মহলা দিতে লাগিল। হেমচন্দ্র বলিয়াছে, প্রথম আলাপে মহিলাগণ তাহার সহিত করমর্দ্দন করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিতেও পারেন, না-ও করিতে পারেন—প্রথম আলাপে ইহা আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হয় না। কিন্তু যদি তাঁহারা হাত বাড়াইয়া দেন, তবে ক্ষিপ্রহস্তে টুপীটি মস্তকে পুনঃ স্থাপন করিয়া করমর্দ্দন করিতে হইবে। সে সময় তাড়াতাড়িতে পাছে টুপীটি মাথায় সিধাভাবে না বসে, তাই বারংবার কিশোরী সেটি অভ্যাস করিতে লাগিল। তাহার মনে অত্যন্ত ভয় ছিল, পাছে পরিচয়কালে টুপীটি তুলিতেই সে ভুলিয়া যায়। কোনও কোনও "আনাড়ী" সাহেব না কি প্রথম প্রথম এরূপ ভুল করিয়া থাকে, তাই হেমচন্দ্র কিশোরীকে বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছিল। যদি ভুলিয়া যায়, তবে তাহার লজ্জা রাখিবার ঠাঁই থাকিবে না—তখন হাওড়ার পুল দিয়া গঙ্গাগর্ভে ঝাঁপ দেওয়াই তাহার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত।

টম এতক্ষণ বাহিরে কোথায় খেলা করিতে গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তাহার মনিবের দুয়ার বন্ধ। তাই সে কবাটে আঁচড়াইতে লাগিল।

কিশোরী দ্বার খুলিয়া দিল। টম প্রবেশ করিয়া, এই অদ্ভুত নূতন মূর্ত্তি দেখিয়া একেবারে অবাক্। অপরিচিত ব্যক্তি অনধিকারপ্রবেশ করিয়াছে মনে করিয়া, কয়েক পদ পিছু হটিয়া দুই তিনবার ভেক্ ভেক্ করিয়া ডাকিয়া, চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া গোঁ গোঁ শব্দ করিতে লাগিল। কিশোরী কুকুরের ভ্রম বুঝিয়া ডাকিল—"টম্!" কণ্ঠস্বরে টমের ভ্রম দূর হইল—লজ্জায় তখন সে অধোবদন। কান দুটি পশ্চাদ্ভাগে শুটাইয়া সবিনয়ে লাঙ্গুল নাড়িতে লাগিল।

কিশোরী তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, "টমি, কোথায় গিয়েছিলি? এত ক'রে সাবান দিয়ে গা পরিষ্কার ক'রে দিলাম, এখনই ধুলো মেখে এসেছিস্?"

টম এ আদরে তাহার পূর্ব্ব অসভ্যতার মার্জ্জনা হইয়াছে বুঝিয়া, মনিবের পদদ্বয়ের বস্ত্রাবরণ আঘ্রাণ করিয়া তাহার মুখের দিকে প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। ভাবটা যেন—এ আবার কি সব পরা হয়েছে? এ রকম ত কোন দিন দেখিনি!

কিশোরী কুকুরের গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া দিতে দিতে বলিল, "টম, আজ আমরা কোথায় যাচ্চি, তা জানিস্‌নে বুঝি? আজ আমরা দার্জ্জিলিঙ যাচ্চি।"

টম এ সংবাদে কোনও উৎসাহ প্রকাশ করিল না; কেবল ধীরে ধীরে লেজটি নাড়িতে নাড়িতে, মনিবের মুখের পানে আকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। সে কালে শুনা যাইত, পশু-পক্ষীরা ভবিষ্যৎ ঘটনা জানিতে পারে। তাহা যদি সত্য হয়, তবে টম নিশ্চয়ই মিনতি করিয়া তাহার প্রভুকে দার্জ্জিলিঙ যাত্রা করিতে নিষেধ করিতেছিল।

ক্রমে তিনটা বাজিল। কিশোরী গাড়ী ডাকাইয়া, জিনিসপত্র লইয়া, কুকুর লইয়া, শিয়ালদহ ষ্টেশন অভিমুখে যাত্রা করিল।

কিশোরী যখন শিয়ালদহে পৌঁছিল, তখনও ট্রেণ ছাড়িবার বিলম্ব আছে। মধ্যম ও তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা গাড়ীতে উঠিয়াছে বটে, কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রিগণ তখনও বড় একটা কেহ আসে নাই। কিশোরী নিজের জিনিসপত্র একটা কামরায় উঠাইয়া, কুলীদিগকে বিদায় দিয়া, চুরুট মুখে প্যাণ্টলুনের পকেটে বামহস্ত প্রবেশ করাইয়া দিয়া, অত্যন্ত "সম্রান্ত"ভাবে প্ল্যাটফর্ম্মের উপর পদচার

লাগিল।

আকাশে তখন অল্প অল্প মেঘ উঠিয়ে

বৈশাখীর পূর্ব্বলক্ষণ।

কিয়ৎক্ষণ পরে হেমচন্দ্রের দ্বারবান্

তাহাকে সেলাম করিল। কিশোরী জিজ্ঞ

"সাহেব কাঁহা?"

দ্বারবান্ বলিল, "হুজুর, সাহেব লে

লাগিজ-উগিজ সাথ লেকে দিহিন হ্যায়

মালুম হোয়-মেম সাহেবলোগকো সাথ আ

ইহা শুনিয়া কিশোরী নিজ অধি

দেখাইয়া দিল; দ্বারবান্ জিনিসপত্রগু

উঠাইতে লাগিল।

আর কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর,

দের বিপুলকায় যুড়ীগাড়ী আসিয়া বাহিরে

হেমচন্দ্র এক লম্ফে অবতরণ করিয়া,

নামিতে সাহায্য করিতে লাগিল। মি

একটা কন্‌সালটেশন লইয়া ব্যস্ত ছিলেন

সঙ্গে আসিতে পারেন নাই, তবে ট্রেণ ছাড়ি

আসিয়া পৌঁছিবেন আশ্বাস দিয়াছেন।

মেঘটা তখন একটু বাড়িয়াছে, বাত

প্রবল হইয়াছে। কুমারীদ্বয়ের বাহুল্য ব

করিয়া উড়িতে লাগিল। দূর হইতে এই

টেম্পেষ্ট নাটকে মিরান্দার চিত্র কিশো

মনে পড়িল। সে বেড়াইতে বেড়াইতে

বিপরীত প্রান্ত অবধি চলিয়া গেল। ইহ

সে আবার এই দিকে আসিবে। এখনি

হেমচন্দ্র তাহাকে ইন্‌ট্রোডিউস করিবে

ভালয় সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে

নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে।

দূর হইতে কিশোরী যখন দেখিল, ইঁহ

ফর্ম্মে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, তখন সে

অগ্রসর হইতে লাগিল।

টুপী তোলার কথাটা মনে আছে ত?

মনে আছে।

ঐ অদূরে যোবজায়া কন্যাদ্বয় স

আছেন। তাঁহাদের তিন জনেরই পরিধ

শাড়ী—তবে যোবজায়ার শাড়ীখানি শু

দুইটির রঙীন। একখানি ঈষন্নীল, অপর

বাদামী। যোবজায়ার মস্তকে একটি "ব্রা

তাহার পশ্চাৎভাগ হইতে একগুচ্ছ দীর্ঘ শিখ ঝুলিতেছে)। কুমারীদয়ের মস্তকও কেবলমাত্র পাড়ীর প্রান্ত দ্বারা আবৃত—তাহারা ঐ শিখ টুপী পছন্দ করেন না, বলেন, উহা পরিলে dowdy (বুড়ো বুড়ো) দেখায়।

কিশোরী ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। তাহার অলক্ষিতে যে সৌন্দর্য্যের বিকাশ হইয়াছে, তাহা উপভোগ করার মত মনের অবস্থা এখন তাহার নহে।

নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র হেমচন্দ্র ইংরাজীতে বলিল, "হেলো জম, কতক্ষণ?"

"এই কতক্ষণ।"—কিশোরী দেখিল, মহিলারা কেহ প্ল্যাটফর্ম্মের পানে, কেহ অন্যদিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে হেমচন্দ্র বলিল, Ladies, allow me to introduce my friend." (মহিলাগণ, আমার বন্ধুকে আপনাদের নিকট পরিচিত করিয়া দিব, অনুমতি করুন)

এই কথা শুনিবামাত্র মহিলাগণ নিজ নিজ দৃষ্টি ফিরাইয়া, কিশোরীমোহনের মুখের দিকে চাহিলেন। কিশোরী টুপী তুলিয়া অভিবাদন করিল। সঙ্গে মিসেস্ ঘোষ কর প্রসারণ করিলেন।

যথাশিক্ষা কিশোরী টুপীটি মাথায় বসাইয়া, তাঁহার সহিত করমর্দ্দন করিল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তে একটা দমকা বাতাস আসিয়া হতভাগ্য যুবকের টুপী উড়াইয়া প্ল্যাটফর্ম্মের উপর ফেলিল। টুপী প্ল্যাটফর্ম্ম স্পর্শ করিবামাত্র বায়ুবেগে গড়াইয়া চলিল।

কিশোরী সেখান হইতে এক লম্ফে টুপীর পশ্চাধাবন করিল। গড় গড় করিয়া টুপীও যত ছুটে, কিশোরীও ক্ষিপ্তের মত তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটে। আর এ দিকে, "আমার মনিব কোথায় যায়" ভাবিয়া টমি কুকুরটিও উর্দ্ধলাঙ্গুল হইয়া কিশোরীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে লাগিল।

অনেকটা দূরে গিয়া অবশেষে টুপী গেরেপ্তার হইল। তখন কিশোরী থামিয়া টুপী মাথায় পরিয়া, চিন্তা করিবার অবসর পাইল।

ছি ছি, ছি ছি, এ কি চলানটা চলাইলাম! [illegible] তাহারা মুখে রুমাল দিয়া কত হাসিই না হাসিতেছে। হেম ত পাখী পড়ানো করিয়া [illegible]রা দিয়াছিল, তাহা সত্বেও টুপী মাথায় ভাল বসাইতে পারি নাই। পারিলে, কখনই উড়িয়া যাইত না,—ও তার উহাদের [illegible] [illegible]! উঃ, এ [illegible] বুঝা যায় না। [illegible] [illegible] [illegible] কিশোরীর [illegible] [illegible] কি আর [illegible]িয়াছে।

দুই এক মুহূর্ত্তের মধ্যে অনেকটা [illegible] [illegible] দিয়া এই প্রকার চিন্তা[illegible] কিশোরী [illegible] [illegible] ফিরিয়া দেখিল, হেমচন্দ্র তাহা[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

বন্ধুর সহিত কিশোরী [illegible] [illegible] হাসিতে লাগিল। লজ্জায়, ক্রোধে পাংশুবর্ণ [illegible] [illegible] বলিল, [illegible]

মহিলাগণের নিকট [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ঘোষ বাঙ্গালায় বলিয়া উঠিলেন, "[illegible] [illegible] তখন হয়নি ত মিষ্টার [illegible]?" [illegible] [illegible]

কিশোরীর কণ্ঠস্বর তখন কোথায় যেন [illegible] গিয়াছে। অনেক কষ্টে সে বলিল, "না।" [illegible]

হেমচন্দ্র বলিল, "ঝড় বাতাসের দিনে হ্যাট জিনিসটে সময় সময় বড়ই ধোঁকা দেয়। সেই জন্যে আমি যখনই কোনওখানে যাতায়াত করি, দ্বিতীয় একটা হ্যাট সঙ্গে নিই। একবার চলন্ত গাড়ী থেকে আমার হ্যাট উড়ে প'ড়ে গিয়েছিল, সেই অবধি আমি সাবধান হয়েছি।"

এ কথা শুনিয়া কিশোরীর মন কতকটা শান্ত হইল। তবে হেমচন্দ্রের মত লোকেরও টুপী উড়িয়া যায়!

মিস্ বীণা বলিলেন, "মা, বাবার বিলেতে সেই টুপী উড়ে যাওয়ার গল্পটা বল না!"

ইহা কিশোরীর দগ্ধ হৃদয়ে যেন অমৃতসিঞ্চনের ন্যায় বোধ হইল। মিষ্টার ঘোষ, অমন প্রবল সাহেব, তাঁহারও টুপী উড়িয়া গিয়াছিল! এবং যেখানে সেখানে নয়, বিলাতে। তবে আর তার লজ্জাই বা কি, দুঃখই বা কিসের?

মিসেস্ ঘোষ বলিলেন, "সে আমি তাঁর মত তেমন মজা ক'রে বলতে পারবো না। তিনি ত এখনই আসবেন, তাঁকেই বলতে বলিস্।"

বীণা আবদারের স্বরে বলিল, "তিনি ক—খোন্ আসবেন, ততক্ষণ জুড়িয়ে যাবে। তুমিই বল না!"

মিসেস্ ঘোষ বলিলেন, "সে-ও [illegible] হ্যাট। [illegible] দিয়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ দমকা বাতাসে টুপী উড়ে গেল। এত হাওয়া যে, টুপীটা রাস্তায় পড়েই ডাকগাড়ীর মত গড়াতে লাগলো। তিনিও দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে টুপীর পিছনে ছুটলেন। সম্মুখে একখানা

...পুলিসম্যান তাঁকে
টম এতক্ষণ বাহিরে কোথায় ...চে পড়ে প্রাণটা
ছিল। ফিরিয়া আসিয়া দেখি... চাকাতেই টুপীটা
দুয়ার বন্ধ। তাই সে কবাটে ...
কিশোরী দ্বার খুলিয়া দিল ...াশ! তার পর?"
এই অদ্ভুত নূতন মূর্ত্তি দেখি..., "সেখানে কাছাকাছি
অপরিচিত ব্যক্তি ...ন ছিল না। খালি মাথার
...না, কয়েক পদ পি...চট ক'রে একটা ক্যাব ডেকে,
ভেক করিয়া তাকিয়া...সায় ফিরে এলেন।"
শব্দ করিতে লাগিল...বলিলেন, "মা, সেই ক্যাবির উপ-
ডাকিল—"টম্!" ...হাও।"
লজ্জায় তখন ...বীণা বলিলেন, "ক্যাবিটা আগাগোড়া সমস্ত
...হল কি না। বাড়ী পৌছে দিয়ে ভাড়াটি নিয়ে
বল্লে—'মশায়, টুপী উড়ে গেলে কি করতে হয় জানেন
না? Pickwick Papers প'ড়ে দেখবেন'।"

বীণা বলিলেন, "Pickwick বেচারীরও ঠিক ঐ বিপত্তি হয়েছিল কি না! সেই যে ছবিটে আছে, যখনই দেখি, হেসে আর বাঁচিনে। টুপী গড়িয়ে যাচ্ছে, আর পিছু পিছু Pickwick—একে বুড়ো মানুষ, তাতে মোটা থপাস্ থপাস্ ক'রে দৌড়চ্ছে। Pickwickএর সব ছবির চেয়ে সেইটেই আমার ভারি মজা লাগে।"

ইহা শুনিয়া কিশোরীর মন হইতে অবশিষ্ট গ্লানি-টুকুও নিশ্চিহ্নভাবে মুছিয়া গেল।

হেম জিজ্ঞাসা করিল, "উপদেশটা কি?"

মিস্ ঘোষ বলিলেন, "উপদেশটা হচ্ছে, রাস্তার টুপী উড়ে গেলে, খবরদার, তার পিছু পিছু ছুটিবে না। যেখানে আছ, দাঁড়িয়ে থাকবে। আর পাঁচ জনে যেমন হাসবে, তুমিও তেমনি হাসবে, যেন কত মজাই হচ্ছে। তার পর কেউ টুপীটা ধ'রে তোমার হাতে এনে দেবে এখন, তখন তাকে বলবে থ্যাঙ্কিউ।"

হেমচন্দ্র বলিল, "বাঃ বাঃ, এ উপদেশ মহামূল্য। ডিকেন্স, তুমিও ধন্য! আহা, ডিকেন্সের বই পড়লে যেমন সাংসারিক জ্ঞানলাভ হয়, তেমন আর কারও বই পড়লে হয় না।"

মিসেস ঘোষ বলিলেন, "এ সব সাহিত্যালোচনা পরে হবে। এখন চল, আমরা গাড়ীতে উঠি।"

হেম জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা কি মেয়েদের গাড়ীতে উঠবেন না কি? চলুন না, বামুনপিরাঘাট অবধি একসঙ্গে গল্প করতে করতে যাই।"

মিসেস্ ঘোষ বলিলেন, "তোমাদের ...
হয় ত একপাল ইংরেজ উঠে পড়বে, সে ...

হেম বলিল, "এখনও অনেক গাড়ী ...
রয়েছে। আমরা পাঁচ কালোমূর্ত্তি উঠে ...
আসুন, তা হ'লে কোনও ইংরেজ আর ...
উঠবে না।"

মিস্ ঘোষ কৃত্রিম কোপ সহকারে ...
"আপনি আমাদের কালো বল্লেন ...
আপনাদের সঙ্গে আমরা যাব না, যান।"

হেমচন্দ্র বলিল, "আপনি বুঝি রাগ ...
এঃ—পৃথিবীর কোনও খবরই রাখেন ...
আপনাদের একটু খোসামোদ করেই ক...
হই ত নয়! আজকাল বৈজ্ঞানিকেরা ...
দিয়েছেন যে, মানুষের সাদা রঙই ...
অস্বাভাবিক। শ্যামবর্ণ ই সুন্দর, কেন না,
নিজের গায়ের রঙ। দেখুন, আকাশ শ্...
শ্যাম, সমুদ্র শ্যাম, গাছপালা—"

মিস্ ঘোষ বাধা দিয়া বলিলেন, "...
কবি বলুন!"

হেমচন্দ্র কিয়ৎকাল স্মরণ করিবার ...
বলিল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক তাই। কবিই ...
বটে।"

মিস্ ঘোষ হাসিতে হাসিতে বলি...
সে কবিটি— আপনিই।"

হেম হাতযোড় করি... বলিল ...
'আপনার! এ জীবনে অনেক পাপ ক...
কিন্তু ঐটি করিনি—কবিতা কখনও লি...
যদি বলেন, তবে আমাদের এই নাগ ...
বলিয়া হেম কিশোরীর পিঠ ঠুকিয়া দিল ...

মিস্ ঘোষ জিজ্ঞাসা করিলেন, "...
আপনি কবি?"

এতক্ষণ কথাবার্ত্তায় কিশোরীর সং...
গিয়াছিল। প্রফুল্লভাবে উত্তর করিল, ...
কথায় বিশ্বাস করেন?"

বীণা বলিলেন, "নাগ? নাগ ...
পুরো নামটি কি জিজ্ঞাসা করতে পারি?"

কিশোরী উত্তর করিবার পূর্ব্বেই হেম ...
"কিশোরীমোহন নাগ।"

শুনিয়া মিস্ ঘোষ বলিলেন, "ওঃ ...
বলুন। শুধু দ্বিতীয় ভাগ শুনলে বুঝবো ...

"তার পর ?"

"তার পর, ক্রমে সেই ভাবটুকু উবে গেল, তাই ছোট মেয়েটির নাম হ'ল বীণা।"

"জ্যোতিটোতি নিবে গেল ? এখন, ঘোষ সাহেব কি ? হিন্দু, না ব্রাহ্ম, না নাস্তিক, না অজ্ঞেয়বাদী, না কি ?"

হেম বলিল, "ডোণ্টকেয়ারবাদী।"

কিশোরী হাসিতে লাগিল। হেম বলিল, "তবে সোশ্যাল অনুসারে হিন্দু। তুমি যদি বিবাহে শালগ্রাম-শিলা রাখতে চাও, তাতেও আপত্তি হবে না।"

কিশোরী বলিল, "তুমি এমনি ভাবে কথা বলছ, যেন বিবাহের দিন স্থির হয়ে গেছে।"

"খতি স্থির ক'রে ফেল শীগ্‌গির। এক মাস আমার ছুটী আছে, তারই মধ্যে শুভকার্য্যটা এই দার্জ্জিলিঙেই হয়ে যাক না।"

এইরূপ হাস্য-পরিহাস করিতে করিতে উভয় বন্ধু "ঘোষ ভিলা"র সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল।

বথনই...টি বাংলো ধরণের। সম্মুখ ভাগে বাগান—
যাচ্ছে, অগ্নি কায করিতেছে। বাড়ীতে উঠিতেই
মানুষ, তাঁ... তথায় একটি বেতের চেয়ারে বীণা
Pickwickএর সব বসিয়া ছিল। পরিধানে এক-
ভারি মজা লাগে।" শাড়ী। চুলগুলি ফিরিঙ্গি
ইহা শুনিয়া কিশোরী...টি পল নীরো গোলাপ
টুকুও নিশ্চিহ্নভাবে মুছিয়া গেল...ক প্রবেশ করিতে
হেম জিজ্ঞাসা করিল, "উপদে...ভ্যর্থনা করিল।
মিস্‌ ঘোষ বলিলেন, "উপদেশটা...মে বসাইল।
টুপী উড়ে গেলে, খবরদার, তার পিছু ...রটি খেয়ে
না। যেখানে আছ, দাঁড়িয়ে থাকবে। ...হিলেন।
জনে যেমন হাসবে, তুমিও তেমনি হাসবে, ... আমি
মজাই হচ্ছে। তার পর কেউ টুপীটা ধ'রে ...হবার
হাতে এনে দেবে এখন, তখন তাকে বলবে ...

হেমচন্দ্র বলিল, "বাঃ বাঃ, এ উপদেশ ... ?" ডিকেন্স, তুমিও ধন্য ! আহা, ডিকেন্সের বই ...— যেমন সাংসারিক জ্ঞানলাভ হয়, তেমন আর ...মি বই পড়লে হয় না ?"

মিসেস ঘোষ বলিলেন, "এ সব সাহিত্যালোচনা পরে হবে। এখন চল, আমরা গাড়ীতে উঠি।"

হেম জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা কি মেয়েদের গাড়ীতে উঠবেন না কি ? চলুন না, দামুকদিয়াঘাট অবধি একসঙ্গে গল্প করতে করতে যাই।"

কিয়ৎক্ষণ পরেই ঘোষজায়া আসিয়া ... বেহারাকে ডাকিয়া তিনি চা প্রভৃতি ... আদেশ করিলেন।

অল্পক্ষণ কথাবার্ত্তার পরেই চায়ের সরঞ্জাম... ঘোষজায়া বলিলেন, "এক এক পেয়ালা চা ... খান আপনারা। সতী লুচি ভাজছে—... আবার চা খাবেন। নূতন বন্দকরা ব... হ'ল।"

কিয়ৎক্ষণ পরে লুচি এবং সত্যবালা... টেবিলে আসিয়া হাজির হইল। সতী... কালাপেড়ে দেশী শাড়ী পরিয়াছে, গায়ে এ... ব্লাউজ, পায়ে জাপানী ঘাসের চটিজুতা... রেশমী শাড়ী অপেক্ষা সত্যবালার শাড়... কিশোরীর চক্ষে মিষ্টতর লাগিল।

নানা গল্পগুজবের সহিত চা-পান চলিতে... সত্য মাসিকপত্রে প্রকাশিত কিশোরীর ... কবিতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবার পর জিজ্ঞা... "আচ্ছা মিষ্টার নাগ, আপনার আরও ... অনেক কবিতা লেখা আছে, যা এখনও ছাপ...

"আছে বৈকি।"

"ছাপা হবার আগে সেগুলি কাউকে দেখান না বোধ হয় ?"

হেম বলিল, "সমঝদার লোক পেলে... কি। আপনি যদি দেখতে চান, আপনাকে দেখাবেন। কি বল কিশোরী ?"—...সির করিতে লাগিল।

কিশোরী একটু লজ্জিতভাবে বলিল, "নি... স্থির হইয়া গেল, আগামী কল্য বিকালে... তাহার কবিতার খাতাখানি আনিয়া সত... দেখাইবে।

বীণা এই সময়ে চোখে দুষ্ট হাসি মাখি... "দিদি, ব'লে দিই ?"

সত্যবালা রাগিয়া বলিল, "খবরদার।"

কিশোরী উৎসাহের স্বরে জিজ্ঞাসা... "আপনিও কবিতা লেখেন না কি ?"

বীণা বলিল, "খুব লেখে, ঝুড়ি ঝুড়ি লে... তিনখানা খাতা আছে।"

শুনিয়া কিশোরীর মনটি সত্যবালার প্র... হইয়া উঠিল। সে বলিল, "আপনি কবিতা ... কাথাও ছাপান না ত ?"

রাত্রি ৮টা বাজিল। তখনও হেমের দেখা নাই। ৯টার সময় স্যানিটেরিয়মের পরিচারক আসিয়া হেমের ঘর বন্ধ দেখিয়া, কিশোরীর ঘরেই আহারের জন্য টেবিল সাজাইতে লাগিল। কিশোরী একাকী বসিয়া ভোজন সমাধা করিল। টমিকে খাওয়াইয়া, আরাম চেয়ারে পড়িয়া সিগারেট ফুঁকিতে ফুঁকিতে ভাবিতে লাগিল, হেম নিশ্চয়ই সেখান হইতে খাইয়া আসিবে। আজ আমি সঙ্গে নাই, কোনও আপদ নাই, 'পুনশ্চ' যুড়িবার বালাই নাই। এ কয়দিন, কেবল আমার ভয়েই হেমকেও তাহারা নিমন্ত্রণ করিতে পারে নাই। আর হেমটাও এমনি পেটুক, লোভ সংবরণ করিতে পারে নাই। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল, তথাপি হেমের দেখা নাই।

"ঘোষভিলা"য় এ সময় কি হইতেছে, তাহাই কিশোরী কল্পনা করিতে চেষ্টা করিল। ডিনার শেষ হইয়া গিয়াছে। সকলে আসিয়া ড্রয়িং রুমে বসিয়াছে, গল্প-গুজব হইতেছে। মল্লিক হয় ত এখনও 'পেগ' চালাইতেছে, আর সুরারক্তিম লুব্ধনেত্রে সতীর পানে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে। উঃ—অসহ্য! মাঝে মাঝে সতী এবং মাঝে মাঝে বীণা বোধ হয় পিয়ানোয় বসিতেছে। আজ আর রবিবাবু, দ্বিজু রায় সেখানে কল্কে পাইবেন না—"মান্য অতিথি" মল্লিক সাহেব কি বাঙ্গালা গান সহ্য করিতে পারিবেন? ভূতের কাছে রামনাম! আজ সব ইংরাজী গৎ বাজিতেছে—কথাবার্ত্তা সমস্তই আজ ইংরাজীতে। লজ্জাও নাই এই সব সিংহচর্ম্মাবৃত গর্দ্দভগণের!—হঠাৎ নিজের পোষাকের উপর কিশোরীর নজর পড়িল। ভাবিল, ছি ছি, আমিও ত বাঁদর সাজিয়াছি। কি মোহ! কি মরীচিকা! হেমের ভুজঙে পড়িয়া, একখানা ধুতিও সঙ্গে আনি নাই যে, বাহির করিয়া পরি—পরিয়া ভদ্রলোক সাজি। হ্যাঁ দাঁড়াও, এক কায করি—

কিশোরী হাঁকিল—"বেয়ারা!"

"হুজুর"—বলিয়া ভৃত্য আসিয়া দাঁড়াইল।

"দেখো, হিঁয়া পাণ হায়? পাণ—পাণ—পাণখিলি?"

বেহারা বলিল, "হাঁ, হুজুর, অর্থোডাক্সমে পাণ হায়। লে আওয়ে?"—স্যানিটেরিয়মে দুইটি বিভাগ আছে—হিন্দু (অর্থোডক্স) বিভাগ এবং সাধারণ বিভাগ। আহারাদিতে যাহারা ইংরাজী ভাবাপন্ন, তাঁহারা সাধারণ বিভাগে থাকেন।

কিশোরী বলিল, "যাও।"

বেহারা চলিয়া গেলে। সে অস্ফুট স্বরে বলিল—"হাঁ, আমি পাণ খাব। খুব করবো পাণ খাব—তোমরা পেগ খাও, আমরা স্বদেশী পাণ খাব—দেখি, কে আমার কি করতে পারে। তোর সাহেবিয়ানার মাথায় মারি ঝাড়ু!" বিদ্যুদ্বেগে বারান্দায় বাহির হইয়া কিশোরী আবার ডাকিল—"বেয়ারা!"

বেয়ারা তখনও সিঁড়ি দিয়া নামিয়া যায় নাই, ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। কিশোরী বলিল, "পাণ লাও। আওর দেখো, থোড়া জর্দ্দা মিলে তো সো ভি লাও।"

"বহুৎখু"—বলিয়া বেহারা পুনঃ প্রস্থান করিল। পাঁচ মিনিট পরে সে ফিরিয়া আসিল। একটি চায়ের পিরিচে চার খিলি পাণ, তাহার পাশে কতকগুলি কালো গুঁড়া, টেবিলের উপর রাখিয়া দিল। "ঠিক হায়।"—বলিয়া কিশোরী ভৃত্যকে বিদায় দিয়া, এক খিলি পাণ এবং কিঞ্চিৎ জর্দ্দা মুখে ফেলিয়া দিল।

জর্দ্দা ইতিপূর্ব্বে কিশোরী কোনও দিন সেবন করে নাই। ফলে, অতি শীঘ্রই তাহার গা ঘুরিয়া উঠিল, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম দেখা দিল। তখন সে বাথরুমে গিয়া থু থু করিয়া মুখস্থিত সমস্ত পদার্থটা ফেলিয়া দিয়া, কুলকুচু করিয়া, মাথায় ও দুই রগে জল-থাবড়া দিয়া শয়নঘরে ফিরিয়া আসিল। সোরাই হইতে এক গ্লাস শীতল জল ঢালিয়া ঢক্‌ঢক্ করিয়া পান করিয়া, কিয়ৎক্ষণ পরে একটু সুস্থ বোধ করিল। সেই কালো পদার্থটির পানে চাহিয়া বলিল, "বাবা, তুমি কম নও! তুমি জর্দ্দা নও— স্যানিটেরিয়ম থেকে নিশ্চয়ই জর্দ্দা সরবরাহ হয় না, তুমি উড়িয়া বামুনঠাকুরের গুড়ি। নমস্কার তোমার পায়ে।"

...কে অতিক্রম

সপ্তম পরি... ...বে এবং পিয়ো-

...ত্র দিয়াছিলেন, বীণা মৃদু

...র কিশোরীর পানে চাহিয়া

রাত্রি প্রায় ১১টা ...ছিল। দুই তিন দিন পরে

বিরক্ত হইয়া কিশো...ব্যাঙ্কের নিকটে কিশোরী

পোষাক খুলিয়া, রাধাচরণ পূর্ব্ববৎ।

আরও দিন দুই পরে, বেলা ১২টার সময়, কিশোরী এক বন্ধুগৃহে নিমন্ত্রণ সারিয়া বাসায় ফিরিতেছিল। দূর হইতে দেখিল, বিপরীত দিক হইতে একটি বাঙ্গালী মেয়ে একাকী আসিতেছে। সত্যবালা নহে ত? হাতে দুই তিনখানি বহি ও খাতা। একটু নিকটস্থ হইলে কিশোরী স্পষ্ট দেখিতে পাইল, সত্যবালা—এবং একাকিনী! পথটিও সে সময় প্রায় নির্জ্জন। তাহার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। সতীর সম্মুখীন হইবামাত্র টুপী তুলিয়া সে বলিল, "কেমন আছেন?"

কিশোরীকে দেখিয়া সত্যবালা যেন একটু বিব্রত হইয়া পড়িল। কিন্তু দাঁড়াইল। তাহার ললাট ও কপোলদেশ রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে। তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া কিশোরী বলিল, "অনেক দিনের পর দেখা, ভাল আছেন ত?"

এইবার সতী বলিল, "কেন, পত্র ত"—বলিয়া চুপ করিল। তাহার দৃষ্টি কিশোরীর মুখের দিকে নহে, কঙ্করময় রাজপথের দিকে অবনত।

কিশোরী বলিল, "সে ত শুধু চোখের দেখা। তাতে কি আর আশা মেটে?"

এবার সতী মুখ তুলিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "কি যে বলেন আপনি!—যান!"

কিশোরী বলিল, "যাব? যাবই ত। আচ্ছা, কবে যাই?"

সতী বলিল, "তাই কি আপনাকে আমি বলেছি? কোথায় গিয়েছিলেন এ সময়?"

"নিমন্ত্রণ ছিল। কলকাতা থেকে আমার এক দল বন্ধু সম্প্রতি এখানে এসেছেন, তাঁরাই নিমন্ত্রণ করে-ছিলেন। আপনি কোথায় যাচ্চেন?"

সতী বলিল, "আমি যাচ্চি পড়তে। মাদাম লেভেরো ব'লে এক জন ফ্রেঞ্চ শিক্ষয়িত্রী আছেন. আমি রোজ দুপুরবেলা তাঁর বাড়ীতে ফ্রেঞ্চ পড়তে যাই। চলুন, সেখানে আমায় পৌঁছে দেবেন?—আপনার বিশেষ কোনও কায ত এখন নেই?"

কিশোরী বলিল, "অত্যন্ত বিশেষ কাযই এখন আমার আছে।"

"কি?"

"এই, আপনাকে পৌঁছে দেওয়া। এর চেয়ে লোভনীয় স্পৃহণীয় কায আর আমি কোথায় পাব?"

সতী বলিল, "যান! ঐ সব বলা বুঝি ভাল? চলুন।"

পথে চলিতে চলিতে কিশোরী কি
"এ ক'দিনে নতুন কবিতা কিছু লিখলেন
"লিখেছি একটা। আপনিও লিখে
"লিখেছি গোটাকতক।"
"সঙ্গে আছে?"
কিশোরী বলিল, "না—আমি কি
নার দেখা পাব—এ সৌভাগ্য আমার ক
—যদি হুকুম পাই ত কা'ল নিয়ে আসি
সত্যবালা বলিল. "অন্য দিন কিন্তু
দারোয়ান থাকে। আজ তার 'শির
তাকে আনি নি।"
কিশোরী বলিল, "আহা, আশীর্ব্বা
শিরঃপীড়াটি চিরস্থায়ী হোক। কিন্তু
আপনাকে একলা আসতে দিতে আপত্তি
সতী বলিল, "মা বলেন, দার্জ্জিলি
বিলেতের মত, এখানে মেয়েরা—অন্ততঃ
—নির্ভয়ে পথে বেড়াতে পারে।—কা'ল
হয় আর দরোয়ান সঙ্গে আসবে না। ব
কবিতাগুলি আনবেন, আমি বাড়ী নি
পড়ে, পত্র আবার আপনাকে ফেরৎ দে
"নিষ্ঠুরের মত ফেরৎ দেবেন কেন
কাছে তারা থাকলেই বা। তার বদলে
নার কবিতাগুলি আমায় দেবেন, আমি
সতী বলিল, "বিনিময়? আগে
প্রথাই ছিল। যখন টাকা-পয়সার সৃষ্টি
বিনিময়েই সংসার চলত। এখনও শুনেছি
গাঁয়ে আছে। ধান দিয়ে গুড় কেনা যা
কিশোরী বলিল, "খুব সহরেও আছে
"কি? পুরানো কাপড় দিয়ে বাসন
কিশোরী বলিল, "তাও আছে।
কাপড়-বাসন বিনিময় ছাড়াও অন্য বিনি
যথা—হৃদয়-বিনিময়, মাল্য-বিনিময়—ইত
সতী একটু হাসিয়া বলিল, "মিষ্টার
অর্থশাস্ত্র, না, অনর্থ শাস্ত্রের কথা?"
কিশোরী বলিল [illegible]
দয়া ক'রে আমাকে বলবেন [illegible]
"তবে কি ব [illegible] নী নিজে
[illegible] বন?"
"আমার কি [illegible], "এইটুকু
"আপনি [illegible] নকে কিন্তু [illegible]। তার
চ'টে যান।" [illegible] বিশ্বাস, যে

"আমি মিষ্টার বল্লেই চটি ।"

সতী হাসিয়া বলিল, "মজা মন্দ নয়। এক দিন
, যখন, বাবু বল্লে লোকে চটুত। মিষ্টার বল্লে
, আজকাল এমন লোকও দেখা দিচ্চে। আপনি
স্বদেশী, না ?"

কিশোরী বলিল, "ভয়ঙ্কর স্বদেশী ।"

সতী বলিল, "তবে আপনাকেও আমার মনের
খুলে বলি কিশোরী বাবু, আমিও মনে মনে ভয়-
স্বদেশী। আমার বাড়ীর লোকেরা এ জন্যে বরং
মার উপর চটা। ঐ দেখুন, মাদাম লেভেরোর
ী দেখা যাচ্চে। কা'ল যা হ'লে কবিতাগুলি আন-
, ভুলবেন না।"

মেম সাহেবের বাড়ী তথায় দেখিয়া কিশোরী মুগ্ধ
া গেল না। আরও অন্ততঃ আধক্রোশখানেক
হইলে সুখী হইত। ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল, "কবিতা
বো। আপনিও আনবেন, ভুলবেন না।"

"আমি ভুলি না"—বলিয়া সতী তাহার দক্ষিণহস্ত-
ন প্রসারিত করিয়া দিল। কিশোরী তাহা মর্দ্দন
িয়া বিদায় লইল।

পথ হইতে একটু চড়াই উঠিয়া মাদাম লেভেরোর
ী যাইতে হয়। কিশোরী ধীরপদে কিছুদূর অগ্র-
হইয়া, আবার ফিরিল। সমস্তক্ষণ উর্দ্ধগামিনী সত্য-
ার প্রতি দৃষ্টি আবদ্ধ রহিল। সতী বাড়ীর ভিতর
শ্য হইলে সে ঘড়ি খুলিয়া দেখিয়া যে পথে আসিয়া-
, সেই পথে ধীরে ধীরে ফিরিতে লাগিল। যেখানে
বালার সহিত দেখা হইয়াছিল, সেইখানে আসিয়া
বার ঘড়ি দেখিল—দশ মিনিট মাত্র। খুব গড়ি-
করিয়া চলিলে, এই দশ মিনিটকে টানিয়া বড়
র পনেরো মিনিট লম্বা করা যায়। পথের ধারে দুই
নে বসিবার বেঞ্চি আছে। সেগুলি প্রায় খালিই
ক। সেখানে বসিয়া একটু বিশ্রাম করিলে আরও
ক্ষণ সময় পাওয়া যাইতে পারে।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, কিশোরী স্যানিটে-
অভিমুখে পদচালন করিল।

—

নূতন

নবম পরিচ্ছেদ

হইতে

নাগর লা।

করিয়া, দশ মি যখন পথ আধ ঘণ্টায় হাঁটিয়া,
র উপর বাজিতে ক্ষণ বিশ্রাম করিয়া এই

দুই জন তরুণ কবির কাব্যালোচনা চলিল। এখন আর
পরস্পরকে ইহারা 'আপনি' বলে না, তুমি বলিয়া
থাকে। এখন আর অন্তরের প্রণয় বিনিময়জন্য কবি-
তার বেনামী আবশ্যক হয় না, স্ব স্ব নামেই তাহা
নির্ব্বাহিত হয়। ইহারা পরস্পরে হিন্দুমতে পরিণয়-
সূত্রে আবদ্ধ হইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কিন্তু তাহার
কোনও উপায় এখনও ঠাহর করিয়া উঠিতে পারে
নাই।

উভয়ে প্রতিদিন দেখা-সাক্ষাতে ক্রমে একটা বিঘ্ন
আসিয়া উপস্থিত হইল। এখন জুন মাস, মাঝে মাঝে
বৃষ্টি হইতে লাগিল। যে দিন মধ্যাহ্নকালে বৃষ্টি নামে,
সে দিন সব পণ্ড করিয়া দেয়।

বিকালে স্যানিটেরিয়মে বসিয়া সংবাদপত্র পাঠ
করিতে করিতে হঠাৎ কিশোরীর নজর পড়িল, মিষ্টার
পি মল্লিক আই-সি-এস তিন মাসের প্রিভিলেজ ছুটী
লইয়াছেন।

সংবাদটা দেখিয়া কিশোরীর মন বেশ প্রফুল্ল হইয়া
উঠিল না। ভাবিল, "চেষ্টা কর—চেষ্টা কর—পুনঃ
পুনঃ চেষ্টা কর"—এই নীতির অনুসরণে আবার কি
হতভাগা আসিয়া জুটিতেছে না কি? সেরূপ যদি
কিছু সম্ভাবনা থাকে, তবে সতীর নিকট অবশ্যই
জানিতে পারা যাইবে।

পরদিন সতী বলিল, "সেই মল্লিক সাহেব ছুটী
লইয়া দার্জ্জিলিঙে আসিতেছে এবং তাহাদের পাশের
বাড়ীখানা তিন মাসের জন্য ভাড়া লইয়াছে।" এই
সংবাদ দিয়া সতী প্রায় কাঁদো কাঁদো হইয়া বলিল,
"কি করবো আমি? আবার এসে আমায় সেই রকম
ক'রে জ্বালাতন করবে।"

কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, "কবে সে আসবে?"

"সে বাড়ীখানা ১লা জুলাই খালি হবে। তার
দুই এক দিন আগে আমাদের বাড়ীতেই উঠবে, ১লা
নিজের বাড়ীতে যাবে। যাবে ঐ পর্য্যন্ত, যতদূর
বুঝতে পারছি, আমাদের বাড়ীতেই হবে তার আড্ডা।
পথও তাকে মাড়াতে হবে না, বাগানের বেড়ার
তারটা ডিঙোলেই আমাদের হাতায় আসা যায়।
আমি মাকে বল্লাম, আমার এখানে আর ভাল লাগছে
না, আমি কলকাতায় যাই। মা বল্লেন, সেখানে একলা
বাড়ীতে থাকবি কেমন ক'রে, তোর বাবা ত সারা-
দিন হাইকোর্টে।" একটু থামিয়া বলিল, "এবার মল্লিক
এসে আমার পিছনে সেই রকম ক'রে লাগলে আমি

একটা কাণ্ড ক'রে বসবো, তা কিন্তু আমি ব'লে রাখছি হাঁ।"

পিতা-মাতাকে লুকাইয়া অথবা তাঁহাদের জানাইয়া বিদ্রোহ করিয়া বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া সম্বন্ধে পূর্ব্বে উভয়ের মধ্যে অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আত্মসুখের মোহে মুগ্ধ হইয়া পিতা-মাতার মনে ব্যথা দেওয়া উচিত হইবে বলিয়া সতী মনে করে নাই,—কিশোরীও ত তার সে মতের সমর্থন করিয়াছে। কিন্তু অবস্থা ক্রমে যেরূপ দাঁড়াইতেছে, কি করিতে যে বাধ্য হ'তে হয়, তাহা বলা যায় না।

সময় হইয়া আসিল—সতীকে উঠিতে হইল। "আচ্ছা—আমি ভেবে চিন্তে দেখে একটা উপায় ঠিক করি।"—বলিয়া কিশোরী ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বিদায় গ্রহণ করিল।

পরদিন যথাসময়ে যথাস্থানে আসিয়া কিশোরী বলিল, "তিন আইন অনুসারে আমরা বিয়ে ক'রে ফেলি এস। বিয়ের পর, তোমার মা-বাপকে জানালেই হবে—তখন ত আর বিয়ে ফিরবে না।"

সতী এ কথা শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। শেষে বলিল, "তা হ'লে ত, 'আমি হিন্দু নই'—ব'লে আমাদের সই কর‍্তে হবে!"

"তা হবে, কিন্তু উপায় কি?"

"এখানে হবে?"

"হ্যাঁ। সব খবর আমি নিয়েছি। বিবাহের তিন সপ্তাহ আগে, তিন আইনের রেজিষ্ট্রারকে নোটিস দিতে হয়। এখানকার ডেপুটী কমিশনরই তিন আইনের রেজিষ্ট্রার। তিন সপ্তাহ পরে বিবাহ হ'তে পারে।"

"নোটিস দিলে ত জানাজানি হয়ে যাবে। আমাদের বাড়ীর লোকের কাছে সে খবর কি পৌঁছবে না?"

"এখানে কে-ই বা আমাদের চেনে—কেই বা এসে তোমাদের বাড়ীতে সে গল্প করতে যাবে বল?"

"কখন্ বিবাহ হ'তে পারে?"

"দুপুর বেলা। এই সময়। সেটা রেজিষ্ট্রারের সঙ্গে আগে বন্দোবস্ত ক'রে নিতে হয়।"

"বিয়ে হ'তে কতক্ষণ লাগে?"

"পাঁচ মিনিট। বিয়ের পর, বাড়ী গিয়ে মাকে তুমি বলবে। তার পরদিন আমরা দুজনে কলকাতায় চ'লে যাব।"

পরদিন সতী আসিয়া বলিল, এই পরামর্শ অনুসারেই কার্য্য করিতে সে প্রস্তুত রেজিষ্ট্রারের আফিসে গিয়া যথারীতি নো সহি করিয়া দিয়া আসিল।

ইহার দশ দিন পরে মল্লিক সাহেব আসিয়া পৌঁছিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

বন্দিনী।

নোটিসের তিন সপ্তাহ পূর্ণ হইতে আর মাত্র বাকী আছে। যথাসময়ে যথাস্থানে কি আজ সত্যবালাকে দেখিতে পাইল না। অনেকক্ষণ ধরিয়া পাইচারি করিয়া বেঞ্চে বসিয়া তাহারা বিশ্রাম করে, সে দেখিয়া আসিল, সত্যবালা নাই। এরূপ কখনও হয় নাই, এমন নহে—কিন্তু প্ বলিয়া গিয়াছে, "কা'ল আমি আসিতে কিন্তু গতকল্য সতী ত সেরূপ কোনও নাই! কি হইল; অবশ্য কোনও অভাব সতী আসিতে পারে নাই, কিন্তু কি তাহার শরীর ভাল আছে ত?

যে রাস্তায় মোবভিলা, সে রাস্তা দিয়া কয়েকবার যাতায়াত করিল। "বাড়ী ব গিয়া জিজ্ঞাসা করিবার উপায় নাই দেখিল, মল্লিক সাহেব বারান্দায় দাঁড়াই ফুঁকিতেছেন।

কিশোরী স্যানিটেরিয়মে ফিরিয়া দুশ্চিন্তায় কাল কাটাইতে লাগিল।

পরদিন দ্বিপ্রহরে কিশোরী আবার পথে ঘোরাঘুরি করিল, কিন্তু সতীকে দে না। সে তখন ভাবিল, যা থাকে ক ওদের বাড়ী। মোবভিলায় গিয়া কাহাকেও না দেখিয়া ডাকিল—"বেয়ারা বাহির হইয়া আসিল, কি[illegible] তাহার কার্ড দিয়া বলিল—"ব[illegible] সাহেবকা

ক্ষণকাল পরে [illegible] খানি কে কিশোরীর হস্তে [illegible] হার পূর্ব ইংরাজীতে লেখা [illegible] হও। য যদি এ বাড়ীতে [illegible] কর, লাথি খাইবে।"

রমণীর হস্তাক্ষর নহে—পুরুষমানুষেরই হস্তাক্ষর। ক্রোধকম্পিতস্বরে কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, "কৌন লিখা ?"

বেয়ারা বলিল, "মল্লিক সাহেব। আপ যাইয়া বাবু, আউর মৎ আইয়ে।"

কিশোরী বলিল, "আচ্ছি বাত। বড়া মিস্ সাহেব কৈসী হাঁয় ?"

"আচ্ছি হাঁয়।"

কিশোরী তখন দ্রুতপদে "ঘোষভিলা" পরিত্যাগ করিয়া গেল।

বিকালে, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, কিশোরী সত্যবালাকে একখানি পত্র লিখিয়া ডাকে ফেলিয়া দিল। তাহার এরূপ অভাবনীয় অদর্শনে নিজ দুশ্চিন্তার কথা, বিবাহের দিনস্থিরতা প্রভৃতি অনেক কথাই পত্রে লিখিল। পরদিন অত্যন্ত উৎকণ্ঠায় সে যাপন করিল। তৎপরদিন ডাকে দুইখানি খামের পত্র আসিল। একখানির শিরোনামায় হস্তাক্ষর অপরিচিত, অপরখানি সত্যবালার লেখা। প্রথমে সে সতীর চিঠিখানিই খুলিল। তাহাতে লেখা আছে—

"প্রিয়তম !

যে দিন তোমার সঙ্গে শেষ দেখা, সে দিন বাড়ী ফিরিয়া দেখিলাম, ভারি কাণ্ড বাধিয়া গিয়াছে। মল্লিক এখানকার ডেপুটি কমিশনর সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কাছারিতে গিয়াছিল, সেখানে নোটিস-বোর্ডে আমাদের নোটিস্ টাঙ্গানো আছে দেখিয়া আসিয়া মাকে বলিয়াছে।

আমি আসিতেই মা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, 'হাঁ, আমরা নোটিস দিয়াছি এবং বিবাহ করিব।' তোমার সহিত আমার দেখা-সাক্ষাৎ কোথায় কি প্রকারে ইল, জিজ্ঞাসা করায়, আমি সমস্তই বলিলাম। নিয়া মা যাহা মুখে আসিল, তাঁহাই বলিয়া অ গালি দিতে লাগিলেন। বলিলেন, এখন দ্বাদশ আমার বাড়ীর বাহিরে যাওয়া নিষেধ, য' যাই, তবে মল্লিক আমার রক্ষণাবেক্ষণের জ নূতন দা সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে। সেই অবধি মল্লিক হইতে দিন আমাদের বাড়ীতে আছে, রাত্রে কেবলসর বাড়ীতে শুইতে যায়।

আমি তোমায় যখন দিন পত্র লিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু জিতে। বলিয়াছিল আমার কোনও পত্র মাকে না দেখাইয়া ডাকে ফেলিবার তাহার হুকুম নাই।

আমি আজ এই পত্র লিখিয়া, বস্ত্রের মধ্যে লুকাইয়া, বেড়াইতে বাহির হইব। মল্লিক নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে থাকিবে। কিন্তু কোনও ডাকবাক্স হাতের কাছে পাইলেই পত্রখানি আমি কিপ্রহস্তে পোষ্ট করিয়া দিব।

আজ তুমি আমাদের বাড়ীতে আসিয়াছিলে; তোমাকে মল্লিক কি রকম অপমান করিয়াছে, তাহাও আমি শুনিয়াছি—মল্লিক নিজমুখেই মাকে তাহা বলিতেছিল। আমি আর এ বাড়ীতে থাকিব না। আমার একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। এত অপমান আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না। আজ রাত্রি ১২টার সময় আমি এখান হইতে পলায়ন করিব। তুমি কোনও হোটেলে আমার জন্য একটি কামরা স্থির করিয়া রাখিও—এবং আমাকে সেখানে পৌঁছাইয়া দিও। কল্য আমাদের বিবাহের দিন স্থিরীকৃত আছে—দ্বিপ্রহরে সেখানে গিয়া আমরা বিবাহিত হইব।

ক্যালকাটা রোড হইতে উঠিয়া, তুমি আমাদের বাড়ীর পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকিও, কারণ, সামনের ফটকে রাত্রে তালা বন্ধ থাকে। রাত্রি ঠিক ১২টা বাজিলে আমি আপন শয়নকক্ষ হইতে বাহির হইয়া তোমার হস্তধারণ করিব। সেই মুহূর্ত হইতে আমার সমস্ত বাকী জীবনের মালিক তুমিই হইবে।

তোমারই
সতী।

দ্বিতীয় পত্রখানি দেখিল, তাহার ভিতর সতীকে পত্র লিখিত তাহারই সেই পত্রখানি। খাম খোলা, তাহারা উহা পড়িয়াছে, ফেরৎ পাঠাইয়াছে—সতীকে নিশ্চয়ই দেয় নাই, বা দেখায় নাই—কারণ, সতীর পত্রে ইহার কোনও উল্লেখ নাই।

বিকালে বাহির হইয়া, ম্যাডানের হোটেলে একটি কামরা ঠিক করিয়া, কিশোরী ক্যালকাটা রোডে গেল। এই রাস্তার এক পার্শ্বে খদ, অপর পার্শ্বে কোনও বাড়ী-ঘর নাই। উচ্চভূমিতে যে সকল বাড়ী-ঘর আছে, সেগুলির পশ্চাদ্‌ভাগমাত্র দেখা যায়, সম্মুখভাগ অকল্যাণ্ড রোডে। ক্যালকাটা রোডে দাঁড়াইয়া, ঊর্দ্ধে ঘোষ-ভিলা কিশোরী বেশ চিনিতে

ইল। মল্লিকও তাহার সহিত অগ্রসর হইতে দেখিয়া বলিল, "যান, বাড়ী গিয়ে মাকে বলুন গে। কুকুরের মত আমার পিছু পিছু আসছেন কেন?"

মফস্বলের আমলা ফয়লা,—পুলিসের দারোগা ইন্‌স্পেক্টর, এমন কি, কোনও কোনও জমীদার পর্য্যন্ত তাহাকে কখন "হুজুর", কখনও "ধর্ম্মাবতার" বলে, এক ফোঁটা বাঙ্গালীর মেয়ে তাহাকে কুকুর বলিল। ক্রোধে মল্লিকের আপাদমস্তক জলিয়া উঠিল। কিন্তু ক্রোধ ও অপমান মনের মধ্যেই সে হজম করিতে করিতে, শিষ্ট শান্ত ভদ্রলোকটির মতই তাহার সঙ্গিনীর পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া চলিতে লাগিল। উপায় কি?

অনেক দূর গিয়া সতী একটু ক্লান্ত হইয়া ক্রমে নিজ গতিবেগ কমাইল। এ সময় তাহারা শ্রাবারির উত্তর প্রান্তে পৌছিয়াছিল। সতীকে হাঁপাইতে দেখিয়া মল্লিক একবার কোমলভাবে বলিল, "বেঞ্চে ব'সে একটু বিশ্রাম করবে?"

"না, ধন্যবাদ।"

"আমার সঙ্গে বসতে যদি তোমার আপত্তি থাকে, তুমি বেঞ্চে ব'স, আমি এইখানেই ঘুরে বেড়াই।"

সতী সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া, মন্দ মন্দ পদে শ্রাবারি প্রদক্ষিণের রাস্তা ধরিয়া গৃহাভিমুখী হইল।

গৃহে পৌছিয়া, সারা সন্ধ্যাবেলা মাতার তিরস্কারের জন্য সতী অপেক্ষা করিয়া রহিল, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, মা কোনও কথাই বলিলেন না। মল্লিক এক সময় তাহাকে নিরিবিলে পাইয়া চুপি চুপি বলিল, "আমার উপর তুমি রাগ কোর না, তোমার মাকে আমি সে কথা বলি নি।"—পুরস্কারস্বরূপ, সতীর কৃতজ্ঞ দৃষ্টির পরিবর্ত্তে, তাহার ভ্রূকুটি ও তাচ্ছীল্যপূর্ণ দৃষ্টি লাভ করিয়া, মল্লিক সে রাত্রির মত নিজ বাসায় ফিরিয়া গেল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

নূতন পরামর্শ।

রাত্রে স্যানিটেরিয়ম হইতে বাহির হইয়া, কিশোরী মৃদুমন্দপদে অগ্রসর হইল, কারণ, তখনও যথেষ্ট সময় ছিল। যখন সে ম্যালে গিয়া পৌছিল, তখনও বারোটা বাজিতে পনেরো মিনিট বাকী। রাস্তা প্রায় জনশূন্য, কেবল মাঝে মাঝে দুই একজন ইংরাজ পুরুষ পুরু ওভারকোট গায়ে দিয়া ক্লাব হইতে বাড়ী ফিরিতেছে। ম্যাল হইতে ক্যাপকাটা রোড নামিয়া গিয়াছে—এ পথটি এখন পরিত্যক্ত—ইহার কোনও দিকে বাড়ীঘর নাই—বামে খদ নামিয়া গিয়াছে; দক্ষিণদিকে উচ্চ ভূমিতে অকল্যাণ্ড রোডের বাড়ীগুলির পশ্চাদ্ভাগ মাত্র দেখা যায়।

কিশোরী ক্যাপকাটা রোড দিয়া চলিল। কৃষ্ণপক্ষ রজনী—এখনও চন্দ্রোদয় হইতে বিলম্ব আছে। মেঘশূন্য পরিষ্কার আকাশে নক্ষত্রগুলি ঝিকমিক করিতেছে। সেই নক্ষত্রালোকে সাবধানে ধীরে ধীরে কিশোরী পথ অতিক্রম করিতে লাগিল। নিম্নে—বহুদূরে—লিবং ছাউনির কয়েকটা আলো মিটিমিটি করিয়া জলিতেছে। উপরে অকল্যাণ্ড রোডের বাড়ীগুলির পশ্চাদ্ভাগ প্রায়ই অন্ধকার—সকলেই সুপ্তিসুখে নিমগ্ন—মাঝে মাঝে কোনও একটি কক্ষের বদ্ধ সার্সি ভেদ করিয়া আলোক বাহির হইতেছে।

ক্রমে কিশোরী ঘোষভিলার নিম্নভাগে আসিয়া পৌছিল। উপরে দৃষ্টিপাত করিয়া বাড়ীটি ভাল করিয়া দেখিল—কোনও ভুল হয় নাই ত? না, ভুল হয় নাই, সেই বাড়ীই বটে। পর্ব্বতারোহণ জন্য যে পথটি আজ বিকালে স্থির করিয়া গিয়াছিল, সেটিও বেশ চিনিতে পারিল। পকেট হইতে ঘড়ী বাহির করিয়া, দেশলাই জালিয়া দেখিল, বারোটা বাজিতে আর পাঁচ মিনিট মাত্র বাকী।

তখন সে উপরে উঠিতে আরম্ভ করিল। অতি ধীরে—অতি সাবধানে—কোনও শব্দ না হয়, নিজের পদস্খলন না হয়। দেখিল, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আরোহণ অপেক্ষা বসিয়া বসিয়া আরোহণই সুবিধা। সেইরূপ প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া, অনেক কষ্টে সে উপরে উঠিয়া পড়িল। ঘোষভিলার তার ডিঙ্গাইয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া হাঁপাইতে লাগিল।

সহসা অনতিদূরে গৃহের একটি কক্ষের সার্সি আলোকিত হইয়া উঠিল। কিশোরী জানিত, এইটি সতীর শয়নকক্ষ। পরক্ষণেই আলোক নিবিয়া গেল। দ্বার খুলিয়া সতী বারান্দায় আসিল, বারান্দা হইতে বাগানে নামিল, ধীরে ধীরে কিশোরীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র কিশোরী তাহাকে বাহুবন্ধনে

আবদ্ধ করিল। তাহার মুখে একটি চুম্বন করিয়া চুপি চুপি বলিল, "চল সতী—আমি তোমায় নিতে এসেছি।"

প্রিয়তমের বাহুবন্ধন হইতে নিজেকে ছাড়াইয়া লইয়া সতী কহিল, "অনেক কথা আছে, আগে শোন।"

কিশোরী কহিল, "ম্যাডানের হোটেলে তোমার জন্যে কামরা ঠিক ক'রে রেখে এসেছি—চল, সেইখানে ব'সে শুনবো। এখানে বেশীক্ষণ থাকা কি ঠিক হবে?"

সতী বলিল, "কিন্তু দেখ—আজ না; এ ভাবে না। আজ তোমায় আমি মিছামিছি কষ্ট দিলাম।"

কিশোরী নৈরাশ্যব্যঞ্জক স্বরে বলিল, "আজ না? কেন? কবে তবে?"

কিয়দ্দূরে একখানা বড় পাথর পড়িয়া ছিল। সতী কিশোরীকে সেই দিকে টানিয়া লইয়া গিয়া কহিল, "এস, এইখানে দুজনে বসি। আমার কথা যা, সেগুলি সব শোন আগে।"

উভয়ে সেই প্রস্তরখণ্ডের উপর উপবেশন করিল। কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আমাকে কা'ল যে চিঠি লিখেছিলে, সেই চিঠিখানা নিয়ে বাড়ীতে কোনও রকম গণ্ডগোল হয়েছে না কি?"

সতী বলিল, "না, তা হয় নি। মল্লিক সে সময় আমায় শাসিয়েছিল বটে যে, মাকে এসব ব'লে দেবে; কিন্তু কি জানি, কি ভেবে তা দেয় নি। সেই চিঠি ফেলার পর থেকে আমি কিন্তু ক্রমাগত ভাবছি, এ রকম ক'রে রাত্রে বাড়ী থেকে পালিয়ে যাওয়া আমার উচিত হবে কি না। অনেক ভেবে চিন্তে আমি স্থির করেছি, সেটা ঠিক হবে না। এ কাযটা মূলতঃ অন্যায় কায না হলেও, বাইরে থেকে দেখতে বড়ই খারাপ দেখাবে। যা করবো, তা দিনের আলোতে, সর্ব্বসমক্ষে করবো—এ রকম ভাবে চোরের মত নয়—অনেক ভেবে চিন্তে, এই আমি মনে ঠিক করেছি।"

কিশোরী ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি উপায় স্থির করেছ?"

সতী বলিল, "আমি যা স্থির করিয়াছি, তা এই—কা'ল সকালে তুমি ডেপুটী কমিশনার সাহেবের বাংলায় গিয়ে, তাঁর সঙ্গে দেখা কর। তিনিই ত তিন আইনের বিবাহের রেজিষ্ট্রার? তাঁকে গিয়ে সমস্ত কথা তুমি বল। এ বিবাহে আমার মা বাপের অমত, মল্লিকের জিদ, সমস্ত তাঁকে খুলে বল। বল যে আমরা দুজনেই বয়ঃপ্রাপ্ত, আ[...] আমরা যে কায করবো, কারুর অধিকার[...] তাতে বাধা দেয়। যদি কেউ কো[...] গোলযোগ করে, জোর-জবরদস্তি করে, ডেপুটি কমিশনার সাহেব যেন আইনের ব[...] দিগকে তা থেকে রক্ষা করেন। এই স[...] সব কথা বুঝিয়ে, তাঁকে তুমি বলতে পার[...]"

"পারবো।"

"তাঁকে আরও জিজ্ঞাসা কোর, কা[...] গিয়ে, তাঁর বাংলায় যদি আমরা দুজনে[...] হ'লে সেখানে আমাদের বিবাহ হ'তে পা[...] যদি তিনি রাজি হন, তা হ'লে পশু, [...] আমরা তাঁর বাংলায় যাব, সে কথাও তাঁ[...] ক'রে এস। কা'ল রাত্রে, এই সময়, তু[...] এসে আমায় সব খবর দিয়ে যাবে। সে[...] যথাসময়ে পশু আমি বেড়াতে বে[...] যথাস্থানে গিয়ে পৌছিব—অবশ্য মল্লিক ও[...] সঙ্গে যাবে। তা যাক্, বয়েই গেল[...] কমিশনারের বাংলা আমি চিনি, কাছা[...] যেখানে দরকার, সেখানে যাব। তুমি আ[...] সেখানে গিয়ে ব'সে থাকবে। যথাসময়ে[...] বিবাহ হয়ে যাবে—তার পর বাড়ী [...] আমি বল্‌বো। আমাদের বিয়ের নো[...] আছে, সে ত তিনি জানেন।—তার [...] আমরা কলকাতা চ'লে যাব। কেমন, [...] তোমার কেমন বোধ হয়?"

কিশোরী বলিল, "এই ভাল। রাত্রে [...] চেয়ে এই ভাবে কায করা ঢের ভাল।"

সতী বলিল, "তবে এই কথাই রইল [...] আর বেশী দেরী ক'রে কায নেই—শত্রু[...] কোথায় দিয়ে এসে পড়বে।"—বলিয়া সত[...] দাঁড়াইল।

কিশোরী উঠিয়া বলিল, "আচ্ছা, তবে [...] সময় কা'ল সব খবর এসে তোমায় ব'[...] এখন তা হ'লে আসি।"—বলিয়া সে[...] প্রিয়তমাকে বক্ষে ধারণ করিয়া, তাহার ও[...] গাঢ় চুম্বন অঙ্কিত করিয়া বিদায় লইল।

"শত্রু" অদূরেই ছিল। পূর্ব্বে বলিয়াছি[...] বাড়ীখানি মল্লিক সাহেবের অধিকৃত। কিশোরী যে স্থানে পাথরের উপর বসিয়া ক[...]

করিয়াছিল, সেখান হইতে কিছু দূরেই সেই বাড়ীর একটা অন্ধকার কক্ষের জানালা, এতক্ষণ খোলা ছিল, সতী উঠিয়া প্রস্থান করিতেই উহা খট্ করিয়া বন্ধ হইয়া গেল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মল্লিকের অনিদ্রা।

আজ সন্ধ্যার মল্লিক নিজ বাসায় ফিরিয়া আসিয়া, আহারাদি সম্পন্ন করিয়া, রাত্রি ১০টার পর শয়ন করিয়াছিল। শয়ন করিয়া সত্যবালার দুর্ব্ব্যবহারের কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহার মাথা অত্যন্ত গরম হইয়া উঠিল। সে ভাবিতে লাগিল—"কেন, এত অহঙ্কার তার কিসের জন্য? এক জন সিভিলিয়নকে স্বামী পাওয়া, বিলাতফেরত সমাজের যে কোনও মেয়ের পক্ষেই পরম সৌভাগ্যের বিষয়—তা সে মেয়ে রূপে গুণে ধনে মানে যত বড়ই হউক না কেন। সত্যবালাকে প্রোপোজ না করিয়া, আমি যদি অন্য কোনও মেয়েকে প্রোপোজ করিতাম, তবে সে একটা রাজার মেয়ে হইলেও, তাহার বাপ মা ভাই, তাহার গোষ্ঠীবর্গ পর্য্যন্ত কৃতার্থ হইয়া যাইত। আর, ইনি কি না নাক তুলিলেন!—তাও যদি মানুষের মত মানুষ হইত, তাহা হইলেও দুঃখ ছিল না। শেষে পছন্দ করিলেন কি না একটা মূর্খ বর্ব্বর বেঙ্গলী পোয়েটকে! উঃ—ইহা একেবারে অসহ্য।"

গতকল্য বেড়াইতে গিয়া সত্যবালার দুরুক্তি, আজ তাহার সারাদিনব্যাপী তাচ্ছীল্যপূর্ণ ব্যবহার, চিঠি ফেলার কথা বাড়ীতে গোপন রাখা সত্ত্বেও লেশমাত্র কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের অভাব—এই সমস্ত দুর্ব্ব্যবহারের কথা যতই মল্লিক মনে মনে আলোচনা করে, ততই তাহার ঈর্ষাবহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। ঘণ্টাখানেক বিছানায় পড়িয়া এ পাশ ও পাশ করিয়া, কিছুতেই যখন নিদ্রা আসিল না, তখন সে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া বসিল। ভাবিল, আজ বোধ হয়, হুইস্কির মাত্রাটা অত্যন্ত কম হইয়াছে, আর একটু পান না করিলে ঘুম আসিবে না।

মল্লিক তখন শয্যা হইতে নামিয়া, আলো জ্বালিল। ড্রয়িংরুমের ওপাশের ঘরে তাহার পাহাড়িয়া ভৃত্য মংলু শয়ন করে, তাহাকে গিয়া জাগাইয়া শেষ হুকুম করিয়া আসিল। [illegible] শেল্ফ্ হইতে একখানি ইংরাজী উপন্যাস লইয়া, ইজি-চেয়ারে শয়ান হইল। পড়িতে পড়িতে, হুইস্কি পান করিতে করিতে নিদ্রা আসিবে, ইহাই তাহার অভিপ্রায়।

ক্ষণকাল পরে মংলু হুইস্কির ডিকাণ্টার ও সোডার সাইফন্ সমেত একখানা ট্রে হস্তে প্রবেশ করিল। সাহেবের পার্শ্বস্থিত টেবিলে তাহা রাখিয়া, অপর আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল। মল্লিক গ্লাসে হুইস্কি ঢালিয়া সাইফন টিপিয়া খানিকটা সোডা লইয়া, ভৃত্যকে বলিল, "যাও।" মংলু সেলাম করিয়া নিঃশব্দে প্রস্থান করিল।

এক গ্লাস—দুই গ্লাস পার হইয়া গেল, কৈ, তেমন ঘুম ত আসিল না! এইবার শেষবার—একটু বেশী করিয়া ঢালিলেই ঠিক ঘুম আসিবে। দাতার হাতে হুইস্কি এবং কৃপণের হাতে সোডা ঢালিয়া লইয়া, অর্দ্ধেকটা শেষ করিতে না করিতেই ঘুমে তাহার চক্ষু ঢুলিয়া পড়িল। প্রায় পনেরো মিনিট এই ভাবে কাটিলে, তাহার বহিখানি ধপাস করিয়া নীচে পড়িয়া গেল। সেই শব্দে মল্লিক চমকিয়া জাগিয়া উঠিল। ঘড়ী দেখিল, বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। বাকী হুইস্কিটুকু শেষ করিয়া, আলো নিবাইয়া দিয়া সে অনুভব করিল, ঘরটা অত্যন্ত গরম হইয়া গিয়াছে। ভাবিল, একটা জানালা মিনিট দশেক খুলিয়া, ঘরের গরম হাওয়াটা বাহির করিয়া দিই, তাহা হইলে সুখে ঘুমাইতে পারিব।

সে তখন হাতড়াইতে হাতড়াইতে একটা জানালার কাছে গেল। সার্সিটা খুলিয়া দিতেই, হিমালয়ের হিমবায়ু আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিতে লাগিল। তাহার মদিরাতপ্ত মস্তকে সেই শীতল স্পর্শ বড়ই আরামদায়ক বোধ হইতে লাগিল। সার্সি ধরিয়া সেই অন্ধকারে সেইখানে সে দাঁড়াইয়া রহিল।

সম্মুখে ঘোষ-ভিলা—সমস্ত আলোক নির্ব্বাপিত। সেই দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া মল্লিক ভাবিতে লাগিল—ঐ—ঐ কক্ষখানিতে সতী শয়ন করিয়া আছে। শয়ন করিয়া হয় ত সেই বর্ব্বরটাকে স্বপ্ন দেখিতেছে। ক্রোধে ও বিরক্তিতে তাহার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

হঠাৎ তাহার নজর পড়িল, ঘোষ-গৃহের অনতি-দূরে, হাতার প্রায় প্রান্তভাগে, ও কি? দুইটী মনুষ্যমূর্ত্তি—সহসা যেন ভূগর্ভ হইতে উত্থিত হইল। মল্লিক তাহার সেই সুরাবিহ্বল নেত্রযুগল যথাসাধ্য বিস্ফারিত করিয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

সেই স্বল্প নক্ষত্রালোকে সে দেখিতে পাইল, একটি পুরুষ, একটি স্ত্রীমূর্ত্তি। দুই জনে আলিঙ্গনবদ্ধ হইল,—একটা চুম্বনের শব্দও যেন শুনা গেল। তাহার পর স্ত্রীমূর্ত্তি গৃহের দিকে গিয়া বারান্দায় উঠিল; পুরুষটা পাথরের উপর ঝুঁকিতে ঝুঁকিতে ক্যালকাটা রোডের দিকে নামিতে লাগিল।

প্রকৃত ব্যাপারটা মল্লিক এতক্ষণে বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল।

একবার ইচ্ছা হইল, বাহির হইয়া, ছুটিয়া গিয়া কিশোরীকে ধরিয়া ফেলে। কিন্তু ভয়ও হইল—যাহারা এই প্রকার নিশাচরবৃত্তি অবলম্বন করে, তাহারা আত্মরক্ষার্থ সঙ্গে ছুরিছোরাও রাখিয়া থাকে। সুতরাং মল্লিক আস্তে আস্তে জানালাটি বন্ধ করিয়া দিল।

আবার আলো জ্বালিয়া, আর খানিক হুইস্কি ঢালিয়া তাহা এক নিশ্বাসে পান করিয়া ফেলিয়া, শয্যায় প্রবেশ করিয়া মল্লিক জড়িত স্বরে বলিতে লাগিল,—"বাহবা কি! বাহবা! তোমাদের প্রেম-লীলা চল্‌ছে ভাল! আচ্ছা, রও, কা'ল অবধি সবুর কর—তোমাদের লীলা আমি সাঙ্গ ক'রে দিচ্চি।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

আইনের সাহায্য।

পরদিন প্রাতে উঠিয়া চা-পানান্তে, ক্ষৌরকার্য্য ও পোষাক পরিধান সম্পন্ন করিয়া, কিশোরী ডেপুটী কমিশনার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিল। সাহেবের কুঠীতে পৌঁছিয়া, আর্দ্দালিহস্তে নিজ কার্ড পাঠাইয়া দিল। আর্দ্দালি ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "সাহেব ছোটাহাজরী খাইতেছেন, অপেক্ষা করিতে ব'লিলেন।"—বলিয়া আর্দ্দালি তাহাকে একটি কক্ষে লইয়া গিয়া বসাইল।

প্রায় পনেরো মিনিট অপেক্ষা করিবার পর, আর্দ্দালি পুনরায় আসিয়া কিশোরীকে ডাকিয়া লইয়া গেল। সাহেব চটিজুতা পায়ে, ড্রেসিংগাউন পরিয়া, কাগজপত্র বোঝাই একটা টেবিলে বসিয়া চুরুটের ধূম সেবন করিতেছেন।

"...স্যার"—বলিয়া কিশোরী তাঁহার সম্মুখে দাঁড়া...

"গুডমর্ণিং"—বলিয়া সাহেব তাহাকে চেয়ার দেখাইয়া দিলেন।

কিশোরী বসিয়া বলিল, "তিন আইন রেজিষ্ট্রারস্বরূপ, আপনাকে বিবাহের ... দিয়াছিলাম, আপনার স্মরণ আছে কি না ... পারি না।"

সাহেব বলিলেন, "হাঁ, আমার স্মরণ ... কবে আপনি বিবাহ করিতে চান মিষ্টার না...

কিশোরী বলিল, "আগামী কল্য ... বিবাহিত হইবার ইচ্ছা। কিন্তু ইহার ভি... গণ্ডগোল আছে। আপনি এই জেলার শ... আমাদের প্রতি কোনরূপ বে-আইনি বাধা ... চার যদি হয়, তবে সে সমস্ত হইতে আপ... দিগকে রক্ষা করিবেন, এরূপ আশা করি... না কি?"

সাহেব বলিলেন, "নিশ্চয়—যদি আপনা... সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত হয়।"

কিশোরী বলিল, "আমি ও মিস্ ঘোষ ... আমি বিবাহ করিব, উভয়েই বয়ঃপ্রাপ্ত। ... বয়স ছাব্বিশ, মিস্ ঘোষের বয়স উনিশ ... কুমারী, আমিও অবিবাহিত। উভয়ের ... বের মধ্যে রক্তের কোনও সম্পর্ক নাই। ... বাধে, এমন কিছুই কোথাও নাই। সুতর... দের কার্য্যে কেহ বাধা দিতে পারে না ত?"

সাহেব বলিলেন, "কেহ না।—কেন, ... কি মেয়েটির বাপ-মায়ের অমতে হইতেছে?"

কিশোরী বলিল, "আপনি ঠিক অনুমা... ছেন। সমস্ত ব্যাপারটি অনুগ্রহ করিয়া শুনি...

সাহেব ঘড়ীর দিকে এক নজর চাহিয়া ... "বলুন।"

কিশোরী তখন পারিবারিক ইতিহাসটুকু ... সাহেবকে জানাইল। মল্লিক কে, এবং সে ... য়ের মধ্যে কি ভাবে জড়িত এবং কিরূপ ... আচরণ, তাহাও বর্ণনা করিল। শেষে ... "আমাদের ইচ্ছা, আপনি যদি অনুগ্রহ করি... হন, তবে কাছারিতে না গিয়া, এইখানে ... এই আফিসেই আমাদের বিবাহ হয়।"

সাহেব বলিলেন, "আমার তাহাতে কোনও আপত্তি নাই, মিঃ নাগ। আহারের পূর্ব্বে, না, পরে? পূর্ব্বে হইলেই ভাল, এই সময় বেলা নটা?"

কিশোরী বলিল, "বেশ। আমরা দুজনে কাল বেলা ৯টার সময় এখানে উপস্থিত থাকিব। আপনাকে ত বলিয়াছি, অধিক মিস্ ঘোষের সঙ্গে সঙ্গে আসিবেন। প্রথমে অবশ্য তিনি কিছুই জানিবেন না যে, মিস্ ঘোষ কোথায় কি অভিপ্রায়ে যাইতেছেন। কিন্তু আপনার কুঠীর কাছে আসিলে হয় ত তিনি সন্দেহ করিয়া মিস্ ঘোষকে জবরদস্তি ফিরাইতে চেষ্টা করিতে পারেন।"

সাহেব তাচ্ছীল্যভাবে বলিলেন, "হোঃ—সে সব কিছুই হইবে না। ইহা আপনার অমূলক আশঙ্কা।—আমি কা'ল বেলা ৯টার সময় কাগজ-পত্র সহ আমার পেস্কারকে এখানে হাজির থাকিতে আদেশ দিব। দুই জন সাক্ষী আবশ্যক, তাহা আপনি জানেন ত? সাক্ষী দুই জন আনিবেন। গুডমর্ণিং।"—বলিয়া হাত বাড়াইয়া দিলেন।

"গুডমর্ণিং"—বলিয়া সাহেবের সহিত করমর্দ্দন পূর্ব্বক কক্ষ হইতে বাহির হইয়া কিশোরী ফটকের দিকে চলিল।

বাংলোর সম্মুখে অনেকখানি স্থান লইয়া ফুলের বাগান। মাঝামাঝি আসিয়া দেখিল, একটি ১৪।১৫ বৎসরের ইংরাজ বালিকা, পিঠের উপর নীল ফিতা বাঁধা একরাশি কটা চুল, বাগানে দাঁড়াইয়া ফুল তুলিতেছে। কিশোরী নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র মেয়েটি অগ্রসর হইয়া কহিল, "মিষ্টার নাগ!"

কিশোরী ত অবাক্! এ কে? আমার নামই বা জানিল কোথা হইতে? মেয়েটি হাসিয়া বলিল, "আমি ডেপুটি কমিশনার সাহেবের কন্যা। আমি একটি অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য করিয়াছি; তাই আমি আপনার ক্ষমাপ্রার্থিনী হইয়া দাঁড়াইয়া আছি।"

কিশোরীর বিস্ময় আরও বর্দ্ধিত হইল। তাহার ভাব দেখিয়া মেয়েটি হাসিয়া ফেলিল। বলিল, 'ব্বাবার সঙ্গে আপিস কামরায় বসিয়া আপনি যে সকল কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, পাশের ঘর হইতে অন্যায়ভাবে আমি সে সমস্তই শুনিয়াছি। আমি বড় দুষ্ট, সর্ব্বদাই নানা রকম অপকর্ম্ম করিয়া থাকি। আপনি যাঁহাকে বিবাহ করিবেন, সেই মিস্ ঘোষের পূরা নামটি কি?"

এতক্ষণে কিশোরী ব্যাপারটা বুঝিল, এবং মনে মনে কিছু কৌতুকও অনুভব করিল। পূরা নাম বলিল। মেয়েটি জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি তাঁকে—খুব খুব—খুব ভালবাসেন?"

কিশোরী মৃদু হাসিয়া বলিল, "খুব খুব—খুব ভালবাসি।"

মেয়েটি আনন্দে হাততালি দিয়া বলিয়া উঠিল, "কি মজা! কি চমৎকার! আর তিনি?—তিনিও কি আপনাকে খুব খুব—খুব ভালবাসেন?"

কিশোরী বলিল, "তা ঠিক জানি না, একটু একটু বাসেন বৈ কি!"

"আমার বোধ হয়, তিনিও আপনাকে খুব ভালবাসেন। ভালবাসায় বিবাহ কি চমৎকার! যে সকল উপন্যাসে ভালবাসায় বিবাহ বর্ণিত আছে, সেগুলি পড়িতে আমার বড় ভাল লাগে। তিনি কি ইংরাজী জানেন? ইংরাজী কথা কন?"

"উত্তম ইংরাজী কন।"

"আচ্ছা, কা'ল এখানে আসিয়া আপনাদের বিবাহ হইয়া গেলে, আমাকে তাঁর কাছে আপনি ইন্ট্রোডিউস্ (পরিচিত) করিয়া দিবেন? বাবার অনুমতি লইয়া, আপিস-ঘরেই আমি বসিয়া থাকিব।"

"অতি আহ্লাদের সহিত।"

"বেশ, মনে রাখিবেন। আপনার বধূর জন্য আমি একটি ফুলের তোড়া গড়িয়া রাখিব, তাঁহাকে সেটি আমি উপহার দিব। এখন আমি চলিলাম—গুড্‌বাই।"—বলিয়া মেয়েটি হাসিতে হাসিতে বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল।

স্যানিটেরিয়মে ফিরিয়া কিশোরী কলিকাতায় তাহার গৃহ-ভৃত্যকে পত্র লিখিল। লিখিল যে, বিবাহ করিয়া সস্ত্রীক অমুক দিন দার্জ্জিলিঙ মেলে সে কলিকাতায় ফিরিবে, বেলা ১২টার সময় বাড়ী পৌঁছিবে। ঘর-দুয়ার ঝাড়িয়া মুছিয়া, ব্রাহ্মণঠাকুর দ্বারা পাকাদি যেন সম্পন্ন করাইয়া রাখে। হেমকেও সমস্ত জানাইয়া একখানি পত্র লিখিল এবং অনুরোধ করিল, সে দিন আপিসের ফেরত বিকালে নিশ্চয় যেন সে আসিয়া দেখা করে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

অভাবনীয় বিপদ।

পরদিন প্রাতে নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া, শয্যায় পড়িয়া গত রাত্রের দৃশ্য স্মরণ করিতে করিতে মল্লিকের মনে ধারণা জন্মিল যে, কিশোরী প্রতিদিন গভীর রাত্রে ক্যালকাটা রোড হইতে চোরের মত নিঃশব্দে পাহাড় বাহিয়া উঠিয়া আসে, সত্যবালা সজাগ থাকে, সে নিজ কক্ষদ্বার খুলিয়া দেয় এবং নিভৃত শয়নকক্ষমধ্যেই উভয়ের মিলন হয়। গতরাত্রে সে স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছে, তাতেই এইরূপ অনুমান করা তাহার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। সে শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিল, কত দিন ধরিয়া এই ব্যাপার চলিতেছে, কে জানে। রাগে তাহার সর্ব্বশরীর জ্বলিতে লাগিল। ইদানীং সতীর ব্যবহারে তাহাকে বিবাহ করিবার স্পৃহা মল্লিকের মনে ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়াই আসিতেছিল; গত রাত্রির ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া সে অভিপ্রায় সে এককালে পরিত্যাগ করিল; কিন্তু সতী ও কিশোরীকে জব্দ করিবার ইচ্ছা তাহার মনে দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিল। সতীর সতীপনা ভাঙ্গিয়া দিবে, জনসমাজে তাহাকে লাঞ্ছিত অপমানিত করিতে হইবে, এবং কিশোরীকে বিধিমতে জব্দ করিয়া দিতে হইবে।

শয্যাত্যাগ করিয়া স্নানাদি সম্পন্ন করিয়া মল্লিক যথারীতি ঘোষভিলায় গিয়া দর্শন দিল। সেখানে ঘোষ-গৃহিণী ও বীণার সহিত বাক্যালাপ করিয়া, যথারীতি বারান্দায় চেয়ার টানিয়া বসিয়া সংবাদপত্র পাঠ ও সিগারেট ভস্ম করিতে প্রবৃত্ত হইল। একবারমাত্র সত্যবালার সহিত তাহার চোখোচোখি হইয়াছিল। কিন্তু সত্যবালা সগর্ব্বে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গিয়াছিল। মল্লিক আজ মনে মনে হাসিয়া ভাবিল, "দাঁড়াও, গরবিণি! তোমার দেমাক্ আমি ভেঙ্গে দিচ্ছি, আর বেশী দেরী নেই।"

আজ সারাদিন মল্লিকের আর অন্য চিন্তা রহিল না, কি উপায়ে বৈরনির্য্যাতন করিবে, তাহাই কেবল সে চিন্তা করিতে লাগিল। একবার ভাবিল, পুলিসে গিয়া, দারোগাকে বলিয়া, দুই জন কনেষ্টবল আনিয়া তাহাদের লুকাইয়া রাখি; কিশোরী যেই আসিয়া সত্যবালার ঘরে প্রবেশ করিবে, অমনি তাহাকে গ্রেপ্তার। তাহার পর ভাবিল, না, তাহাতে কাষ নাই; ওরূপ করিলে একটা পুলিস-কেস দাঁড়াবে, কলিকাতার খবরের কাগজে কাগ[...] ছাপা হইবে; এক জন গণ্যমান্য বিলাত[...] গৃহে বিদ্যাসুন্দর অভিনয় দেখিয়া দেশশুদ্ধ[...] ছি ছি করিবে—কেলেঙ্কারীর [...]য় জনসমাজে[...] করিয়া কাষ নাই! তার চেয়ে বরং নিজেই [...] ধৃত করিয়া, ঘোষ-গৃহিণীকে জাগাইয়া ব[...] তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া, ঘা-কতক উ[...] দিয়া, "কা'ল সকালে পুলিসে দিব" বলিয়া তা[...] পা বাঁধিয়া ঘোষ-ভিলায় ফেলিয়া রাখিয়া, [...] হইলে আর এক দফা প্রহার দিয়া ছাড়িয়া[...] ঠিক হইবে। কিশোরীও জব্দ হইবে; সতী[...] শ্রেণীর মেয়ে, তাহাও উহার বাড়ীর লো[...] বুঝিতে পারিবে।

সারাদিনে যতগুলি কার্য্যপ্রণালী মল্লিকে[...] আসিল, তাহার মধ্যে এইটিই সর্ব্বাপেক্ষা উত্[...] সে বিবেচনা করিল; কেবল নিজে কিশো[...] করা সম্বন্ধে তাহার মনে একটা খট্‌কা উপস্থি[...] তাহার অপেক্ষা কিশোরীর বয়স কম এবং[...] ভাল; হাতের পায়ের হাড়গুলা বেশ মোটা[...] —গাঁটা-গোটা চেহারা,—শারীরিক ব[...] কিশোরীর সহিত সে পারিয়া উঠিবে কি? [...] উপর ছোরাছুরি সঙ্গে রাখে কি না, তাই বা[...] —রাখাই কিন্তু সম্ভব। কিশোরীকে ধরি[...] শেষে কি হিতে বিপরীত হইয়া দাঁড়াইবে? [...] মল্লিক স্থির করিল, নিজে চেষ্টা করিয়া কা[...] পাহাড়িয়া ভৃত্য মংলুকে লাগাইয়া দিলেই ঠি[...] দ্ধার হইবে। মংলুর দেহে যথেষ্ট বল[...] পাহাড়িয়া জাতি, ছুরিছোরাকেও সে গ্রা[...] না। কিছু বখ্‌শিসের লোভ দেখাইলেই সে[...] রাজি হইতে পারে।

সন্ধ্যার পর নিজ বাসায় গিয়া মল্লিক ড[...] ডাকিল—"বেয়ারা!"

"হুজুর"—বলিয়া মংলু আসিয়া দাঁড়াইল[...]

মল্লিক হুকুম করিল, "পেগ দেও।"

মংলু যথারীতি একটা ট্রের উপর হুইস্কি[...] ষ্টার প্রভৃতি আনিয়া, প্রভুর পার্শ্বস্থিত টেবি[...] রক্ষা করিল। মল্লিক খানিকটা হুইস্কি ঢা[...] সোডা মিশাইয়া পান করিতে করিতে বলি[...] "তুম চোর পাকাড়নে সকে গা?"

মংলু সবিস্ময়ে বলিল, "চোর? কাঁহা হুজুর?"

"ঘোস যেম সাহেবকা কোঠী মে।"

মংলু তাহার সেই ক্ষুদ্র নয়নদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আভি আয়া?"

মল্লিক তখন তাহাকে বুঝাইয়া বলিল। এই চোর লোকটা যে কে এবং কি কারণেই বা তাহার আবির্ভাব হইয়া থাকে, সেটুকু শুধু অপ্রকাশ রাখিয়া, কখন চোর আসিবে এবং কি উপায়ে তাহাকে ধরিতে হইবে ইত্যাদি আর সকল কথাই তাহাকে বলিল। অবশেষে মল্লিক বলিল, "তুম চোর পাকড়ো, হাম তুমকো দশ রূপিয়া বখ্‌শিস দেঙ্গে।"

মংলু বলিল, "বহুৎ খুব হুজুর।"—কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বরে বিশেষ উৎসাহের পরিচয় পাওয়া গেল না।

*   *   *   *

রাত্রি বারোটা বাজিবার কিছুক্ষণ পূর্ব্ব হইতে মল্লিক তাহার শয়ন-কক্ষের আলো নিবাইয়া, জানালাটি খুলিয়া প্রতীক্ষায় রহিল। মংলু যথাস্থানে গিয়া লুকাইয়া বসিয়া আছে; চোর বারান্দায় উঠিয়া যাই মিস্ সাহেবের কামরায় প্রবেশ করিতে যাইবে, অমনি মংলু ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে ধরিবে এবং চোর চোর বলিয়া চীৎকার করিতে থাকিবে, এইরূপ বন্দোবস্ত।

ঘড়ীতে ১২টা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গেই মল্লিক দেখিল, নিম্নস্থ ক্যালকাটা রোড হইতে একটা মানুষ হামাগুড়ি দিয়া পাহাড় উঠিয়া ঘোষ-ভিলার হাতার প্রান্তভাগে আসিয়া দাঁড়াইল; এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘোষভিলা হইতে একটি নারী-মূর্ত্তি বাহির হইয়া আসিয়া সেই নরমূর্ত্তির সমীপবর্ত্তী হইল। তাহার পর উভয়ে সেইখানে যেন অন্ধকারমধ্যে নিমজ্জিত হইয়া গেল,—মল্লিক আর তাহাদিগকে দেখিতে পাইল না।

মল্লিক অনুমান করিল, উহারা ওখানে বসিয়াছে—একটা উঁচু পাথরের আড়াল পড়িয়াছে বলিয়া তাহাদিগকে আর দেখা যাইতেছে না। কিন্তু এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ হইতে পারিল না। উহারা দুই জনেই নামিয়া যাইতেছে না ত? একবার ইচ্ছা হইল, জুতা যোড়াটা খুলিয়া রাখিয়া, নগ্নপদে বাহির হইয়া উহাদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করে। কিন্তু এই অন্ধকারে পাহাড়ের অত কিনারায় যাইতে তাহার সাহসে কুলাইল না। সে প্রতি মুহূর্ত্তে আশা করিতে লাগিল, মংলু এখনই ছুটিয়া আসিয়া চোরকে ধরিবে—কিন্তু মংলুর কোনও সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। তখন মল্লিকের স্মরণ হইল, মংলুর প্রতি আদেশ আছে, চোর বারান্দায় উঠিয়া, মিস্ সাহেবের কামরায় প্রবেশ করিতে গেলেই সে ছুটিয়া আসিয়া ধরিবে। চোর বারান্দায় উঠে নাই, সুতরাং সে নিশ্চেষ্ট রহিয়াছে—বেটার ঘটে যদি কিছুমাত্র বুদ্ধি আছে!

চোরের আবির্ভাবের পর প্রায় দশ মিনিট অতীত হইলে ঠিক গত রাত্রের ন্যায় উভয় মূর্ত্তি আবার সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া উঠিল। গত রাত্রির ন্যায় উভয়ে আলিঙ্গনবদ্ধ হইল, এবং চুম্বনের শব্দও যেন শুনা গেল। তাহার পর স্ত্রীমূর্ত্তি ফিরিয়া বাড়ীর দিকে গেল, পুরুষমূর্ত্তি হামাগুড়ি দিয়া সাবধানে পর্ব্বত অবতরণ করিতে লাগিল।

এই সময় মংলু নিঃশব্দপদসঞ্চারে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে চুপি চুপি বলিল, "হুজুর, চোর তো বারান্দামে আয়া নেই। হাতামে আকে বৈঠা, মিস্ সাহেবকা সাথ বাতচিৎ কিয়া, আভি চলা যাতা হায়।"

মল্লিকের ইচ্ছা করিল, তাহার নাকের উপর দম্ করিয়া এক ঘুসি বসাইয়া দেয়; কিন্তু ক্রোধ সংবরণ করিয়া বলিল, "তুম দৌড়কে যাও, আভি উস্কো পাকড়ো। পাকড়কে উস্কো ঘোষ মেম্ সাহেবকা হাতামে লে আও—হামভি আতা হায়।"

"বহুৎখু হুজুর"—বলিয়া মংলু ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। মল্লিক সেই বাতায়নপথে দেখিল, মংলু উভয় হাতার মধ্যবর্ত্তী তার ডিঙাইয়া যে স্থানে প্রণয়িযুগল বসিয়া ছিল, সেই স্থান অবধি গেল, এবং তাহার পর ক্যালকাটা রোডের দিকের পাহাড়ের গায়ে অদৃশ্য হইল।

মল্লিকও তখন বাহির হইল; এবং ঘোষভিলার হাতার প্রান্তে গিয়া, নিম্নে চাহিয়া দেখিল, অস্পষ্ট আলোকে দুই জন লোক ক্যালকাটা রোডের উপর ঝাপ্‌টা-ঝাপটি করিতেছে। দেখিয়া, সে চীৎকার করিয়া উঠিল, "মংলু, পাকড়ো পাকড়ো, ছোড়ো মৎ, হামভি আতা হায়।"—বলিয়া সে সাবধানে পর্ব্বত অবতরণ করিতে লাগিল। কিন্তু অল্পদূর নামিয়া, নিম্নস্থ প্রস্তরখণ্ড এত নীচু বলিয়া বোধ হইল যে, নামিতে আর তাহার সাহস হইল না; সেইখানে পাথরের উপরে বসিয়া নিম্নে চাহিয়া রহিল, এবং পুনরায় হাঁকিল, "মংলু, ছোড়ো মৎ—ছোড়ো মৎ।"

পাথরের উপর দিয়া ছুটাছুটির জুতার শব্দও সে

দার্জ্জিলিং ছেড়ে চ'লে যাব। কা'ল তুমি স্যানিটেরিয়মে গিয়ে, আমার হিসেব মিটিয়ে দিয়ে, আমার জিনিষপত্র আর কুকুরটিকে এনে তোমার কাছে রাখবে।"

সতী বলিল, "তা রাখবো।"

তখন অনাবিল অশ্রুজলে পরস্পর সিক্ত করিয়া, উভয়ে উভয়ের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

দার্জ্জিলিং ত্যাগ।

নটেরিয়মে ফিরিয়া আসিয়া কিশোরীমোহন কক্ষ-দ্বারের তালা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ বামাত্র, খাটের পায়ায় শিকলে বাঁধা টমি কুকুর ঝম্ফ আরম্ভ করিল। তাহাকে খুলিয়া দিয়া, র করিয়া, কিশোরী একখানি ইজি-চেয়ারে ান হইবামাত্র টমি লাফাইয়া তাহার কোলের র বসিল। টমিকে আদর করিতে করিতে শারীর মনে হইল, আরাম করিবার সময় ত এ ; মল্লিক যদি থানায় খবর পাঠাইয়া থাকে—ানোই সম্ভব,—তবে হয় ত পুলিস এতক্ষণ াকে গ্রেপ্তারের জন্য থানা হইতে বাহির হইয়াছে। তখন উঠিয়া পড়িল। টমিকে আবার বাঁধিল। তে টমি বিস্মিত হইয়া মনিবের পানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ য়া চাহিয়া রহিল; কারণ, রাত্রে সে বরাবর াই থাকে, ছেঁড়া কম্বল-পরিপূর্ণ বেতের ঝুড়িটিতে । সে নিদ্রা যায়।

কিশোরী বাক্স খুলিয়া, তাহার টাকার থলি হর করিয়া দেখিল, তাহাতে কিঞ্চিদধিক ২০০৲ । রহিয়াছে। মাত্র ২।৩ দিন হইল, কলিকাতা চ মনিঅর্ডারযোগে তাহার ২০০৲ টাকা সয়াছিল; পিয়ন তাহাকে ফরম দিয়া যখন ব্যাগ চ টাকা বাহির করিয়া গণিয়া থাকে থাকে লের উপর সাজাইতেছিল, তখন কিশোরী বিরক্ত বলিয়াছিল, "নোট নেহি হায়?" পিয়ন াছিল, "নেহি হুজুর, আজ নোট নেহি "—এখন কিশোরী ভাবিল, পিয়ন যে নোট দয়া সবগুলি রূপার টাকা দিয়া গিয়াছে, সে ই হইয়াছে—কারণ, সে শুনিয়াছিল, পাহাড় ল ইংরাজ রাজ্যের সীমানার বাহিরেও অনেক র্য্যন্ত, ইংরাজের টাকার খুব আদর আছে। । দশেক টাকা বাহিরে রাখিয়া, কিশোরী থলির মুখ বন্ধ করিল। ফ্লানেলের শার্টগুলি, গরম মোজাগুলি, এক টিন বিস্কুট, একটি এনামেলের গেলাস,—এই সব জিনিষগুলি তাহার হাতব্যাগে ভরিয়া লইল। স্যানিটেরিয়মের লাইব্রেরী হইতে শরচ্চন্দ্র দাস প্রণীত, মানচিত্র-সম্বলিত "লাসা ও মধ্য তিব্বত ভ্রমণ" ইংরাজি পুস্তকখানি পড়িবার জন্য সে লইয়াছিল। পরের দ্রব্য হইলেও, সে বহিখানিও কিশোরী ব্যাগের মধ্যে লইল। আর লইল, দার্জ্জিলিং আসিবার সময়, পাহাড়ের দৃশ্য দেখিবার সময় সে নীলামে একটি দুরবীণ কিনিয়া লইয়াছিল, সেটি এবং টেবিলের উপর একটা প্লেটে দুইটা আপেল ও একটা কমলা নেবু ছিল, এই ফল তিনটি। কিছু ঔষধ সঙ্গে থাকিলে ভাল হইত, কিন্তু আর ত কিছুই ছিল না, কেবল ছিল এক বোতল ঈনোজ ফ্রুট সল্ট—কলিকাতা হইতে সঙ্গে আনিয়াছিল, তাহা কোন দিন খুলিবার প্রয়োজন হয় নাই, সেই বোতলটিও সঙ্গে লইল। বিছানা হইতে নিজ রাগ দুইখানি তুলিয়া ব্যাগের গায়ে বাঁধিয়া কিশোরী বাহির হইবার জন্য যখন প্রস্তুত হইল, রাত্রি তখন প্রায় দুইটা।

টমির ঝুড়ির নিকট হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া তাহার গা চাপড়াইয়া সজলনয়নে কিশোরী বলিল, "টমি, এখন চল্লাম। যদি বেঁচে থাকি, আর তুই বেঁচে থাকিস, তবে হয় ত এক দিন আবার দুজনে দেখা হবে। নইলে এই পর্য্যন্ত। যা হোক, তোকে বেশ ভাল আশ্রয়েই রেখে যাচ্ছি, তুই কোনও কষ্ট পাবিনে। এখন বিদায়।"—বলিয়া কিশোরী ঝুঁকিয়া, কুকুরের মুখে চুমো খাইল; তাহার চক্ষু হইতে টপ্ টপ্ করিয়া অশ্রু ঝরিয়া টমির গাত্রলোম আর্দ্র করিয়া দিল।

দরজাটি বাহির হইতে রুদ্ধ করিয়া, তালা দিয়া, চাবিটি তালাতেই লাগাইয়া রাখিল; কারণ, কল্য প্রাতে সত্যবালা হিসাব মিটাইতে এবং তাহার জিনিসপত্র ও কুকুর লইতে আসিবে। স্যানিটেরিয়ম তখন সুপ্তিময়, কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইবার

সম্ভাবনা নাই। তখন চন্দ্রোদয় হইয়াছে—চন্দ্রালোক স্যানিটেরিয়মের রাস্তা পার হইয়া ফটকের নিকট আসিয়া দেখিল, এক জন ভৃত্য কোনও কারণে তাহার শয়নকক্ষের বাহিরে আসিয়াছিল, সে জিজ্ঞাসা করিল, "এত্তা রাতমে কাঁহা যাতেহেঁ হুজুর?" কিশোরী বলিল, "সুরয উগা দেখনে যাতেহেঁ।"—দার্জ্জিলিঙে আগত অনেক ভদ্রলোকই রাত্রি থাকিতে উঠিয়া সূর্য্যোদয় দেখিবার জন্ত টাইগার হিলে গিয়া থাকেন, ভৃত্যও তাহাই মনে করিয়া, নিশ্চিন্ত মনে শয়ন-ঘরে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল।

কিশোরী তখন কার্ট রোডে উঠিয়া, শঙ্কিত নয়নে এদিকে ওদিকে চাহিয়া দেখিল; কোথাও কোনও পুলিস-প্রহরী দেখিতে পাইল না। সে তখন রাস্তা ধরিয়া উত্তরাভিমুখে চলিল। তিব্বতযাত্রী শরচ্চন্দ্র দাস কোন্ পথে দার্জ্জিলিঙ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা সে পুস্তকেও পাঠ করিয়াছিল, এখানে ভ্রমণের সময় হেমচন্দ্র এক দিন সে পথটি তাহাকে দেখাইয়া দিয়াছিল।

মার্কেটের কাছাকাছি দুই জন কনষ্টেবলের সহিত সাক্ষাৎ হইল। "সূর্য্যোদয় দেখিতে যাইতেছি" এই কৈফিয়তে তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া, ক্রমে কিশোরী দার্জ্জিলিঙ সহরের প্রান্ত সীমায় পৌঁছিল। পথের উভয় দিকে চাহিয়া দেখিল, কোনও পুলিস তাহাকে ধরিতে আসিতেছে না।

চন্দ্র তখন আরও উচ্চে উঠিয়াছে। আকাশে আজ মেঘ নাই—বিমল চন্দ্রালোকে পার্ব্বত্যপথ অনেক দূর পর্য্যন্ত স্পষ্টরূপেই দেখা যাইতেছিল। কিশোরী ধীরে ধীরে পার্ব্বত্য পথ অবতরণ করিতে লাগিল। পথ নির্জ্জন। ক্রোশখানেক অতিক্রান্ত হইলে মাঝে মাঝে দেখিল, দুই তিন জন করিয়া ভুটিয়া, পৃষ্ঠে ফল বা মৎস্যের বোঝা লইয়া দার্জ্জিলিঙ অভিমুখে যাইতেছে। মাঝে মাঝে দাঁড়াইয়া কিশোরী পশ্চাতে দেখিতে লাগিল—পশ্চাদ্ধাবনকারী কোনও পুলিস দৃষ্টিগোচর হইল না।

উৎরাই শেষ হইয়া যখন চড়াই আরম্ভ হইল, তখন শেষ রাত্রের সেই কন্‌কনে শীত সত্ত্বেও, কিশোরীর দেহ ঘামে ভিজিয়া উঠিল। একে চড়াই ভাঙ্গিতে হইতেছে, তাহার উপরে সেই মোটা ওভারকোট গায়ে এবং হাতে সেই ভারি ব্যাগ,অল্প-ক্ষণেই কিশোরী শ্রান্ত হইয়া পড়িল। পথের ধারে একটা বৃহৎ পাথরের উপর বসিয়া কিশোরী হাঁপাই[illegible] লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর কিশোরী দেখিল, চ[illegible] জ্যোতি ম্লান হইয়া আসিতেছে, পূর্ব্বদিকে নেপা[illegible] সীমান্তস্থিত গিরিমালার উর্দ্ধদেশে আকাশ আলোকি[illegible] হইয়া উঠিতেছে—এইবার সূর্য্যোদয়ের সময় উপস্থি[illegible] কিশোরী ভাবিল, তিন জনের নিকট বলিয়া আ[illegible] য়াছি, সূর্য্যোদয় দেখিতে যাইতেছি—তা সূর্য্যোদয় এইখান হইতেই দেখিয়া লই।

সূর্য্যোদয়কাল পর্য্যন্ত কিশোরী সেখানে বসি[illegible] রহিল। সূর্য্যোদয় হইলে, আবার উঠিয়া কিশো[illegible] পথ চলিতে আরম্ভ করিল। কিছু দূর হইতে দেখি[illegible] পথের দুই ধারে একটি গ্রামের মত রহিয়াছে, এ[illegible] তাহার অপর দিকে একটি নদী বহিয়া যাইতে[illegible] কিশোরী অনুমান করিল, উহাই বোধ হয় মানচি[illegible] দৃষ্ট গক্ নামক বসতি, এবং ঐ নদীই বোধ হয়, পারে বৃটিশ রাজ্য এবং ওপারে "স্বাধীন সিকিম"[illegible] সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে। কিশোরী ভাবিল, বৃ[illegible] রাজ্যের সীমা পার হইলে এবার নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁ[illegible] যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বন্ধুলাভ।

কিশোরী যখন গক্ গ্রামের মধ্যে পৌঁছিল, বে[illegible] তখন ৮টা। এক স্থানে দেখিল, প্রায় ১০।১২ জন লো[illegible] বসিয়া আছে, মধ্যস্থানে একটি বৃহৎ কটাহে চা [illegible] হইতেছে; সেই ফুটন্ত চা, একটা টিনের মগে ক[illegible] তুলিয়া এক ব্যক্তি সকলকে পরিবেশন করিতে[illegible] তাহাদের কিছু দূরে একখানা পাথরের উপর কিশো[illegible] বসিল। লোকগুলা চা পান করিতে করিতে আ[illegible] চোখে আড়চোখে কিশোরীর পানে চাহিতে লাগি[illegible] এক জন যুবাবয়স্ক ব্যক্তি দল হইতে সরিয়া আসি[illegible] কিশোরীকে হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করিল, "সাহেব, পিওগে?"

পথ হাঁটিয়া নিদ্রার অভাবে কিশোরীর শ[illegible] অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। সে বলিল, "দে[illegible] দেও"— বলিয়া ব্যাগ হইতে তাহার এনামে[illegible] গেলাস বাহির করিয়া যুবকের হাতে দিল। [illegible]

াটি লইয়া কটাহ-স্বামীর নিকট হইতে এক চা আনিয়া কিশোরীর সম্মুখে নামাইয়া ।

কিশোরী এক চুমুক পান করিয়া দেখিল, চায়ের স্বাদে আমরা অভ্যস্ত, ইহার আস্বাদ সেরূপ তবে আস্বাদটা মন্দও নহে। কিশোরী চা করিতে লাগিল ; যুবক তাহাকে জিজ্ঞাসা , "সাহেব, তুম দার্জ্জিলিঙ সে আতা হায় ?" রী মস্তকসঞ্চালনে উত্তরে জানাইল যে, ।

াহা যাগা ?"

কিশোরী বলিল, "পাহাড় দেখ্‌নে।"

ড়া পাহাড় ?"

া।"

হুৎ দুর।"

পান করিয়া গেলাসটি উবুড় করিয়া রাখিয়া রী হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বাড়ী ?"

া নদীর অপর পারের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ বলিল, "মিটো গাং। তিন পাহাড় বাদ।"

ুমি কোথায় যাইতেছ ?"

ার্জ্জিলিঙ।"

ক জন্য ?"

করির চেষ্টায়।"

খানে তোমার চেনা লোক আছে ?"

ামাদের গ্রামের ৪।৫ জন লোক আছে। আমি ার্জ্জিলিঙে চাকরি করিতাম। বৎসরখানেক াকরি ছাড়িয়া বাড়ী আসিয়াছিলাম।"

শোরী বলিল, "ওঃ, তাই বুঝি তুমি এমন সুন্দর হিতে শিখিয়াছ ? তোমাদের রাজা কে ?"

। বলিল, "সিকি অং।"

র্জ্জিলিঙে তুমি কি চাকরি করিবে ?"

ামি সেখানে সাহেবদের তিব্বতীয় ভাষা শিক্ষা এবার গিয়া, সে কার্য্যও করিব, নিজেও একটু শিখিব ইচ্ছা আছে।"

ত মাহিনা পাইবে ?"

।৬০ টাকা রোজগার করিতে পারিব। করিলে ; দার্জ্জিলিঙে যে খরচ! অর্দ্ধেক ত খাই- লিব। তা ছাড়া ইংরাজী শিখিবার ব্যয়ও ।"

কিশোরী মুহূর্ত্তকাল কি ভাবিল ; তাহার পর বলিল, "তুমি আমার চাকরি করিবে ? আমি তোমায় মাসে ২৫৲ টাকা বেতন দিব এবং খোরাকও যোগা- ইব। তুমি আমায় তিব্বতীয় ভাষা শিখাইবে, আমিও তোমায় ইংরাজী শিখাইব।"

যুবা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কবে দার্জ্জিলিঙে ফিরিবেন ?"

কিশোরী বলিল, "যেখান হইতে কাঞ্চনজঙ্ঘা বেশ ভাল করিয়া দেখা যায়, আমি সেই অবধি যাইব। তাহার পর ফিরিব।"

যুবক বলিল, "দুই মাস লাগিবে। এ দুই মাস আমি বসিয়া থাকিব সাহেব ?"

"বসিয়া থাকিবে কেন ? এখন হইতেই তুমি আমার কাযে ভর্ত্তি হও। আমার সঙ্গে চল। আবার আমার সঙ্গে ফিরিবে।"

যুবা কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিল। তাহার পর কহিল, "সাহেব, আমি আপনার সহিত যাইতে পারি, যদি আমার পিতার অনুমতি পাই। আমাদের গ্রাম এখান হইতে অধিক দূর নহে ; এক বেলার পথ। আমি পিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতে পারি। আপনার দেখা কোথায় পাইব ?"

কিশোরী বলিল, "চল না, আমিও তোমাদের গ্রামে যাই। তোমার পিতা যদি তোমাকে যাইতে দেন, তবে কা'ল সকালে উঠিয়া আমরা আবার রওনা হইতে পারিব। তোমার নাম কি ? তোমরা কোন্ জাতি ?"

"আমার নাম ফুরচিং। আমরা পূর্ব্বে তিব্বতের অধিবাসী ছিলাম ; আমার পিতা সেখান হইতে বাস উঠাইয়া এ দেশে আসিয়া বাস করিয়াছেন। আমরা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। আপনি কি ইসাই ?"

কিশোরী বলিল, "না, আমরা হিন্দু।"

"এখানে আর কি বিলম্ব করিবেন ?"

"না, এখানে বিলম্ব করিয়া আর কি হইবে ? চল, এই বেলা ওঠা যাউক্—বেলায় বেলায় তোমাদের বাড়ী পৌঁছিতে পারিলেই ভাল। একটা কথা— রাস্তায় আর কোনও গ্রাম পাওয়া যাইবে কি ? কিছু খাদ্যদ্রব্য আবশ্যক ত ?"

ফুরচিং বলিল, "রাস্তায় আর কোথাও খাদ্য পাওয়া যাইবে না। এখান হইতেই কিছু সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে।"

কিশোরী তাহার পকেট হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া ফুরচিং-এর হাতে দিল। টাকাটি লইয়া ফুরচিং বলিল, "আপনি এইখানে বসিয়াই বিশ্রাম করুন, আমি কিছু খাবার সংগ্রহ করিয়া আনিতেছি।"—বলিয়া সে প্রস্থান করিল।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে, ফুরচিং কয়েকটা কমলা লেবু, দুইখানা বড় চাপাটি রুটী এবং ছয়টা সিদ্ধ করা ডিম আনিয়া হাজির করিল। বলিল, রুটী বানাইতে ডিম সিদ্ধ করিয়া লইতে বিলম্ব হইয়া গেল।

তখন উভয়ে উঠিয়া নদীতীর অভিমুখে চলিল।

এই নদীর নাম রাম্মম। গিরিনদী সচরাচর যেমন খরস্রোতা হয়, ইহাও তাহাই। কিশোরী দেখিল, নদীর এ পার ও পার পর্য্যন্ত একটি বাঁশের পুল; নদীর মাঝখানে একটি বৃহদাকার প্রস্তরখণ্ড পড়িয়া আছে, সেতুর মধ্যভাগ তাহারই উপর স্থাপিত। সেতুর উভয় দিকে কতকগুলি লোক মাছ ধরিতেছে—আকার দেখিয়া কিশোরী বুঝিল, উহারা লেপচা। ফুরচিং বলিল, "সাহেব, একটু অপেক্ষা করুন, আমি একটা মাছ কিনিয়া আনি।"

কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা বৌদ্ধ, তোমরা মাছ খাও?"

"খাইতে দোষ নাই, মারিতেই দোষ; আমি ত মারিব না, উহারা মারিয়াছে, আমি সেই মরা মাছ কিনিয়া আনিব।"—বলিয়া ফুরচিং মৎস্য শীকারীদের নিকট গিয়া, অনেক দর-দস্তর করিয়া, আড়াই সের আন্দাজ একটা মাছ কিনিয়া আনিল।

কিশোরী বুঝিল, আজ রাত্রে তাহারই আতিথ্যের জন্য ফুরচিং এই মাছটি এখন হইতে সংগ্রহ করিয়া রাখিল। পকেটে হাত দিয়া বলিল, "কত দাম দিতে হইবে?"

ফুরচিং বলিল, "আপনি যে টাকা দিয়াছিলেন, তাহারই কিছু আমার নিকট অবশিষ্ট ছিল। আর কিছু দিতে হইবে না।"

এক হাতে মাছ, অপর হাতে কিশোরীর র‍্যাগে জড়ানো ব্যাগটি লইয়া অগ্রে অগ্রে ফুরচিং, পশ্চাতে কিশোরী, উভয়ে সাবধানে সেই বাঁশের পুল পার হইয়া অপর পারে গিয়া উঠিল। এইবার আবার চড়াই আরম্ভ হইল। পথের এক দিকে পর্ব্বত, অপর দিকে খদ নামিয়া গিয়াছে। পাহাড়ের গায়ে বহুসংখ্যক শালবৃক্ষ বায়ুভরে দুলিতেছে। খদের দিকে শস্যক্ষেত্র —ধান্যক্ষেত্র আছে, স্থানে স্থানে তুলার গাছ
এলাচির ক্ষেত্রও দেখা যাইতে লাগিল।

চড়াই উঠিতে উঠিতে মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত
এক স্থানে পর্ব্বতগাত্র হইতে কল কল স্বরে
জল নামিতেছিল। ফুরচিং বলিল, "আর খা
উঠিতে পারিলেই মিটো গাং-এর রাস্তা আমাদে
দিকে পড়িবে। এইখানে বসিয়া, একটু বিশ্রাম
কিছু আহার করিয়া লউন সাহেব।"

কিশোরী এত শ্রান্ত হইয়াছিল যে, তাহা
পা আর চলে না। ঝরণার নিকট গিয়া, মুখে
জল দিয়া আসিয়া শালবৃক্ষের নিম্নে একটা
উপর সে বসিয়া পড়িল। কিয়ৎক্ষণ পরে চ
আণ্ডা, ফলগুলি দ্বারা উভয় ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া,
জল পান করিয়া আবার চড়াই উঠিতে লাগিল

ফুরচিং-এর অনুসরণে উৎরাই নামিয়া,
চড়াই উঠিয়া কিশোরী যখন মিটোগাং গ্রামে পে
তখন বেলা প্রায় চারিটা বাজে। ফুরচিংদের
সম্মুখে খোলা জায়গায় কয়েকটা গরু ও ছাগ
রহিয়াছে। দুইটি শিশু ছুটাছুটি করিয়া
বেড়াইতেছে। ফুরচিং কিশোরীকে একটি ঘরে
লইয়া গেল; ঘরটির এক পার্শ্বে গরুর খাদ্য স্তূপ
রক্ষিত, অপর পার্শ্বে একটি কাষ্ঠমঞ্চ নির্ম্মিত
কিশোরী সেই কাষ্ঠমঞ্চের উপর বসিয়া
"আমাকে জল আনিয়া দাও। আমি হাত প
এইখানে শুইয়া একটু ঘুমাইব; আমি আর
পারিতেছি না।"

ফুরচিং অদৃশ্য হইল; কিয়ৎক্ষণ পরে এক
জল ও একটা টিনের মগ আনিয়া কুটীরের বা
স্থাপন করিল। কিশোরী ইতোমধ্যে বস্ত্র প
করিয়া ফ্ল্যানেলের রাত-কাপড় পরিয়া, চাদর
দিয়া, তোয়ালে হাতে করিয়া বসিয়া ছিল।
পাইয়া কিশোরী যেন কৃতার্থ হইল; হাত-মুখ
লাগিল। ফুরচিং জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কি
বেন কি?"

কিশোরীর চক্ষু ঘুমে প্রায় ঢুলিয়া আসিতে
বলিল, "কিছু না, এখন কেবল ঘুমাইব। তো
বাবা কোথায়?" বলিয়া ব্যাগ হইতে নিজ র‍্যা
খানার বাঁধন খুলিতে লাগিল।

ফুরচিং বলিল, "বাবা ক্ষেতে কাজ করিতে
ছেন; এখনও ফেরেন নাই, সন্ধ্যার পর ফিরি

—বলিয়া সে অদৃশ্য হইল। এক মিনিটের মধ্যে টা বাঁশের চোঙা হাতে করিয়া আনিয়া বলিল, া পান করুন দেখি।"

চোঙাটি লইয়া কিশোরী বলিল, "ইহা কি?"

"মাড়োয়া। সাহেব লোকেরা যেরূপ বিয়ার করেন, ইহাও সেইরূপ। ভুট্টাদানা চোয়াইয়া আমরা প্রস্তুত করি। পান করিলে শ্রান্তি-স্ত দূর হইবে; খুব আরামে ঘুমাইবেন; দেহের ফিরিয়া আসিবে!"

কিশোরী সেই বাঁশের চোঙাটি নাকের কাছে ধরিয়া লইল। গন্ধটি মন্দ বোধ হইল না। বলিল, থ, আমি কিন্তু সরাপ পান করি না। ইহা পান লে আমার নেশা হইবে। ইহা লইয়া যাও।"

ফুরচিং হাসিয়া বলিল, "না সাহেব, ইহা সরাপ —বিয়ার। আপনি নির্ভয়ে পান করুন। নও মন্দ ফল হইবে না।"

কিশোরী তথন ব্যাগ হইতে তাহার এনামেলের াসটি বাহির করিয়া, আধ গেলাস পরিমাণ ড়ায়া তাহাতে ঢালিয়া লইয়া, একটু একটু করিয়া করিয়া ফেলিল। তাহার পর একখানি র‍্যাগ তৈয়া, অপরখানি গায়ে দিয়া, পাঁচ মিনিটের মধ্যে ার নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল।

— —

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বৃদ্ধের উপদেশ।

শোরীর যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন সে দেখিল, ঘরে মিট করিয়া একটি কেরোসিনের ডিবা জ্বলিতেছে, টি ভেজানো রহিয়াছে। ঘড়ী খুলিয়া দেখিল, র ৯টা বাজিয়া গিয়াছে। উঠিয়া দ্বার খুলিতেই চিং কোথা হইতে আসিয়া বলিল, "সাহেব, আপনি ঘুমাইয়াছেন!"

কিশোরী বলিল, "হাঁ, আমি খুব ঘুমাইয়াছি। ঘুমাইয়া আমার শরীরটা সুস্থ হইল।"

"এইবার আপনার খাবার লইয়া আসি?"

কিশোরী এখন বেশ ক্ষুধা অনুভব করিতেছিল। ল, "আন।"

অল্পক্ষণ পরে ফুরচিং একটা কাঠের থালায় এক া ভাত, একটা কাঠের বাটিতে এক বাটি তরকারী এবং একটা কাঠের চামচ আনিয়া হাজির করিল। একটা টিনের মগে ভরিয়া জলও আনিয়া দিল। কিশোরী সেই জলের কিয়দংশের সাহায্যে হাত-মুখ ধুইয়া ভোজনে বসিল।

তরকারীটায় মাছ, আলু, পেঁয়াজ ও মূলা মিশ্রিত ছিল। রন্ধনপ্রণালী বাঙ্গালীর পক্ষে উপভোগ্য না হইলেও, ক্ষুধার জ্বালায় তাহাই যেন কিশোরীর তখন অমৃত বোধ হইল। থালার ভাত অধিকাংশ নিঃশেষ করিয়া, আচমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বাবা আসিয়াছেন?"

"আসিয়াছেন।"

"তিনি কি বলিলেন?"

"তিনি আপনার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহাকে ডাকিয়া আনি?"

"ডাক"—বলিয়া কিশোরী তাহার সেই কাষ্ঠমঞ্চে বিস্তৃত শয্যার উপর বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

অল্পক্ষণ পরেই ফুরচিং তাহার বৃদ্ধ পিতাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিল। "সেলাম সাহেব"—বলিয়া বৃদ্ধ মেঝের উপরেই বসিতে যাইতেছিল; কিশোরী অনুরোধ করিয়া তাহাকে নিজ শয্যার উপরে বসাইল।

বৃদ্ধ বসিয়া হিন্দীতে বলিল, "শুনিলাম, আপনি হিন্দু। পর্ব্বত দেখিবার জন্য দার্জ্জিলিং হইতে বাহির হইয়াছেন। আপনার নিবাস কোন্ স্থানে?"

কিশোরী বলিল, "কলিকাতায়।"

"আপনি বাঙ্গালী বাবু? বেশ বেশ। বাঙ্গালীরা বড় ভদ্রলোক হয়। একবার আমি দার্জ্জিলিঙ গিয়াছিলাম, তখন কয়েকটি বাঙ্গালীবাবুর সহিত পরিচয় হইয়াছিল। তাঁহারাও কলিকাতা হইতে আসিয়াছিলেন।"

কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কলিকাতাও গিয়াছিলেন না কি?"

বৃদ্ধ বলিলেন, "না, কলিকাতায় কখনও যাই নাই। কলিকাতায় শুনিয়াছি ইংরাজগণ নাকি বড় ভারি সহর বানাইয়াছে। অনেক দিন হইতে কলিকাতা যাইবার, কলিকাতা দেখিবার আমার বাসনা ছিল। কিন্তু হইয়া উঠে নাই। এখন বৃদ্ধ হইয়াছি, এখন আর ঘর-ছাড়িয়া কোথাও যাইতে ইচ্ছা করে না।"

"আপনি এখানে চাষবাস লইয়া বেশ সুখেই আছেন বোধ হয়?

"আছি এক রকম। অবস্থা বেশ স্বচ্ছল নয়, তাই বড় ছেলেটিকে দার্জ্জিলিংয়ে চাকরি করিতে পাঠাইতে হইয়াছিল। উহার নিকট শুনিলাম, উহাকে আপনি সাথী করিয়া লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন; ও আপনাকে তিব্বতী ভাষা শিক্ষা দিবে, আপনি উহাকে ইংরাজী শিখাইবেন।"

"হাঁ, আমার তাহাই অভিপ্রায়। এখন আপনার মত কি?"

"আমার কোনও আপত্তি নাই। আমাদের শাস্ত্র'ও বেশ ভাল করিয়াই পড়িয়াছে। আপনাকে বেশ শিখাইতে পারিবে। বড় বুদ্ধিমান্ ছেলে। সে যাহাই হউক, আপনি যে অত দূরে, অত দুর্গম দেশ ভ্রমণের জন্য বাহির হইয়াছেন, আপনার সেরূপ সাজ-সরঞ্জাম কিছুই ত দেখিতেছি না?"

কিশোরী বলিল, "কি কি সাজ-সরঞ্জাম আবশ্যক হইতে পারে, তাহা ত আমার জানা নাই; কাযেই সে সব কিছু সংগ্রহ করিতে পারি নাই।"

কিশোরীর র‍্যগখানি অঙ্গুলির দ্বারা বৃদ্ধ টিপিয়া বলিল, "প্রথমতঃ গাত্রাবরণ। এই দুইখানি বিলাতী কম্বলে কি আপনার শীত ভাঙ্গিবে? এ কি দার্জ্জিলিঙ? যত উত্তরে যাইবেন, ততই শীত বাড়িবে। সব দিন ঘরের মধ্যে আশ্রয় পাইবেন না। রাত্রে হয় ত কোনও গিরিগুহায়, নয় ত খোলা আকাশের তলেই শুইয়া থাকিতে হইবে। তখন শীতে মারা যাইবেন যে! এই দুইখানি বিলাতী কম্বল ছাড়া, মোটা ভুটিয়া কম্বল খানকতক আপনার সঙ্গে আনা উচিত ছিল।"

"এখানে কম্বল কিনিতে পাওয়া যাইবে না কি?"

"ভুটিয়ারা দার্জ্জিলিঙে কম্বল বেচিয়া, মাঝে মাঝে এই পথে ফিরিয়া যায়। এই গ্রামের দুই এক জন ব্যাপারী তাহাদের অবিক্রীত কম্বল সস্তায় কিনিয়া রাখে। চেষ্টা করিলে কম্বল এখানে পাওয়া যাইতে পারে।"

"খানচারেক কম্বল যদি কিনি, কত দাম লাগিবে?"

"কুড়ি টাকার কমে হইবে না। ভুটিয়ারা দার্জ্জিলিঙে গিয়া ইহার দ্বিগুণ দামেই এ সব বিক্রয় করিয়া থাকে।"

কিশোরী বলিল, "তবে অনুগ্রহ করিয়া কল্য আমাকে চারিখানি কম্বল কিনিয়া দিবেন। কি আমার আবশ্যক হইবে?"

"পোষাক। আপনার এ ইংরাজী পো দেখিলে এ দেশের লোকে আপনাকে ফেলিবে। বিশেষ আপনার নিকট যখন রাজকীয় ছাড়পত্র নাই। সিমিকের অধি আপনার প্রতি ততটা দুর্ব্ব্যবহার না-ও করিতে কিন্তু আপনি যেখানে যাইতে চাহিতেছেন, যাইতে হইলে নেপালের সীমার মধ্যে গিয়া পড়ি সেখানে হয় ত আপনাকে ধরিয়া কয়েদ রাখিবে, মারিয়াও ফেলিতে পারে। আপ তিব্বতীয় লামার ছদ্মবেশে যাইতে হইবে।"

"সে পোষাক আমি এখানে পাইতে পারিব

"চেষ্টা করিলে পাওয়া যাইতে পারে।"

"তবে অনুগ্রহ করিয়া সে পোষাকও আ সংগ্রহ করিয়া দিবেন। আমি মনে করিয়াছি কল্য প্রাতে উঠিয়াই রওয়ানা হইব, তাহা আর না দেখিতেছি।"

"না, তা কেমন করিয়া হইতে পারে? আপনার দার্জ্জিলিঙ সহর নহে যে, বাজারে টাকা দিয়া তৎক্ষণাৎ ইচ্ছামত দ্রব্য খরিদ ক আনিবেন!"

কিশোরী ভাবিল, দার্জ্জিলিঙের কা এক দিনের রাস্তা বৈ ত নয়,—দীর্ঘক অপেক্ষা কি নিরাপদ হইবে? তবে একটা কথা, এ স্থ বৃটিশ রাজ্যের বাহিরে—এখানে ইংরাজের সহসা আসিয়া আমায় ধরিতে পারিবে না। বলাই বা যায় কি? সিকিমটা নামে স্বাধীন হইলেও, উহা ইংরাজের করদরাজ্য বৈ ত নয়! উপায়ই বা কি? বৃদ্ধ যাহা বলিতেছে, সে ত কথাই। ইংরাজী পোষাকে অধিক দূরে যাওয় চলিবেই না! আর কম্বল না হইলে শীতেই যে ম যাইব!—সুতরাং অগত্যা কিশোরী ২।১ দিন এ অবস্থান করিবে বলিয়া সম্মতি জানাইল।

বৃদ্ধ তখন কয়েকটি অন্যান্য কথার পর গা খান করিয়া বলিল, "রাত্রি অধিক হইল। আ এখন শয়ন করুন। আমি আপনার জন্য খান দুই কম্বল পাঠাইয়া দিতেছি। এ দুইখ বিলাতী কম্বলে রাত্রে আপনি শীতে কষ্ট পাইবে —বলিয়া পুত্র সহ সে প্রস্থান করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে, এক হাতে কম্বল এবং এক হাতে
ার চোঙা লইয়া ফুরচিং ফিরিয়া আসিল।
ানা ঠিক করিয়া দিতে দিতে বলিল, "আপনি আর
ক মাড়োয়া পান করিয়া শয়ন করুন, রাত্রে শীত
লাগিবে। এ দেশে আমরা সকলেই শয়নের
 কিঞ্চিৎ মাড়োয়া পান করিয়া থাকি।"
'যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ'—এই নীতি স্মরণ করিয়া
র কিশোরী আপত্তি করিল না। বিশেষতঃ,
ারের পর সুপারি বা কোনও মশলা চর্ব্বণ
তে না পাইয়া, তাহার মুখটা খারাপ হইয়া ছিল;
শোধন" হিসাবে, আধ গেলাস মাড়োয়া ঢালিয়া
ান করিয়া ফেলিল।
শয়ন করিয়া, নিদ্রা না আসা পর্য্যন্ত সে নিজ
 চিন্তা করিতে লাগিল—কোথায় আমি বিবাহের
 কোথায় পলাতক খুনী আসামী! আজ বেলা
 সময় যখন আমার বিবাহ হইবার কথা ছিল,
সময় আমি কোথায়? তখন আমি লেপচাগণের
 পথের ধারে বসিয়া. সেই উৎকট চা পান
তেছি! আজ এতক্ষণ, দার্জ্জিলিঙের কোনও
জী হোটেলে, প্রিয়তমার সহিত ফুলশয্যায় আমার
 করিবার কথা! তাহার পরিবর্ত্তে, পাহাড়িয়ার
র, কাষ্ঠশয্যায় এই বিড়ম্বনা ভোগ! অথচ,
শ ঘণ্টা পূর্ব্বেও ইহা একেবারে স্বপ্নাতীতই
!—আবার কি সুদিন আসিবে? এ জীবনে
 আসিবে কি না, কে জানে। আর কি কোনও
আমি প্রিয়ার মুখ, আত্মীয়-স্বজনের মুখ, দেশের
দখিব? না, হিমালয়ের সুশীতল বক্ষে আমার
মাধি রচিত হইবে?
ন্তী এখন দার্জ্জিলিঙে কি করিতেছে, স্যানি-
মে গিয়া তাহার জিনিস পত্র ও কুকুর লইয়া
লে তাহার বাড়ীর লোক তাহার সহিত কিরূপ
ার করিতেছে, এই সব কিশোরী কল্পনা করিতে
 করিল। ক্রমে মাড়োয়ার প্রভাবে তাহার
 দুইটা মুদিয়া আসিল,—শান্তিদায়িনী নিদ্রা
য়া তাহার সকল চিন্তা হরণ করিয়া লইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নাঙ্গা লামা।

কিশোরীর মিটোগাং পরিত্যাগের পর তিন সপ্তাহ কাটিয়া গিয়াছে। দ্বাবিংশ দিনে, দিবাবসানকালে অতি ধীরপদে সে পর্ব্বতারোহণ করিতেছিল। মিটোগাং হইতে সংগৃহীত এক জন মুটিয়া, (তাহার নাম সাইদা) কম্বলাদির বোঝা লইয়া অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া চলিতেছে, তাহার পশ্চাতে কিশোরী। সর্ব্বশেষে ফুরচিং—তাহার হাতে কিশোরীর সেই চামড়ার ব্যাগটি।

কিশোরীর অঙ্গে এখন তিব্বতীয় লামার পরিচ্ছদ —ইংরাজী পোষাক সে ফুরচিং-এর পিতার নিকট গচ্ছিত রাখিয়া আসিয়াছে। পথ চলিতে চলিতে ক্ষীণ কণ্ঠে কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, "ফুরচিং, কাংপাচেন গ্রাম আর কত দূর?"

"আর অধিক দূর নয়, নাঙ্গা লামা।"

ফুরচিং এখন আর কিশোরীকে 'সাহেব' সম্বোধন করে না। এখন তাহাকে "নাঙ্গা লামা" বলে। "নাঙ্গা" অর্থে উলঙ্গ নহে—কিশোরীর উপাধি "নাগ" শব্দেরই অপভ্রংশ। ফুরচিং বলিল, "আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা কংপাচেন পৌছিতে পারিব। বড় কষ্ট হইতেছে কি?"

কিশোরী বলিল, "হাঁ, হইতেছে বৈ কি, বোধ হয় জ্বরটা আবার আসিতেছে।"

আজ কয়েক দিন হইতে বৈকালে কিশোরীর একটু একটু "জ্বরভাব" হইতেছে। তথাপি সে চলিয়াছে—দার্জ্জিলিঙ হইতে যত দূরে গিয়া পড়িতে পারে, ততই তাহার পক্ষে মঙ্গল, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই পথবাহনে সে ক্ষান্ত হয় নাই।

সূর্য্যাস্তের অল্পক্ষণ পরেই, কাংপাচেন গ্রাম দৃষ্টি-গোচর হইল। গ্রামে পৌছিতে সূর্য্য ডুবিয়া গেল। গ্রামে কুটীরসংখ্যা অধিক নহে। ফুরচিং কয়েক স্থানে আতিথ্যলাভের চেষ্টা করিল, কিন্তু সফল হইল না। সাইদা বলিল, গ্রামের অপর প্রান্ত হইতে কিছু দূরে একটি গোম্বা (গুহা বা মঠ) আছে, তথায় এক জন বৃদ্ধ লামা বাস করেন, সেখানে যাইলে আশ্রয় মিলিতে পারে। গ্রামের লোককে ফুরচিং এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা বলিল

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

লামা-কুমারী।

সপ্তাহকাল এই মঠে কিশোরী রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিবার পর অবশেষে নিরাময় হইয়া উঠিল। ফুরচিং ও সাইদা উভয়েই এই বিশ্রামটা বেশ উপভোগ করিতেছিল। নিনা স্বয়ং রোগীর পরিচর্য্যার ভার গ্রহণ করিয়াছিল, সুতরাং ইহারা কার্য্যাভাবে দিবসে গ্রামে গিয়া আড্ডা জমাইত ও চ্যাং (তদ্দেশীয় মদ্য) পান করিত। তিব্বতীয় ভাষায় লামাকুমারীর অসাধারণ অধিকার দেখিয়া ফুরচিং চমৎকৃত হইয়া গিয়াছিল।

নিনা সর্ব্বদা কিশোরীর শয্যাপার্শ্বে থাকিত; কিশোরীর জ্বরটা কমিয়া আসার পর হইতে নিনার সহিত তাহার অনেক কথাবার্ত্তা হইয়াছে; নিনা তাহাকে নিজ জীবনের অনেক কথাই বলিয়াছে।

অন্ন পথ্য করিবার এক দিন পরে কিশোরী জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "তুমি এখানে একা থাক, তোমার ভয় করে না?"

"ভয়? ভয় কাহাকে করিব?"

"চোর ডাকাত আসিতে পারে ত!"

"আমার বন্দুক আছে; সেই বন্দুক ভরিয়া লইয়া রাত্রে আমি শুইয়া থাকি। একবার একটা চোর আসিয়াছিল - এক গুলীতে তাহার একটা ঠ্যাং আমি খোঁড়া করিয়া দিয়াছিলাম।"—বলিয়া নিনা হাসিতে লাগিল।

পরদিন অপরাহ্নকালে ফুরচিং ও সাইদা গ্রামের আড্ডায় গিয়াছিল; মঠের সম্মুখভাগে কম্বল বিছাইয়া কিশোরী বসিয়া ছিল; নিনা আসিয়া নিঃসঙ্কোচে তাহার পার্শ্বে বসিল। কিশোরী বলিল, "তোমার উপর উপদ্রব যথেষ্ট করিলাম; এবার আমাদের বিদায় দাও। তুমি না থাকিলে, এ পীড়ার সময় আমার যে কি অবস্থা হইত, তাহা বলিতে পারি না—প্রাণ বাঁচিত কি না তাহাও খুব সন্দেহের বিষয়। তোমার এ উপকার আমার জীবনে কখনও ভুলিব না।"

নিনা কহিল, "আমি আর তোমার কি উপকার করিয়াছি? তা, তুমি এবার কোথায় যাইতে ইচ্ছা করিয়াছ?"

"তাসিলংপু মঠে গিয়া কিছু দিন বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিব, এই ইচ্ছাতেই আমি বাহির হইয়াছিলাম; সেইখানেই যাইতে চেষ্টা করিব।"

"কিন্তু, তুমি ত তিব্বতীয় ভাষা জান না।"

"শিখিতেছি। ঐ ফুরচিং আমায় পড়ায়; ঐ কার্য্যের জন্যই উহাকে নিযুক্ত করিয়াছি।"

নিনা কিয়ৎক্ষণ নীরবে নতবদনে বসিয়া থাকিয়া, অবশেষে মুখ তুলিয়া বলিল, "দেখ, তাসিলংপু যাইবার মৎলব তুমি পরিত্যাগ কর; তুমি সমতল ভূমির লোক, পার্ব্বত্য দেশে ভ্রমণ করা তোমার পক্ষে বিশেষ কষ্টসাধ্য হইবে; আবার যদি অসুখে পড়, তখন কি হইবে বল দেখি? আমার পরামর্শ শুন—তুমি দেশে ফিরিয়া যাও।"

কিশোরী বলিল, "একবার পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলাম বলিয়া কি বার বার তাহাই হইবে? আর, পথের কষ্টের কথা বলিতেছ, অভ্যাসে মানুষের সমস্তই সহিয়া যায়। সমতলবাসী কত লোক ত তিব্বতে গিয়াছে—সাহেবরাও গিয়াছে; আমার স্বদেশবাসী বাঙ্গালীও কেহ কেহ গিয়াছে। আমিই বা পারিব না কেন?"

নিনা বলিল, "সাহেবরা যায়, তাহাদের সঙ্গে কত লোকজন, তাঁবু, ঘোড়া, জিনিসপত্র থাকে। তোমার ত সে সব কিছুই নাই। এ অবস্থায় তোমার অধিক দূর অগ্রসর হওয়া ক্রমে বিপজ্জনক হইয়া উঠিতে পারে।"

কিশোরী বলিল, "আচ্ছা, ভাবিয়া দেখি। এখন সে কথা থাকুক, এখন তোমার নিজের কথা বল। তুমি কতকাল আর একাকিনী এই মঠ আগলাইয়া পড়িয়া থাকিবে? বিবাহ করিয়া সংসারী হইবে না?"

লামাকুমারী হাসিয়া বলিল, "তোমার কেবল ঐ কথা! কাহাকে বিবাহ করিতে হইবে, তাহা ত বল না!"

"আমি কি তোমাদের এ অঞ্চলের কাহাকেও চিনি? চিনিলে ঘটকালী করিতে পারিতাম। কাংপাচেন গ্রামে, আশেপাশে উপর নীচে আর সব গ্রামে, তোমার স্বজাতীয় এমন এক জন যুবাপুরুষও কি নাই, যাহাকে তোমার পছন্দ হয়?"

"আমার পছন্দ হইলেই ত হইল না; তাহারও ত আমায় পছন্দ হওয়া চাই।"—বলিয়া নিনা আবার হাসিল।

কিশোরী বলিল, "তোমাকে আবার পছন্দ হইবে না? খুব পছন্দ হইবে।"

"কেন, আমি কি এতই রূপসী?"—বলিয়া নিনা কিশোরীর প্রতি বক্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল।

বাঙ্গালী যুবকের চক্ষে, তিব্বতীয় যুবতীর চ্যাপ্টা নাক ও থ্যাবড়ানো মুখে রূপ দেখা একটু কঠিন ব্যাপার সন্দেহ নাই; তথাপি কিশোরী পুরুষোচিত সৌজন্যে বলিল, "তোমার মত সুন্দরী মেয়ে পথে ঘাটে ত একটিও দেখিতে পাই না, নিনা!"

এ কথায় নিনার মনটি যে খুসী হইয়া উঠিল, সেটা তাহার মুখের ভাবে বেশ বোঝা গেল; তাহার শ্বেত গোলাপের মত গাল দু'খানি মুহূর্ত্তের জন্য গোলাপী আভা ধারণ করিল।

এই সময় অদুরস্থিত পথ দিয়া এক জন ভুটিয়া ব্যবসায়ী পাহাড়ী টাটু ঘোড়ার পৃষ্ঠের উভয় দিকে কম্বলের গাঁঠরি বোঝাই দিয়া যাইতেছিল, দেখিয়া নিনা তাহাকে ডাকিল।

কম্বল-ব্যবসায়ী ঘোড়াটি লইয়া মঠের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ভুটিয়া ভাষায় নিনার সহিত কম্বলওয়ালার কি কথাবার্ত্তা হইল, তাহা কিশোরী বুঝিতে পারিল না। ভুটিয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে কম্বলের বস্তা নামাইয়া, তাহা লামাকুমারীর সম্মুখে ধরিল। নিনা কম্বলগুলি একে একে পরীক্ষা করিয়া, তাহার মধ্য হইতে চারিখানি বাছিয়া লইল। তাহার পর দরদস্তুর আরম্ভ হইল —সে সকল কথাও কিশোরী কিছুই বুঝিতে পারিল না। অবশেষে মূল্য স্থির হইলে, লামাকুমারী কম্বল লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া, লামাকুমারী ভুটিয়াকে কি বলিল; ভুটিয়া তাহার উত্তর দিল। কিয়ৎকাল উভয়ের মধ্যে তর্কবিতর্ক চলিল। অবশেষে লামাকুমারী বিষণ্ণ বদনে মঠে প্রবেশ করিয়া, কম্বলগুলি বাহির করিয়া আনিয়া ভুটিয়াকে ফিরাইয়া দিতে উদ্যত হইল।

কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইল, কম্বল ফিরাইয়া দিতেছ যে?"

নিনা বলিল, "এই চারিখানি কম্বলের ৫০৲ টাকা দাম হইয়াছে। আমার ধারণা ছিল, ঘরে আমার টাকা আছে। বাক্স খুলিয়া দেখি, ১০।১২৲ টাকা মাত্র আছে। উহাকে বলিলাম, কা'ল এই সময় আসিয়া টাকা লইয়া যাইও। ও বলিতেছে, ও এখন দার্জ্জিলিঙ যাইতেছে, এ পথে শীঘ্র ফিরিবে না; কম্বলের মূল্যের জন্য ও দেরী করিতে পারিবে না। তাই অগত্যা কম্বলগুলি ফিরাইয়া দিতেছি।"

কিশোরী বলিল, "আমার কাছে টাকা আছে, আমি দিব কি?"

নিনা কয়েক মুহূর্ত্ত কি ভাবিল। অবশেষে বলিল, "তবে দাও, কা'ল আমি তোমাকে টাকা দিব।"

কিশোরী উঠিয়া ভিতরে গিয়া, তাহার ব্যাগ হইতে ৫০৲ টাকা আনিয়া কম্বলওয়ালার হস্তে দিল। ইহা ইংরাজের টাকা দেখিয়া সে ব্যক্তি বেশ খুসী হইল। তথাপি প্রত্যেক টাকাটি উত্তমরূপে বাজাইয়া লইয়া কোমরে বাঁধিয়া, কম্বলের বস্তা টাটুর পৃষ্ঠে বোঝাই দিয়া, প্রস্থান করিল।

কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, "এত কম্বল লইয়া তুমি কি করিবে?"

"সম্মুখে শীত আসিতেছে যে।—আমি তীর্থ-যাত্রা করিব অভিপ্রায় করিয়াছি।"

কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, "তীর্থ-যাত্রা করিবে? কোথায়?"

শুভ্র সুগোল বাহু দ্বারা নিনা উত্তরদিক নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "অনেক দূর—শিগাট্‌শীতে—তাসিলংপু মঠে যাইব।"

কিশোরী বিস্মিত হইয়া বলিল, "তাসিলংপু যাইবে? কেন?"

নিনা হাসিয়া বলিল, "তুমি যাইতে পার, আমি পারি না? বিশেষ যখন এমন সুযোগ পাইয়াছি—সঙ্গী যুটিয়াছে।"

"কে সঙ্গী?"

"কেন, তুমি!"

"তুমি আমার সঙ্গে তাসিলংপু যাইবে? না না, সে মৎলব ত্যাগ কর।"

"কেন করিব?"

"অনেক দূর, বড় কষ্টের পথ সে।"

"তুমি বাঙ্গালী, তুমি পারিবে, আমি পাহাড়ী মেয়ে, আমি পারিব না?"

"আমি পারিব, কিংবা বেগতিক দেখিয়া শেষে মধ্য-পথ হইতে ফিরিয়া আসিব, তাই বা কে জানে?"

"তুমি যদি ফিরিয়া এস, আমিও ফিরিয়া আসিব।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

লামা-কুমারী।

সপ্তাহকাল এই মঠে কিশোরী রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিবার পর অবশেষে নিরাময় হইয়া উঠিল। ফুরচিং ও সাইদা উভয়েই এই বিশ্রামটা বেশ উপভোগ করিতেছিল। নিনা স্বয়ং রোগীর পরিচর্য্যার ভার গ্রহণ করিয়াছিল, সুতরাং ইহারা কার্য্যাভাবে দিবসে গ্রামে গিয়া আড্ডা জমাইত ও চ্যাং (তদ্দেশীয় মদ্য) পান করিত। তিব্বতীয় ভাষায় লামাকুমারীর অসাধারণ অধিকার দেখিয়া ফুরচিং চমৎকৃত হইয়া গিয়াছিল।

নিনা সর্ব্বদা কিশোরীর শয্যাপার্শ্বে থাকিত; কিশোরীর জ্বরটা কমিয়া আসার পর হইতে নিনার সহিত তাহার অনেক কথাবার্ত্তা হইয়াছে ; নিনা তাহাকে নিজ জীবনের অনেক কথাই বলিয়াছে।

অন্ন পথ্য করিবার এক দিন পরে কিশোরী জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "তুমি এখানে একা থাক, তোমার ভয় করে না ?"

"ভয় ? ভয় কাহাকে করিব ?"

"চোর ডাকাত আসিতে পারে ত !"

"আমার বন্দুক আছে ; সেই বন্দুক ভরিয়া লইয়া রাত্রে আমি শুইয়া থাকি। একবার একটা চোর আসিয়াছিল - এক গুলীতে তাহার একটা ঠ্যাং আমি খোঁড়া করিয়া দিয়াছিলাম।"—বলিয়া নিনা হাসিতে লাগিল।

পরদিন অপরাহ্ণকালে ফুরচিং ও সাইদা গ্রামের আড্ডায় গিয়াছিল ; মঠের সম্মুখভাগে কম্বল বিছাইয়া কিশোরী বসিয়া ছিল ; নিনা আসিয়া নিঃসঙ্কোচে তাহার পার্শ্বে বসিল। কিশোরী বলিল, "তোমার উপর উপদ্রব যথেষ্ট করিলাম; এবার আমাদের বিদায় দাও। তুমি না থাকিলে, এ পীড়ার সময় আমার যে কি অবস্থা হইত, তাহা বলিতে পারি না—প্রাণ বাঁচিত কি না তাহাও খুব সন্দেহের বিষয়। তোমার এ উপকার আমার জীবনে কখনও ভুলিব না।"

নিনা কহিল, "আমি আর তোমায় কি উপকার করিয়াছি ? তা, তুমি এবার কোথায় যাইতে ইচ্ছা করিয়াছ ?"

"তাসিলংপু মঠে গিয়া কিছু দিন বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিব, এই ইচ্ছাতেই আমি বাহির হইয়াছিলাম ; সেইখানেই যাই‍ে চেষ্টা করিব।"

"কিন্তু, তুমি ত তিব্বতীয় ভাষা জান না।"

"শিখিতেছি। ঐ ফুরচিং আমায় পড়ায় ; ঐ কার্য্যের জন্যই উহাকে নিযুক্ত করিয়াছি।"

নিনা কিয়ৎক্ষণ নীরবে নতবদনে বসিয়া থাকিয়া, অবশেষে মুখ তুলিয়া বলিল, "দেখ, তাসিলংপু যাইবার মৎলব তুমি পরিত্যাগ কর ; তুমি সমতল ভূমির লোক, পার্ব্বত্য দেশে ভ্রমণ করা তোমার পক্ষে বিশেষ কষ্টসাধ্য হইবে ; আবার যদি অসুখে পড়, তখন কি হইবে বল দেখি ? আমার পরামর্শ শুন—তুমি দেশে ফিরিয়া যাও।"

কিশোরী বলিল, "একবার পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলাম বলিয়া কি বার বার তাহাই হইবে ? আর, পথের কষ্টের কথা বলিতেছ, অভ্যাসে মানুষের সমস্তই সহিয়া যায়। সমতলবাসী কত লোক ত তিব্বতে গিয়াছে—সাহেবরাও গিয়াছে ; আমার স্বদেশবাসী বাঙ্গালীও কেহ কেহ গিয়াছে। আমিই বা পারিব না কেন ?"

নিনা বলিল, "সাহেবরা যায়, তাহাদের সঙ্গে কত লোকজন, তাঁবু, ঘোড়া, জিনিসপত্র থা‍ে। তোমার ত সে সব কিছুই নাই। এ অবস্থায় তোমার অধিক দূর অগ্রসর হওয়া ক্রমে বিপজ্জনক হইয়া উঠিতে পারে।"

কিশোরী বলিল, "আচ্ছা, ভাবিয়া দেখি। এখন সে কথা থাকুক, এখন তোমার নিজের কথা বল। তুমি কতকাল আর একাকিনী এই মঠ আগলাইয়া পড়িয়া থাকিবে ? বিবাহ করিয়া সংসারী হইবে না ?"

লামাকুমারী হাসিয়া বলিল, "তোমার কেবল ঐ কথা ! কাহাকে বিবাহ করিতে হইবে, তাহা ত বল না !"

"আমি কি তোমাদের এ অঞ্চলের কাহাকেও চিনি ? চিনিলে ঘটকালী করিতে পারিতাম। কাংপাচেন গ্রামে, আশেপাশে উপর নীচে আর সব গ্রামে, তোমার স্বজাতীয় এমন এক জন যুবাপুরুষও কি নাই, যাহাকে তোমার পছন্দ হয় ?"

"আমার পছন্দ হইলেই ত হইল না ; তাহারও ত আমায় পছন্দ হওয়া চাই !"—বলিয়া নিনা আবার হাসিল।

কিশোরী বলিল, "তোমাকে আবার পছন্দ হইবে না? খুব পছন্দ হইবে।"

"কেন, আমি কি এতই রূপসী?"—বলিয়া নিনা কিশোরীর প্রতি বক্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল।

বাঙ্গালী যুবকের চক্ষে, তিব্বতীয় যুবতীর চ্যাপ্টা নাক ও থ্যাবড়ানো মুখে রূপ দেখা একটু কঠিন ব্যাপার সন্দেহ নাই; তথাপি কিশোরী পুরুষোচিত সৌজন্যে বলিল, "তোমার মত সুন্দরী মেয়ে পথে ঘাটে ত একটিও দেখিতে পাই না, নিনা!"

এ কথায় নিনার মনটি যে খুসী হইয়া উঠিল, সেটা তাহার মুখের ভাবে বেশ বোঝা গেল; তাহার শ্বেত গোলাপের মত গাল দু'খানি মুহূর্তের জন্য গোলাপী আভা ধারণ করিল।

এই সময় অদূরস্থিত পথ দিয়া এক জন ভুটিয়া ব্যবসায়ী পাহাড়ী টাটু ঘোড়ার পৃষ্ঠের উভয় দিকে কম্বলের গাঁঠরি বোঝাই দিয়া যাইতেছিল, দেখিয়া নিনা তাহাকে ডাকিল।

কম্বল-ব্যবসায়ী ঘোড়াটি লইয়া মঠের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ভুটিয়া ভাষায় নিনার সহিত কম্বলওয়ালার কি কথাবার্ত্তা হইল, তাহা কিশোরী বুঝিতে পারিল না। ভুটিয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে কম্বলের বস্তা নামাইয়া, তাহা লামাকুমারীর সম্মুখে ধরিল। নিনা কম্বলগুলি একে একে পরীক্ষা করিয়া, তাহার মধ্য হইতে চারিখানি বাছিয়া লইল। তাহার পর দরদস্তর আরম্ভ হইল—সে সকল কথাও কিশোরী কিছুই বুঝিতে পারিল না। অবশেষে মূল্য স্থির হইলে, লামাকুমারী কম্বল লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া, লামাকুমারী ভুটিয়াকে কি বলিল; ভুটিয়া তাহার উত্তর দিল। কিয়ৎকাল উভয়ের মধ্যে তর্কবিতর্ক চলিল। অবশেষে লামাকুমারী বিষণ্ণ বদনে মঠে প্রবেশ করিয়া, কম্বলগুলি বাহির করিয়া আনিয়া ভুটিয়াকে ফিরাইয়া দিতে উদ্যত হইল।

কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইল, কম্বল ফিরাইয়া দিতেছ যে?"

নিনা বলিল, "এই চারিখানি কম্বলের ৫০৲ টাকা দাম হইয়াছে। আমার ধারণা ছিল, ঘরে আমার টাকা আছে। বাক্স খুলিয়া দেখি, ১০।১২৲ টাকা মাত্র আছে। উহাকে বলিলাম, কা'ল এই সময় আসিয়া টাকা লইয়া যাইও। ও বলিতেছে, ও এখন দার্জ্জিলিঙ যাইতেছে, এ পথে শীঘ্র ফিরিবে না; কম্বলের মূল্যের জন্য ও দেরী করিতে পারিবে না। তাই অগত্যা কম্বলগুলি ফিরাইয়া দিতেছি।"

কিশোরী বলিল, "আমার কাছে টাকা আছে, আমি দিব কি?"

নিনা কয়েক মুহূর্ত্ত কি ভাবিল। অবশেষে বলিল, "তবে দাও, কা'ল আমি তোমাকে টাকা দিব।"

কিশোরী উঠিয়া ভিতরে গিয়া, তাহার ব্যাগ হইতে ৫০৲ টাকা আনিয়া কম্বলওয়ালার হস্তে দিল। ইহা ইংরাজের টাকা দেখিয়া সে ব্যক্তি বেশ খুসী হইল। তথাপি প্রত্যেক টাকাটি উত্তমরূপে বাজাইয়া লইয়া কোমরে বাঁধিয়া, কম্বলের বস্তা টাটুর পৃষ্ঠে বোঝাই দিয়া, প্রস্থান করিল।

কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, "এত কম্বল লইয়া তুমি কি করিবে?"

"সম্মুখে শীত আসিতেছে যে!—আমি তীর্থ-যাত্রা করিব অভিপ্রায় করিয়াছি।"

কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, "তীর্থ-যাত্রা করিবে? কোথায়?"

শুভ্র সুগোল বাহু দ্বারা নিনা উত্তরদিক নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "অনেক দূর—শিগাট্‌শীতে—তাসিলংপু মঠে যাইব।"

কিশোরী বিস্মিত হইয়া বলিল, "তাসিলংপু যাইবে? কেন?"

নিনা হাসিয়া বলিল, "তুমি যাইতে পার, আমি পারি না? বিশেষ যখন এমন সুযোগ পাইয়াছি—সঙ্গী যুটিয়াছে।"

"কে সঙ্গী?"

"কেন, তুমি!"

"তুমি আমার সঙ্গে তাসিলংপু যাইবে? না না, সে মৎলব ত্যাগ কর।"

"কেন করিব?"

"অনেক দূর, বড় কষ্টের পথ সে!"

"তুমি বাঙ্গালী, তুমি পারিবে, আমি পাহাড়ী মেয়ে, আমি পারিব না?"

"আমি পমরিব, কিংবা বেগতিক দেখিয়া শেষে মধ্য-পথ হইতে ফিরিয়া আসিব, তাই বা কে জানে?"

"তুমি যদি ফিরিয়া এস, আমিও ফিরিয়া আসিব।"

"তবে মিথ্যা কেন কষ্ট করিতে যাইবে ?"

"মিথ্যা কেন ? আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে।"

"কি প্রয়োজন ?"

"তোমার যদি আবার অসুখ-বিসুখ করে, আমি সঙ্গে না থাকিলে তোমায় দেখিবে কে ?"—এই কথাগুলি বলিতে বলিতে নিনার কণ্ঠস্বর ভারি হইয়া আসিল।

ক্ষণকালের নিমিত্ত কিশোরীর মুখ একটু গম্ভীর হইল। লামাকুমারীর ব্যবহারে এ কয়দিনে তাহার মনে যে সন্দেহ আবছায়ার মত দেখা দিয়াছিল, তাহাই সুস্পষ্ট আকার ধারণ করিল। কিন্তু সে ভাব মনে চাপিয়া রাখিয়া, মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল, "বেশ বেশ, তুমি এক জন আদর্শ বৌদ্ধরমণী বটে। সর্ব্বজীবে দয়া—বেশ, ভাল কথা !"

নিনা এ কথা শুনিয়া, তিরস্কারপূর্ণ দৃষ্টিতে কিশোরীর পানে চাহিয়া রহিল। শেষে একটি মৃদু দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সেখান হইতে উঠিয়া গেল।

কিশোরী বসিয়া আপন মনে চিন্তা করিতে লাগিল,—আমি যাহা সন্দেহ করিতেছি, তাহাই যদি হয়, তবে ত বড় গোলমালের কথা ! নিনা কি আমায় ভালবাসিতেছে ? কিন্তু উহার সে ভালবাসা যে সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইবে ! আমি ত উহাকে ভালবাসিতে পারিব না—আমি যে অন্যের ! তা ছাড়া, আমি বাঙ্গালী, ও তিব্বতী—বাঙ্গালীর পক্ষে কোনও তিব্বতী মেয়েকে ভালবাসা কি সম্ভব ? কেন ? কেন ওর এ দুর্ব্বুদ্ধি হইল ? এরূপ অবস্থায়, এখান হইতে শীঘ্র শীঘ্র বিদায় হইতে পারিলে বাঁচি। কিন্তু তাহাতেই বা ফল কি ?—ও যে সঙ্গে যাইতে চাহে ! যদি বলি, তোমাকে আমি সঙ্গে লইব না, সে কথাই বা ও শুনিবে কেন ? হাত আছে, পা আছে—দেহে বল, বুকে সাহস আছে—বাঙ্গালীর মেয়ে ত নয়—ও আমার পিছু লইলে আমি কেমন করিয়া উহাকে নিবারণ করিব ? তবে কি পলায়ন করিব ? বোধ হয়, সেই পরামর্শই ভাল।

এ সময় কিশোরী সহসা তাহার স্কন্ধদেশে কাহার হস্তস্পর্শ অনুভব করিল। ফিরিয়া দেখিল, নিনা ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া আছে কোমল স্বরে বলিল, "নাঙ্গা লামা, তুমি কি আমার উপর রাগ করিয়াছ ?"

"না, রাগ করিব কেন ?"

"তোমার সঙ্গে তাসিলংপু যাইতে চাহি বলিয়া ?"

"না, রাগ করি নাই। তবে, তুমি ছেলেমানুষ, অত দূরপথে যাওয়াটা তোমার পক্ষে ভাল নয় ; এ কথা কিন্তু এখনও বলিতেছি।"

"আচ্ছা, সে কথা এখন যাউক। সে পরের কথা পরে হইবে। এখন তোমার কাছে আমার একটি বিশেষ অনুরোধ আছে।"

"কি, বল।"

"আজ যে আমি কম্বল কিনিয়াছি, টাকা ছিল না তুমি আমায় টাকা ধার দিয়াছ, এ কথাটি ফুরচিং অথবা সাইদার কাছে তুমি প্রকাশ করিও না।"

উহাদের নিকট সে কথা প্রকাশ করিবার জন্য কিশোরীর কিছুমাত্র মাথাব্যথা ছিল না, তথাপি এই অনুরোধের কারণ কি, জানিবার জন্য তাহার মনে একটু কৌতূহল জন্মিল। তাই সে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, তাতে দোষ কি ?"

নিনা বলিল, "দোষ আছে। কি দোষ আছে, হয় ত এক দিন আমি তোমাকে বুঝাইয়া দিব, কিন্তু এখন নয়। তুমি আমায় কথা দাও যে, সে কথা তুমি উহাদের নিকট প্রকাশ করিবে না।"

কিশোরী বলিল, "আমি কথা দিতেছি, সে কথা আমি উহাদের নিকট প্রকাশ করিব না।"

"বেশ।"—বলিয়া নিনা আসিয়া কিশোরীর পার্শ্বে উপবেশন করিল। বলিল, "আর একটি কথা। টাকাটা কালই আমি শোধ করিয়া দিব বলিয়াছিলাম। কালই যদি না পারি, যদি দুই চারি দিন বিলম্ব হয়, তাহা হইলে তুমি রাগ করিবে না ?"

"না না, রাগ করিব কেন ?"

"তুমি মনে করিবে না, হয় ত এ আমাকে ফাঁকি দিবার চেষ্টায় আছে ?"

কিশোরী বলিল, "ছি ছি,—সে কথা কোনও দিন আমার মনের ত্রিসীমানাতেও আসিতে পারে না।"

নিনা হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা, যে কথা হইল, তাহা তোমার মনে থাকে যেন। ঐ দেখ, ফুরচিং ও সাইদা ফিরিয়া আসিতেছে।"

———

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নিনার কাণ্ড।

ফুরচিং ও সাইদা আসিয়া পৌঁছিতেই লামাকুমারী মঠের ভিতরে প্রবেশ করিল। ফুরচিং আসিয়া সাইদাকে ঝরণা হইতে জল আনিতে পাঠাইয়া, কিশোরীর নিকট বসিয়া বলিল, "আজ শরীরটা কেমন বোধ হইতেছে ?"

কিশোরী উত্তর করিল, "ভালই আছি।"

ফুরচিং বলিল, "এখনও আপনি খুব দুর্ব্বল।"

"আর দিন দুই পরেই বোধ হয়, আবার যাত্রা করিবার মত বল পাইব।"

ফুরচিং বলিল, "না না নাঙ্গা লামা। দিন দুই আপনি কি বলিতেছেন ? আরও অন্ততঃ এক সপ্তাহ এখানে আপনার বিশ্রাম করা উচিত।"

কিশোরী মৃদুস্বরে বলিল, "সেটা কি আমাদের উচিত হইবে ? এক জন সহায়হীনা স্ত্রীলোকের ঘাড় ভাঙ্গিয়া, দীর্ঘকাল ধরিয়া চর্ব্ব্যচোষ্য আহার—সে-ই বা কি মনে করিবে ?"

ফুরচিং বলিল, "না না, নিনা বড় ভাল মেয়ে, ও কিছুই মনে করিবে না। আপনি স্বচ্ছন্দে—"

এই সময় নিনা বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, "নাঙ্গা লামা, তোমার চা প্রস্তুত হইয়াছে। ভিতরে আসিয়া পান করিবে, না এইখানেই আনিয়া দিব ?"

কিশোরী কোনও উত্তর দিবার পূর্ব্বেই ফুরচিং বলিয়া উঠিল, "এইখানেই আনিয়া দাও নিনা।"

ক্ষণকাল পরে লামাকুমারী দুই পেয়ালা ধূমায়িত চা আনিয়া উভয়ের হস্তে দিল। নিজেও এক পেয়ালা লইয়া আসিয়া সেইখানে বসিয়া পান করিতে লাগিল।

ফুরচিং বলিল, "শুনিয়াছ নিনা, নাঙ্গা লামা বলিতেছেন, ২।১ দিন পরেই উনি আবার যাত্রা আরম্ভ করিবেন। এই দুর্ব্বল শরীরে, এই পাহাড়ের পথ ভাঙ্গিতে সুরু করা কি উঁহার উচিত হইবে ?"

নিনা বলিল, "আমি ত মানা করিতেছি। উনি শোনেন কৈ ?"

ফুরচিং কহিল, "আমি বলি কি, উনি অন্ততঃ আর এক সপ্তাহ এখানে বিশ্রাম করুন।"

কিশোরী বলিল, "না না, শরীরে আমি বেশ বল পাইয়াছি, এখন আর অনর্থক এখানে বিলম্ব করিয়া ফল কি ?"

নিনা মুখখানি অন্যদিকে ফিরাইয়া, চা পান করিতে লাগিল।

সে দিন রাত্রে আহারাদির পরে, নিনা নিজকক্ষে শয়ন করিতে গেল, ফুরচিং আবার কিশোরীকে অনেক করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে, এখানে আর কিছু দিন থাকিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য। স্বাস্থ্যের অজুহাত কিশোরী মানিতেছে না দেখিয়া, অবশেষে ফুরচিং বলিল, "দেখুন, আরও একটা বিশেষ কথা আছে। আপনি ত বেশ জানেন, তিব্বতীয়গণ বিদেশী লোককে- বিশেষতঃ ইংরাজ বা ইংরাজের প্রজাগণকে,—বিষম সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকে। তাসিলংপুর মঠে আপনি প্রবেশের অনুমতি পাইবেন কি না, সে ত বহুদূরের কথা—তিব্বতের সীমানায় প্রবেশ করিলেই তিব্বতীয় প্রজারাই আপনার প্রতি নানারূপ অত্যাচার আরম্ভ করিবে। আপনি লামা সাজিয়াছেন বটে, তিব্বতীয় ভাষায় এখনও ভালরূপ ব্যুৎপত্তি জন্মে নাই। পথ চলিতে চলিতে, বিশ্রামের অবকাশে আপনাকে আমি পড়াইয়াছি বটে, কিন্তু সারাদিনের পথশ্রমের পর আপনি বেশী মনঃসংযোগ করিতে পারেন নাই। তাই আমি বলি কি, কিছু দিন এখানে থাকিয়া, ভাষাটা উত্তমরূপে শিখিয়া লউন—তখন আর পথে কোনও উৎপাত উপদ্রবের আশঙ্কা থাকিবে না।"

কথাটা কিশোরীর মনঃপূত হইল বটে, কিন্তু এ মঠে নিনার অতিথি হইয়া তিব্বতীয় ভাষা শিক্ষা করিতে থাকা কিছুতেই তাহার বিবেচনায় সদ্যুক্তি বলিয়া মনে হইল না। সে বলিল, "আচ্ছা, কথাটা আমি ভাবিয়া দেখিব। এখন ঘুমান যাক—অনেক রাত হইয়াছে।"

ফুরচিং বোধ হয় ঘুমাইয়াই পড়িল, কিশোরীর কিন্তু ঘুম আসিল না। সে নানা চিন্তা করিতে লাগিল। তিব্বতীয়গণের বিদেশীয়বিদ্বেষ সম্বন্ধে ফুরচিং যাহা বলিয়াছে, তাহা যথার্থই বটে। শরচ্চন্দ্র দাসের পুস্তকেও কিশোরী সে কথা পড়িয়াছে। সত্য সত্যই তাসিলংপুর মঠে যাইবার বাসনা তাহার কোনও দিন ছিল না—ফুরচিংকে ভুলাইবার জন্যই ও কথা সে বলিয়াছিল। তাহার আসল মৎলব, কিছুকাল লুকাইয়া থাকা। মংলুর খুন হইবার গোলমালটা চুকিয়া গেলেই সে আবার দেশে ফিরিবে —সত্যবালাকে বিবাহ করিবে—আবার সুখের

মুখ দেখিবে—ইহাই তাহার মনের বাসনা। কিন্তু, সে সব গোলমাল চুকিয়া গিয়াছে কি না, সে খবরই বা দিবে কে? অন্ততঃ বৎসরখানেক গা-ঢাকা দিয়া থাকা আবশ্যক—তার মধ্যে মোটে ত একটি মাস মাত্র গত হইয়াছে। সম্বলের মধ্যে দুই শত টাকা ছিল, তাহার ত প্রায় এক-চতুর্থাংশ ব্যয় হইয়া গিয়াছে। মিটোগাং-এ কম্বল প্রভৃতি কিনিতেই বেশী টাকা খরচ হইয়াছে—পথে আহারের ব্যয় এমন কিছু বেশী লাগে নাই বটে। দিন চলিবার উপায়ই বা কি? প্রথম কয়েক দিন মনের উদ্বেগে—দার্জ্জিলিং হইতে যত দূরে পলায়ন করিতে পারে, সেই ঝোঁকে, এ সকল কথা সে ভাল করিয়া ভাবিবার অবসর পায় নাই। তার পর, সিকিম রাজ্যের এই সুদূর স্থানে আসিয়া পৌছিয়া, সপ্তাহকাল ত রোগ-শয্যাতেই কাটিয়াছে। এখন আর অধিক দূরে পলাইবার তেমন প্রয়োজন নাই—তাসিলংপুর যাইবার প্রয়োজন ত নাই-ই। এই গ্রামে বাকী এগার মাস থাকিয়া গেলেও চলিত। কিন্তু ঐ ছুঁড়ীই যে গোল বাধাইল! কিশোরী মনে মনে বলিল, কেন রে বাপু—তোদের স্বজাতীয় এত যুবা পুরুষ থাকিতে এই গরীব বাঙ্গালী কায়স্থ-সন্তানের উপরেই তোর মন পড়িল কেন?

অবশেষে কিশোরী স্থির করিল—এখান হইতে পলায়ন ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই। আপাততঃ এরূপ ভাব দেখাইতে হইবে, যেন নিনার অনুরোধ ও ফুরচিং-এর উপদেশ অনুসারে, এখানেই সে আরও দিন কয়েক অবস্থান করাই স্থির করিয়াছে;—তার পর—ফুরচিংকে চুপি চুপি সব কথা বলিয়া, এক দিন রাত্রি-যোগে উঠিয়া—পলায়ন। তাসিলংপুর-পথে নহে—কারণ, নিনা খুব সম্ভব টাটুঘোড়ায় চড়িয়া, সেই পথেই তাহাকে অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিবে। আপাততঃ দার্জ্জিলিঙের পথেই যাইতে হইবে, তাহার পর যেমন পরামর্শ হয়, সেইরূপ করা।

পরদিন আহারান্তে কিশোরী নিদ্রা গিয়াছিল। ফুরচিং ও সাইদা বাহিরে বসিয়া ছিল। নিনা আসিয়া সাইদাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি ত এই প্রদেশ চেন। এখান হইতে দুই পাহাড় দূরে, উপত্যকায় সানচং নামক একটি গ্রাম আছে, দেখিয়াছ কি?"

সাইদা বলিল, "না, দেখি নাই, তবে সে গ্রামের নাম আমি শুনিয়াছি বটে।"

"সেই গ্রামে, ভাল ভাল টাটু ঘোড়া পাওয়া যায়। আমার চারিটি টাটুর প্রয়োজন। তুমি ও ফুরচিং দু'জনে গিয়া, আমার জন্য চারটি টাটু কিনিয়া আনিয়া দাও। পারিবে?"

ফুরচিং বলিল, "কেন পারিব না? আজই যাইতে হইবে কি?"

"যত শীঘ্র হয়, ততই ভাল।"

ফুরচিং ও সাইদা সম্মত হইল। বড়লোকের হাট-বাজার করিতে পাইলে পয়সা লভ্য আছে বৈ কি! নিনা ফুরচিংকে টাকা দিয়া বলিল, "চারিটি বেশ ভাল দেখিয়া টাটু কিনিয়া আনিবে। যেন বুড়া, খোঁড়া বা রুগ্ন না হয়।"

টাকা লইয়া উহারা প্রস্থান করিল। দিবানিদ্রা হইতে উঠিয়া কিশোরী উহাদের তত্ত্ব লইলে নিনা বলিল, "তাহারা আমার জন্য চারিটি ঘোড়া কিনিতে গিয়াছে।"

কিশোরী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "ঘোড়া কি হইবে?"

নিনা বলিল, "ঐ ঘোড়ায় চড়িয়া আমরা তাসিলংপুর যাইব।"

শুনিয়া কিশোরী নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। সন্ধ্যার পর কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, "কৈ, এখনও উহারা ঘোড়া কিনিয়া ফিরিল না?"

নিনা হাসিয়া বলিল, "সে যে দুই পাহাড় দূরে। আজ কি করিয়া ফিরিবে? কা'ল সন্ধ্যা নাগাদ যদি ফিরিয়া আসিতে পারে!"

কিশোরী মনে মনে একটু বিরক্ত হইল। ভাবিল, এটা ত ভাল হইল না! সুদূর গিরিকন্দরের এই নির্জ্জন মঠে, একটি যুবতী মেয়ের সহিত একত্র বাস, এটা ত দেখিতে শুনিতে ভাল নয়!—কিন্তু এখন উপায়ই বা কি?

আহারাদি শেষ হইল। রাত্রি তখন প্রায় ১০টা। নিনা বলিল, "নাঙ্গা লামা, তুমি আমার সঙ্গে এস, আমি তোমায় একটি জিনিস দেখাইব। কেবল ঘোড়ার জন্যই নহে, ইহা তোমায় দেখাইব বলিয়াও ফুরচিং ও সাইদাকে আজ সরাইয়াছি।"

কিশোরী সবিস্ময়ে বলিল, "কি দেখাইবে, নিনা?"

"আমার কিছু পৈতৃক ধন-সম্পত্তি লুকানো আছে। আমরা উভয়ে শীঘ্র দুর্গম পথে যাত্রা

করিতেছি। যদি পথে আমি মরিয়া যাই, তবে এই সম্পত্তি তোমার হইবে। আমার ত আর কেহ নাই।"—বলিতে বলিতে নিনার নেত্রপ্রান্তে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল।

কিশোরী বলিল, "ছি নিনা, তুমি ও কথা কেন বলিতেছ? তুমি মরিবে কেন?"

নিনা চক্ষু মুছিয়া বলিল, "কিছু কি বলা যায়? তুমি আমার সঙ্গে এস।"—বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল; "কোথায় যাইতে হইবে?"

"এস"—বলিয়া নিনা প্রদীপ হস্তে সে ঘর হইতে বাহির হইল। কিশোরীও তাহার পশ্চাৎ বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

নিনা প্রদীপটি কিশোরীর হস্তে দিয়া, সে ঘরের দ্বারে তালা বন্ধ করিয়া, পার্শ্ববর্ত্তী একটি ঘর খুলিয়া, তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল। কিশোরী প্রবেশ করিলে, নিনা দ্বারে খিল বন্ধ করিয়া দিল। ঘরের শেষে একটি গুহামুখ—কাষ্ঠ-কবাটের দ্বারায় অবরুদ্ধ। সেই গুহায় কিশোরীকে লইয়া গিয়া, সে দ্বারেও নিনা খিল বন্ধ করিল। বলিল, "এই গুহায় আমি শয়ন করি। এই দেখ আমার বন্দুক। এই বাক্সটাতে আমার গুলী, বারুদ, ছোরা, সড়কী প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র থাকে।"—বলিতে বলিতে মেঝের উপর হইতে নিজ শয্যাটি উঠাইয়া ফেলিল।

কিশোরী দেখিল, শয্যার নীচে একখানা চতুষ্কোণ পাথর রহিয়াছে, তাহার চারিদিকে খাঁজ কাটা। নিনা একটা শাবল লইয়া, সেই পাথরের একটা ফাঁকের স্থানে ঢুকাইয়া সবলে চাড়া দিল। পাথরখানা উঠিয়া পড়িল।

পাথর সম্পূর্ণ অপসৃত হইলে কিশোরী সভয়ে দেখিল, নিম্নে একটা গহ্বর—নামিবার জন্য পাথরের গাঁয়ে গায়ে কতকগুলি সিঁড়ি কাটা রহিয়াছে।

"আমার অনুসরণ কর"—বলিয়া নিনা কিশোরীর হস্ত হইতে প্রদীপটি লইয়া সেই গহ্বরে অবতরণ করিল।

কিশোরীও কম্পিত হৃদয়ে গহ্বরমধ্যে নামিয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

গিরিগহ্বরে।

কয়েক ধাপ সিঁড়ি নামিবার পরেই খানিকটা সমতল ক্ষেত্র পাওয়া গেল—নিনার পশ্চাতে তদুপরি নামিয়া দাঁড়াইয়া কিশোরী দেখিল, সম্মুখভাগে একটি সুড়ঙ্গ চলিয়া গিয়াছে—কতদূর গিয়াছে, কিছুই বোঝা গেল না। সুড়ঙ্গটি উর্দ্ধে ও প্রস্থে কোনও দিকে তিন হাতের অধিক হইবে না—প্রবেশ করিতে হইলে মাথাটি নীচু করিয়া চলিতে হয়। নিনা বলিল, "এই সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়া এখন আমাদের যাইতে হইবে—তোমার ভয় করিবে না ত?"

কিশোরীর সত্যই ভয় করিতেছিল,—কিন্তু পুরুষ হইয়া, এই বালিকার সমক্ষে কোন্ লজ্জায় সে তাহা স্বীকার করিবে? তাই সে বলিল, "না, ভয় করিবে কেন? কত দূর যাইতে হইবে?"

"বেশী দূর না—এস, মাথাটি বেশ করিয়া নোয়াইয়া এস, যেন উপরের পাথরে ঠুকিয়া না যায়।"—বলিয়া প্রদীপ হস্তে নিনা অগ্রসর হইল। কিশোরী অবনত মস্তকে ধীরে ধীরে তাহার অনুসরণ করিল। পদনিম্নে প্রস্তরময় পথটি এবং উভয় দিকের ভিত্তিগাত্র সুমসৃণ, যেন বহু যত্নে বহু পরিশ্রমে সেগুলি চাঁচিয়া ছুলিয়া তৈয়ারী করা হইয়াছে। কিন্তু উর্দ্ধভাগে সেরূপ নহে—বন্ধুর পর্ব্বতগাত্রেরই মত আকারবিশিষ্ট। কালো কালো ছোট বড় পাথরের চাঙড়—দুই খণ্ডের সংযোগ-স্থান কোথাও সুমিলিত, কোথাও বা যেন মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। বাহিরে এত যে শীত ছিল, এখানে তার কিছুই বুঝা যাইতেছে না। প্রথমে কিশোরীর ভাবনা হইতেছিল যে, বোধ হয়, ভিতরে গেলে নিশ্বাস লইবার মত প্রচুর বায়ু পাওয়া যাইবে না; কিন্তু দেখিল যে, সে বিষয়ে কোনই বিঘ্ন হইতেছে না। চলিতে চলিতে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা নিনা, এই স্থানের যেখানে মুখ, তাহা ত বন্ধ; এখানে বায়ু চলাচল করে কেমন করিয়া?"

নিনা বলিল, "আর খানিক অগ্রসর হইলে তুমি দেখিতে পাইবে।"—বলিয়া সে চলিতে লাগিল।

সুড়ঙ্গটি সরল রেখার মত নহে; মাঝে মাঝে আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে। এক স্থানে আসিয়া নিনা বলিল, "ঐ সম্মুখে উপরের দিকে চাহিয়া দেখ, ঐ যে মস্ত ফাটল দেখা যাইতেছে, উহা উর্দ্ধে উপর পর্য্যন্ত

উঠিয়া গিয়াছে। ঐ স্থান দিয়া বায়ু প্রবেশ করিয়া থাকে। ঐ স্থানের নিম্নে আমরা পৌছিলে তুমি দেখিতে পাইবে, আমার হস্তের এই দীপশিখাটি কাঁপিতে থাকিবে।

কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, "যদি নিবিয়া যায়?"

নিনা বলিল, "আমি সঙ্গে আলো জালিবার উপকরণ আনিয়াছি। যখনই এই গহ্বরে প্রবেশ করি, তখনই এইরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিয়া থাকি।"—বলিয়া সে অগ্রসর হইল। সেই স্থানের নিম্নে পৌছিয়া কিশোরী দেখিল, দীপশিখা যথার্থই কাঁপিতে লাগিল। নিনা নিজ বস্ত্রাবরণে দীপটি সুরক্ষিত করিয়া, ক্ষিপ্রচরণে সে স্থান অতিক্রম করিয়া গেল।

কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, "যে পথ দিয়া বায়ু প্রবেশ করে, সে পথে সাপও ত নামিয়া আসিতে পারে?"

নিনা বলিল, "উপরে যেখানে মুখ, সেখানটা চতুর্দ্দিকে এক প্রকার গুল্মের ঘন জঙ্গল আছে। সে গাছের গন্ধ সাপেরা সহিতে পারে না, তাই সাপ আসে না।"

কিশোরী ভাবিল, বাঙ্গালা দেশে যাহা "ঈষা" নামে খ্যাত—ঐ গুল্ম বোধ হয় সেই জাতীয়, ঈষার মূল ঘরে রাখিলে সাপ ঘরে আসে না, এই প্রবাদ সে শুনিয়াছে বটে। হয় ত বহু শতাব্দী পূর্ব্বে, যে লামা এই গহ্বরে তাঁহার ধনরত্ন লুক্কায়িত রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তিনিই বোধ হয়, উপরের ঐ রন্ধ্রমুখের চতুর্দ্দিকে ঐ গুল্মের আবাদ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সে বিষয়ে সে নিনাকে কোনও প্রশ্ন করিল না; বলিল, "আর কত দূর যাইতে হইবে?"

নিনা ফিরিয়া দাঁড়াইল। হস্তস্থিত দীপালোকে কিশোরীর মুখপানে চাহিয়া বলিল, "তুমি কি ক্লান্ত হইয়াছ? এখানে একটু বসিবে কি? আর কিন্তু বেশী দূর নাই।"

কিশোরী বলিল, "বসিব না, চল।"

চলিতে চলিতে কিশোরী দেখিল, উভয় দিকের ভিত্তিগাত্র আর পূর্ব্বের ন্যায় মসৃণ নহে—বন্ধুর প্রস্তরে গঠিত। কিশোরী নিনাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। সে বলিল, "বাবা বলিতেন, এক এক লামা তাঁহার জীবনকালে উভয় দিকে দশ হাতের বেশী দেওয়াল ঘষিয়া যাইতে পারেন নাই। ইদানীং লামারা বোধ হয় আর সে কষ্ট স্বীকার করিতেন না, তাই এইখানে পর্য্যন্ত হইয়া আর হয় নাই।"

আর দুইটা বাঁক পার হইবার পর কিশোরী দেখিল, সুড়ঙ্গের আয়তন ক্রমে বর্দ্ধিত হইতেছে। কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া নিনা বলিল, "এই আমরা আসিয়া পড়িয়াছি। ঐ দেখ, সম্মুখে এই মঠের কোষাগার।"—বলিতে বলিতে নিনা সেই স্থানে গিয়া দাঁড়াইল।

কিশোরী দেখিল, স্থানটি দীর্ঘে প্রস্থে দশ বারো হাত পরিমিত হইবে। ভিত্তিগাত্রের কাছ ঘেঁষিয়া চারিটি কালো কালো বড় বড় সিন্দুক বসান রহিয়াছে। প্রত্যেকটিই তালা দিয়া বন্ধ। দেওয়ালে এক স্থানে একটা কুলঙ্গীর মত খানিকটা স্থান কাটা ছিল, নিনা প্রদীপটি সেইখানে রাখিয়া, সিন্দুকগুলি দেখাইয়া বলিল, "এগুলির মধ্যেই আমার সমস্ত ধনরত্ন রক্ষিত আছে।"

কিশোরী একটা সিন্দুকের কাছে গিয়া, ডালার উপরে আঙুলের গাঁঠের টোকা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ সব কি লোহার নির্ম্মিত?"

নিনা বলিল, "না, লোহার নয়। পিতার নিকট শুনিয়াছিলাম, এগুলি খুব পুরাতন ও পাকা নেপালী শালকাঠের তৈরী—প্রায় লোহার মতই মজবুদ। কতকাল এখানে এই ভাবে রহিয়াছে, দেখ, কোথাও একটু টসকায় নাই। তবে বাবা বলিতেন, ভিতরে যে ইস্পাতের কল-কব্জা প্রভৃতি আছে তাহা মাঝে মাঝে বদলাইতে হয়—তাও, দুই তিন পুরুষ অন্তর একবার বদলাইলেই চলে।"

কিশোরী সবিস্ময়ে বলিল, "দুই—তিন পুরুষ অন্তর! আচ্ছা নিনা, কতকাল এগুলি এখানে আছে, তাহা কি তুমি জান?"

নিনা অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "ঐ দেখ—ঐ সর্ব্বশেষে যে সিন্দুকটি, উহার ভিতর প্রাচীন পুথি ও কাগজপত্র বোঝাই আছে। সেই সঙ্গে, যে লামা এই ধনভাণ্ডার সর্ব্বপ্রথম স্থাপন করেন, তাঁহার হস্তলিখিত একখানি পুথিও আছে। বাবা এক দিন আমায় সে পুথি দেখাইয়াছিলেন; বলিয়াছিলেন, সাত শত বৎসর পূর্ব্বে উহা লিখিত হইয়াছিল; সেই সময় এই ধনভাণ্ডার স্থাপিত হয়। ঐ পুথি আমি পড়িয়াও দেখিয়াছিলাম। তাহাতে লেখা আছে, প্রত্যেক লামা, তাঁহার যে শিষ্যকে মঠের উত্তরাধিকারী

...া নির্ব্বাচিত করিবেন, তাঁহাকে গোপনে এই ...ভাণ্ডার দেখাইয়া দিবেন; এবং বলিয়া যাইবেন, ...শেষ প্রয়োজন ব্যতীত ঐ সকল ধনরত্ন যেন ব্যয় ...রা না হয়, যথাসাধ্য সঞ্চয়ে ধনবৃদ্ধি করাই পূর্ব্বপুরুষ ...ামাগণের আদেশ। আমার পিতা, নিজ উত্তরাধিকারিস্বরূপ কোনও শিষ্যকে লামা নির্ব্বাচন না করিয়া, আমাকেই এ সমস্ত দান করিয়া গিয়াছেন; এবং তাঁহার স্বহস্তলিখিত সেই দানপত্রও ঐ সিন্দুকটির মধ্যেই রক্ষিত আছে।"

সেই অতল গিরিগহ্বরে সমাহিত হইয়া, জগৎসংসার হইতে বহু—বহু দূরে—কিশোরী বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে, নিনার মুখনিঃসৃত এই অপূর্ব্ব কাহিনী শ্রবণ করিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল, ইহা যেন বিংশ শতাব্দী নহে—ইংরাজ যেন ভারতবর্ষে রাজত্ব করিতেছে না,—অশোক বা বিম্বিসার যেন পাটলীপুত্রের সিংহাসনে অবস্থিত।

নিনা বলিল, "রাত্রি বাড়িতেছে। যে কাযের জন্য তোমায় এখানে আনিয়াছি, তাহা শেষ করি। দেখ, প্রত্যেক সিন্দুকটি তালা দিয়া বন্ধ করা আছে। তাহার চাবিগুলিও এই কক্ষের নিকটেই লুকানো থাকে—মঠে তাহা লইয়া যাওয়া নিষিদ্ধ। চাবি কোথায় থাকে, দেখিবে এস।"—বলিয়া নিনা প্রদীপটি হাতে করিয়া, কক্ষ হইতে নির্গত হইল। বলিল, "তোমার প্রতি-পদক্ষেপ গণনা করিতে করিতে এস।" —বলিয়া নিনা আগে আগে চলিল। কিশোরী মনে মনে এক দুই করিয়া গণিতে গণিতে তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। ক্রমে নিনা দাঁড়াইয়া পিছু ফিরিয়া বলিল, "আর—এক, দুই তিন—ব্যাস্। তোমার ক'পা হইয়াছে?"

কিশোরী বলিল, "বাইশ।"

"আমার সাতাইশ হইয়াছে। আমি স্ত্রীলোক, ...াই আমার পদবিক্ষেপের দূরত্ব-পরিমাণ কিছু অল্প, ...ই জন্য তোমার চেয়ে বেশী হইয়াছে। তোমার ...দক্ষেপ লামাদের চেয়ে ছোট—কারণ, পুথিতে লেখা ...াছে, কক্ষপ্রান্ত হইতে উনবিংশতি পদক্ষেপে যে স্থানে ...াসিবে, উহাই চাবি লুকাইবার স্থান।"—বলিয়া কিশোরীর হাতে প্রদীপটি দিয়া নিনা সেইখানে বসিয়া পড়িল। দেওয়াল-সংলগ্ন একটা পাথরের টুকরা টানাটানি করিতে, উহা খস করিয়া খুলিয়া আসিল। নি...া ভিতরে হাত দিয়া, ধাতুনির্ম্মিত একটি ছোট চৌকোণা বাক্স টানিয়া বাহির করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "এই বাক্সের মধ্যে চাবি থাকে।" ডালাটি খুলিয়া. গুচ্ছটি তুলিয়া বলিল, "এই দেখ, চারিটি চাবি রহিয়াছে। এখন চল, সিন্দুকগুলির ভিতর কি আছে, তোমায় দেখাইব।"

কক্ষে ফিরিয়া আসিয়া, প্রথম সিন্দুকের সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিয়া, সিন্দুক খুলিয়া নিনা বলিল, "ইহাতে কেবল রূপার টাকা থাকে।" কিশোরী দেখিল, বাক্সটির প্রায় অর্দ্ধেকটা খালি। একটা টাকা তুলিয়া, প্রদীপের আলোকে সে পরীক্ষা করিতে লাগিল। নিনা বলিল, "বেশীর ভাগই ইংরাজী আর নেপালী টাকা। নীচের দিকে কিছু চীনা ও মুসলমানী টাকাও আছে। তোমার হাতের ওটা কি? ইংরাজী?"

"হাঁ"—বলিয়া কিশোরী ঠং করিয়া টাকাটি গাদায় ফেলিয়া দিল।

"চীনা টাকা দেখিবে?"—বলিয়া নিনা মাঝখানে দুই হাত দিয়া টাকার গাদা উভয় পাশে সরাইতে লাগিল। সেই ঝন্ ঝন্ ঝণৎকার শব্দে রুদ্ধ কক্ষখানি ভরিয়া উঠিল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে কিশোরী তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে কেমন একটা উত্তেজনা অনুভব করিল। সে মন্ত্রমুগ্ধের মত সেই ঝন্ ঝন্ শব্দ শুনিতে লাগিল। গাদার ভিতরে হাত প্রবেশ করাইয়া, মুঠা মুঠা টাকা তুলিয়া নিনা বাছিতে লাগিল। ক্রমে একটি চীনা রৌপ্যমুদ্রা পাইয়া কিশোরীর হাতে দিয়া বলিল, "এই দেখ।"

কিশোরী টাকাটি দেখিয়া নিনার হাতে ফেরত দিয়া বলিল, "আচ্ছা, তুমি যে বলিয়াছিলে, এখন আমার নিকট টাকা নাই, কা'ল তোমার পঞ্চাশ টাকা শোধ দিব, এই সিন্দুক হইতে তুমি টাকা লইয়া যাইতে ত?"

নিনা হাসিয়া বলিল, "নহিলে আর কোথায় পাইব? আমি ত লামা নই, ভিক্ষাও করি না, কোন ভক্ত আসিয়া আমাকে প্রণামীও দিয়া যায় না;—এই টাকা লইয়াই ত আমি খাই পরি। বাবার মৃত্যুর সময় এ সিন্দুক একেবারে ভর্ত্তি ছিল না বটে, কিন্তু এমন আধখালিও ছিল না; আমিই ক্রমে ইহাকে খালি করিতেছি।"—বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

কিশোরী বলিল, "সে তুমি বেশ করিতেছ। তোমার টাকা, তুমি কেনই বা খরচ করি'ব না?

কিন্তু সেজন্য ও কথা জিজ্ঞাসা করি নাই। তুমি আমায় বলিয়াছিলে, টাকা দিতে তোমার দুই চারি দিন দেরীও হইতে পারে। তোমার শয়ন-ঘরের লাগাও এই টাকার রাশি রহিয়াছে, তবে দেরী হইবে বলিয়াছিলে কেন?"

এ প্রশ্ন শুনিয়া নিনার মুখের হাস্যজ্যোতি নিবিয়া গেল—তাহার মুখখানি যেন গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। একবার কিশোরীর পানে চাহিয়া, সে অবনতমুখী হইয়া, নিম্নস্বরে বলিল, "তোমাকে আর দুই চারি দিন এখানে আটকাইয়া রাখিবার জন্যই আমি এ কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলাম, আর কেন?"

কিশোরী বলিল, "আমাকে আটকাইতে চাহিয়াছিলে কেন? তাতে তোমার লাভ?"

নিনা ভারি গলায়, "কি লাভ, তাহা কি তুমি বুঝিতে পার না? যাও—ও সব কথায় দরকার নাই? এখন" —বলিয়া সে পশ্চাৎ ফিরিয়া দ্বিতীয় সিন্দুকটির দিকে অগ্রসর হইল। সেই প্রদীপের সামান্য আলোকেই কিশোরী দেখিতে পাইল, নিনার চক্ষু দুইটি সিক্ত হইয়া উঠিয়াছে, চক্-চক্ করিতেছে।

কিশোরীকে প্রদীপ ধরিতে বলিয়া নিনা দ্বিতীয় সিন্দুকটির সম্মুখে বসিল। খুলিয়া ডালা তুলিয়া বলিল, "এতে সব সোনার টাকা।"

কিশোরী দেখিল, সিন্দুকটার অর্দ্ধভাগের উপর স্বর্ণমুদ্রায় বোঝাই, এত সোনা কিশোরী জীবনে কখনও দেখে নাই; সে অবাক্ হইয়া সেই বিপুল ধনরাশির পানে চাহিয়া রহিল। মুদ্রাগুলি সমান আকারের নহে, ছোট বড় মিশানো। নিনা বলিল, "ইংরাজের মোহর ইহার মধ্যে খুব কমই আছে। চীনা মোহর কিছু আছে, আর বেশীর ভাগই মুসলমানী আমলের মোহর।"—বলিয়া সে দুই হাতে মোহরের গাদা দুই পাশে সরাইতে সরাইতে কয়েকটি নির্ব্বাচন করিয়া তুলিয়া কিশোরীর হাতে দিল। কিশোরী দেখিল, কতকগুলি ফার্সী অক্ষরে কি সব লেখা রহিয়াছে,—পড়িতে পারিল না; কতকগুলিতে কি ভাষার অক্ষর, তাহাও নির্ণয় করিতে পারিল না। মোহরগুলি নিনার হাতে ফিরাইয়া দিল। সেই সমুজ্জ্বল স্বর্ণরাশির পানে লুব্ধনেত্রে চাহিতে চাহিতে ভাবিল, এ সমস্তই আমার হইতে পারে, যদি আমি এই নিনাকে বিবাহ করিতে সম্মত হই; আমি তাহা হইলে অতুল ধনের অধিপতি হইতে পারি, চিরজীবনের জন্য আমার দারিদ্র্য ঘুচিয়া যায়।—কিশোরীর মাথার ভিতর যেন আগুনের হল্কা বহিতে লাগিল।

সিন্দুক বন্ধ করিতে করিতে নিনা বলিল, "বাবার মৃত্যুসময়ে ইহাতে যতগুলি মোহর ছিল, এখনও তাহাই আছে। আমি ইহার একটিও খরচ করি নাই।"—কিন্তু কথাগুলি কিশোরীর কানে গেল কি না সন্দেহ, তাহার মন তখন এতই উদ্‌ভ্রান্ত।

অতঃপর নিনা তৃতীয় সিন্দুক উদ্‌ঘাটন করিয়া বলিল, "এ দিকের গুলি রূপা, ও দিকে ওগুলি সোনা" —কিশোরী দেখিল, স্বর্ণকারেরা যাহাকে বাট বলে, এগুলি তাহাই; রূপার গুলি প্রায় কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে; সোনারগুলিও ময়লা পড়িয়া ঔজ্জ্বল্য হারাইয়াছে। নীচের দিকের বাটগুলি মোটা এবং বড়; উপরেরগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট—কিন্তু সিন্দুকের তলদেশ হইতে উপরের কিনারা অবধি ঠাসা। কত মণ সোনা এ ভাবে সজ্জিত রহিয়াছে এবং প্রতি মণ সোনার মূল্যই বা কত, ইহা কিশোরী মনে মনে হিসাব করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু তাহার মস্তিষ্ক-যন্ত্র তখন এমন বিকল হইয়া গিয়াছে যে, কোনও অনুমান করিতে সে সমর্থ হইল না। কেবল এই কথাই তাহার মনে হইতে লাগিল, আমি যদি ইহাকে বিবাহ করি, তবে এ সমস্তই আমার—সমস্তই আমার। একটা রাজার ঐশ্বর্য্য সমস্তই আমার হইতে পারে।

কিশোরীর চক্ষু দুইটি তখন রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে, দৃষ্টি বিভ্রান্ত, সেই চোখেই তবুও সে দেখিতে পাইল, দুই থাকের মধ্যে খানিকটা ব্যবধান, তাহার মধ্যে একটি হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত বড় বাক্স বসানো রহিয়াছে। নিনা সেটি তুলিয়াও খুলিয়া ফেলিয়া বলিল, "এতে খালি পাথর। বাবা বলিতেন, এগুলি সব দামী পাথর।" ছোট বড় নানা আকারের লাল, শাদ', নীল, পীত, রত্নরাজি—হীরা, মতি, চুণি পান্না, নীলা, পোখরাজ কত কি। সেগুলি যেরূপ ঔজ্জ্বল্যবিশিষ্ট, তাহাতে কিশোরীর স্পষ্টই ধারণা জন্মিল যে, সেগুলি ঝুটা নহে পরন্তু মহা মূল্যবান্। পেটকস্থিত সেই উজ্জ্বল রত্নরাজির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কিশোরীর মাথা ঘুরিয়া উঠিল। তাহার নিশ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। সে থর থর করিয়া কাঁপিতে

লাগিল। হাতের প্রদীপ পড়িয়া গিয়া সেই গিরি-গহ্বর অন্ধকারে নিমজ্জিত হইল—কিশোরী সশব্দে সেখানে পড়িয়া গেল।

নিনা চমকিত হইয়া, আন্দাজে কিশোরীর নিকটে আসিয়া তাহার গাত্র স্পর্শ করিয়া বলিল, "কেন, কেন নাঙ্গা লামা? তুমি পড়িয়া গেলে কেন?"

কিশোরী বলিল, "চল চল নিনা, এখান হইতে চল—বদ্ধ বায়ুতে আমার বড় কষ্ট হইতেছে। একটু —তাজা হাওয়া উঃ!" বলিতে বলিতে সে ঢলিয়া পড়িবার উপক্রম করিল। ইহা বুঝিয়া, নিনা তাহাকে জাপটাইয়া ধরিয়া ফেলিল; বলিল, "বেশ ত, ওঠ, চল আমরা ঘরে ফিরিয়া যাই।"

কিশোরী কিন্তু কথা কহিল না। তাহার সংজ্ঞা তখন বিলুপ্ত হইয়াছিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শয়ন-গুহায়।

নিনা তাড়াতাড়ি চকমকি ঠুকিয়া, গন্ধকের শলাকা জ্বালাইয়া দেখিল, প্রদীপটি উলটাইয়া পড়িয়াছে; আলো জ্বালিবার উপায় নাই। সে তখন বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িল। জল নাই যে, রোগীর মুখে চোখে ছিটা দিবে; পাখা নাই যে, বাতাস করিবে; জানালা নাই যে, খুলিয়া ঘরে তাজা বাতাস আমদানী করিবে; এখনই ইহাকে মঠে লইয়া যাওয়া আবশ্যক - সে কার্য্যে একটা মানুষ সহায় পর্য্যন্ত নাই —ফুরচিং সাইদা আজ মঠে থাকিলেও তাহাদিগকে এ গুপ্ত ভাণ্ডারে লইয়া আসা চলিত না।

নিনা কয়েক মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিল। তাহার পর সে নিজ কার্য্যপ্রণালী স্থির করিয়া লইল। চকমকি, দীপশলাকা প্রভৃতি সাবধানে পেটকাপড়ে বাঁধিয়া লইল। তারপর কিশোরীর সম্মুখে নিজে পিছু ফিরিয়া বসিয়া, তাহার হাত দুটিকে নিজ গলদেশে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া আপন ওড়না দিয়া হাত দুটিকে শক্ত করিয়া বাঁধিল; তাহার পর নিজ বাহুদ্বয় পশ্চাতে প্রসারিত করিয়া, কিশোরীর ঊরুদেশ চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে পৃষ্ঠে লইয়া, বিপুল চেষ্টায় উঠিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া, কিশোরীর পদদ্বয় আপন কোমরে জড়াইয়া সম্মুখে আনিয়া, উভয় হস্তে চাপিয়া ধরিয়া, সেই কোষাগার হইতে বাহির হইল এবং ধীরপদক্ষেপে, সুড়ঙ্গপথে ফিরিয়া চলিল। চাবির গুচ্ছ প্রভৃতি সব সেইখানেই পড়িয়া রহিল।

ঘোর অন্ধকার। কিন্তু নিনা কিছুমাত্র ভীত হইল না। এ সুড়ঙ্গ-পথ তাহার পরিচিত—অভ্যস্ত, তবে মুস্কিল এই যে, পথটি আগাগোড়া সরল নহে; মাঝে মাঝে বাঁক আছে। প্রথম বাঁকে আসিয়াই পাথরে নিনার মাথা ঠুকিয়া গেল—কিন্তু তাহা সে গ্রাহ্য করিল না। সেই গুরুভার পৃষ্ঠে বহন করিয়া বহু ক্লেশে ক্রমে সে নিজ শয়ন-গুহায় আসিয়া পৌঁছিল। আন্দাজে আন্দাজে কিশোরীকে আপন শয্যায় শোয়াইয়া দিয়াই শয়ন-গুহা হইতে অপর কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া, বাহিরের কপাট উন্মুক্ত করিয়া দিল। হুহু করিয়া হিমালয়ের রাশি রাশি ঠাণ্ডা তাজা হাওয়া ভিতরে ছুটিয়া আসিল।

নিনা অতঃপর অগ্নি উৎপাদনের উপকরণগুলির সাহায্যে প্রদীপ জ্বালিয়া কিশোরীর নিকট আসিয়া তাহার নাসারন্ধ্রের নিকট অঙ্গুলী স্থাপন করিয়া দেখিল, নিশ্বাস বহিতেছে। তখন সে উন্মাদিনীর মত বলিয়া উঠিল—"হ্লা সোল! হ্লা সোল!" —দেবতাদের নিকট নিজ কৃতজ্ঞহৃদয়ের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিল; কারণ, নাঙ্গা লামা এতক্ষণ বাঁচিয়া আছে কি না, এ বিষয়ে তাহার মনে বিষম সন্দেহ জন্মিয়াছিল।

এখন মূর্চ্ছা ভাঙ্গাইতে হইবে। কলসী হইতে বরফের মত কনকনে ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া লইয়া, নিনা কিশোরীর মাথায় থাবড়াইয়া দিতে লাগিল। মুখ ও কান দুটি জলসিক্ত করিয়া দিয়া তাহার ওষ্ঠে, গণ্ডে ও মস্তকের কেশে পাগলিনীর মত চুম্বন করিতে লাগিল। অস্ফুট স্বরে বলিতে লাগিল, "জাগ জাগ প্রিয়তম! তুমি চক্ষু মুদিয়া থাকিলে আমার জগৎ যে অন্ধকার হইয়া যায়!" কিন্তু ইহাতেও কিশোরীর চেতনা ফিরিয়া আসিল না দেখিয়া অবশেষে তাহার আলখাল্লা উন্মোচন করিয়া ভিতরের জামাগুলির বোতাম খুলিয়া দিয়া, গলা ও বুকের উপর নিনা জলের ঝাপ্‌টা দিতে লাগিল। হাতপাখা ছিল না—ও জিনিসের সেখানে প্রয়োজনই বা কি? তবে রাঁধিবার সময় আগুন ধরাইবার জন্য চেরা বাঁশের একখানা চৌকা পাখা ছিল, তাহাই লইয়া নিনা কিশোরীর মাথায়, মুখে, বুকে ধীরে ধীরে হাওয়া

করিতে লাগিল। তাহার চক্ষু দিয়া টপ্‌টপ্‌ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

কিছুক্ষণ এইরূপে হাওয়া করিবার পর কিশোরী একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। নিনা তাড়াতাড়ি চক্ষু মুছিয়া ফেলিয়া, ভগ্নকণ্ঠে ডাকিল, "নাঙ্গা লামা!"

"অ্যাঁ?"—বলিয়া কিশোরী চোখ খুলিয়া, চিৎ হইয়া শুইয়া, নিনার পানে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

নিনা বলিল, "এখন কেমন আছ নাঙ্গা লামা? আর কোনও কষ্ট আছে কি?"

"হাঁ। আমার বড় শীত করিতেছে।"

নিনা উঠিয়া গিয়া বাহির কক্ষের দ্বারটি বন্ধ করিয়া দিয়া আসিল। নিজ বস্ত্রাঞ্চলে কিশোরীর মাথা, মুখ ও বুক সযত্নে মুছাইয়া দিয়া অঙ্গবস্ত্রগুলি আবার আঁটিয়া দিল। কিশোরী ক্ষীণস্বরে বলিল, "বড় পিপাসা!"

নিনা জল আনিয়া দিল। পানান্তে কিশোরী কষ্টে বলিল, "আমি মূর্চ্ছিত হইয়াছিলাম নয়?"

"হাঁ।"

"এখন মনে পড়িতেছে—তোমার সেই কোষাগারে আমার ভয়ানক গরম বোধ হইতেছিল। সেখান হইতে আমি আসিলাম কিরূপে?"

নিনা বলিল, "আমি তোমায় পিঠে করিয়া আনিয়াছি।"

কিশোরী বিস্মিত হইয়া বলিল, "অ্যাঁ! তুমি আমায় বহিয়া আনিয়াছ?"—বলিয়াই তাহার স্মরণ হইল, পাহাড়ী মেয়েরা কত বিষম ভারী ভারী জিনিস বহন করিয়া স্বচ্ছন্দে পথ অতিক্রম করে; ইহা সে দার্জ্জিলিঙে দেখিয়াছে। নিনাকে নীরব দেখিয়া বলিল, "আহা, তোমার ত বড় কষ্ট হইয়াছে নিনা! কেন অত কষ্ট করিলে? সেইখানে পড়িয়া থাকিতে থাকিতে বোধ হয় আবার আমার চেতন ফিরিয়া আসিত।"

নিনা বলিল, "তুমি যে তাজা হাওয়া চাহিয়াছিলে, সেখানে তাহা আমি কেমন করিয়া যোগাইতাম?"

কিশোরী ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, "ঠিক। তাজা হাওয়ার জন্য আমার প্রাণটা বড়ই ছটফট করিয়া উঠিয়াছিল—তাহা বেশ স্মরণ হইতেছে। মনে হইতেছিল, আমার সমস্ত দেহের রক্ত যেন সোঁ সোঁ করিয়া মাথায় উঠিতেছে।"

নিনা বলিল, "এখনও তোমার চোখ দুটি লাল রহিয়াছে। একটু ঘুমাইবার চেষ্টা কর না কেন?"

কিশোরী বলিল, "হাঁ, ঠিক বলিয়াছ। আমি তোমার বিছানাটি দখল করিয়া, দিব্য আরামে গল্প করিতেছি—আমি এমন স্বার্থপরই বটে! আমি তবে ও ঘরে গিয়া শুই; তুমি এবার বিশ্রাম কর।"—বলিয়া সে উঠিতে চেষ্টা করিল।

নিনা বলিল, "না না, আজ তোমার ও ঘরে শুইয়া কায নাই; আজ আমি তোমায় একা ছাড়িয়া দিতে পারিব না। যদি রাত্রে আবার অসুখ বাড়ে, তখন তোমায় দেখিবে কে?"

কিশোরী বলিল, "কিন্তু নিনা, ভাবিয়া দেখ—"

"সে আমি ভাবিয়া দেখিয়াছি!"

কিশোরী বলিল, "কোনও তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত নাই -"

নিনা বাধা দিয়া বলিল, "এই রাত্রে এখন আমি তৃতীয় ব্যক্তি কোথায় পাই বল? একটা গড়িব?"

কিশোরী বলিল, "লোকে যদি—"

নিনা বলিল, "লোক কোথায়? প্রতিবেশীর মধ্যে কতকগুলি চমরী হরিণ, আর নীল গাই—তা, এই অর্দ্ধরাত্রে, পরকুৎসার উপকরণ খুঁজিতে তারা বাহির হইবে না—ঐ উপত্যকামধ্যে নিজ নিজ গহ্বরে আরামে নিদ্রা যাইতেছে। তুমি বড় তর্কবাগীশ হইয়াছ। তর্ক কা'ল করিও, আজ এখন ঘুমাও। আমি ঐ ঘরে গিয়া শুইতেছি।"—বলিয়া নিনা গুহাপ্রান্তস্থিত কাষ্ঠাধার হইতে খানকতক কম্বল বাহির করিয়া, অপর কক্ষে প্রবেশ করিল। তথায় নিজ শয্যা রচনা করিয়া, গুহামধ্যে ফিরিয়া আসিয়া, অস্ত্রাগার হইতে চক্‌চকে একখানা ছোরা এবং একটি বন্দুক বাহির করিয়া বন্দুকটি ভরিতে লাগিল। কিশোরী তাহা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এত রাত্রে এ সব কি হইতেছে?"

নিনা বলিল, "আমার বিছানার নীচে থাকিবে। এ কাছে না থাকিলে আমার ঘুম হয় না। অনেক দিনের অভ্যাস যে!"—বন্দুক ভরা হইলে অস্ত্র দুইটি ও ঘরে রাখিয়া নিনা আবার ফিরিয়া আসিল। প্রদীপের পলিতার আবশ্যকমত সংস্কার করিয়া, একটি বাঁশের চোঙ্গা হইতে তেল ঢালিয়া দিয়া বলিল

"সমস্ত রাত এই আলো এখানে জ্বলিবে। যদি তোমার শরীর অসুস্থ বোধ কর, কিংবা কোনও জিনিসের তোমার আবশ্যক হয়, তখনই আমায় ডাকিতে যেন দ্বিধা করিও না। আর একটি কথা। আমার এই শয়নগুহামধ্যেও একটি রত্ন আছে, তাহা তোমায় দেখাই নাই। এই দেখ"—বলিয়া নিনা সরিয়া গিয়া, ভিত্তিগাত্রের এক অংশ হইতে পশুলোম-রচিত একটি পর্দ্দা তুলিয়া ধরিল। কিশোরী সবিস্ময়ে দেখিল, সেই কৃষ্ণ পাষাণে একটি কুলুঙ্গি ক্ষোদিত রহিয়াছে, তাহার মধ্যে প্রায় দেড় হস্ত-পরিমাণ উচ্চ শ্বেত-প্রস্তর-নির্ম্মিত একটি ধ্যানী বুদ্ধ-মূর্ত্তি।

নিনা সেই স্থানের নিম্নে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া, সেই মূর্ত্তির পানে নিজ ব্যাকুল দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া, করযোড়ে কিশোরীর দুর্ব্বোধ্য-ভাষায়, কি মন্ত্র অথবা স্তব উচ্চারণ করিতে লাগিল. তাহা কিশোরী বুঝিল না, অল্পক্ষণেই তাহা শেষ হইল; নিনা দেবতাকে প্রণাম করিতে লাগিল। প্রণামান্তে উঠিয়া, কিশোরীর নিকট আসিয়া বলিল,—"প্রভুর আচ্ছাদনখানি আজ আমি খুলিয়া রাখিলাম। আমি উঁহার নিকট ভিক্ষা মাগিয়াছি—আজ সারা-রাত তিনি তাঁহার সর্ব্বভয়হারী দৃষ্টি তোমার প্রতি স্থাপিত রাখিবেন; দেব কি দানব, যক্ষ কি কিন্নর, ভূত কি মানুষ—কেহই তোমার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। মাতৃবক্ষে শিশু যেমন নিদ্রা যায়, ভগবান্ তথাগতের প্রসন্ন দৃষ্টিতলে তুমিও তেমনি নিঃসঙ্কোচে নিদ্রা যাও। আমি এক্ষণে তোমার শুভরাত্রি জ্ঞাপন করিতেছি।"—বলিয়া সে অপর কক্ষমধ্যে অদৃশ্য হইল।

কিশোরী সেই বুদ্ধমূর্ত্তির পানে কিয়ৎক্ষণ অনিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকিয়া, করপুটে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, কম্বল মুড়ি দিয়া নিদ্রার চেষ্টা করিতে লাগিল।

নবম পরিচ্ছেদ

এস নিনা।

কয়েক ঘণ্টাব্যাপী গভীর নিদ্রার পর কিশোরী যখন কিয়ৎপরিমাণে সচেতন হইল, তখন হঠাৎ সে স্মরণ করিতে পারিল না, এখন সে কোথায়, কি অবস্থায় রহিয়াছে। চক্ষু খুলিয়া, প্রদীপের ক্ষীণালোকে চারিদিকের গুহাগাত্র দেখিয়া কতক কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল—"ঠিক। আমি ত সুদূর সিকিমে বৌদ্ধ-মঠে রহিয়াছি।" তন্দ্রাঘোরে আবার তাহার চক্ষু দুইটি মুদিয়া আসিল। আধতন্দ্রা আধ জাগরণের অবস্থায় কিয়ৎক্ষণ কাটিলে, সহসা বাহিরে পার্ব্বত্য পক্ষিগণের কলঝঙ্কারের শব্দে সে সম্পূর্ণভাবে জাগিয়া উঠিল। চক্ষু খুলিয়া দেখিল—গুহা-গাত্রের ফাটলের ভিতর দিয়া অতি মৃদু প্রভাতালোক প্রবেশ করিতেছে—ঘরের মেঝেতে দীপাধারের উপর প্রদীপটি নির্ব্বাপিত-প্রায়। তখন গত রাত্রের সকল কথা একে একে তাহার মনে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। প্রথমটা তাহার মনে সন্দেহ জন্মিল, এ সমস্ত বাস্তবিকই কি ঘটিয়াছিল? অত ধন—রূপার টাকা, সোনার টাকা, সোনা-রূপার বাট, হীরা মতি—এ সব কি বাস্তবিকই আমি দেখিয়াছি? না, স্বপ্নমাত্র? মনের এই অবস্থায়, ইতস্ততঃ চক্ষু সঞ্চালন করিতে করিতে গুহা-গাত্রে স্থাপিত, শ্বেতপ্রস্তরের সেই ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তির পানে দৃষ্টি পড়াতে তাহার ভ্রম কাটিয়া গেল—সে কৃতনিশ্চয় হইল যে, সমস্তই যথার্থ ঘটিয়া গিয়াছে—স্বপ্ন নহে। অপর কক্ষ হইতে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের গভীর শব্দ শুনিতে পাইয়া তাহার ইহাও মনে পড়িয়া গেল যে, নিনা ঐ কক্ষে একাকিনী শয়ন করিয়া আছে।

কিশোরী তখন শয্যায় উঠিয়া বসিয়া, বুদ্ধদেবকে প্রণাম করিল। অস্ফুটস্বরে বলিল—"উঃ—আচ্ছা ঘুমিয়েছি যা হোক!" বসিয়া বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল—নিনার বিপুল ধনরাশির চিন্তাতেই তাহার মন ছাইয়া গেল। সে ভাবিল—"অদ্ভুত বালিকা ঐ নিনা! আর, আমার উপরে তার এত বিশ্বাস! তার ঐ ধনভাণ্ডার কোথায় আছে, সেখানে কি আছে,—তা সে ছাড়া অন্য কোনও জীবিত প্রাণী জানে না; আমায় অসঙ্কোচে সমস্তই সে দেখিয়ে দিলে। অথচ আমি তার জাত নই, তার ধর্ম্মের লোক নই, আচার-ব্যবহার ভিন্ন—এমন কি, ভাষা পর্য্যন্ত ভিন্ন। এ সমস্তই সেই দেবতার কারসাজি, মহাদেব চোখের আগুনে যাঁকে ভস্ম করেও আবার বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। আমি কি করি? নিনাকে বিবাহ ক'রে এই বিপুল ঐশ্বর্য্য আমি পেলে আমি ত একটা রাজা—একটা মহারাজা! বংশাবলীক্রমে আমার দারিদ্র্য ঘুচে যায়। এ যে বিষম প্রলোভন! আমি কি করি? আমি যে অন্তের! আজ কোথায়

আমার সেই সত্যবালা? এত দিন তারা দার্জ্জিলিঙে আছে কি কলকাতায় ফিরে গেছে, কে জানে! এতক্ষণ কি তার ঘুম ভেঙেছে? বোধ হয় ভাঙেনি—তারা সাহেব লোক, একটু বেলাতেই উঠে। কিন্তু আমার সতীর ভিতর সাহেবিয়ানার ত লেশমাত্র খাদ নেই। আমারই আশায়—আমারই পথ চেয়ে সে জীবন ধারণ ক'রে আছে। তাকে ব'লে এসেছি, বছরখানেক পরে, এ খুনের গোলমালটা কেটে গেলেই আমি ফিরে আসবো—তখন আমাদের মিলন হবে। কিন্তু বছরখানেকমধ্যে সে গোলমাল মিটবে কি? সম্ভবতঃ, আমায় ধরবার জন্য চারিদিকে হুলিয়া হয়ে গেছে। আমি ফিরে গেলে যদি পুলিসে ক্যাঁক্ ক'রে আমায় ধ'রে ফেলে? মল্লিক নিজে সাক্ষ্য দেবে—স্বচক্ষে সে দেখেছে। তার আর কোনও চাকর-বাকর সে ঘটনা দেখেছিল কি না, তাই বা কে জানে! ফাঁসী বোধ হয় আমায় দেবে না—ইচ্ছা ক'রে ত আমি করিনি। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, কিংবা ধর, যদি দশ বচ্ছর জেলই হয়, তখন কে সত্যবালাকে বিয়ে করবে? তখন মাথার গোলমালে, 'এক বছর পরে ফিরে আসবো'—এ কথা তাকে ব'লে এসেছি বটে; কিন্তু—এক বছর পরে আমার ফেরাই কি নিরাপদ হবে? কি কুক্ষণে আমাদের দেখা হয়েছিল! কেন আমরা পরস্পরকে ভালবেসেছিলাম!"

কিশোরী নিজের চিন্তাতেই ব্যাপৃত ছিল, অপর কক্ষে নিনার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ যে আর তেমন গভীর নাই, তাহা লক্ষ্য করে নাই। হঠাৎ তাহার চিন্তা-সূত্র ছিন্ন হইয়া গেল, অপর কক্ষে নিনার কণ্ঠস্বর ঝঙ্কৃত হইল, "নাঙ্গা লামা! নাঙ্গা লামা! তুমি কি জাগিয়াছ?"—এই কথাগুলি নিনা তিব্বতীয় ভাষাতেই বলিয়াছিল; এটুকু বুঝিবার মত ভাষাজ্ঞান কিশোরীর এখন জন্মিয়াছে—সুতরাং সেও তিব্বতীয় ভাষায় উত্তর করিল, "হাঁ নিনা, আমি জাগিয়াছি।"

"আমি তোমার ঘরে যাইব কি?"

"এস, নিনা।"

কিশোরীর মনে হইল, নিনাকে কোথায় আহ্বান করিলাম? এই ঘরে? না, এই হৃদয়ে, এই জীবনে? নিনার কণ্ঠস্বর কি মিষ্ট! "তোমার ঘরে যাইব কি?"—এটা যেন আমারই ঘর। আমি যেন উহার নিকট আশ্রয়প্রার্থী, এক জন ভিখারী মাত্র নহি।

পরক্ষণেই বাহির দ্বার খোলার শব্দ হইল। সঙ্গে সঙ্গে একরাশি আলো ও ঠাণ্ডা হাওয়া আসিয়া কিশোরীর শয়নগুহা প্লাবিত করিয়া দিল। বাহিরে জল পড়িবার শব্দ হইল, নিনা বোধ হয় হস্তমুখাদি প্রক্ষালন করিতেছে। তার পর নিনা শয়ন-গুহার মধ্যে আসিয়া, প্রথমে গুহাগাত্রস্থ বুদ্ধমূর্ত্তিকে প্রণাম করিয়া করযোড়ে কি বলিতে লাগিল। আবার প্রণাম করিয়া, আচ্ছাদনখানি টানিয়া নামাইয়া দিয়া, কিশোরীর নিকট আসিয়া সাহাস্য বদনে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কেমন আছ নাঙ্গা লামা?"

"ভালই আছি, নিনা।"

"ভাল ঘুম হইয়াছিল ত? রাত্রে কি তুমি উঠিয়াছিলে?"

"না, এক ঘুমে রাত কাবার।"

"আমারও তাই। তবে এখন ওঠ, মুখ-হাত ধুইয়া নাও। আমি ততক্ষণ তোমার জন্য চা তৈরি করি।"

কিশোরী বলিল, "তা উঠিতেছি। আচ্ছা নিনা, তুমি কেন রোজ রোজ কষ্ট করিবে? কোথায় কি আছে, দেখাইয়া দাও না—আমি উনন জ্বালিয়া জল চড়াইয়া দিয়া, মুখ-হাত ধুইতে যাই।"

নিনা এ কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিল। বলিল, "আচ্ছা, আচ্ছা, সে দেখা যাবে এখন। আগে তুমি উঠিয়া, মুখ হাত ধোও ত! আমি যা বলি, তা শোন।"

তর্ক নিষ্ফল বুঝিয়া কিশোরী গাত্রোত্থান করিল। নিনা বলিল, "ঝরণায় যাইতেছ? ঐ কলসীটা হাতে করিয়া লইয়া যাইও, উহাতে জল ভরিয়া আনিও। ঘরে জল আর বেশী নাই।"

কিশোরী তামার কলসী হাতে ঝুলাইয়া বহির্গত হইল।

অর্দ্ধঘণ্টা পরে কিশোরী ফিরিয়া আসিল। নিনা উৎকণ্ঠিত হইয়া মঠের বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল; কিশোরীকে দেখিবামাত্র সে বলিয়া উঠিল—"খুব লোক তুমি যা হোক! এত দেরী?"

কিশোরী জলের ঘড়া নামাইয়া রাখিয়া বলিল, "স্নান করিয়া লইলাম। অনেক দিন স্নান হয় নাই, তাই আজ পরিষ্কার ঝরণার জল দেখিয়া আর থাকিতে পারিলাম না।"

"তা বেশ করিয়াছ—কিন্তু আমি যে এ দিকে ভাবিয়া মরি! পাথরে পা পিছলাইয়া পড়িয়াই গেলে,

না কি হইল। আর একটু দেখিয়া আমি তোমায় খুঁজিতে বাহির হইতাম। তোমার পকেটে ও কি উঁচু হইয়া রহিয়াছে?"

কিশোরী তাহার আলখাল্লার পকেট হইতে একমুঠা কড়াইশুঁটি বাহির করিয়া দেখাইল। বলিল, "ঝরণার পশ্চিমদিকে খানিক নামিয়া দেখিলাম, সেখানে কড়াই লতার ঘন জঙ্গল হইয়া রহিয়াছে। তাই কতকগুলা তুলিয়া আনিলাম– চায়ের সঙ্গে খাওয়া যাইবে।"—বলিয়া কিশোরী উভয় পকেট হইতে মুঠা মুঠা সুপুষ্ট সবুজ কড়াইশুঁটি বাহির করিয়া পাথরের উপর জমা করিতে লাগিল।

নিনা বলিল, "তোমার খুব ক্ষুধা পাইয়াছে, নয়?"

কিশোরী হাসিয়া বলিল, "তা স্বীকার করিতেছি।"

"এগুলি আগুনে একটু সেঁকিয়া লইব কি?"

"হাঁ, সে-ই বেশ হইবে।"

নিনার উনন জ্বলিতেছিল। ক্ষিপ্রহস্তে শুঁটিগুলির খোসা ছাড়াইয়া ফেলিয়া, ঘৃত, লবণ ও মরীচের গুঁড়া সহযোগে সেগুলি সে সেঁকিতে দিয়া, চা ঢালিতে বসিল।

চা-পান শেষ হইলে নিনা বলিল, "আজ কোনও সময় সাইদা ও ফুরচিং ঘোড়া কিনিয়া ফিরিয়া আসিবে। তাহারা আসিয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বেই চল, আমরা ধনভাণ্ডারে গিয়া, সমস্ত গোছগাছ করিয়া রাখিয়া আসি। কা'ল রাত্রে তুমি মূর্চ্ছা গেলে পর, অন্ধকারে হাতড়াইয়া, তোমায় পিঠে করিয়া আমি চলিয়া আসিয়াছিলাম। প্রদীপটা সেইখানেই পড়িয়া আছে, চাবির গোছাও পড়িয়া আছে, সিন্দুকগুলিও খোলা পড়িয়া আছে বোধ হয়। এস, আমরা দ্বার বন্ধ করিয়া, প্রদীপ জ্বালিয়া লইয়া আবার সেখানে যাই, সব ঠিকঠাক করিয়া, চাবির বাক্স যথাস্থানে লুকাইয়া রাখিয়া আসি। আর একটা কথা। আমরা যে তাসিলংপু যাইব, আমাদের যাইবার আসিবার খরচের টাকা-কড়ি কি আজই বাহির করিয়া আনিব? ধর, আজ যদি ঘোড়া আসে, তাহা হইলে কবে যাত্রা করা তোমার ইচ্ছা?"

কিশোরী বলিল, "ঘোড়া আসুক ত, সে তখন দেখা যাইবে। এখন চল, কায যা আছে, তা সারিয়া আসি।"

কিশোরীর মুখে এই কথা শুনিয়া, তাসিলংপু যাইবার জন্য আর তাড়া নাই জানিয়া, নিনার মুখখানি হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে গুন্ গুন্ স্বরে গান গাহিতে গাহিতে, গৃহকর্ম্ম সারিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে কিশোরীর নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এইবার তবে দ্বার বন্ধ করি?"

"কর।"

নিনা দ্বারটি ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া, প্রদীপ জ্বালিয়া লইয়া, শয়ন-গুহার বিছানা সরাইয়া পাথর তুলিয়া, কিশোরীর সহিত সেই গহ্বরমধ্যে অবতরণ করিল। তাহার প্রণয়াস্পদ পলাইবার জন্য এখন আর ব্যস্ত নয় জানিয়া, নিনার মনটি আজ বেশ প্রফুল্ল। সেই সুড়ঙ্গপথে চলিতে চলিতেও ক্ষণে ক্ষণে তাহার কণ্ঠে গীতোচ্ছ্বাস হইতে লাগিল।

দশম পরিচ্ছেদ

হাটবার।

দ্বিপ্রহরে খাওয়া-দাওয়া শেষ হইলে নিনা হঠাৎ বলিল, "বাঃ, তুমি ত বেশ!"

কিশোরী বিস্মিত হইয়া বলিল, "কেন? কি করিলাম?"

"আজ কি বার বল দেখি? আজ যে শনিবার—হাটবার—সে কথা আমায় মনে করাইয়া দিতে হয় না? আজ জিনিসপত্র কিনিয়া না আনিলে, এক সপ্তাহ আমরা খাইব কি? এ কি তোমার দার্জ্জিলিঙ যে, যখন ইচ্ছা, বাজারে গিয়া যাহা ইচ্ছা কিনিয়া আনা যায়?"

কিশোরীর স্মরণ হইল, গত দুই শনিবারেই নিনাকে সে হাটে যাইতে দেখিয়াছে বটে—এমন কি, যে দিন সন্ধ্যায় সে দলবলে আসিয়া এখানে আশ্রয় গ্রহণ করে, সে দিনও শনিবার ছিল, নিনা তখন মঠে উপস্থিত ছিল না, হাটে গিয়াছিল। সে মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিল, আজ তিনটি সপ্তাহ পূর্ণ হইয়াছে—তিন সপ্তাহ নিনার আতিথ্য ও সেবা-যত্ন ভোগ করা হইয়াছে। কিশোরী বলিল, "আমার সে কথা মনেই ছিল না। আচ্ছা নিনা, আমি তোমার সঙ্গে হাটে যাইব কি?"

নিনা বলিল, "না, তোমার গিয়া কায নাই। সেখানে নানা স্থানের নানা লোক আসিয়া জমা হইবে; তোমাকে দেখিয়া তাহাদের মনে কোনও প্রকার সন্দেহ

হইতে পারে। কাহার মনে কি আছে, বলা যায় কি? তুমি ঘরে থাক। আমি আজ হাটে বেশী দেরী করিব না—জিনিসপত্রগুলি তাড়াতাড়ি কিনিয়া, মুটিয়া দিয়া বহাইয়া আনিব।"

কিশোরী বলিল, "নিনা, একটা কথা তোমায় বলিব মনে করিতেছি, যদি রাগ না কর ত বলি।"

নিনা কতকটা বিস্ময়ে, কতকটা শঙ্কায় জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা, নাঙ্গা লামা?"

কিশোরী বলিল, "কথা এই যে—এত দিন হইয়া গেল, আমরা এখানে রহিয়াছি, খরচপত্র যাহা কিছু সমস্তই তুমি করিতেছ—কিন্তু আমারও কাছে ত টাকা রহিয়াছে; তোমার যদিও অগাধ টাকা—"

নিনা বাধা দিয়া বলিল, "চুপ্।"—তার পর কাছে সরিয়া আসিয়া, চুপি চুপি বলিল, "এত জোরে জোরে এই সব কথা কি বলিতে হয়? কোথায় কে শুনিবে—তখন বিপদে পড়িতে হইবে যে!"

কিশোরী এই কথায় একটু অপ্রতিভ হইয়া গেল দেখিয়া নিনা চুপি চুপি বলিল, "আমার কথায় তুমি মনে কিছু দুঃখ করিও না। দেখ, এই জনমানবশূন্য স্থানে থাকিতে হয়; টাকার সন্ধান কেহ জানে না বলিয়াই রক্ষা—জানিলে, এত দিন চোর-ডাকাত আসিয়া আমায় মারিয়া ফেলিয়া, সমস্তই লুটিয়া লইত। তার পর, তুমি কি বলিতেছিলে, বল!"

কিশোরী বলিল, "আজ যদি তুমি আমার টাকা লইয়া হাটে যাও, তাহা হইলে আমি সুখী হই।"

"এই কথা? তা বেশ ত—টাকা দাও।"

"ক'টাকা দিব বল।"

"অন্য দিন দুই টাকা লইয়া হাটে যাই, আজ পাঁচ টাকা দাও।"

কিশোরী উঠিয়া, ঘরের কোণে রক্ষিত তাহার হাত-ব্যাগটি খুলিয়া, পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া আনিয়া নিনার হাতে দিল।

নিনা টাকাগুলি বস্ত্রমধ্যে গুঁজিতে গুঁজিতে বলিল, "আচ্ছা, তবে তুমি মঠে থাক, আমি হাটে যাই। যদি ঘুমাইতে ইচ্ছা হয়, তবে ভিতর হইতে দ্বার বেশ করিয়া বন্ধ করিয়া তবে শুইও, আমি আসিয়া ডাকিলে দ্বার খুলিয়া দিও।"

এই কথা বলিয়া, নিনা প্রস্থান করিল। দুজনের মধ্যে এই যে সমস্ত কথাবার্ত্তা হইতেছিল, তাহা নিনার ঘরে বসিয়াই। অপর ঘরখানি, যাহাতে কিশোরী, ফুরচিং ও সাইলা পূর্ব্বে শয়ন, ভোজন, উপবেশন করিত, সে ঘরখানি গত কল্য হইতেই তালাবদ্ধ।

নিনা চলিয়া গেলে, ঘরের ভিতরে বসিয়া থাকিতে কিশোরীর ভাল লাগিল না—সে একখানা কম্বল টানিয়া, মঠের সম্মুখস্থ চত্বরে বিছাইল। ফুরচিং তাহাকে তিব্বতীয় ভাষার দুইখানি বহি দিয়াছিল—একখানি বর্ণপরিচয়, অপরখানি শিশুপাঠ্য বুদ্ধ-জীবনী। পথে আসিতে আসিতে বর্ণপরিচয় শিক্ষা তাহার শেষ হইয়াছিল; বুদ্ধ-জীবনীর কিছু অংশও পড়া হইয়াছিল। কিশোরী সেই বহি দুইখানি ব্যাগ হইতে বাহির করিয়া, ঘরে তালাবন্ধ করিয়া দিল। কম্বলের উপর বসিয়া, বুদ্ধজীবনীখানি কষ্টেসৃষ্টে পড়িতে লাগিল—কিন্তু বেশীক্ষণ তাহাতে মন বসিল না। বহি বন্ধ করিয়া, দূরস্থিত পর্ব্বত চূড়াগুলির প্রতি চাহিয়া, সে নানা চিন্তায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

প্রথম চিন্তা, নিজ অদৃষ্টের কথা। ছিলেম কোথায় কলিকাতাবাসী—স্বচ্ছল অবস্থার বাঙ্গালী যুবক—আর, হইলাম এই সুদূর সিকিমপ্রান্তে ছদ্মবেশধারী লামা! লামা,—অথচ না জানি তিব্বতীয় ভাষা—না জানি বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রের কথা!

তার পর হেমের কথা, সত্যবালার কথা, মল্লিকের কথা মনে হওয়াতে কিশোরীর চক্ষে জল আসিল। সে মনে মনে বলিল—"সতী! তোমাকে ক্লেশ দিবার জন্যই আমি তোমার জীবনপথে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। আমি সেখানে থাকিতেই তোমায় কত কষ্ট, কত অপমান, কত লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে। উভয়ের আকাঙ্ক্ষিত মিলন সংঘটিত হইলেও, না হয় সে সকল দুঃখকষ্টের ক্ষতিপূরণ হইতে পারিত। কিন্তু তাহাও হইল না। ভবিষ্যতে যে কখনও হইবে, তাহারই বা আশা কোথায়? কে আমাকে এখানে আসিয়া নিশ্চিতরূপে বলিবে যে, সে সমস্ত গোলমাল এখন চুকিয়া বুকিয়া গিয়াছে—এখন তুমি নির্ভয়ে দেশে ফিরিয়া যাইতে পার? সুতরাং দেশে ফেরা ইহজীবনে বোধ হয় আর হইল না। তবে, অনেক বৎসর পরে, ছদ্মবেশে ছদ্মনামে যদি যাই—তাহাতেই বা সুখ কোথায়? সুখ বোধ হয় আর আমার অদৃষ্টে নাই।"

বসিয়া বসিয়াও ভাল লাগে না। কিশোরী

উঠিয়া, এদিক ওদিক একটু বেড়াইতে লাগিল। গিরিপৃষ্ঠের প্রান্তভাগে গিয়া সহসা কিশোরী দেখিতে পাইল, নিম্নে—অনেক নিম্নে তিন জন ভুটিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকের উপত্যকাভূমি হইতে উঠিয়া আসিতেছে—প্রত্যেকের পৃষ্ঠে একটা করিয়া শাদা প্যাকিং বাক্স, অপরাহ্লের সূর্য্যকিরণে ঝক্‌মক্‌ করিতেছে। সে নিম্নদিকে দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া রহিল। ক্রমে দেখিতে পাইল, আরও প্রায় সাত আট জন কুলী, পৃষ্ঠে বোঝা ও হস্তে পাহাড়ী লাঠি লইয়া উঠিয়া আসিতেছে। আরও নিম্নে, কয়েকটা ভারবাহী অশ্বতর—তাহার আরও নিম্নে শাদা হ্যাট মাথায় কয়েকজন অশ্বারোহী। সকলে নিম্নভূমি হইতে উঠিয়া আসিতেছে—সম্ভবতঃ এই পথ ধরিয়াই তাহারা তাহাদের অভীপ্সিত স্থানে গমন করিবে।

কিশোরী সবিস্ময়ে ভাবিতে লাগিল—"কারা ইহারা? ইহারা কি ইংরাজ পুলিস বিভাগের লোক, আমাকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছে? পাইলে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়া ফাঁসী দিবে?" কিন্তু এ আশঙ্কা কিশোরীর মনে বেশীক্ষণ স্থান পাইল না। সে ভাবিল, "ভারি ত একটা লোক আমি! আমাকে ধরিবার জন্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এত কাণ্ড করিবে?"

কিশোরী তাহার কম্বলের উপর ফিরিয়া আসিয়া, তিব্বতীয় বহি খুলিয়া বসিল—কিন্তু পড়ায় মন দিতে পারিল না। আবার পূর্ব্বস্থানে গিয়া, নিম্নে দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহারা উঠিয়া আসিতেছে বটে—কিন্তু এখনও ত অনেক দূর। পার্ব্বত্য পথারোহণে কত সময় লাগে, সে ধারণা কিশোরীর জন্মিয়াছিল—সে অনুমান করিল, উহারা এখানে আসিয়া পৌছিতে এখনও অন্ততঃ দুই ঘণ্টা বিলম্ব হইবে। "কে উহারা? কি অভিপ্রায়ে এখানে আসিতেছে? উহারা কি কোনও য়ুরোপীয় আবিষ্কারক, অথবা ভ্রমণকারীর দল? য়ুরোপীয়গণ মাঝে মাঝে আসে বটে। অনেক লোকজন তাম্বু প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া, দুর্গম স্থানগুলিতে গমন করিয়া, ভ্রমণকাহিনী লিখিয়া থাকে। কিন্তু আমায় ধরিবার জন্য উহারা যে পুলিস-বাহিনী নহে, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? মল্লিক এক জন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী—আমার পরম শত্রু। সে চীফ্‌ সেক্রেটারী বা লাট সাহেবকে বলিয়া কহিয়া, আমায় ধরিবার জন্য পুলিসের একটা সার্চ্চ পার্টি পাঠায় নাই এ কথা কে বলিল? আমার নিকট যদি একটা দূরবীণ থাকিত, দেখিতাম, উহারা কে। উহাদের নিকট দূরবীণ নিশ্চয় আছে; এই যে আমি এখানে দাঁড়াইয়া আছি, হয় ত উহারা দূরবীণ কষিয়া আমায় দেখিতেছে। যদি উহারা ইংরাজ পুলিসের দলই হয়, আমায় খুঁজিবার জন্যই বাহির হইয়া থাকে, তবে ত এখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া আমি নিতান্ত বোকামির কার্য্য করিতেছি!"

এইরূপ চিন্তা করিয়া, কিশোরী পুনরায় স্বস্থানে ফিরিয়া আসিল। এ দিকে বেলা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে আকাশের প্রান্তে মেঘ জমিয়া উঠিতে লাগিল। নিনা বলিয়া গিয়াছে, আজ তাহার ফিরিতে অধিক বিলম্ব হইবে না—তবে এখনও সে আসিয়া পৌছিল না কেন? সে ফিরিবার পূর্ব্বেই যদি ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হয়, তবেই ত বিপদ! ঘরে তালা বন্ধ করিয়া, কাংপাচেনের পথে খানিক দূর গিয়া দেখিলে হয় না, সে আসিতেছে কি না?—কিশোরী স্থির করিল, একাকী বসিয়া ছট্‌ফট্‌ করার চেয়ে সেই ভাল হইবে!

সে তখন কম্বল ও বহি ঘরের মধ্যে রাখিয়া, দ্বারে তালা বন্ধ করিয়া পথে বাহির হইল। একবার সেই উপত্যকা পানে চাহিয়া দেখিল;—তাহারা সকলে একত্র হইয়াছে—তাঁবু পড়িতেছে। কিশোরী ভাবিল, বোধ হয়, বেলা নাই দেখিয়া এবং আকাশে মেঘ দেখিয়াই, উহারা ঐখানেই আজ রাত্রিবাস করিতেছে। যাক্‌—আজ আর উহারা আসিবে না, এটা স্থির।

কিশোরী পথ চলিতেছে, আর আকাশের পানে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছে। মেঘাড়ম্বর ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কিন্তু অধিক দূর কিশোরীকে যাইতে হইল না। কাংপাচেন গ্রাম দৃষ্টিপথে পড়িবার পূর্ব্বেই কিশোরী দেখিল, একটি যুবতী নিম্ন পাহাড় হইতে উঠিয়া আসিতেছে, তাহার পশ্চাতে এক জন ভারবাহী। নিনাকে দেখিতে পাইয়া কিশোরী দাঁড়াইল; নিনাও তাহাকে দেখিয়া হস্তসঙ্কেতে আনন্দ-জ্ঞাপন করিল।

নিকটে পৌছিয়া নিনা জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি নাক্সা লামা, তুমি কোথায় যাইতেছিলে?"

"তোমায় খুঁজিতে।"

"কেন, আমি কি কচি খুকী, হারাইয়া যাইব?"

"আকাশের পানে চাহিয়া দেখ নিনা—মেঘের ঘটা দেখিয়া আমার ভয় হইল, যদি ঝড়-বৃষ্টি নামে,

তবে পথে তোমার কি হইবে? তাই আমি আর থাকিতে পারিলাম না—তোমায় খুঁজিতে বাহির হইয়াছি।"

নিনা বাক্যে কিছু বলিল না, কিন্তু তাহার মুখে একটা সুখের—একটা আনন্দের জ্যোতি খেলিয়া গেল। সে কিশোরীর হাতখানি নিজ হাতে ধরিয়া বলিল, "কেমন জব্দ করিয়াছি তোমায়? সকাল বেলা দেরী করিয়া তুমি আমায় ভাবাইয়াছিলে; এ বেলা আমি তোমায় ভাবাইলাম।"—মুটিয়া কিছু দূর পশ্চাতে ছিল; এ সকল কথার কিছুই তাহার কর্ণ-গোচর হইল না।

হাতে হাত দিতেই কিশোরী দেখিতে পাইল, নিনার উভয় প্রকোষ্ঠে চারিগাছি করিয়া নীলবর্ণ বেলোয়ারি চুড়ি রহিয়াছে—তাহার উভয় দিকে দুই গাছি করিয়া পুঁতির মালা। কিশোরী বলিল, "এগুলি তুমি কোথায় পাইলে নিনা?"

নিনা একটু মুচকি হাসিয়া বলিল, "এক জন আমায় দিয়াছে।"

"কে? তোমার কোনও সখী—না সখা?—এ অঞ্চলে তোমার কোনও সখা সখী আছে, তাহা ত আমায় বল নাই।"

নিনা বলিল, "আমার এক জন সখা আছে, সে-ই দিয়াছে।"

কিশোরীর মুখখানি গম্ভীর হইল। সে ধরা গলায় বলিল, "তোমার সে সখাটি কে? নাম শুনিতে পাই না?"

"শুনিবে এখন—মঠে চল।"—বলিয়া নিনা অগ্রসর হইল। পার্ব্বত্য পথে দুই জন পাশাপাশি চলা সম্ভব নহে;—কিশোরী গম্ভীর মুখে নিনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল; কিন্তু তাহার পা যেন চলিতেছে না—তাই সে একটু পিছাইয়া পড়িল। কিয়দ্দূর পশ্চাতে সেই ভারবাহী আসিতেছে।

মঠের নিকটবর্ত্তী হইতেই দুই চারি ফোঁটা জল নিনার গায়ে পড়িল। সে পশ্চাৎ ফিরিয়া, কিশোরীকে বলিল, "বৃষ্টি আসিল—শীঘ্র এস।" বলিয়া দাঁড়াইয়া, কিশোরীর গম্ভীর মুখের পানে চাহিয়া, চাপা হাসি হাসিতে লাগিল।

মঠে পৌঁছিয়া, ভারবাহীকে বিদায় দিয়া, জিনিস-পত্রগুলি গুছাইতে গুছাইতে নিনা বলিল, "কৈ, আমার সে সখার কথা আর তুমি জিজ্ঞাসা করিলে না?"

কিশোরী বলিল, "আমার অবশ্য শুনিবার কোনও প্রয়োজন নাই। তাহার বয়স কত?"

"এই— তোমার বয়সীই হইবে।"

"কত দিন তার সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব?"

"বেশী দিন না।"

"আচ্ছা নিনা—"

"কি?"

"না, থাক্—আমি ভাবিয়া দেখিলাম, সে কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করিবার আমার কোনও অধিকার নাই। তবে অন্য একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি। তোমার সে সখা কৈ, এখানে কোনও দিন আসে না ত!"

নিনা বলিল, "আসে ত। তুমি তাকে দেখিতে চাও?"

"বেশ, আমি থাকিতে থাকিতে যদি কোনও দিন সে আসে, তাহাকে দেখাইও।"

"এখনি তোমায় দেখাইতে পারি"—বলিয়া নিনা তাহার বস্ত্রের ভিতর হইতে একখানি রঙ করা নূতন টিনের আর্শি বাহির করিয়া, কিশোরীর মুখের সামনে ধরিয়া বলিল, "ইহার ভিতর দেখ।" বলিয়া মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল।

কিশোরী সবিস্ময়ে নিনার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। নিনা বলিল, "তুমি যে আমায় পাঁচটি টাকা দিয়াছিলে, তাই দিয়া এই চুড়ি, পুঁতির মালা, এই আর্শি, একখানা রেশমী রুমাল, আর একখানি চিরুণী কিনিয়া আনিয়াছি। তোমার টাকা দিয়া কিনিয়াছি, সুতরাং এ সকল তোমারই ত দেওয়া হইল!" বলিয়া বস্ত্রমধ্য হইতে মহিষ-শৃঙ্গের একখানি মোটা চিরুণী ও রুমালখানি বাহির করিয়া দেখাইল।

এতক্ষণে কিশোরীর বদনমণ্ডল হইতে মেঘ কাটিয়া গিয়া, সেখানে হাসির কিরণ খেলিতে লাগিল। বলিল, "দেখ নিনা, এত দিন মাঝে মাঝে আমার মনে হইয়াছে বটে যে, তুমি স্ত্রীলোক,—অথচ না আছে তোমার কোনও অলঙ্কারের সখ, না কোনও প্রসাধনের সাধ।"

নিনা বলিল, "সত্যই ত, ও সব সখ কোনও দিনই ত আমার ছিল না।"

"তবে, এখন হঠাৎ?"

"কে জানে! ওগো, শীঘ্র যাও, ভয়ানক ঝড় আসিতেছে—দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া এস।"

কিশোরী ছুটিয়া গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। শুধু ঝড় নয়—সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিও নামিয়াছিল—জলের ঝাপটায় কিশোরীর বস্ত্রও কিয়দংশ ভিজিয়া গেল।

নিনা তাড়াতাড়ি প্রদীপ জ্বালিয়া ফেলিয়া বলিল, "কুরচিং সাইদা আজ আর আসিল না দেখিতেছি!"

একাদশ পরিচ্ছেদ

নানা চিন্তা।

বাহিরে বৃষ্টি ও ঝড় সমান বেগে চলিতে লাগিল। মাঝে মাঝে মেঘের বিকট গর্জ্জনও শোনা যাইতেছে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায়, ইহাই নিনার রন্ধনকার্য্যের সময়—গুহাকক্ষের একটিমাত্র দ্বার বন্ধ করিয়া, ভিতরে উনান ধরানো চলে না, নিনা বরাবর বাহিরেই ঐ কাযটি সমাধা করিয়া থাকে। তাই সে একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িল। বলিল, "তাই ত! এ দুর্য্যোগে রান্না-বান্নার কি উপায় করি? আমি বাড়ী ছিলাম না, আজ বিকালে তোমার চা পর্য্যন্ত খাওয়া হয় নাই;—তোমার খুব ক্ষুধা পাইয়াছে বোধ হয়? আমার ত পাইয়াছে।"

কিশোরী বলিল, "পাইলে আর উপায় কি? বৃষ্টি থামুক, তার পর রান্না-বান্নার যোগাড় করিলেই হইবে। এখন দুই জনে গল্প করা যাক এস।"

নিনা বলিল, "খালি পেটে কি আর গল্প ভাল লাগে? ঠিক হইয়াছে। হাট হইতে কিছু ফল কিনিয়া আনিয়াছি—তাহাই কাটিয়া দিই, তুমি খাও।" —বলিয়া নিনা উঠিয়া, কক্ষকোণে রক্ষিত তাহার সেই বাজারের ঝুড়িটি হইতে গোটাকতক আপেল ও ন্যাসপাতি বাহির করিয়া আনিল। কিশোরী সেই তাজা সরস ফলগুলি হাতে করিয়া নাড়িয়া দেখিতে লাগিল—কলিকাতায় পেশোয়ারি ফলওয়ালার দোকানের দীর্ঘকাল পূর্ব্বে আহরিত অর্দ্ধশুষ্ক ফল নহে—সম্ভবতঃ সেই দিন প্রাতেই সেগুলি তাহাদের বৃক্ষজননীর বক্ষচ্যুত হইয়াছে। প্রদীপের আলোকে একটি আপেলের রক্তিমচ্ছটার প্রতি প্রশংসাপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া কিশোরী বলিল, "রঙটি কি সুন্দর! এমন সুন্দর জিনিসটি কাটিয়া খাইতে মায়া হয়!"

নিনা একটি ন্যাসপাতির বুকে ছুরি ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিল, "আচ্ছা, যে সুন্দর নয়, তার প্রতি তোমার কোনও মায়া-দয়া হয় না, নয়?"

কিশোরী এ প্রশ্নের গূঢ় ইঙ্গিত বুঝিল। বলিল, "তা জানি না; কিন্তু ঈশ্বর বাছিয়া বাছিয়া সুন্দর জিনিসগুলিই আমার চোখের সামনে আনিয়া দেন।" —বলিয়া এমন ভাবে নিনার মুখপানে সে চাহিল, যাহাতে সেই সুন্দর জিনিসগুলির মধ্যে সম্প্রতি কোন্‌টি তাহার চোখের সামনে উপস্থিত, সে বিষয়ে নিনার মনে কোনও সংশয় না থাকে।

ফলভক্ষণ এবং এইরূপ কথোপকথনে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইবার পর নিনা উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দেখিল, বৃষ্টির বেগ অনেকটা কম হইয়া গিয়াছে। ঝড় আর নাই, আকাশে মেঘের রঙও বিলক্ষণ ফিকা হইয়া আসিয়াছে, কিছুক্ষণমধ্যেই বৃষ্টি বন্ধ হইবার সম্ভাবনা। হইলও তাহাই। নিনা তখন উনান ধরাইয়া চায়ের জন্য গরম জল চড়াইয়া দিয়া, রন্ধনের উদ্যোগে মনোনিবেশ করিল।

আহারাদি শেষ হইলে, রাত্রি প্রায় ১০ টার সময় কিশোরী নিনার নিকট বিদায় লইয়া, পার্শ্ববর্ত্তী গুহা-কক্ষে শয়ন করিতে গেল। নিনা সে ঘরে গিয়া, বিছানা-কম্বল ঠিক করিয়া দিয়া, কিশোরীর জন্য পানীয় জল, আলো জ্বালিবার উপকরণ প্রভৃতি যথাস্থানে রাখিয়া আপন কক্ষে ফিরিয়া আসিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল।

কিশোরী শয়ন করিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুমাইতে পারিল না। নিজের অদৃষ্ট-বৈগুণ্যের কথা এবং নিনার কথা—পর্য্যায়ক্রমে এই দুইটি বিষয় ভাবিতে লাগিল। প্রথমেই নিনার বিপুল ধন-রত্নের কথা তাহার মনে হইল। উহা লাভ করিতে পারিলে, চিরজীবনের জন্য—এবং বংশাবলীক্রমেও—দারিদ্র্য ঘুচিয়া যায়! এ কি সাধারণ প্রলোভন? এ প্রলোভনকে জয় করা কি সহজ কার্য্য? যে দিন কিশোরী নিনার গোপন ধনভাণ্ডার নয়নগোচর করিয়াছে, সেই দিন হইতেই এই প্রলোভন দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিয়াছে। আর শুধুই কি নিনার ধনরত্ন? তাহার অকৃত্রিম সেবা যত্ন, তাহার তরুণ হৃদয়ের অকপট ঐকান্তিক ভালবাসা—এ সকলের চিন্তাও ক্রমে তাহার মনে আধিপত্য বিস্তার করিল। সে মনে মনে বলিল, "আমি এক দিন দেশে ছিলাম,—ইংরাজের রাজধানী কলিকাতা মহানগরীর অধিবাসী

ছিলাম—সে সব কি সত্য, না স্বপ্ন? এ জন্মে? না, সে সব আমার পূর্ব্ব-জন্মের কথা? এখন মনে হয়, আমি এই হিমালয়বক্ষেই জন্মিয়াছি ও মানুষ হইয়াছি। অন্ততঃ ইহা এক প্রকার নিশ্চিত যে, এই হিমালয়বক্ষেই আমরণ আমাকে কাটাইতে হইবে। সত্যবালাকে ভালবাসিয়াছিলাম—তাহাকে বিবাহ করিব আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলাম—সে সবও যেন সেই পূর্ব্বজন্মেরই কথা—এ জন্মে সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার নহে। তবে আর কেন? পূর্ব্বজন্মের সে স্মৃতি ধরিয়া থাকিলে আর ফল কি? এ জন্মে যাহা করণীয়, তাহাই করা ভাল। আমি নিরাশ্রয়—পাহাড়ে জঙ্গলেই অবশিষ্ট জীবন আমায় কাটাইতে হইবে, কি করিয়া বাঁচিয়া থাকিব, তাহার কোনও উপায়ই খুঁজিয়া পাই না;—বোধ হয়, ঈশ্বর দয়া করিয়া, নিনাকেই আমার সহায়-স্বরূপ আনিয়া দিয়াছেন। নিনা তার হৃদয়-মন দিয়া আমায় চাহিতেছে—আমিও তাহার সেবা-যত্নে মুগ্ধ হইয়াছি—তবে আর কেন? আ'র দ্বিধা করিয়া ফল কি, নিনাকে বিবাহই করি।"

অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত এইরূপ চিন্তা করিয়া ক্রমে কিশোরীর মনে হইল, আমি যে নিনাকে বিবাহ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি, আমি কি তাহাকে ভালবাসি? ভালবাসা যে কি পদার্থ, তাহার জ্ঞান এখন আর কিশোরীর "পুঁথিগত" মাত্র নহে—দার্জ্জিলিঙে দুই মাস সে আসল জিনিসটিরই আস্বাদ লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছিল। সেই অনুভূতির সঙ্গে নিজ বর্ত্তমান মনোভাবের তুলনা করিয়া দেখিল, দুইয়ে অনেক তফাৎ—দুইয়ে তুলনাই হয় না—একটি যেন আকাশের চন্দ্র—অপরটি যেন মাটীর প্রদীপ। এ অবস্থায় নিনাকে বিবাহ করা তাহার উচিত কি না, সে তর্কও কিশোরীর মনে উঠিল। ইংরাজী ও বাঙ্গালা উপন্যাস পড়িয়া এ সম্বন্ধে যে ধারণা তাহার মনে স্থান লাভ করিয়াছিল, বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা বেশীক্ষণ টিকিল না; বংশাবলীক্রমে যে ধারণা রক্তের সঙ্গে নামিয়া আসিয়াছে, যাহা তাহার অস্থি-মজ্জার সহিত মিশিয়া আছে—তাহাই জয়লাভ করিল। আগে প্রেম করিয়া পরে বিবাহ—এ ব্যবস্থা কবে আর এ দেশে ছিল? বিবাহের পর একত্র বাসে, সরল হৃদয় সুচরিত্র নর-নারীর মনে প্রেম-সঞ্চার স্বাভাবিক নিয়মের বশেই হইয়া থাকে—অধিকাংশ স্থলেই তাহা হয়। অল্পাংশ যাহাদের হয় না, তাহারা ব্যতিক্রম, এবং দম্পতির দুর্ভাগ্যই উহার কারণ। কিশোরী মনে মনে বলিল, আমি যদি নিনার সম্পদের লোভে মাত্র উহাকে বিবাহ করিয়া, ক্রমে কৌশলে উহার যথাসর্ব্বস্ব নিজায়ত্ত করিয়া লইয়া, উহার প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্যপালন না করি, উহার সহিত অসদ্ব্যবহার করি, তবে বটে আমি পাপে লিপ্ত হইব। কিন্তু তাহা তো আমার উদ্দেশ্য নহে। না—না—আমার মনের কোনও অন্ধকার কোণেও সে ভাবের লেশমাত্র নাই।

সকল দিক্ ভাবিয়া চিন্তিয়া কিশোরী স্থির করিল, নিনাকে বিবাহ করিয়া এই দেশে বসবাস করাই যুক্তি-সঙ্গত। এইরূপে মনস্থির হইলে, যখন সে ঘুমাইয়া পড়িল, তখন রাত্রি তৃতীয় প্রহরের মধ্যভাগ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

কে তুমি?

পরদিবস মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর গত রাত্রির নিদ্রা-ল্পতা বশতঃ কিশোরী নিজকক্ষে প্রবেশ করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

"নাঙ্গা লামা! নাঙ্গা লামা!"

কবাটে সঘন করলত্তাড়ন শব্দের সঙ্গে সঙ্গে নিনার কণ্ঠস্বরে কিশোরীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া বলিল, "কেন, নিনা?"

"ঘুম কি তোমার ভাঙ্গিবে না? বেলা পড়িয়া গেল যে!"

"এই যে উঠি"—বলিয়া কিশোরী গাত্রোত্থান করিয়া নিজ বস্ত্রাদি সংযত করিয়া লইল; তার পর দ্বার খুলিয়া দেখিল, সূর্য্যদেব পশ্চিমগগনে একেবারে ঢলিয়া পড়িয়াছেন।

নিনা বলিল, "তুমি যাও, ঝরণায় গিয়া হাত-মুখ ধুইয়া এস; আমার উনান ধরিয়াছে, এইবার চায়ের জল চড়াইয়া দিই?"

"দাও।"—বলিয়া কিশোরী ঘরে ঢুকিয়া তাহার তোয়ালে প্রভৃতি বাহির করিয়া আনিল। নিনা জিজ্ঞাসা করিল, "ফিরিতে বেশী দেরী হইবে না ত?"

—"না, দেরী হইবে না।" বলিয়া কিশোরী প্রস্থান করিল।

অনেকটা নামিয়া গেলে তবে পূর্ব্বকথিত ঝরণা পাওয়া যায়। নামিতে নামিতে কিশোরী দেখিল, গত কল্যকার সেই ভ্রমণকারীর দল এখনও সেই স্থানেই রহিয়াছে। লোকজন ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। প্রাতে এই ছাউনি নিনাও দেখিয়াছিল। কাহাদের ছাউনি, উদ্দেশ্যই বা কি, তাহা নিনাও কিছু অনুমান করিতে পারে নাই।

ক্রমে কিশোরী যখন ঝরণায় পৌঁছিল, তখন নিম্নভূমির দৃশ্য আর একটু স্পষ্ট হইল। উপর হইতে মানুষগুলিকে কুকুর-বিড়ালের মত ছোট দেখাইতেছিল, এখন ছাগল-ভেড়ার মত দেখাইতে লাগিল। তাহাদের পানে চাহিতে চাহিতে কিশোরী হস্তমুখাদি ধৌত করিতে লাগিল,—এবং ভাবিতে লাগিল, যদি উহারা ইংরাজ পুলিসই হয়—আমায় ধরিবার জন্যই আসিয়া থাকে, তবে ত উহারা এ অঞ্চলে থাকা পর্য্যন্ত আমায় খুব সাবধানে থাকিতে হইবে। কিন্তু আমাকে উহারা চিনিবে কি করিয়া? তা, সে উপায় না করিয়াই কি উহারা বাহির হইয়াছে? সম্ভবতঃ মল্লিক তাহার বা ঘোষ সাহেবদের কোনও ভৃত্যকে আমায় সনাক্ত করিবার জন্য উহাদের সঙ্গে পাঠাইয়াছে।—কিশোরী তাড়াতাড়ি কায শেষ করিয়া লইয়া, জলের ছোট বালতীটি ভরিয়া পর্ব্বতারোহণ করিতে লাগিল।

কিয়দ্দূর উপরে উঠিয়া একটা বাঁকের নিকট পৌঁছিবামাত্র দেখিতে পাইল, অল্প কিছু উপরেই টাটুঘোড়ার পৃষ্ঠে এক জন শ্বেতকায় পুরুষ ধীরে ধীরে পর্ব্বত হইতে নামিতেছে। লোকটাকে দেখিবামাত্র কিশোরীর আপাদমস্তক ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। ভাবিল, যেখানে আমি থাকি, সেই দিক্ হইতেই ত নামিতেছে! এখন পালাই কোথায়? লুকাবার স্থান ত কাছে কোথাও দেখিতেছি না! কিন্তু বৃথা চেষ্টা। অশ্বারোহী কিশোরীকে দেখিতে পাইয়া বলিয়া উঠিল, "হেল্লো লামা! দাঁড়াও, দাঁড়াও।"

কিশোরীর বুকটি ভয়ে গুরগুর করিয়া উঠিল। কিন্তু তখন আর না দাঁড়াইয়া উপায় নাই, সুতরাং সে দাঁড়াইল।

সাহেব আরও কাছে আসিয়া সম্ভবতঃ বদ্ সিকিমী ভাষায় কতকগুলা কি বলিল, কিশোরী তাহা বুঝিতে পারিল না। সে ইংরাজীতে বলিল,—"ও ভাষা আমি বুঝি না।"—বলিয়াই তাহার মনে হইল, ছি ছি, এ কি করিলাম? ইংরাজী কেন বলিলাম? এ যে নিজের গলায় নিজেই ফাঁসি পরাইলাম!

অশ্বারোহী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তার পর ইংরাজীতে বলিল, "বাই জোভ! এই দূর হিমালয়ে এক জন দেশী লোকের মুখে ইংরাজী ভাষা শুনিব, ইহা ত অপ্রত্যাশিত! তা, লামাজী! তুমি কি এ প্রদেশের লোক নও, সিকিমী ভাষা বোঝ না? তুমি কোন্ দেশের লোক তবে?"

কিশোরী এ প্রশ্নের সোজা উত্তর না দিয়া বলিল, "আমি তিব্বতীয় ভাষায় কথা কহি।"

সাহেব আরও নিকটে আসিয়া বলিল, "ওঃ, তবে তুমি তিব্বতের লোক? ভালই হইল। তোমার কাছে তিব্বতের অনেক খবর জানিতে পারিব।"

কিশোরী জিজ্ঞাসিল, "কেন, তুমি কি তিব্বত-যাত্রী? তোমার সঙ্গে আর কে আছে?"

সাহেব নিম্নদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "ঐ দেখ, আমাদের ছাউনি। ওখানে আমাদের দলের সকলে আছে। আমরা তিন জন শ্বেতকায় পুরুষ—বাকী সকলে দেশীয় লোক, দোভাষী, পথপ্রদর্শক, বাবর্চি, কুলী প্রভৃতি।"

সাহেব তখন আরও নিকটে পৌঁছিলেন; কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের কি উদ্দেশ্য, জানিতে পারি কি? শুধু কি সখের ভ্রমণ?"

সাহেব বলিল, "আমরা আমেরিকাবাসী;—রাজকীয় ভৌগোলিক পরিষদের সভ্য। আমরা ভৌগোলিক আবিষ্কারের জন্য বাহির হইয়াছি—তিব্বত ভেদ করিয়া আমরা চীনদেশে যাইব।"

এ কথা শুনিয়া কিশোরীর দেহে প্রাণ আসিল—চল্‌তি কথায় বলিতে গেলে, ঘাম দিয়া তাহার জ্বর ছাড়িল।

"তোমার নাম কি?"

"নাঙ্গা লামা।"

"আমার নাম জন রটেনহাম। আমি ফিলাডেলফিয়ার লোক। তুমি তিব্বতী, কিন্তু এমন ইংরাজী শিখিলে কেমন করিয়া?"

কিশোরী সংক্ষেপে উত্তর দিল, "আমি দার্জ্জিলিঙে ছিলাম। তোমরা এখানে কত দিন থাকিবে?"

"কা'ল সারাদিন আমরা আছি। পরশু প্রাতরাশের পর আমরা তাঁবু তুলিব; নিকটস্থ গ্রামসমূহ হইতে কিছু খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করা উদ্দেশ্য—ভারবাহী

মনুষ্য ও পশুগণকে কিছু বিশ্রাম দেওয়াও উদ্দেশ্য বটে। এখান হইতে কিছু দূরে যে গ্রামখানি আছে, কি নাম তাহার, কাংপাচেন বুঝি? সেখানে খাদ্যদ্রব্য কিরূপ পাওয়া যাইতে পারে, অনুসন্ধান জন্য আমি তথায় গিয়াছিলাম, এখন ছাউনিতে ফিরিতেছি।”

বলিয়া সাহেব টাটু চালাইল। দুই চারি কদম গিয়া, আবার টাটু দাঁড় করাইয়া মুখ ফিরিয়া বলিল, “তুমি এখানে কাছেই কোথাও থাক বোধ হয়? কা’ল সকালে আমাদের তাঁবুতে আসিয়া তুমি যদি চা পান কর, তবে আমরা অত্যন্ত খুসী হইব। আসিবে?”

কিশোরী বলিল, “চেষ্টা করিব—ধন্যবাদ।”

“আসিও। গুড্ বাই।”—বলিয়া সাহেব ঘোড়া চালাইয়া দিল।

কিশোরী ধীরে ধীরে পর্ব্বতারোহণ করিতে লাগিল। সাহেব ক্রমে তাহার দৃশ্যপথের অতীত হইয়া গেল। কিশোরী মনোমধ্যে নানা কথা চিন্তা করিতে করিতে মঠে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মুখ খুলিল।

কিশোরী মঠে আসিয়া পৌঁছিতেই নিনা বলিল, “দেখ, এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে এক জন শ্বেতকায় পুরুষ টাটু ঘোড়ায় চড়িয়া ঐ দিকে গেল। নিম্নে ঐ যে তাঁবু পড়িয়াছে, সে বোধ হয়, ঐ তাঁবুরই লোক।”

কিশোরী জলের বালতী নামাইয়া রাখিয়া বলিল, “হ্যাঁ, তাই বটে। তুমি যাহার কথা বলিতেছ, তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে। সে কাংপাচেন গ্রামে গিয়াছিল, সেখান হইতে ফিরিতেছে।”

নিনা অত্যন্ত কৌতূহলের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, “কোথায় দেখা হইল? কি কথাবার্ত্তা হইল? তুমি উহার ভাষা বুঝিতে পারিলে?”

কিশোরী তখন সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাতের বিষয় নিনার কাছে প্রায় সমস্তই বলিল—কেবল প্রকাশ করিল না, সাহেবকে দেখিয়া প্রথমটা তাহার মনে কি ভয় হইয়াছিল এবং কেন হইয়াছিল।

নিনা পেয়ালায় চা ঢালিয়া বলিল, “ঐরূপ শাদা মানুষ আমাদের এ দিকে মাঝে মাঝে আসে বটে আমি শুনিয়াছি, কিন্তু পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। উঃ—কি শাদা! মা গো! দেখিলে ভয় করে। তাহারা কি চরিত্রের লোক, তাহাই বা কে জানে! তুমি কি স্থির করিলে? কা’ল উহাদের তাম্বুতে যাইবে না কি।”

কিশোরী বলিল, “যাইবার ইচ্ছাই ত আছে।”

নিনা বলিল, “তোমার এই দুর্ব্বল শরীর, অত পথ নামিয়া আবার উঠিয়া আসিতে তোমার বড় কষ্ট হইবে যে।”

কিশোরী কিছু বলিল না—নীরবে চা-পান করিতে লাগিল। যাওয়া সম্বন্ধে তাহার মনেও একটা আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল। সে ভাবিতেছিল, সাহেব যাহা বলিল, সে কথা যদি সত্য না হয়, উহারা যদি ভৌগোলিক আবিষ্কারক না হয়—যদি ইংরাজ পুলিশই হয়—আমাকে ধরিবার এই কৌশল যদি অবলম্বন করিয়া থাকে! তাঁবুতে গিয়া যদি দেখি যে, মল্লিকের অথবা ঘোষ সাহেবের এক জন ভৃত্য উপস্থিত আছে, —সে যদি বলে, এই ব্যক্তিই আসামী, ইহাকে আমি চিনি। তখন কি হইবে?

চা-পান শেষ হইলে নিনা বলিল, “তুমি ব’স। আমি ঝরণায় গিয়া মুখ-হাত ধুইয়া আসি।” বলিয়া সে তাহার বস্ত্রাদি ও জলের ঘড়াটি বাহির করিয়া আনিল।

কিশোরী হাসিয়া বলিল, “নিনা, ঐ দিকে যাইতেছ, ঐ ছাউনির সাহেবেরা যদি তোমায় একা পাইয়া ধরিয়া লইয়া যায়?”

নিনা দাঁড়াইল। বলিল, “ঠিক বলিয়াছ। আমি তবে অস্ত্র লইয়া আসি।” বলিয়া সে আবার ঘরে গিয়া একখানি বৃহৎ চক্‌চকে ছোরা বাহির করিয়া আনিয়া, তাহা আন্দোলিত করিতে করিতে হাসিতে হাসিতে বলিল, “আমার এই ছোরা, শাদা মানুষের রক্তের আস্বাদন কখনও পায় নাই। উহারা যদি আমায় ধরিতে আসে, তবে সে আস্বাদন পাইতে পারিবে।” —বলিয়া ছোরাখানি কটিবন্ধে সংলগ্ন করিয়া, ঘড়াটি লইয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

কিশোরী বসিয়া বসিয়া কেবলই সেই তাঁবু-বিহারীদের কথা চিন্তা করিতে লাগিল। বাস্তবিকই যদি উহারা ভৌগোলিক আবিষ্কারক হয়, তবে উহারা কিশোরীর মাসখানেক পরে দার্জ্জিলিঙ ছাড়িয়াছে উহাদের নিকট সেই সময়কার কলিকাতা

দার্জ্জিলিঙে প্রকাশিত কতকগুলি সংবাদপত্র থাকা খুব সম্ভব ; সেই কাগজগুলিতে হয় ত বা সেই খুন ও তাহার তদারক সম্বন্ধে কোনও খবর পাওয়া যাইতে পারে। তাহা দেখিবার জন্য কিশোরীর মনটা বড়ই চঞ্চল ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। কিন্তু মনের দ্বিধাও ঘুচে না। উহারা ইংরাজ পুলিস হইবে, ইহাও কি সম্ভব? ইংরাজ ও আমেরিকাবাসীর উচ্চারণ ও বচন-ভঙ্গীর পার্থক্য বিষয়ে কিশোরী কিছুই জানিত না— সুতরাং সে দিক দিয়া সে কোনও সাহায্য পাইল না। তবে তাহার মনে হইল, তাহার ন্যায় সামান্য ব্যক্তিকে ধরিবার জন্য ব্যয়কুণ্ঠ বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট যে এত টাকা খরচ করিয়া এতদূরে পুলিস অভিযান পাঠাইবে, ইহা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নহে।

নিনা ঝরণা হইতে ফিরিয়া আসিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। অন্য দিন যেমন তাহার হাসিখুসি ভাবটি থাকে, আজ আর তাহা নাই—আজ তাহার মুখখানি গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়াছে। কিশোরীও আজ অন্যরূপ - তাহারও চিত্তচাঞ্চল্য তাহার মুখে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত।

আজ শুক্লা দ্বাদশী—পাহাড়ের অন্তরাল হইতে চন্দ্রোদয় হইল। পার্ব্বত্য প্রদেশ বিমল জ্যোৎস্নায় যেন হাসিয়া উঠিল। কিশোরী বলিল, "চল নিনা, বাহিরে গিয়া আমরা একটু বসি।"

উভয়ে গিয়া এক প্রস্তরখণ্ডের উপর পাশাপাশি বসিল। দুই চারি কথার পর কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, "নিনা, আজ তুমি এমন গম্ভীর কেন? তোমার কি হইয়াছে?"

নিনা বলিল, "তোমারই বা মুখ এতখানি গম্ভীর কেন?"

ইহার উত্তর দেওয়া কিশোরীর পক্ষে কঠিন। এ পর্য্যন্ত কোনও কথা নিনাকে ত ভাঙ্গিয়া বলা হয় নাই—এখন কি তাহা বলা যায়? পাছে উহারা ইংরাজ পুলিস হয়, আমাকে ধরিতে আসিয়া থাকে, বলিলে আমূল বৃত্তান্ত সবই বলিতে হয়,—সত্যবালার কথা বলিতে হয়। কিন্তু সত্যবালার সমস্ত বিবরণ জানিলে, নিনা যদি বলে, "তবে আর তোমায় আমি চাই না—তুমি যেখানে ইচ্ছা যাইতে পার"—তখন কি হইবে? এই সুদূর হিমালয়বক্ষে, অনাহারে অনাশ্রয়েই ত প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। অতএব কিশোরী স্থির করিল, নিনাকে সে কথা খুলিয়া বলা যুক্তিসঙ্গত নহে। অথচ একটা কিছু উত্তর দিতে হইবে; তাই সে বলিল, "কিন্তু তুমি আজ এমন গম্ভীর কেন, তাহা ত বলিলে না?"

নিনা বলিল, "তুমি উহাদের তাঁবুতে যাইবে শুনিয়া অবধি আমার মনটা কেমন খারাপ হইয়া গিয়াছে। আমার মনে হইতেছে, ওখানে গেলে তুমি আর ফিরিয়া আসিবে না, উহাদের সঙ্গে জুটিয়া চলিয়া যাইবে।"

কিশোরী বলিল, "চলিয়া যাইব কেন?"

"উহাদের সঙ্গে জুটিলে, তুমি অনায়াসে কত দেশ দেখিতে পাইবে। উহারা ইংরাজ সরকারের পাশ লইয়া আসিয়াছে, কেহই উহাদের আটকাইতে পারিবে না—যে দেশে যাইবে, সে দেশের লোক উহাদিগকে খাতির করিবে, কোনও বিষয়ে অসুবিধা হইবে না—এই প্রলোভনে যদি তুমি উহাদের সঙ্গী হও? তখন আমি কি করিব বল? আর ত আমি তোমায় দেখিতে পাইব না!"—বলিতে বলিতে নিনার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল, এইবার সে ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

ইহা দেখিয়া কিশোরী আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। নিনার একখানি হাত নিজ দুই হাতে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, "ছি ছি নিনা, তুমি কি পাগল হইলে? তুমি কাঁদ কেন? আমি তোমায় ছাড়িয়া চলিয়া যাইব? না—না, তাহা কখনই যাইব না।"

"সত্য বলিতেছ?"

"হাঁ নিনা, আমি সত্যই বলিতেছি—আমি কোনও দিন তোমায় ছাড়িব না, যদি—যদি—চিরদিন তোমার নিকট থাকিবার অধিকার আমি পাই।"

শেষের কথাগুলি নিনা ভাল বুঝিতে পারিল না। বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি? কোন্ অধিকারের কথা তুমি বলিতেছ? কে তোমায় সে অধিকার দিবে?"

কিশোরী বলিল, "অধিকার বুঝিতে পারিলে না নিনা? তুমি যদি আমায় বিবাহ করিতে—আমার ধর্ম্মপত্নী হইতে—সম্মত হও, তবেই ত চিরদিন আমরা দুই জনে একত্র থাকিতে পারি। নচেৎ, কেমন করিয়া থাকিব?"

নিনা বলিল, "ওঃ, বিবাহের কথা বলিতেছ? তা, আমি কি কোনও দিন বলিয়াছি যে, তোমায় আমি বিবাহ করিব না?"

কিশোরী নিনার এই সরল প্রত্যুত্তরে মুগ্ধ হইয়া সহসা তাহাকে বক্ষে বাঁধিয়া বলিল, "তবে তুমি আমায় বিবাহ করিবে? তুমি আমার হইবে নিনা?"

"আমি ত তোমারই আছি।"—বলিয়া নিনা কিশোরীর স্কন্ধে মুখ লুকাইল।

কিশোরী নিনার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া জ্যোৎস্না-লোকে দেখিল, তাহার চক্ষু দুইটি মুদ্রিত। "চোখ বুজিয়া আছ কেন? চোখ খোল—চোখ খোল"—বলিতে বলিতে কিশোরী তাহার ওষ্ঠে ও উভয় গণ্ডে বারংবার চুম্বন করিতে লাগিল।

দ্বাদশীর চন্দ্র তখন আকাশের বেশ উচ্চস্থানে আরোহণ করিয়া পর্ব্বতের শিখরে শিখরে আলোক ঢালাইয়া দিতেছে। নিনা একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, নড়িয়া চড়িয়া সোজা হইয়া বসিল—তথাপি উভয়ের কর-সম্মিলনের বিচ্ছেদ ঘটিল না।

কিশোরী বলিল, "আমাদের বিবাহে এ দেশের ধর্ম্মসম্প্রদায়ের কোনও আপত্তি হইবে না ত নিনা?"

নিনা বলিল, "না, আপত্তি হইবে কেন? বুদ্ধদেবকে তুমি ত মান?"

"মানি বৈ কি। হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে তাঁহাকে ঈশ্বরের এক জন অবতার বলিয়া আমরা পূজা করিয়া থাকি।"

নিনা কিশোরীর স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া মুখখানি তুলিয়া বলিল, "সে সমস্তই ঠিক হইয়া যাইবে। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। আমাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা কত দিন হইতে তোমার মনে জন্মিয়াছে বল দেখি?"

কিশোরী বলিল, "আমার অসুখের পর হইতে। আর তোমার?"

"আমার ইচ্ছা হইয়াছে—তোমার অসুখের সময় হইতেই। জ্বরের ঘোরে তুমি প্রায় অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকিতে; আমি তোমার কাছে বসিয়া তোমার মাথায় পায়ে হাত বুলাইতাম, সেই সময় হইতেই আমার মনে মনে সাধ যে, তুমিই আমার স্বামী হও।"

"ভাগ্যিস, নিনা, আমার পীড়া হইয়াছিল!"—বলিয়া কিশোরী নিনাকে বুকে জড়াইয়া তাহার মুখচুম্বন করিল।

নিনা নিজেকে ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, "চল, ঠাণ্ডা পড়িতেছে—ঘরে গিয়া বসা যাক্।"

"চল"—বলিয়া কিশোরী উঠিল। গুহাকক্ষে প্রবেশের সময় উভয়েই দেখিতে পাইল, উপরের রাস্তা হইতে কে এক জন লোক মঠের দিকে নামিয়া আসিতেছে। দেখিয়া দুজনেই দাঁড়াইল। লোকটা মঠের দিকেই আসিতেছে। নিকটে আসিতেই চেনা গেল, সে ফুরচিং।

কিশোরী বলিল, "কি ফুরচিং—এত দেরী?"

ফুরচিং বলিল, "সর্ব্বনাশ হইয়াছে নাঙ্গা লামা! ঘোড়া কিনিবার জন্য যে টাকাগুলি লইয়া গিয়াছিলাম, সাইদা তাহা চুরি করিয়া কোথায় পলাইয়া গিয়াছে।"

কিশোরী ও নিনার প্রশ্নের উত্তরে ফুরচিং ক্রমে ক্রমে সব কথাই বলিল। যে দিন সেই গ্রামে তাহারা পৌঁছে, সে দিন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। পরদিন অনেকগুলি ঘোড়া দেখা হইল, কিন্তু কোনটিই পছন্দ হইল না। লোকে বলিল, দিন দুই অপেক্ষা করিতে পারিলে গ্রামান্তর হইতে ভাল ভাল ঘোড়া বিক্রয়ার্থ আসিবে। পরদিন সন্ধ্যায় ফুরচিং দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ একটু অতিরিক্ত মাত্রায় চ্যাং পান করিয়া, ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গে দেখে, তাহার কোমরে টাকার থলিও নাই, সাইদাও অদৃশ্য। দুই দিন ধরিয়া অনেক অনুসন্ধানেও তাহাকে না পাইয়া, অবশেষে ফিরিয়া আসিয়াছে।

নিনা বলিল, "আচ্ছা, যাহা হইবার, তাহা হইয়াছে। এখন তুমি বিশ্রাম কর।"—বলিয়া সে রন্ধনের আয়োজনে ব্যাপৃত হইল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

পরামর্শ।

রাত্রে শয়ন করিয়া, ফুরচিং-এর কথাপ্রসঙ্গে কিশোরী জানিতে পারিল, সানচং হইতে ফিরিবার পথে ফুরচিং ঐ সাহেবদের ছাউনি দেখিয়া আসিয়াছে—এমন কি, দার্জ্জিলিংবাসী দুই এক জন পূর্ব্বপরিচিত স্বদেশীয় লোকের সঙ্গেও সেখানে তাহার দেখা হয়, তাহাদের সঙ্গে গল্প করিতে গিয়াই ফিরিতে অত রাত্রি হইয়া পড়িয়াছিল। কিশোরী ফুরচিংকে সাহেবগণ সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নানা প্রশ্ন করিয়া বুঝিল, তাহারা পুলিস অভিযান ত নহেই, ইংরাজ জাতিও নহে; যথার্থই ভৌগোলিক আবিষ্কারকের দল এবং আমেরিকা হইতে আগত। এ কথা শুনিয়া কিশোরীর

মন হইতে পূর্ব্বাশঙ্কা দূর হইল. সংবাদপত্র-সংগ্রহের অভিপ্রায়ে নিমন্ত্রণ অনুসারে প্রাতে তথায় যাইবে বলিয়া সে স্থির করিল।

পরদিন প্রাতে উঠিয়া ফুরচিংকে ঝরণার জল আনিতে পাঠাইয়া নিনা বলিল, "নাঙ্গা লামা, তুমি ঐ ফাইলিংদের তাম্বুতে চা-পানের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাওয়া সম্বন্ধে কি স্থির করিলে?"—ফাইলিং অর্থে বিদেশী।

কিশোরী বলিল, "যাইব মনে করিতেছি।"

নিনা বলিল, "তবে চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাইব। শাদা মানুষ কখনও আমি নিকট হইতে দেখি নাই, দেখিয়া আসিব। তাহাদের চালচলন, কথাবার্ত্তা কিরূপ, সে সম্বন্ধেও আমার কৌতূহল আছে। কিন্তু তাহারা যখন আমার সঙ্গে কথা কহিবে, সে সকল কথা আমি বুঝিব কিরূপে?"

কিশোরী বলিল, "আমি না হয় দোভাষী হইয়া তোমায় বুঝাইয়া দিব। ফুরচিং ফিরিয়া আসিলেই আমরা যাই চল। তোমার সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা আছে—পরামর্শ করিবার আছে—পথে যাইতে যাইতে নিরিবিলিতে সে সকল আমাদের শেষ করিতে হইবে।"

নিনা হাসিতে হাসিতে বলিল, "আচ্ছা; তোমায় যদি তারা জিজ্ঞাসা করে, আমি তোমার কে, তুমি কি বলিবে?"

"তুমি আমার যা, তাই বলিব। বলিব, শীঘ্রই তুমি আমায় পাণিদান করিয়া আমাকে চিরসুখী করিবে।"

নিনা বলিল, "দেখ, তোমার কথা বলিবার প্রণালী বড় সুন্দর। এ দেশের কোনও যুবক হইলে, এ কথাগুলি কখনই এ ভাবে গুছাইয়া বলিতে পারিত না।"

কিশোরী মনে মনে বলিল, "তারা কি নভেল পড়েছে ছাই!"

অতঃপর নিনা নিজ কক্ষে গিয়া, পোষাক পরিবর্ত্তন করিল। নূতন ক্রীত আর্শি চিরুণীর সাহায্যে চুলগুলির পারিপাট্যবিধান করিল। একখানি পাটল বর্ণের রেশমী রুমাল গলায় বাঁধিয়া, হাসিতে হাসিতে কিশোরীর কাছে আসিয়া বলিল, "আমায় কেমন দেখাইতেছে, বল দেখি?

কিশোরী তাহার উভয় স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া, মুখখানির দিকে ঝুঁকিয়া বলিল, "তোমায় সুন্দর—অতি সুন্দর দেখাইতেছে। যেন পাহাড়ের বুকে একটি গোলাপফুল ফুটিয়াছে! কিন্তু কৈ, তোমার এ পোষাকটি ত আর কোনও দিন আমি দেখি নাই।"

নিনা বলিল, "তুমি বুঝি মনে কর, আমার একটি-মাত্র পোষাক? আমার আরও আছে। একটি আছে. সেটি আমি বিবাহের দিন পরিব; আমার বিবাহের জন্যই বাবা সেটি তৈয়ারী করাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমার বিবাহ হইবে, কিন্তু বাবা আমায় দেখিতে পাইবেন না।"—বলিতে বলিতে নিনার চক্ষু ছলছল করিয়া উঠিল।

কিশোরী নিনার দুখানি হাত ধরিয়া বলিল, "তোমার বাবা স্বর্গ হইতে দেখিবেন এবং আমাদের আশীর্ব্বাদ করিবেন।"

ফুরচিং ঝরণা হইতে ফিরিয়া আসিলে, তাহার উপর রন্ধনাদির ভারার্পণ করিয়া, নিনা নিজ শয়ন-গুহায় প্রবেশ করিল। তাহার অস্ত্রভাণ্ডার হইতে খাপশুদ্ধ দুইখানি তীক্ষ্ণধার ছোরা বাছিয়া লইয়া, একখানি নিজ কটিবন্ধে ধারণ করিল, এবং অপরখানি কিশোরীর কোমরে বাঁধিয়া দিয়া বলিল, "চল, এই বেলা আমরা বাহির হইয়া পড়ি—নচেৎ ফিরিতে বিলম্ব হইয়া যাইবে।"

উভয়ে তখন সেই অধিত্যকা লক্ষ্য করিয়া, ধীরে ধীরে পর্ব্বত অবরোহণ আরম্ভ করিল।

সূর্য্যোদয়ে তখন প্রভাতবায়ুর শৈত্যকে সহনীয় করিয়া তুলিয়াছে। যদিও 'চড়াই' নহে, 'উৎরাই', তথাপি ইহা কিয়ৎপরিমাণে শ্রমসাধ্য ব্যাপার। পথশ্রমে প্রথমটা কিশোরী বেশী কাতর হইল না। অধিত্যকা-প্রদেশে নামিবার অনেকগুলি পথ ছিল—সেগুলি সমস্তই নিনার পরিচিত—সর্ব্বাপেক্ষা সহজ পথটিই সে নির্ব্বাচিত করিয়া লইয়াছিল।

প্রায় অর্দ্ধপথ যখন তাহারা নামিয়া আসিয়াছে, তখন নিনা বলিল, "তুমি একটু হাঁপাইয়া পড়িয়াছ, নয়? একটু বিশ্রাম করিবে?"

"করিলে মন্দ হয় না"—বলিয়া কিশোরী উভয় পার্শ্বে দৃষ্টিপাত করিল। বামে কিয়দ্দূরে কয়েকটি ঝোপ দেখা গেল, তাহাদের গায়ে কিশোরীর অপরিচিত কি একটা ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। কিশোরী বলিল, "চল, ঐ ফুলের ঝোপগুলির মধ্যে গিয়া একটু বিশ্রাম করা যাউক।"

উভয়ে পথ ত্যাগ করিয়া, সেই ফুলের ঝোপ-গুলির দিকে যাইতে লাগিল। নিকটে পৌছিয়া কিশোরী সে ফুলের মৃদু-মধুর সৌরভ অনুভব করিল। বলিল, "বাঃ, গন্ধটি ত বেশ; এগুলি কি ফুল নিনা ?"

"এর নাম রিংচেন। বর্ষাকালেই উহাদের ফুটি-বার কাল।" বলিয়া নিনা ঝোপের নিকট গিয়া একটি ফুল তুলিয়া, কিশোরীর হাতে দিল। কিশোরী সেটির সুবাস গ্রহণ করিয়া, সযত্নে নিনার চুলে পরাইয়া দিল।

ফুলের ঝোপগুলির মাঝখানে খানিকটা খোলা জায়গা ছিল; তাহারা উভয়ে সেখানে গিয়া বসিল। কিশোরী নিনার হাতটি নিজ হাতের মধ্যে লইয়া বলিল, "আমাদের বিবাহ কোথায় হইবে এবং কবে হইবে, তাহা তুমি কিছু ভাবিয়াছ নিনা ?"

নিনা বলিল, "ভাবিয়াছি বৈ কি। কা'ল রাতে তোমার নিকট বিদায় লইয়া, নিজ গুহায় আসিয়া শয়ন করিলাম, কিন্তু অনেকক্ষণ ঘুমাইতে পারিলাম না। ঐ সকল কথাই কেবল মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমার ইচ্ছা যাহা, তাহা তোমার নিকট বলি শুন—তার পর, তোমার যাহা মত হইবে, সেইরূপই আমরা করিব। এ দেশে আমরা বাস করিতেছি বটে, কিন্তু ইহাদের বিবাহপ্রথা হইতে আমাদের তিব্বতীয় প্রথা বিভিন্ন; সুতরাং আমা-দের বিবাহের পুরোহিত কাংপাচেন গ্রামে মিলিবে না। কোনও বৌদ্ধমঠে গিয়া আমাদের বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন করাইতে হইবে। এখান হইতে উত্তরে দুই দিনের পথে একটি বৌদ্ধ মঠ আছে, তাহার নাম ওয়ালং। সেখানে অনেকগুলি লামা বাস করেন। আমার ইচ্ছা, দুজনে সেইখানে গিয়াই বিবাহ করিয়া আসিব। এখন তোমার কি ইচ্ছা, তাই বল। আমরা দার্জ্জিলিঙ অথবা কলিকাতায় গিয়া বিবাহ করিব কি ?"

কিশোরী বলিল, "না নিনা—সে অনেক দূরের পথ—সে দরকার নাই। ঐ ওয়ালং মঠে গিয়া বিবাহ করাই ভাল। কিন্তু একটা কথা আছে। অন্যান্য লামাগণ যেমন চেলা গ্রহণ করিয়া তাহাকে মঠের উত্তরাধিকারী করিয়া যান, তোমার পিতা তাহা করেন নাই—তোমাকেই নিজ উত্তরাধিকারিণী করিয়া গিয়াছেন। পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত বহু ধনরত্ন ঐ মঠে লুকানো আছে, তাহা যদি অন্যান্য লামারা জানিতে পারিয়া থাকে, তবে তাহারা আমার সহিত তোমার বিবাহে কোনও আপত্তি করিবে না ত ?"

নিনা বলিল, "তা বোধ হয় করিবে না। তা ছাড়া বহু ধনরত্নের কথা অন্যে কিরূপেই বা জানিবে ? পূর্ব্বগত লামারা মৃত্যু আসন্ন হইলে, উত্তরাধিকারী চেলাকে অতি গোপনে বলিয়া যাইতেন। এই লামাগণের ধনশালিতার কোনও ভড়ং বা গর্ব্ব ছিল না, তদনুরূপ ব্যয়বাহুল্য বা ধুমধাম কিছুই ছিল না—ভিক্ষোপজীবী সন্ন্যাসীর ন্যায় তাঁহারা জীবনযাপন করিয়া গিয়াছেন—বাহিরের লোক জানিবে কিরূপে ? জানিলে আমি একা স্ত্রীলোক এত দিন কি ও সমস্ত রক্ষা করিতে পারিতাম ?"

কিশোরী বলিল, "তবে ওয়ালং মঠেই যাওয়া যাক চল। কবে আমরা যাইব, বল দেখি ? আমা-দের মিলনে বেশী আর দেরী করিয়া কায নাই—কি বল ?"—বলিয়া কিশোরী নিনার হাতটি ধরিয়া নিজের দিকে আকর্ষণ করিল।

নিনা বিনা আপত্তিতে কিশোরীর দেহলগ্ন হইয়া তাহার স্কন্ধে নিজ মস্তক রক্ষা করিয়া বলিল, "বেশ, চল কা'লই আমরা যাত্রা করি। ফাইলিংদের তাঁবু হইতে ফিরিয়া, আহারাদির পর আমি একবার কাংপাচেন গ্রামে যাইব—দুটি টাটু ঘোড়া সংগ্রহ করিয়া আনিব। ভাল ঘোড়া হইবে না—কায চলা-মত হইবে। কিনিব না, ভাড়া করিয়া আনিব।"

কিশোরী বলিল, "আজ যদি আবার তোমায় কাংপাচেন গ্রামে যাইতে হয়, তবে এখানে বসিয়া আর দেরী করা উচিত নয়, আমরা উঠি চল,—সাহেবদের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া আসি।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সংবাদপত্র-সংগ্রহ।

দুই জনে উঠিল। নিনার চুলের ফুলটি পড়িয়া গিয়াছিল, কিশোরী আর একটি তুলিয়া তাহার কবরীতে পরাইয়া দিয়া, পূর্ব্বেরটি নিজ আলখাল্লার বুকে গুঁজিয়া লইল।

নামিতে নামিতে নিম্নে অধিত্যকায় ছাউনির দৃশ্যটি ক্রমে স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতে লাগিল।

ছাউনির সন্নিকটে ইহারা পৌঁছিলে দেখা গেল, কিশোরীর পূর্ব্ব-পরিচিত সেই রটেনহ্যাম সাহেব, পাইপ মুখে করিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। ইহাদিগকে দেখিয়া সাহেব অগ্রসর হইয়া আসিল এবং ইংরাজী ভাষায় "হেল্লো লামা, আসিয়াছ? বড় খুসী হইলাম।"—বলিয়া নিজ কর প্রসারণ করিয়া দিল। করমর্দ্দন করিতে করিতে বলিল, "এই মহিলাটি কে?"

কিশোরী বলিল, "ইনি পরলোকগত জোংপা লামার কন্যা এবং আমার বাগ্দত্তা বধূ।"

সাহেব নিনার দিকে চাহিয়া শিরোনমন পূর্ব্বক তাহাকে অভিবাদন করিয়া কিশোরীর পানে চাহিয়া বলিল, "বেশ বেশ। তোমাদের দুটিকে মানাইয়াছে ভাল। তা, ইনিও কি ইংরাজী কহেন?"

কিশোরী বলিল, "না, ইনি তিব্বতীয় ভাষা কহিয়া থাকেন।"

"তবে আপনি ইঁহাকে বলুন, ইনি আসাতে আমরা বড়ই খুসী হইয়াছি; কেবল দুঃখের বিষয় এই যে, ইঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য কোনও আত্মীয় মহিলা আমাদের সঙ্গে নাই।"

কিশোরী নিনাকে সাহেবের কথাগুলি বুঝাইয়া দিল। অতঃপর সাহেবের আহ্বানে, দুই জনে প্রধান তাম্বুর দিকে অগ্রসর হইল। তাম্বুর সম্মুখে বৃক্ষতলে ক্যাম্প টেবিলের উপর চা প্রভৃতি সরঞ্জাম বিস্তৃত ছিল। অপর দুই জন সাহেব আসিলে, রটেনহ্যাম সকলের পরিচয় সম্পাদন করিয়া দিল। অতিথিদ্বয়কে চা, রুটী, মাখন প্রভৃতি পরিবেশন করিয়া দিয়া রটেনহ্যাম তিব্বত দেশ সম্বন্ধে কিশোরীকে নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিল। কিশোরী কতক বা নিনার নিকট জানিয়া লইয়া, কতক বা পুথিগত বিদ্যার সাহায্যে, কতক বা নিছক কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া, সে সকলের উত্তর দিতে লাগিল।

চা-পান শেষ হইলে কিশোরী সাহেবদিগকে বলিল, "আপনাদের সঙ্গে পুরাতন সংবাদপত্রাদি আছে কি? বহুদিন আমি দার্জ্জিলিঙ যাইতে পারি নাই—বাহিরের কোনও খবরই পাই না।"

রটেনহ্যাম বলিল, "বেশী নাই, কিছু কিছু আছে। দার্জ্জিলিঙে আমাদের অবস্থানকালে যে কাগজগুলি পাইয়াছিলাম, তাহার কতক আমাদের সঙ্গে আছে বটে, তবে প্রায়ই সেগুলি জিনিসপত্রের গায়ে জড়ান আছে। আচ্ছা, আমি খানকতক খুঁজিয়া তোমাকে দিব এখন।"

সাহেবেরা একে একে উঠিয়া গেলেন। অল্পক্ষণ পরে রটেনহ্যাম ফিরিয়া আসিয়া খানকতক খবরের কাগজ কিশোরীর হাতে দিলেন। কিশোরী বলিল "এগুলি আমি কি লইয়া যাইতে পারি? পড়িয়া আজ বিকালেই আমার লোক দিয়া ফেরত পাঠাইব।"

সাহেব বলিলেন, "নিশ্চয়, নিশ্চয়।"

তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া, খবরের কাগজগুলি লইয়া নিনাসহ কিশোরী বিদায় গ্রহণ করিল।

অবরোহণ যত সহজে সম্পন্ন হইয়াছিল, আরোহণ অবশ্যই তদ্রূপ হইল না; তবে নিনার সুমধুর সাহচর্য্য ও তাহার অনায়াস ক্ষিপ্রগতির দৃষ্টান্ত কিশোরীকে উৎসাহিত করিয়া, তাহার পথক্লেশ বহু পরিমাণে বিদূরিত করিতে লাগিল। মাঝে একবার থামিয়া নিনা বলিল, "একে তোমার অনভ্যাস, তাহাতে আবার রোগে দেহ দুর্ব্বল; তোমার বড় কষ্ট হইতেছে! একটু বসিবে?"

কিশোরী বলিল, "বসিব। চল, সেই রিংচেন কুঞ্জে আবার বসিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিব।"

কিশোরী থামিল না—তবে তাহার গতি ক্রমে মন্দ হইতে মন্দতর হইতে লাগিল। অতি কষ্টে সে পূর্ব্বোক্ত ফুলের ঝোপগুলির নিকটবর্ত্তী হইল। পাকদণ্ডী (গিরিপথ) ছাড়িয়া সেই ঝোপের মধ্যে আবার দুই জনে গিয়া বসিল। বাক্য-বিনিময়ের ক্ষমতা কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়ের কাহারও রহিল না—পরস্পরের মুখপানে চাহিয়া, সুখের হাসি হাসিয়া, কথা কহিবার সাধ তাহারা মিটাইল।

নিনা অবশেষে বলিল, "ঐ কাগজগুলি তুমি আনিলে, ওগুলি কি?"

খবরের কাগজ যে ব্যাপারটা কি, কি প্রকারে তাহা তৈয়ারী হইয়া দেশ-দেশান্তরে প্রচারিত হয়, তাহা কিশোরী সংক্ষেপে নিনাকে বুঝাইয়া দিল। নিনা কাগজগুলি হাতে লইয়া নাড়িতে চাড়িতে লাগিল; শেষে বলিল, "তুমি যে যে ভাষা জান, সে সকল তুমি ক্রমে আমাকে শিখাইয়া দিও। তুমি যেখানে যাইতে পার, আমার সেখানে প্রবেশাধিকার নাই, ইহা মনে হইলে দাম্পত্যসম্বন্ধে আমার আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়।"

কিশোরী বলিল, "শিখাইব বৈ কি নিনা—আমি

যাহা জানি, সমস্তই তোমায় শিখাইয়া দিব। প্রথমে আমার মাতৃভাষা বাঙ্গালা তোমায় শিখাইব। তোমার তিব্বতীয় ভাষা আমি অল্প শিখিয়াছি বটে—আরও অনেক শিখিতে এখন বাকী—তুমি আমায় তাহা শিখাইয়া দিবে—কেমন ?"

মুক্ত আকাশের নীল-চন্দ্রাতপতলে, সেই রিংচেন-সৌরভে আমোদিত নির্জ্জন কুঞ্জবিতানমধ্যে বসিয়া এই তরুণ-তরুণী প্রায় এক ঘণ্টাকাল বিশ্রাম করিল এবং সমস্তক্ষণই যে "খালি লেখাপড়ার কথা" কহিয়াই কাটাইল, এমত বলা যায় না। তবে সে সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ করা উচিত নহে।

সম্পূর্ণভাবে সুস্থ ও বিগতক্লম হইয়া, নিনার বাহু কিশোরী নিজ বাহুতে শৃঙ্খলিত করিয়া কুঞ্জবিতান হইতে বাহির হইল এবং পাকদণ্ডীর পথে পৌছিয়া আবার পর্ব্বতারোহণ আরম্ভ করিল।

মঠে পৌছিয়া উভয়ে দেখিল, ইতিমধ্যে ফুর্‌চিং পাকাদি সম্পন্ন করিয়া বসিয়া আছে। উভয়েই অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিল; কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর দুই জনে খাইতে বসিল।

আহারান্তে নিনা ঘোড়া সংগ্রহের জন্য গ্রামে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। যাইবার সময় কিশোরীকে আড়ালে বলিল, "ঐ ফুরচিংকে তুমি কি আমাদের বিবাহের কথা বলিয়াছ ?"

"না, বলি নাই।"

"এইবার তবে বল। কারণ, ইহাকে মঠরক্ষণে নিযুক্ত রাখিয়া আমরা দুই জনে কল্য প্রাতে ওয়ালং যাত্রা করিব।"

"আচ্ছা, তা বলিব।"

নিনা চলিয়া গেলে, শয়ন-গুহায় কম্বল বিছাইয়া শয়ন করিয়া কিশোরী সংবাদপত্রগুলি খুলিল। দেখিল, সেগুলির তারিখ, তাহার দার্জ্জিলিং পরিত্যাগের সপ্তাহকাল পর হইতে আরম্ভ হইয়াছে। দুইখানি "দার্জ্জিলিং ভিজিটর" নামক ইংরাজী সাপ্তাহিক, বাকীগুলি কলিকাতার ষ্টেটসম্যান, ইংলিসম্যান প্রভৃতি। কিশোরী প্রথমে "দার্জ্জিলিং ভিজিটর"খানির পৃষ্ঠায় মনোনিবেশ করিল। ইতস্ততঃ সন্ধান করিতে করিতে দেখিল, সপ্তাহ মধ্যে দার্জ্জিলিঙে যাঁহারা আসিয়া পৌছিয়াছেন এবং যাঁহারা ঐ নগর পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, এক স্থানে তাঁহাদের নামের তালিকা মুদ্রিত রহিয়াছে। পড়িতে পড়িতে কিশোরী দেখিল, পরিত্যাগকারীদের মধ্যে "মিসেস্ ঘোষ, মিস্ [illegible] এবং মিস্ বীণা ঘোষ" প্রভৃতি নামগুলি রহিয়াছে। সুতরাং বুঝিল, ইঁহারা কলিকাতা ফিরিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কৈ, মল্লিক সাহেবের নাম ত এই তালিকামধ্যে নাই।

বহু দিন পরে এইভাবে সত্যবালার নামোল্লেখে, কিশোরীর বুকটার ভিতর যেন আঁটিয়া ধরিল—উহা বেদনায় টন্ টন্ করিয়া উঠিল। সে কিছুক্ষণ চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া রহিল। তাহার চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিল। অবশেষে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চক্ষু মুছিয়া ভিজিটরখানির পৃষ্ঠা উন্মোচিত করিল। স্থানীয় সংবাদস্তম্ভে দেখিল—

"রঙ্গপুরের ছুটীপ্রাপ্ত জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ মল্লিকের পাহাড়িয়া ভৃত্য মংলুকে দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে অজ্ঞান অবস্থায় ক্যালকাটা রোডের নিম্নে খদমধ্যে আহত ও অচেতন অবস্থায় কুড়াইয়া পাওয়া গিয়াছিল এবং স্থানীয় পুলিস কর্ত্তৃক সে ব্যক্তি হঁসপাতালে প্রেরিত হইয়াছিল, ইহা বোধহয় পাঠকবর্গের স্মরণ আছে। সম্প্রতি সে আরোগ্য লাভ করিয়া হাঁসপাতাল হইতে বাহির হইয়া, তাহার প্রভু মল্লিকের কর্ম্মে পুনরায় বাহাল হইয়াছে, এবং যে বাঙ্গালী বাবু তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল, তাহার নামে ডেপুটী কমিশনরের আদালতে ফৌজদারী মোকর্দ্দমা রুজু করিয়াছে। আসামীর এ পর্য্যন্ত কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই।"

ইহা ছাড়া এ বিষয়ে আর কোনও সংবাদ কোনও কাগজে নাই। পড়িয়া কিশোরী হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল—যাক্, মানুষ খুনের মহাপাপ হইতে সে নিষ্কৃতি পাইয়াছে! ঠেলিয়া ফেলিয়া দিবার নালিশ করিয়াছে ?—তা সে করুক!

কিশোরী চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিল—"আর হয় না! আর হয় না! কয়েকদিন পূর্ব্বে এ সংবাদটি পাইলে, আমি দার্জ্জিলিঙে ফিরিয়া যাইতাম; টাকা-কড়ি দিয়া মংলুর সঙ্গে মিটমাট করিয়া মোকর্দ্দমা তুলিয়া লইতে তাহাকে সম্মত করিতাম, এবং—"এবং" ভাবিয়া আর ফল কি! যে কর্ম্মজালে নিজেকে জড়াইয়াছি, তাহা আর ছিন্ন করিবার উপায় নাই। উপায় থাকিলেও তাহা করা ধর্ম্মসঙ্গত হইত কি না সন্দেহ!—যাহা স্বপ্নে পরিণত হইয়াছিল, তাহা স্বপ্নই থাকিয়া যাক্!—আর কেন?"

অতঃপর কিশোরী কিছুক্ষণ দিবানিদ্রার চেষ্টা করিয়া, অকৃতকার্য্য হইয়া উঠিয়া বসিল। ফুরচিংকে ডাকিয়া খবরের কাগজগুলি সাহেবদের তাম্বুতে দিয়া আসিতে বলিল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে নিনা ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, দুইটি টাটু ঘোড়া সংগ্রহ হইয়াছে, কল্য পূর্ব্বাহ্নকালে সে দুটি এখানে আনীত হইবে। ফুরচিং ফিরিয়া আসিয়া বলিল, সাহেবেরা তাহাকে মাসে ৫০৲ টাকা বেতন ও খোরাকে চাকরি দিতে চায়, নাঙ্গা লামার এখন ত আর তাহাকে বিশেষ প্রয়োজন নাই—অনুমতি পাইলে ইত্যাদি।

নাঙ্গা লামা তৎক্ষণাৎ অনুমতি ও পরদিন প্রাতে তাহার প্রাপ্য বেতন চুকাইয়া দিলেন। ফুরচিং সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

যথাসময়ে টাটু ঘোড়া দুইটি আসিল। তাড়াতাড়ি আহারাদি সারিয়া লইয়া, গুহাদ্বারগুলিকে তালাবন্ধ করিয়া, অশ্বারোহণে দুই জনে ওয়ালং মঠের উদ্দেশে যাত্রা করিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

ওয়ালং যাত্রা।

প্রথমটা অনেকখানি উৎরাই। নিনা আগে আগে পথ দেখাইয়া চলিয়াছে—অল্প ব্যবধানে কিশোরীর টাটু। দুই জনে কথাবার্ত্তা চলিতেছে, কিন্তু কেহ কাহারও মুখ দেখিতে পাইতেছে না।

প্রায় ঘণ্টাখানেক নামিবার পর তাহারা একটি গিরিনদীর নিকট আসিয়া পৌছিল। নিনা টাটু হইতে নামিয়া কিশোরীকে বলিল, "এখানে একটু বিশ্রাম করিবে?" কিশোরীও নামিয়া, অশ্বদ্বয়কে একটা গাছের গুঁড়িতে বাঁধিয়া বলিল, "আমার বড় পিপাসা পাইয়াছে—একটু জল খাইব।"—বলিয়া অশ্বপৃষ্ঠ-লম্বিত থলিটি হইতে কাষ্ঠনির্ম্মিত জলপাত্র বাহির করিয়া আনিল। তাহার সেই চামড়ার ব্যাগ, কিংবা এনামেলের গ্লাসটি ইচ্ছা পূর্ব্বকই সঙ্গে লওয়া হয় নাই—কারণ, সে সব দেখিলে, অন্য লোকের মনে কিশোরীর জাতি সম্বন্ধে সংশয় জন্মিতে পারে।

নদীটি খরস্রোতা। জল অত্যন্ত স্বচ্ছ ও শীতল। উভয়ে জল পান করিয়া, নদীসন্নিকটে এক প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিল। নিনা পূর্ব্বদিকে চাহিয়া বলিল, "ঐ যেখানে নদীটি বাঁকিয়াছে, উপরে পাহাড়, নীচে জঙ্গল, ঐ স্থানের নাম কি জান?"

"কি?"

"ওখানটার নাম টং-শং-ফুগ্—অর্থাৎ হাজার খুনের স্থান।"

কিশোরী সবিস্ময়ে বলিল, "হাজার খুন! কে করিল?"

"করিয়াছিল এক জন স্ত্রীলোক—রাণী। এ সকল স্থান তখন নেপালের মগরদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। প্রবাদ এই যে, তিব্বত হইতে শার্পাগণ আসিয়া এই কাংপাচেন অঞ্চলে প্রথমে বসতি স্থাপন করে। তাহাদিগকে কিরাতও বলিত। মগরদের রাজা এই কিরাতগণের উপর অত্যন্ত অত্যাচার করিতেন, নানাবিধ রাজস্ব আদায়ের অছিলায় তাহাদিগকে নাস্তানাবুদ করিতেন। সেই কারণে এ অঞ্চলের প্রজারা সেই রাজার উপর অত্যন্ত বিরূপ ছিল। রাজা কোনও সময়ে কাংপাচেন পরিদর্শনে আসিয়াছিলেন; এই সুযোগে, শার্পা অথবা কিরাতগণ ষড়যন্ত্র করিয়া, অনুচরবর্গ সহ তাঁহাকে হত্যা করিয়া ফেলে। সপ্তাহ যায়, মাস যায়, রাজা ফিরিতেছেন না—দেখিয়া রাণী বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। অনুসন্ধান জন্য চর পাঠাইলেন, কিন্তু রাজা কোথায় বা তাঁহার কি হইল, কেহই কোনও সংবাদ জানিতে পারিল না। অবশেষে রাণী নিজে বাহির হইলেন। রাপাচান নামক নদী পার হইবার সময়ে দেখিলেন, তীরলগ্ন একটা বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড স্রোতের বেগে স্থানচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে, এবং ভিতর হইতে বহুসংখ্যক মাছি উড়িয়া বাহির হইতেছে। রাণীর আদেশে সেই স্থান খনন করা হইলে, রাজা ও তাঁহার অনুচরবর্গের মৃতদেহ বাহির হইয়া পড়িল। কাংপাচেনের কিরাতগণই যে তাঁহার স্বামীকে হত্যা করিয়াছে, এ বিষয়ে রাণী কৃতনিশ্চয় হইলেন। কিন্তু সে কথা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করিলেন না। রাজার শব নিজ দেশে লইয়া গিয়া, মহাসমারোহে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। স্বামীর স্থানে তিনিই রাজত্ব করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে সমস্ত কাংপাচেনবাসীকে তিনি এক ভোজে নিমন্ত্রণ করিলেন। রাজধানীতে যাওয়া তাহাদের পক্ষে কষ্ট-সাধ্য হইবে বলিয়া, নদীর বাঁকের ঐ স্থানটি নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। এক হাজার কিরাত ও কিরাতিনী

ঐ স্থানে সমবেত হইল। খাদ্যসম্ভারের সহিত জালা জালা মদ আনা হইয়াছিল। সেই মদে তীব্র বিষ মিশ্রিত ছিল। সেই হাজার কিরাত এই মদ্য পান করিয়া সেইখানেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। সেই অবধি ঐ স্থানের নাম হইয়াছে টং-শং-ফুগ—হাজার খুনের স্থান।"

এই শোচনীয় কাহিনী শুনিয়া কিশোরী কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। শেষে জিজ্ঞাসা করিল, "তার পর কি হইল?"

নিনা বলিল, "ক্রমে এই হত্যা-সংবাদ তিব্বতে পৌঁছিল। তিব্বতরাজ মগর-রাণীর বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। সেবার রাণীই জয়লাভ করেন। কিন্তু পরে তিব্বতীয়গণ কাংপাচেন প্রদেশ মগরদিগের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়াছিল।"

কিশোরী আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল, প্রায় মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত। বলিল, "চল, এখানে আর অধিক বিলম্ব করিয়া কাষ নাই। সন্ধ্যার মধ্যে আমাদিগকে ভ্যাংডিং গোম্বায় পৌঁছিতে হইবে ত?"

দুই দিনের পথ—তৎপূর্ব্বেই পরামর্শ হইয়াছিল, ভ্যাংডিং গোম্বায় বা মঠে আশ্রয় লইয়া রাত্রিটা কাটাইতে হইবে। উভয়ে তখন উঠিয়া অশ্বারোহণে নদীর তীরে তীরে পশ্চিমাভিমুখে চলিল। যদিও 'চড়াই' কিন্তু বেশী কষ্টদায়ক পথ নহে। কখনও নদীর উভয় তীরে, কখনও এক দিকে মাত্র পাহাড় জঙ্গল দেখা যাইতে লাগিল। কোথাও বা শস্যক্ষেত্রে কৃষকেরা হলচালন করিতেছে। নিনা বলিল, "এই সকল ক্ষেতে যব, গম, সরিষা প্রভৃতি জন্মায়, আর এই সকল পাহাড়ে বন্য মেষ থাকে; কস্তূরী হরিণও থাকে, আরও কিছু দূর অগ্রসর হইলে, মাঝে মাঝে বায়ুতে কস্তূরীর গন্ধ অনুভূত হইবে।"

ঘণ্টা দুই চলিবার পর নদীতীরবর্ত্তী জঙ্গলের প্রান্তে একটি রমণীয় স্থান দেখিয়া, উভয়ে সেই স্থানে বিশ্রাম করিবার পরামর্শ করিল। ক্ষুধায় দু'জনেই কাতর হইয়াছিল। অশ্বদ্বয়কে একটি তৃণবহুল স্থানে বাঁধিয়া প্রথমে তাহারা নদীর জলে মুখ-হাত ধুইল। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর থলি হইতে খাবার বাহির করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিল। সেই পথে দুই জন কৃষক যাইতেছিল, নিনা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, ভ্যাংডিং গোম্বা তথা হইতে আরও দুই ঘণ্টার পথে অবস্থিত। সুতরাং অধিক কালক্ষেপ না করিয়া, আবার তাহারা অশ্বারোহণ করিল।

ভ্যাংডিং গোম্বার নিকটবর্ত্তী হইতে সূর্য্যাস্তকাল উপস্থিত হইল। গোম্বাটি নদীতীর হইতে কিছু দূরে একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বতের সানুদেশে অবস্থিত। নিনা বলিল, "ঐ গোম্বায় কয়েকজন লামা থাকেন, আমার বাপের নাম শুনিলে তাঁহারা [illegible] চিনিয়া ফেলিবেন; সুতরাং ওখানে গিয়া আত্মপরিচয় দেওয়া হইবে না। শুধু বলিব, আমরা ওয়ালং মঠে যাইতেছি, রাত্রিটার জন্য আশ্রয় চাই। যত গুহা ওখানে আছে, তত লামা নাই শুনিয়াছি—সুতরাং স্থানের অভাব হইবে না।"

কিশোরী বলিল, "আত্মপরিচয় দিবে না বলিতেছ, কিন্তু যদি উহারা জিজ্ঞাসা করে, আমি তোমার কে?"

"সে ত জিজ্ঞাসা করিবেই। লামারা না করুক, আনীরা ত করিবেই। তখন পরিচয়মাত্র গোপন করিয়া, প্রকৃত কথাই বলিতে হইবে—আমরা বিবাহিত হইবার জন্য ওয়ালং মঠে যাইতেছি।"

কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, "আনী কি?"

নিনা বলিল, "মঠে কো[illegible]কান লামার আনী থাকে, তাহা কি তুমি শোন [illegible]?"

কিশোরী বলিল, "না, [illegible] নাই ত! আনী কি! শিষ্য? চেলা?"

নিনা মুখ নত করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "না। অবিবাহিতা স্ত্রী।"

ক্রমে তাহারা পাহাড়ে উঠিতে আরম্ভ করিল। পাহাড়টি অধিক উচ্চ নহে,—অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যেই তাহারা সেখানে পৌঁছিতে পারিল। মঠের সম্মুখে কয়েকজন স্ত্রীলোক (আনী) দেখা গেল। কেহ কেহ বসিয়া গল্প করিতেছে, কেহ শিশু সন্তানকে দুগ্ধ পান করাইতেছে, কেহ বা উদূখলে শস্য চূর্ণ করিতে ব্যস্ত। নিনা তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এই মঠের প্রধান লামা কোথায়?"

এক জন আনী বলিল, "প্রধান ও অন্য অন্য লামাগণ এখন কাহ্‌গিয়ুর পাঠে নিযুক্ত আছেন—সন্ধ্যার পর তাঁহাদের কার্য্য শেষ হইবে।"

"প্রধান লামার কোন আনী আছেন কি?"

উক্তিকারিণী এক জন প্রৌঢ়া রমণীকে [illegible] দেখাইয়া বলিল, "উনিই প্রধান লামার আনী।"

নিনা তাঁহার নিকট নিজ প্রার্থনা জানাইল। তি

খুটিনাটি করিয়া নিনাকে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। সে সকলের সদুত্তর পাইয়া অবশেষে কর্ত্রী ঠাকুরাণী অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "ঐ দিকে কয়েকটি খালি গোম্বা (গুহা) আছে—তোমার লোকটিকে বল, একটি নির্ব্বাচিত করিয়া লউক; আমার দাসী যে গোম্বায় শয়ন করে, তোমার স্থান সেইখানেই হইতে পারিবে।"—বলিয়া তিনি দাসীকে ডাকিয়া, অতিথিসৎকারের আদেশ প্রদান করিলেন।

কিশোরী টাটু দুইটিকে ঘাস-দানা দিয়া, তাহাদিগকে এক একটি গুহায় বাঁধিয়া রাখিল। লামাগণ শাস্ত্র-পাঠ শেষ করিয়া, অতিথিযুগলের আগমন-সংবাদ পাইলেন, এবং তাহাদের পরিচর্য্যার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা হইয়াছে জানিয়া, ও বিষয়ে আর কোনও তত্ত্ব লওয়া আবশ্যক বোধ করিলেন না।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া, লামাগণ প্রদত্ত যবের রুটী ও ডিম সিদ্ধ আহার এবং চা পান করিয়া, মঠে কিঞ্চিৎ "প্রণামী" দিয়া, নিনা ও কিশোরী পুনরায় যাত্রা করিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

শুভ বিবাহ।

সে দিন ওয়ালং মঠে পৌছিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গেল।

ওয়ালং একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। এখানকার মঠ এ অঞ্চলের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান মঠ। একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের গাত্রে মঠটি স্থাপিত। উভয়ে পৌছিয়া, প্রধান লামার সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলে তাহারা জানাইল, কল্য প্রাতে ভিন্ন সাক্ষাৎ হইবে না। তবে আতিথ্যের কোনও ত্রুটি হইল না।

পরদিন প্রায় আটটার সময় কিশোরী ও নিনা উভয়ে গিয়া প্রধান লামার সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং বিবাহিত হইবার প্রার্থনা জানাইল। ইঁহার নিকট কিশোরীর প্রকৃত পরিচয়ই দেওয়া হইল। খাস তিব্বতীয় ব্যক্তির নিকট তিব্বতীয় বলিয়া তাহাকে চালাইবার চেষ্টা বৃথা হইত।

লামা মহাশয়ের বয়স প্রায় ৬০ বৎসর। তাঁহার অঙ্গে রক্তবর্ণ পশমী পরিচ্ছদ, দুই কানে দুইটি সোনার মাকড়ি। তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া—কতক নিজে বুঝিয়া, কতক নিনার নিকট জানিয়া কিশোরী বুঝিতে পারিল, লামা মহাশয় এই সুদূর হিমালয়প্রদেশে বাস করিয়াও, পৃথিবীর অনেক সংবাদ রাখেন। নিনা কাংপাচেনের ভূতপূর্ব্ব লামার আনী গর্ভজাতা কন্যা শুনিয়া লামা মহাশয় তাহাকে সমাদর করিলেন। কিশোরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ত হিন্দু-সন্তান? হিন্দুধর্ম্মই ত তুমি মান?"

কিশোরী নিনার নিকট পূর্ব্বেই শুনিয়াছিল, তিব্বতীয়গণমধ্যে জাতিভেদ-প্রথা বর্ত্তমান নাই;—বৌদ্ধ-কন্যার সহিত হিন্দু বরের বিবাহে কিছুমাত্র বাধা নাই। সুতরাং সে নিঃসঙ্কোচে উত্তর করিল, "আমি হিন্দু।"

"হিন্দু-মতে বিবাহ হইলে, তোমার মনে এ কার্য্যের দায়িত্ব ও গুরুত্ব সম্বন্ধে যে পবিত্র ভাবটি জাগিত, বুদ্ধদেবের নামে শপথ করিয়া, বৌদ্ধ-শাস্ত্রোক্ত মন্ত্রোচ্চারণে পরিণয়পাশে বদ্ধ হইলে, সেইরূপ পবিত্র ভাব জাগিবে কি?"

কিশোরী বলিল, "নিশ্চয়ই জাগিবে, কারণ, বুদ্ধদেবকে আমরা বিষ্ণুর অবতার বলিয়া পূজা করি।"

লামা বলিলেন, "উত্তম কথা। অদ্যই আমি শুভ-দিন স্থির করিয়া দিব। তোমাদের কাহারও পিতা জীবিত নাই বলিতেছ। বর কন্যাকে 'রিণ' অর্থাৎ কত টাকা দিবেন, তাহা তোমরা নিজেদের মধ্যে স্থির করিয়া লইয়াছ ত?"

নিনা বলিল, "সে সব আমরা ঠিক করিয়াছি।"

লামা বলিলেন, "নিনা, তুমি অবশ্যই অবগত আছ, তিব্বতীয় প্রথা অনুসারে বিবাহের পূর্ব্বে বরপক্ষ কন্যাপক্ষকে এক দিন এবং বিবাহের পর স্বজন-বন্ধু ও গ্রামবাসিগণকে তিন দিন ভোজ দিয়া থাকেন। তোমার বর এ কার্য্যের জন্য কত টাকা ব্যয় করিতে প্রস্তুত আছেন, জানিতে পারিলে, তদনুসারে ব্যবস্থা হইতে পারে।"

নিনা বলিল, "বরপক্ষ কন্যাপক্ষ আর কৈ বাবা? বরপক্ষের মধ্যে উনি, কন্যাপক্ষের মধ্যে আমি।"

লামা হাসিয়া বলিলেন, "তাও কি হয়? উপস্থিত ক্ষেত্রে এই মঠের লামাগণ বরপক্ষ এবং আনীগণ কন্যা-পক্ষ বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।"

নিনা জানিত, ওয়ালংএর বৃহৎ মঠে আসিয়া বিবাহ করিতে হইলে, এই বাবদ বিলক্ষণ "রাজভূষণ" আছে, সুতরাং সে অর্থ সঙ্গে আনিয়াছিল। বলিল, "আমার বর ভোজের জন্য ৩০০৲ টাকা ব্যয় করিতে প্রস্তুত আছেন।"

লামা কহিলেন, "উত্তম। কিন্তু ও টাকায় চারি দিন ভোজ হইবে না, দুই দিন হইবে। বিবাহের পূর্ব্বে এক দিন, এবং বিবাহের দিন। দুই দিন হইলেই চলিবে। এখন তোমরা যাও, আনন্দ কর। অদ্যই আমি শুভদিন স্থির করিয়া, ও বেলা তোমাদের জানাইব। এ মঠে তোমাদের পরিচর্য্যার কোনও ত্রুটি হইতেছে না ত?"

নিনা বলিল, "না বাবা, আমরা বেশ সুখে আছি।" —বলিয়া দুই জনে লামা মহাশয়কে অভিবাদন করিয়া তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

উভয়ে তখন মঠ হইতে বাহির হইয়া, মনের সুখে গল্প করিতে করিতে পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহ দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল। মধ্যাহ্নে মঠে ফিরিয়া আসিয়া, ভোজনাদির পর স্ব স্ব গুহায় বিশ্রামার্থ প্রবেশ করিল। বিকালে সংবাদ পাইল, পঞ্চম দিনের পূর্ব্বে শুভদিন নাই—লামা ঐ দিন বিবাহের জন্য স্থির করিয়াছেন।

শুনিয়া নিনা কিশোরীকে একান্তে লইয়া বলিল, "ভোজের ব্যয় ৩০০৲ টাকা তুমি আজই গিয়া লামাকে দিয়া আইস। উহারা সব যোগাড়যন্ত্র করিবে, মদ চোয়াইবে, তাহাতে সময় লাগিবে কি না!"—কিশোরী তখনই গিয়া প্রধান লামার হস্তে টাকাগুলি দিয়া আসিল।

ওয়ালং এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলি হইতে অন্যান্য লামাগণ ভারে ভারে দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া আনিতে লাগিল। বড় বড় বকযন্ত্রের সাহায্যে সুরা প্রস্তুতের ধুম পড়িয়া গেল। আনীগণ নিনাকে খুব আদর-যত্ন করিতে লাগিল। উহাদের মধ্যে যাহারা অল্পবয়স্কা, তাহারা নির্জ্জন পাইলেই কৌতূহল বশতঃ তাহাকে কত কি প্রশ্ন করিতে লাগিল। "বরের সঙ্গে কোথা দেখা হ'ল? কি ক'রে ভাব হ'ল? কত দিনের ভাব? বর কেমন ভালবাসে?" ইত্যাদি। নারী চরিত্র সর্ব্বত্রই একরূপ—তা সে কোচ-কেদারা-ছবি-আয়না-সমন্বিত বিদ্যুৎ-আলোকিত গৃহে বিজলী পাখার নিম্নেই হউক আর হিমালয়ের তুঙ্গশৃঙ্গে পাষাণে ক্ষোদিত আদিম যুগোপযোগী গুহামধ্যেই হউক।

চতুর্থ দিনে, মহা সমারোহে ভোজের ব্যাপার সম্পন্ন হইল। কিশোরী তাহাদের মধ্যস্থলে পাশাপাশি বসিয়া ভোজন করিল, কিন্তু তাহাদের উপরোধ সত্ত্বেও সুরাপান করিতে সম্মত হইল না।

অবশেষে বিবাহ-দিনের প্রভাত আসিয়া হাসিয়া দেখা দিল। বেলা এগারটায় লগ্ন। আনীগণ নিনাকে লইয়া ক'নে সাজাইতে বসিয়া গেল। যুবক লামাগণ কিশোরীর তত্ত্বাবধানে রত হইল।

যথাসময়ে দুইটি বেদিকার উপর বরকন্যাকে বসাইয়া প্রধান লামা স্বয়ং পুরোহিতের আসনে উপবেশন করিলেন। লামাগণের সমবেত স্বরে, "ওম্ মণিপদ্মী হুম্"—শব্দে পর্ব্বতগাত্র পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। স্তোত্রপাঠ, মন্ত্রোচ্চারণ প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গীন ক্রিয়াকলাপ শেষ করিতে প্রায় অপরাহ্নকাল উপস্থিত হইল। বরবধূ প্রবীণ লামাগণের পদতলে প্রণত হইয়া, তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিল। আহারাদি আরম্ভ হইতে বেলা প্রায় ঢলিয়া আসিল। সন্ধ্যার পর অবধি অনেকক্ষণ ভোজের উৎসব চলিল। আনন্দ রোলের অন্ত নাই।

এ দিনেও ভোজের সময় এতক্ষণ নিনা বা কিশোরী সুরা স্পর্শ করে নাই। শেষের দিকে কয়েকজন আনী এ বিষয়ে উভয়কে অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। বলিল, "খাও। যে দিনের, যে নিয়ম তাহা ত পালন করা চাই—নহিলে অকল্যাণ হইবে!" অবশেষে কিশোরী, 'যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ' হিসাবে কিঞ্চিন্মাত্র পান করিল, নিনাও তাহার প্রসাদ পাইল।

অবশেষে আনীগণ বর-কন্যাকে তাহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট গুহাকক্ষে লইয়া গেল। এই কক্ষটি সুপরিসর। রৌপ্য-নির্ম্মিত দীপাধারের উপর সুবর্ণের প্রদীপে গন্ধতৈল জ্বলিতেছিল। গাঢ় লোহিতবর্ণের রেশমী বস্ত্রে গুহাগাত্র সমাবৃত—উপর প্রান্ত ব্যাপিয়া গোলাপী রেশমের ঝালর ঝুলিতেছে। শয্যার প্রচ্ছদবস্ত্রও রেশমী, উপাধান দুইটি সুকোমল মখমলে মণ্ডিত।

আনীগণ নানারূপ হাস্য-পরিহাসে গুহাখানি মুখরিত করিয়া তুলিল। অবশেষে নব-দম্পতিকে শুভরাত্রি ইচ্ছা করিয়া তাহারা সকলে প্রস্থান করিল।

দ্বার বন্ধ করিয়া আসিয়া কিশোরী বলিল, "এ যে রাজপুত্রের বাসর ঘরের মত করিয়া সজ্জিত হইয়াছে!"

নিনা বলিল, "এ মঠের প্রধান লামা রাজতুল্যই ধনবান্।"

পরদিন প্রাতে উঠিয়া চা-পানান্তে নিনা ও কিশোরী প্রধান লামার নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে গেল। লামা তাহাদিগকে নিকটে বসাইয়া স্নেহপূর্ণ স্বরে কয়টি উপদেশ প্রদান করিলেন। অবশেষে

কিশোরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি তোমার নব-বধূকে লইয়া এখন হিন্দুস্থানে ফিরিয়া যাইবে ?"

কিশোরী বলিল, "এখন কিছু দিন আমরা কাংপা-চেনেই বাস করিব। পরে কি করিব, তাহা এখনও আমরা স্থির করি নাই।"

কিশোরী লামাকে প্রণাম করিয়া, তাঁহার পদ-প্রান্তে পাঁচটি মোহর রাখিয়া দিল। নিনা দুইটি মোহর দিয়া প্রণাম করিল। তার পর অন্যান্য লামা ও আনীগণের নিকট বিদায় লইয়া তাহারা অশ্বারোহণে যাত্রা করিল। সে রাত্রি ল্যাংডিং গোম্ফায় বিশ্রাম করিয়া, পরদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বেই কাংপাচেনে আসিয়া পৌছিল।

গৃহে ফিরিয়া, নিনার চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। কিশোরী বলিল, "কেন নিনা, এ আনন্দের দিনে চোখে জল ফেলিতছ কেন ?"

নিনা বলিল, "বাবা দেখিলেন না !"

কিশোরী আদর করিয়া নিজ রুমালে নিনার চোখ মুছাইয়া দিয়া বলিল, "তিনি স্বর্গ হইতে আমাদের আশীর্ব্বাদ করিতেছেন।"

উপসংহার

মল্লিক সাহেব সেই রাত্রেই ভৃত্য-মুখে থানায় খুনের সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন। পরদিন প্রাতে ইন্‌স্পেক্টর সাহেব আসিয়া যখন সাক্ষিগণের জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করিতে বসিয়াছেন, সেই সময় দুই জন পাহাড়ী মংলুর আহত দেহ খাটিয়ায় বহন করিয়া মল্লিক সাহেবের বাংলায় লইয়া আসে। সকলেই দেখিল, মংলু মরে নাই—আঘাতের যন্ত্রণায় কাতরাইতেছে—প্রশ্ন করিলে ২।১টি কথার উত্তরও দিতেছে। ইন্‌স্পেক্টর তাহাকে হাঁসপাতালে পাঠাইয়া কিশোরীকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য স্যানিটেরিয়মে গিয়া দেখিলেন, আসামী "রূপোস।" ট্রেণের সময় প্ল্যাটফর্ম্মে খোঁজা হইল; যদি হাঁটা-পথে সিলিগুড়ি-অভিমুখে গিয়া থাকে, এই ভাবিয়া কার্ট রোডে অশ্বারোহী কনষ্টেবল পাঠানো হইল; কার্সিয়ং, সিলিগুড়িতে তার করা হইল, কিন্তু কোথাও আসামীর খোঁজ মিলিল না। অবশেষে কলিকাতার পুলিস কমিশনারকে তার করিয়া দিয়া, দার্জ্জিলিঙ পুলিস বিষয়ান্তরে মন দিলেন। এ দিকে হাঁসাপাতালে মংলুও ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করিতে লাগিল।

সে রাত্রে সত্যবালা ছাড়া ঘোষভিলার অপর কেহ এ ব্যাপার সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারে নাই। প্রাতে গোলমালটা হইলে, সত্যবালা তার মা'কে সমস্ত খুলিয়া বলিল। শুনিয়া ঘোষ গৃহিণী নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। মাতার সম্মতিক্রমে বেলা দশটার সময় সত্যবালা সঙ্গে দ্বারবান্ লইয়া স্যানিটেরিয়মে গিয়া কিশোরীর হিসাব মিটাইয়া দিয়া তাহার বাক্স, বিছানা ও কুকুরটিকে বাড়ী লইয়া আসিল।

ইহার এক সপ্তাহ পরে ঘোষ-গৃহিণী কন্যাদ্বয়কে লইয়া দার্জ্জিলিঙ ত্যাগ করিলেন। মল্লিক সাহেবের তখনও ছুটী রহিয়াছে, তিনিও কলিকাতায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। ঘোষ-গৃহিণী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তুমি কলকাতায় যেতে চাচ্চ, চল; কিন্তু এখন কিছু দিন সতীর সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ না হওয়াই ভাল, বাবা। যে সব ঘটনা ঘ'টে গেল, তাতে ওর মনটা খুবই উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে রয়েছে। এ অবস্থায় তুমি ওকে পীড়াপীড়ি করলে হিতে বিপরীত হ'তে পারে; হয় ত ওর মন তোমার প্রতি চিরদিনের জন্যে বেঁকেও বস্‌বে। তার চেয়ে ওকে এখন ধীরে সুস্থে সামলে উঠ্‌তে দেওয়াই ভাল। কিছু দিন বাদে ও সব ওর মন থেকে মুছে-টুছে গেলে তুমি আবার চেষ্টা করলে তখন হয় ত ভাল ফল হ'তেও পারে।"

আসলে মল্লিককে জামাতা করিবার স্পৃহা ঘোষ-গৃহিণীর আর ছিল না। তিনি বুঝিয়াছিলেন, সত্য-বালা ও মল্লিকের চরিত্রগত পার্থক্য এত বেশী যে, বিবাহ হইলে উহারা পরস্পরকে লইয়া সুখী হইবে,

এমন সম্ভাবনা খুবই কম। উঁহাদের রুচি বিভিন্ন, আদর্শ বিভিন্ন—বিভিন্ন কেন, বিপরীতও বলা যাইতে পারে। কিশোরীর সঙ্গে সকল বিষয়ে সতীর যেমন মিলটি খাইয়াছিল, মল্লিক যদি মাঝে পড়িয়া এই গণ্ডগোলটা না বাধাইত, তবে হয় ত সময়ে তিনি স্বামীকে সম্মত করিয়া উভয়ের মিলন ঘটাইতে পারিতেন। সেই কারণে মল্লিকের প্রতি তাঁহার মন বিমুখ হইয়া পড়িয়াছিল। তবে তিনি বুদ্ধিমতী রমণী, স্পষ্ট কথা কিছু না বলিয়া স্তোকবাক্যে তাহাকে নিরস্ত করিলেন। মনে মনে বলিলেন, "আচ্ছা বেহায়া পুরুষমানুষ কিন্তু! দেখ্‌ছিস যে, ও আর এক জন-গত-প্রাণ, তার জন্যে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত—তোর ছায়া পর্য্যন্ত সে মাড়াতে চায় না—তবু তার প্রাণের কাল হয়ে তার পিছনে লেগে থাকবি?"

মল্লিক সাহেব দার্জ্জিলিঙেই রহিয়া গেলেন।

কিশোরী সত্যবালাকে বলিয়া গিয়াছিল, বৎসরখানেক পরে, এ সব গোলমাল চুকিয়া গেলে সে ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে বিবাহ করিবে। কলিকাতায় গিয়া সতী আশা করিতে লাগিল, এক দিন না এক দিন নিশ্চয়ই সে কিশোরীর পত্র পাইবে। পিতার নিকট সে শুনিয়াছিল, কিশোরীর অপরাধ, বড় জোর "গুরুতর জখম উৎপন্ন করা"—এই ধারা আপোষে মিটমাট হইবার বিধান আইনে আছে, কিশোরী ফিরিয়া আসিলে মংলুকে কিছু টাকা দিলেই সব গোল মিটিয়া যাইতে পারে।- সতী মনে মনে ভাবিত, কোথায় তিনি, তাও জানি না; কেমন করিয়াই বা এ সংবাদ তাঁহাকে দিব? যদি কোনও চিঠি আসে, কোথায় তিনি, যদি জানিতে পারি, তবে সংবাদ দিতে পারি।—চিঠির আশায় আশায় সতী এক বৎসর যাপন করিল, চিঠিও আসিল না, কিশোরীও ফিরিল না।

দ্বিতীয় বৎসর সতী আশা করিতে লাগিল, এ বৎসর হয় তিনি ফিরিয়া আসিবেন, নয় নিশ্চয়ই তাঁহার একটা সংবাদ পাইব। কিন্তু দ্বিতীয় বৎসরও কাটিয়া গেল—তাহার আশা অপূর্ণ রহিল।

তখন সতী স্থির করিল, কিশোরী আর বাঁচিয়া নাই—পাহাড়ে জঙ্গলে, বিঘোরে সে প্রাণ হারাইয়াছে।

দিবসে সে তাহার পড়াশুনা লইয়া ও গৃহ-কর্ম্ম করিয়া কাটাইয়া দেয়—রাত্রে প্রায়ই বিছানায় শুইয়া খানিকক্ষণ কাঁদে, তার পর ঘুমাইয়া পড়ে।

ইতিমধ্যে মাঝে সতীর রূপে গুণে, অথবা তাহার পিতার সহায়তার লোভে আকৃষ্ট হইয়া, মক্কেলহীন অবিবাহিত ব্যারিষ্টারগণ আসিয়া তাহার সঙ্গে "ভাব" করিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু কোনও সুবিধা করিতে না পারিয়া, অন্য শীকারের উদ্দেশে ধাবিত হইয়াছে।

তৃতীয় বৎসর, সতী তার মা-বাপকে বলিল, এমন করিয়া তাহার দিন আর কাটে না—সে একটি মেয়ে-স্কুল খুলিয়া কাযে ব্যাপৃত থাকিতে ইচ্ছা করে; কিছু টাকা চাই।

পিতামাতা তাঁহাদের বিষাদময়ী কন্যার এই প্রস্তাবে সহজেই সম্মত হইলেন।

বালিগঞ্জেই একটি ছোট বাড়ী ভাড়া লইয়া, নিজ সখীদের মধ্যে কয়েকজনকে সহকারিণী করিয়া সতী তাহার স্কুল খুলিয়া বসিল। দুই বৎসর স্কুল চালাইবার পর ছাত্রী অনেক বাড়িল, স্কুলের বেশ সুনাম রটিল। কিন্তু এই বৎসর তাহার পিতা স্বর্গারোহণ করিলেন। উইলে দেখা গেল, সতীকে তিনি নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়া গিয়াছেন।

প্রথমটা পিতৃশোকে সতী বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। মাসখানেক ত সে তাহার স্কুলে পর্য্যন্ত যায় নাই। ক্রমে একটু সামলাইয়া উঠিয়া পিতৃদত্ত টাকা হইতে স্কুলের জন্য একটি বড় বাড়ী ভাড়া করিল, ছাত্রীদের আনিবার ও বাড়ী পৌঁছাইয়া দিবার জন্য দুইখানি লম্বা গাড়ী (Bus) কিনিল। ইহাতে ছাত্রীসংখ্যা আরও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল; —শিক্ষয়িত্রী-সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া সতী ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত পড়াইবার ব্যবস্থা করিল এবং আশু বাবুকে ধরিয়া, স্কুলটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাধীন করিয়া লইল।

হিন্দু ঘরের বড় বড় মেয়ে যাহাতে অসঙ্কোচে আসিয়া পড়িতে পারে, তাই স্কুলের নাম হইল "হিন্দুকন্যা পর্দ্দা পাঠশালা।" দারবান্ ও মহিলকোচম্যানগণ ছাড়া আর কোন পুরুষের তথায় প্রবেশাধিকার রহিল না।

পরবৎসর সতীর জননীও স্বর্গারোহণ করিলেন। সতী আরও অনেক টাকা হাতে পাইয়া স্কুলের সংলগ্ন বাড়ীটিও ভাড়া লইয়া, মেয়েদের জন্য একটি বোর্ডিং স্থাপনা করিল এবং নিজেও তথায় বাস

করিতে লাগিল। তাহার বোন বীণার পুর্ব্বেই বিবাহ হইয়া গিয়াছিল—সে তাহার স্বামিগৃহে গৃহিণী হইয়াছিল।

এইরূপে একটি একটি করিয়া—সুদীর্ঘ কুড়িটি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

সতী এখন আর যুবতী নাই—তাহার মাথায় কালো চুলের মাঝে মাঝে ২।১ গাছি করিয়া পাকা চুলও দেখা দিয়াছে। সে এখন আর ক্লাসে পড়ায় না; তবে সকল বিষয়েই তত্ত্বাবধান করে। তাহার শৃঙ্খলা ও শাসনগুণে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং বেশ ভালই চলিতেছে।

এক দিন সতী স্কুলের আপিস ঘরে বসিয়া আছে, স্কুল তখন বসিয়া গিয়াছে—শিক্ষয়িত্রীগণ স্ব স্ব ক্লাসে পড়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন, এমন সময় ফটকের বাহিরে একখানি মোটর আসিয়া দাঁড়াইল। ক্ষণপরে সতী দেখিল, একটি মহিলা, অনুমান তাহারই বয়স, একটি ছোট মেয়ের হাত ধরিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া দ্বারবান্‌কে কি জিজ্ঞাসা করিলেন, দ্বারবান্ অঙ্গুলীনির্দ্দেশে আপিস-কক্ষ দেখাইয়া দিল। মহিলাটি মেয়েটির হাত ধরিয়া আপিসের দিকে আসিতে লাগিলেন। তাঁহার অঙ্গে তিব্বতীয় রমণীর পরিচ্ছদ; কিন্তু পায়ে ইংরাজী ধরণের জুতা মোজা আছে। মেয়েটির গায়ে ইংরাজী পোষাক।

সতী ভাবিতে লাগিল, ইনি ইংরাজী জানেন কি না—না জানিলে ইঁহার সহিত কোন্ ভাষায় আলাপ করা সম্ভব হইবে?

মহিলাটি প্রবেশ করিয়া পরিষ্কার বাঙ্গালায় বলিলেন, "নমস্কার। আপনিই কি এই বিদ্যালয়ের—"

ইঁহার মুখে বাঙ্গালা শুনিয়া সতী একটু আশ্চর্য্য হইয়া উত্তর দিল—"হাঁ, আমিই এই বিদ্যালয়ের লেডী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। বসুন।"—বলিয়া সতী চেয়ার দেখাইয়া দিল।

মহিলাটি বসিলেন। মেয়েটিও অপর একখানি চেয়ারে বসিল। সতী জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কি প্রয়োজন?"

মহিলা উত্তর করিলেন, "আমার নাম নিনা নাঙ্গা লামা। আমার এই মেয়েটিকে আপনার স্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দিতে চাই। কিন্তু আমরা বৌদ্ধ—আপনার এ হিন্দুকন্যা পাঠশালা। আমার মেয়েকে নিতে আপনাদের কোনও আপত্তি আছে কি?"

সতী বলিল, "কিছুমাত্র না। বৌদ্ধধর্ম্ম ত হিন্দুধর্ম্মেরই একটা অঙ্গ। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, বুদ্ধদেব আমাদের এক জন অবতার।"

"হাঁ, তা জানি। বেশ, তা হ'লে কা'ল এই সময় এসে মেয়েকে আমি ভর্ত্তি ক'রে দিয়ে যেতে পারি?"

"অবশ্য। বাড়ীতে আপনার মেয়ে কিছু পড়েছে?"

নিনা বলিল, "বল খুকী, তুমি কি পড়ছ, গুরুমাকে বল।"

খুকী বলিল, "আমি এখন দ্বিতীয় ভাগ পড়ি।"

নিনা বলিল, "আপনি বোধ হয় আশ্চর্য্য হচ্চেন, এত বড় মেয়ে এখনও দ্বিতীয় ভাগ পড়ে! আসল কথা, আমরা আজ ৩।৪ মাস কলিকাতায় এসেছি; যেখানে এত দিন আমরা থাকতাম, সেখানে বই-কেতাব কিছুই পাওয়া যায় না। এই কলকাতায় এসে পণ্ডিত রেখে খুকীকে বাঙ্গালা পড়াতে সুরু করেছি।"

সতী জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা কোথায় থাকতেন?"

"আমরা ছিলাম কাংপাচেন—প্রায় তিব্বতের কাছাকাছি। আমার পিতা পুর্ব্বে সেই কাংপাচেন মঠের লামা বা পুরোহিত ছিলেন।"

সতী বলিল, "আপনি ছেলেবেলায় বাঙ্গালা দেশে ছিলেন বুঝি?"

"না। পাঁচ মাস আগে পর্য্যন্ত আমি নিজের দেশের বাইরে কখনও পা-ও দিইনি।"

"তবে এমন সুন্দর বাঙ্গালা আপনি শিখলেন কোথা থেকে?"

নিনা কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিল, "সে কথা আর এক দিন আপনাকে আমি জানাবো। এখন ত আমি কলকাতাতেই রইলাম; আপনার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হ'ল, আশা করি, মাঝে মাঝে দেখা-সাক্ষাৎ হবে। আমার জীবনের ইতিহাস একটু আশ্চর্য্য রকমের—সব কথাই এক দিন আপনাকে বল্‌বো।"

"আপনি এখানে আছেন কোথা?"

"ল্যান্সডাউন রোডে একটি বাড়ী ভাড়া নিয়ে আমরা আছি।"

"সেখানে আর কে কে আছেন?"

"আমি আর আমার ছেলে মেয়েরা। আমার দুটি ছেলে ;—একটির বয়স ১৮, আর একটি ১৫। আর এই মেয়েটি—এ সাত বছরে পড়েছে।"

"আপনার স্বামী? তিনি বুঝি দেশেই আছেন?"

নিনা মাথাটি নীচু করিয়া বলিল, "আমি বিধবা। আজ এক বৎসর হ'ল, আমি বিধবা হয়েছি।"

সতী বলিল, "মাফ করবেন—না জেনে জিজ্ঞাসা ক'রে আমি আপনার মনে কষ্ট দিলাম।"

নিনা একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "কষ্ট আর আপনি নূতন কি দিলেন? কষ্ট ত জীবন ভরাই রয়েছে। আচ্ছা, আজ আর আমি আপনার সময় নষ্ট করবো না—কা'ল আবার আস্‌বো, খুকীকে ভর্তি ক'রে দিয়ে যাব।"

সতী নিনার সঙ্গে ফটক অবধি আসিল। নিনা নমস্কার করিয়া, ফটকের বাহির হইয়া, গাড়ীতে উঠিল। সতী লক্ষ্য করিল, গাড়ীখানি নিজস্ব—ট্যাক্সি নহে।

আফিস-কক্ষে ফিরিয়া আসিয়া সতী এই আশ্চর্য্য মহিলাটির কথা ভাবিতে লাগিল। তাহার ভাবভঙ্গী, কথাবার্ত্তা যতই চিন্তা করিতে লাগিল, ততই তাহার বিস্ময় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। একটা সুদূর সম্ভাবনাও তাহার মস্তিষ্কে এই সময় প্রবেশ করিল।

পরদিন সতী অধীরভাবে এই মহিলার পুনরাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

যথাসময়ে আসিয়া নিনা মেয়েকে যথারীতি ভর্ত্তি করিয়া দিল। সতী বলিল, "সাড়ে তিনটের সময় ছুটী হবে। আপনি কি মেয়েকে নিয়ে যেতে নিজের গাড়ী পাঠাবেন, না স্কুলের গাড়ীতে ও যাবে?"

নিনা বলিল, "না, আমি নিজেই এসে মেয়েকে নিয়ে যাব। আর একটা কথা—বলতে সাহস হচ্চে না। আপনিও যদি সেই সময় দয়া ক'রে আমার বাড়ী যান, তবে দু'জনে একত্র চা খাওয়া যায়—একটু কথাবার্ত্তাও হয়।"

"তা বেশ—আমি যাব।"

তিনটার পর আবার আসিয়া নিনা কন্যাকে ও সতীকে নিজ গাড়ীতে উঠাইয়া লইয়া গেল। কন্যাকে খাওয়াইয়া, আয়ার জিম্মায় বাগানে তাহাকে খেলা করিতে পাঠাইয়া, সতীকে নিজ শয়নকক্ষে বসাইয়া কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল।

নিনা বলিল, "আপনি আমায় কা'ল জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি আজীবন তিব্বত-বাসিনী হয়েও এমন বাঙ্গালা শিখলাম কোথা থেকে? আচ্ছা, আপনার মনে কি এ প্রশ্নের কোনও উত্তর আপনা আপনি উদয় হয়েছে?"

সতী বলিল, "হ্যাঁ, তা হয়েছে।"

"তা হ'লে আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন।"—বলিয়া নিনা নতমুখে বসিয়া রহিল।

সতী বলিল, "সব কথা আমায় খুলে বলুন। অনিশ্চয়তার মধ্যে প'ড়ে আমি বড় যাতনা পাচ্চি।"

নিনা বলিল, "আমার স্বামী ছিলেন তিনিই—যিনি আপনাকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন—বিবাহের ধার্য্য দিনে ভোরবেলা যাঁকে অবস্থার গতিকে দার্জ্জিলিঙ থেকে পালাতে হয়।"

এই কথা শুনিয়া সতীর মাথা ঝিমঝিম করিতে লাগিল। চেয়ারের বাজুতে হাতের উপর মাথা রাখিয়া সে নীরব হইয়া রহিল। নিনাও নীরবে বসিয়া রহিল, তাহার চক্ষু হইতে দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া তাহার বক্ষে পড়িল।

কিছুক্ষণ পরে মাথা তুলিয়া সতী ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তাঁর কি হয়েছিল?"

"জ্বরবিকারে মারা গেলেন। যাবার দিনও তোমার কথা আমায় বলেছিলেন। তাঁরই শেষ আদেশ অনুসারে, আমি ছেলে দুটিকে, মেয়েটিকে নিয়ে কলকাতায় এসেছি, তোমার বিষয় সমস্ত খোঁজ-খবর নিয়ে, তার পর কা'ল তোমার সঙ্গে দেখা করেছি। তিনি বলেছিলেন, যদি এসে আমি খবর পাই যে, তুমি বিবাহ ক'রে সংসারধর্ম্ম পালন করছ, তা হ'লে যেন কোনও কথা তোমার কাছে না ভাঙ্গি—এমন কি, তোমার সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত করতে মানা করেছিলেন। আর যদি দেখি, তুমি বিবাহ কর নি, তা হ'লে সব কথাই তোমায় যেন বলি—তোমার সঙ্গে সখীত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হই।"

সতী কোনও কথা বলিতে পারিল না—গালে হাত দিয়া বসিয়া খোলা জানালা-পথে বাহিরের নারিকেলগাছের পানে চাহিয়া রহিল।

কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া নিনা বলিল, "আমার প্রতি তোমার মনের ভাব এখন কি রকম হচ্চে, বা এর পরে কি দাঁড়াবে, তা জানি না। কিন্তু আমার প্রতি কোনও বিদ্বেষের ভাব মনে তুমি পোষণ করো

না ভাই। সব কথা বিস্তারিতভাবে বলবার সময়ও নয়—যদি শুনতে চাও—ক্রমে ক্রমে সে সবই তোমায় আমি বলবো। সব কথা শুনলে, তিনি তোমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা দোষে নিতান্ত দোষী ব'লে তোমার মনে হবে না। এখন আর মন খারাপ ক'রে কি হবে? চল, দুজনে একটু চা খাই গে—আমার ছেলেদের স্কুল থেকে আসবার সময় হ'ল, তাদেরও দেখবে চল। আমার ত আশা, তোমাতে আমাতে দুটি বোনের মত থেকে, তাঁর ছেলেমেয়েগুলিকে মানুষ করবো। তবে তোমার যদি তা পছন্দ না হয়, ভবিষ্যতে আর আমি তোমায় বিরক্ত করবো না।"

সতী একটু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "চল, নিনা।"

নিনা তাহার হাতটি ধরিয়া বলিল, "চল—তোমায় আমি কি ব'লে ডাকবো, আমায় ব'লে দাও।"

"তুমি আমায় দিদি ব'লে ডেকো। এখন থেকে দুই বোনের মতই আমরা থাকবো।"--বলিয়া সতী, নিনাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া, তাহার কাঁধে মাথা রাখিল।

সম্পূর্ণ

পত্রপুষ্প

(গল্প-গ্রন্থ)

[দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে]

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত

প্রথম সংস্করণের

ভূমিকা

এই গ্রন্থে প্রকাশিত গল্পগুলি সমস্তই "মানসী ও মর্ম্মবাণী" মাসিক পত্রিকা হইতে পুনর্মুদ্রিত।

"সতীদাহ" শীর্ষক সত্য ঘটনাটি শেষ গল্পস্বরূপ মুদ্রিত হইল। ক্যাপ্টেন্ গ্রিণ্ডলে নামক এক ব্যক্তি বিগত শতাব্দীর প্রারম্ভভাগে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে কর্ম্ম করিতেন। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে তিনি একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার নাম "Scenery, Costumes and Architccture Chiefiy on the Western side of India." এই আখ্যায়িকা সেই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থখানি হইতে অনূদিত।

কলিকাতা
জন্মাষ্টমী, ২৪শে শ্রাবণ,
১৩২৪ সাল।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

পত্রপুষ্প

নিষিদ্ধ ফল

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাগবাজারের দুর্গাচরণবাবু তাঁহার দ্বাদশবর্ষীয়া সুসজ্জিতা সালঙ্কারা কন্যাটির হস্তধারণ করিয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "এইটি আমার মেজো মেয়ে, রায় বাহাদুর।"—কন্যাকে বলিলেন, "মা, এঁকে প্রণাম কর।"

ভবানীপুর-নিবাসী রায় প্রফুল্লকুমার মিত্র বাহাদুর পারিষদগণ-পরিবৃত হইয়া দরিদ্র দুর্গাচরণের তক্তপোষে বসিয়া বাঁধা হুঁকায় ধূমপান করিতেছিলেন। মেয়েটি সলজ্জভাবে তাঁহার পায়ের কাছে মাথা ঠেকাইয়া, নতনেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল।

রায় বাহাদুরের বয়স পঞ্চাশৎ বর্ষ হইবে। দিব্য গৌরবর্ণ পুরুষ, মোটাসোটা, হাস্যোজ্জ্বল বড় বড় চক্ষু, গোঁফ ও দাড়ি দুই-ই কামানো। খুব চওড়া হাঁসিয়া-যুক্ত বহুমূল্য শালের যোড়া গায়ে দিয়া বসিয়া ছিলেন। প্রসন্নদৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত্ত কন্যাটির পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "বাঃ বেশ মেয়ে, খাসা মেয়ে, বেঁচে থাক মা, সুখে থাক। দিব্যি মেয়েটি, নয় হে সুরেশ?"

সুরেশনামা পারিষদ বলিল, "আজ্ঞে, তার আর সন্দেহ কি?"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "মা, তোমার নামটি কি বল ত?"

মেয়েটির ওষ্ঠযুগল ঈষৎ কম্পিত হইল, কিন্তু কোন শব্দ উচ্চারিত হইল না। দুর্গাচরণ বাবু উৎসাহ দিয়া তাহাকে বলিলেন, "বল মা, বল।"

মেয়েটি তখন অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিল, "শ্রীমতী নন্দরাণী দাসী।"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "নন্দরাণী? বেশ। নামটিও বেশ। কেমন হে যতীন দাদা?"

যতীন্দ্র নামধারী পারিষদ বলিল—"খাসা নাম।"

দুর্গাচরণবাবু বলিলেন, "নন্দরাণী নাম—বাড়ীতে সবাই রাণী ব'লে ডাকে।"

"রাণী? তা আপনার মেয়ে রাজরাণী হওয়ারই উপযুক্ত বটে। মুখখানি নিখুঁত। চোখ দুটিও চমৎকার। ঘোষাল মশায় কি বলেন?"

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, "এ মেয়ে আপনারি পুত্রবধূ হবার উপযুক্ত।"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "তা মা, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ব'স, এখানে ব'স। দুর্গাচরণবাবু, আপনিই বা দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন।"

মেয়েটি ইতস্ততঃ করিতেছিল। তাহার পিতা বলিলেন, "ব'স মা, ব'স।"—বলিয়া নিজেও উপবেশন করিলেন। মেয়েটিও মাথা নীচু করিয়া পিতার কাছ ঘেঁসিয়া বসিল।

রায় বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি পড় মা?"

"আখ্যানমঞ্জরী দ্বিতীয় ভাগ, পদ্যপাঠ প্রথম ভাগ, আর সরল শুভঙ্করী।"

"পাণ সাজতে জান?"

"জানি।"

দুর্গাচরণবাবু বলিলেন, "আমার বড় মেয়ে শ্বশুরবাড়ী গিয়ে অবধি বাড়ীর সব পাণ ঐ ত সাজে। যা খেলেন, ওরই সাজা পাণ।"

রায় বাহাদুর রূপার ডিবা হইতে একটা পাণ লইয়া কপ্ করিয়া মুখে দিয়া চিবাইতে চিবাইতে বলিলেন, "বেশ পাণ। রান্না-বান্না কিছু শিখেছ মা?"

রাণী বলিল, "শিখেছি।"

"তাও শিখেছ? বেশ বেশ। আলুভাজা, পটলভাজা, মাছের ঝোল—এ সব রাঁধতে পার?"

মেয়েটি ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "পারি।"

রায় বাহাদুর তাহার স্কন্ধদেশে সস্নেহে মৃদু মৃদু আঘাত করিতে করিতে বলিলেন, "এরই মধ্যে শিখেছ, লক্ষ্মী মেয়ে!"

দুর্গাচরণবাবু বলিলেন, "আমি আর বাপ হয়ে কি বলব রায় বাহাদুর—যদি আমার মেয়েটিকে গ্রহণ করেন, তবে দেখতেই পাবেন। গত মাসে আমার স্ত্রী যখন আতুড়ে, বড় মেয়েটি শিবপুরে, অনেক কাকুতিমিনতি করাতেও বেয়াই মশাই তাকে পাঠালেন না, রাণীই আমাদের সংসার চালিয়ে দিয়েছে। ওকে যদি নেন, সবই জানতে পারবেন।"

মাথাটি দুলাইতে দুলাইতে সহাস্যে রায় বাহাদুর বলিলেন, "নেব না? নেব না? লুফে নেব। এমন মেয়ে পেলে কেউ ছাড়ে? কি বল হে সতীশ?"

সতীশ বলিল, "আজ্ঞে, তার আর সন্দেহ কি!"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "আচ্ছা, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তার পর মাকে ছুটী দিই।" বলিয়া নন্দরাণীর স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া তাহার দিকে ঝুঁকিয়া বলিলেন, "হাঁ মা, আমার মাথার পাকা চুল তুলে দিতে পারবে? দুপুরবেলা খেয়ে যখন আমি শোব, বিছানায় তোমার এই বুড়ো নতুন বাবাটির কাছে ব'সে ব'সে একটি একটি ক'রে পাকাচুল তুলে দিতে পারবে কি?—এটি বোধ হয় শেখনি, কি বল মা? তোমার বাবার মাথায় ত পাকাচুল নেই।"—বলিয়া তিনি উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন।

নন্দরাণীর মুখেও ঈষৎ হাস্যসঞ্চার হইল। মুখটি তুলিয়া সে রায় বাহাদুরের মস্তকখানির দিকে চাহিল। দেখিল, সেখানে 'বলৌ সুজনা ইব' চুলের সংখ্যা খুবই কম এবং দূর দূরান্তে অবস্থিত।

তাহার মৌনকেই সম্মতি জ্ঞান করিয়া রা বাহাদুর বলিলেন, "আচ্ছা মা, সে পরীক্ষাও হ যাও, এখন বাড়ীর ভিতরে যাও।"

বাহিরে ঝি দাঁড়াইয়া ছিল। নন্দরাণী তক্ত হইতে নামিবামাত্র সে আসিয়া তাহার ক করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বৈঠক হইতে হুঁকাটি তুলিয়া লইয়া প্রায় কাল রায় বাহাদুর নীরবে ধূমপান করি হুঁকা দুর্গাচরণবাবুর হাতে দিয়া বলিলেন

স্র রার রেয় সিয়া চরণবাবু লে বড়ই র টাকা নি বাড়ী বি-এ পড়ি- সা পণ দিতে ার পাওয়া র্গাচরণবাবু

ভায়া, কবে বিয়ে দেওয়া একবারে আপনি থেকে কের মনস্তুষ্টি-সম্পাদনে যত্ন- তে" পরামর্শ করিয়া, যেমন

দুর্গাচরণবাবু বলিলে প্রাতে গিয়া রায় বাহাদুরকে বল্লেই বরং আমাকে লেন। আপনার চেয়ে সব বিষয়ে মানে—"

হাসিতে হাসিতে স-পারিষদ রায় বাহাদুর বলিলে তাঁহার বৃহৎ ল্যাণ্ডো গাড়ী, বয়সে আমার চেয়ে ছোট র দুর্গাচরণবাবুর ক্ষুদ্র গলি তা ব'লে, চুল পেকেছে ব' হির হইয়া গেল। গেছি, তা ভেব না—

দুর্গাচরণবাবুর প খুব হাসিতে

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দুর্গা অনুমতি মাসেই শুভবিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া কাস্তন রায় বাহাদুরের পুত্রের নাম শ্রীমান্ হেমন্ত- লোক—

রায় শয্যা হয় নাই? হইয়াছিল বৈ কি। কিন্তু কি? য যে কয়টি দিন বধূ সেখানে রহিল, তুমি কি র তাহার সাক্ষাৎ হইল না। রায় বাহাদুর হলেই বা াহার স্ত্রী ও পরিবারস্থ অন্য সকলের প্রতি না? সে যেণ আজ্ঞা প্রচার করিয়া রাখিয়াছিলেন। বিধান নয়। নব স্বামীকে বেশ চিনিতেন, সুতরাং ভেবে এ বার জন্য আর বৃথা চেষ্টা করিলেন না। ভয়ঙ্কর প্রাহকাল থাকিয়া রাণী পিত্রালয়ে চলিয়া গেল।

দুর্গাচরণবাবু জামাতাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনা, বুদ্ধির কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করিলেন না। গৃহিণী কর্ত্তৃক এ বিষয়ে বার বার অনুরুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "দেখ, জামাইকে সকালবেলা নিয়ে এসে বেলাবেলি ফিরে পাঠাতে পারি। কিন্তু তাঁর ছেলের সঙ্গে বউ য়ের দেখা হয় নি, এ কথা বেয়াই যদি বিশ্বাস না করেন, আমি তখন সাফাই সাক্ষী পাব কোথা? বেয়াইয়ের মেজাজ জান ত?"

জ্যৈষ্ঠমাসে জামাই-ষষ্ঠী হইল। দুর্গাচরণবাবু রাণীকে শিবপুরে তাঁহার বড় মেয়ের শ্বশুরবাড়ীতে রাখিয়া মাতব্বর এলিবাই সাক্ষী সৃষ্টি করিয়া আসিয়া তাহার পর হেমন্তকুমারকে গৃহে আনিয়া জামাতার্চ্চনা করিলেন।

আষাঢ়মাসে রায় বাহাদুর বধূকে নিজ বাটীতে আনয়ন করিলেন। হেমন্ত এত দিন অন্তঃপুরেই শয়ন করিত, এইবার বহির্ব্বাটীতে নির্ব্বাসিত হইল। এ বৎসর তাহার একজামিনের পড়া, কিন্তু যেমন্তে

মুখস্ত করিয়া ও পয়ারাদি বিবিধ ছন্দে বিরহমূলক নানা কবিতা লিখিয়া সে বর্ষাযাপন করিতে লাগিল।

দুইবার জলযোগ ও দুইবার আহার করিবার জন্য মাত্র হেমন্তকুমার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিত। বধূ আসিবার দিন-পনেরো পরে এক দিন হঠাৎ উভয়ের চোখোচোখি হইয়া গেল।

মাঝে মাঝে এইরূপ চোখোচোখি হইতে লাগিল। নির্দ্দিষ্ট চারিবার ভিন্ন, আরও দুই তিনবার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার অছিলা হেমন্ত আবিষ্কার করিয়া লইল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে এক দিন জল খাইয়া ফিরিবার পথে হেমন্ত দেখিল, বধূ এক স্থানে জড়সড় হইয়া ঘোমটা দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আশেপাশে কেহ নাই। যাইবার সময় সে বধূর শাড়ীটি স্পর্শ করিয়া গেল।

ইহার পর হইতে প্রায় প্রতিদিন এরূপ ঘটিত। ক্রমে পত্র-বিনিময়, তাম্বূল-বিনিময় এবং আরও কি কি বিনিময় ঠিক জানি না— সেই ক্ষণিক মিলনেই সম্পন্ন হইতে লাগিল।

বর্ষা কাটিল, শরৎকাল আসিল। ভাদ্রের শেষ সপ্তাহে, (মাসের পহলা তারিখে কাগজ বাহির হওয়া তখনও রেওয়াজ হয় নাই) "বঙ্গবাণী" মাসিক-পত্রিকায় "চকোরের ব্যথা" শীর্ষক হেমন্তের এক কবিতা ছাপা হইল। নিম্নে তাহার নাম স্বাক্ষরিত ছিল। কবিতাটি কেমন করিয়া রায় বাহাদুরের চক্ষে পড়িয়া যায়। পরদিন তিনি বৈবাহিককে পত্র লিখিলেন, "বধূমাতা অনেক দিন আসিয়াছেন। মা'র জন্য বোধ হয় তাঁহার অত্যন্ত মন কেমন করে। অতএব আশ্বিনমাস পড়িলেই তাঁহাকে তুমি কিছু দিনের জন্য লইয়া যাইবে।" দুর্গাচরণবাবু আসিয়া কন্যাকে গৃহে লইয়া গেলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কার্ত্তিকমাসে প্রেসিডেন্সি কলেজ খুলিবার দুই তিন দিন পরে ক্লাসে বসিয়া হেমন্ত একখানি পত্র পাইল। শিরোনামার হস্তাক্ষর অপরিচিত—বাঙ্গালায় লেখা এবং স্ত্রীলোকের লেখা বলিয়া বোধ হইল।

দেখিয়া হেমন্ত একটু আশ্চর্য্য হইল, কারণ, কলেজের ঠিকানায় কখনও তাহার পত্রাদি আসে না। টিকিটের উপর মোহর দেখিল—শিবপুর। পার্শ্বোপবিষ্ট জনৈক ছাত্র বলিল, "গিন্নীর চিঠি না কি ?"—"না"—বলিয়া পত্রখানি হেমন্ত কোটের বুক পকেটে লুকাইয়া রাখিল এবং অধ্যাপকের বক্তৃতার প্রতি বিশেষ মনঃসংযোগের ভাণ করিয়া রহিল।

আসলে তাহার মনের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি উদিত হইতেছিল—

(১) শিবপুরে আমার বড় শ্যালীর শ্বশুরবাড়ী, সেখান হইতেই কি পত্র আসিল ?

(২) কখনও ত আসে না, আজ আসিল, তাহার কারণ কি ?

(৩) রাণী কি তাহার দিদির মারফৎ তাহাকে চিঠি পাঠাইয়াছে ?

(৪) তাহাই যদি হয়, তবে দিদির মারফৎ তাহাকে এ চিঠি লেখা আমার উচিত হইবে কি না ?

(৫) যদি লিখি, তবে বাবার তাহা ধরিয়া ফেলিবার সম্ভাবনা আছে কি না ?

(৬) সকলের বাবা যেরূপ, আমার বাবা সেরূপ নহেন কেন ? এমন কঠিন, এমন নিষ্ঠুর কেন ?

এই সকল দুরূহ বিষয় চিন্তা করিতে করিতে হঠাৎ হেমন্ত পিপাসা অনুভব করিল। ক্লাসের শেষ দিকে এবং দরজার অতি নিকটেই সে বসিয়া ছিল—সুরুৎ করিয়া বাহির হইয়া গেল। জলের জন্য দ্বারবানের নিকট তাহাকে যাইতে হইল না—কারণ, পকেটের ভিতর লেফাপার মধ্যেই তাহার তৃষাহর পদার্থটি ছিল। বাগানে নামিয়া গিয়া পত্রখানি খুলিয়া সে পাঠ করিল।

তাহাতে লেখা ছিল—

"১১৭নং বিনোদ বোসের গলি,
শিবপুর।
২৫শে কার্ত্তিক।

কল্যাণবরেষু

ভাই হেমন্ত, আমাকে চিনিতে পারিবে কি না, বলিতে পারি না, কারণ, এক দিন মাত্র বাসরঘরে আমায় তুমি দেখিয়াছিলে, তাহাও ৮।৯ মাস পূর্ব্বে। আমি তোমার দিদি হই, তোমার শ্বশুরমহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা। উপরে লিখিত ঠিকানায় আমার শ্বশুরালয়।

আমার শ্বশুর-শাশুড়ী তোমায় দেখেন নাই—একবার দেখিতে ইচ্ছা করেন। তোমার কলেজ হইতে শিবপুর ত বেশী দূর নহে—বড় জোর এক ঘণ্টার পথ। শিবপুর-ঘাটে নামিয়া, তাহাকে

আমাদের ঠিকানা বলিবে, সেই পথ দেখাইয়া দিতে পারিবে। তোমার সঙ্গে আমারও অনেক অত্যাবশ্যক কথা আছে—অতএব যত শীঘ্র পার, অবশ্য অবশ্য এক দিন আসিবে। বেলা বারোটা হইতে দুইটার মধ্যে আসিলেই ভাল হয়। আমার শ্বশ্রূঠাকুরাণীর অনুমতি অনুসারে এ পত্র তোমায় লিখিতেছি।

আশীর্ব্বাদিকা

তোমার দিদি যামিনী।

পুঃ—রাণী গতকল্য হইতে এখানে। আগামী রবিবার বাবা আসি া তাহাকে লইয়া যাইবেন।"

পত্রখানি, বিশেষতঃ শেষ দুই লাইন দুই তিন বার পাঠ করিয়া হেমন্ত ক্লাসে ফিরিয়া গেল। অধ্যাপক মহাশয় তখন সনেটের স্বরূপ বুঝাইয়া বলিতেছিলেন—শেষ দুই লাইনেই সনেটের সমস্ত মিষ্ট রসটুকু জমা হইয়া থাকে।

সে দিন কলেজে বাকী কয় ঘণ্টা কি যে বক্তৃতা হইল, হেমন্ত তাহা কিছু বলিতে পারে না।

রাত্রে শয়ন করিয়া সে ভাবিতে লাগিল, রাণী আসিয়াছে বলিয়া কি দিদি ডাকিয়া পাঠাইলেন? না তাঁহার দিদিশাশুড়ী সত্য সত্যই আমাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল? সেখানে গেলে, রাণীর সঙ্গে আমার দেখা হইবে কি? যে রকম কপাল, ভরসা হয় না। "পিতৃসত্য রক্ষা করিবার জন্য রামচন্দ্র বনে গিয়াছিলেন—আমি কন্যা হইয়া বাবার সত্যভঙ্গ করাই কেন"—এইরূপ যদি দিদির মনের ভাব হয়?—হয়, হউক। তাহারা যদি আমায় জল খাওয়াইবার জন্য পীড়াপীড়ি করে, কখনই খাইব না। একটা পাণ পর্য্যন্ত খাইব না।—আবার তাহার মনে হয়—না, দেখা হইবে বৈ কি, অবশ্যই হইবে। সকল কথা জানিতে পারিয়াই বোধ হয় দিদি আমাকে সেখানে লইয়া যাইতেছেন। দিদির বাবাই সত্যবদ্ধ—দিদি ত আর সত্যবদ্ধ হন নাই। বোধ হয়, আমাদের দুঃখে প্রাণ কাঁদিয়াছে, তাই এ কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। নহিলে, বাড়ীর ঠিকানায় চিঠি না লিখিয়া কলেজের ঠিকানায় চিঠি লিখিলেন কেন? রাণী সেখানে রবিবার অবধি আছে, এ কথাই বা বিশেষ করিয়া লিখিবার কারণ কি?—দেখা বোধ করি হইতে পারে।

এইরূপ নানা চিন্তায় রাত্রি প্রভাত হইল।

হেমন্ত আজ স্নানাহার একটু তাড়াতাড়ি সারিয়া লইল—অন্য দিন অপেক্ষা এক ঘণ্টা পূর্ব্বেই আজ কলেজযাত্রা করিল। আজ না কি এগারটা হইতেই লেক্‌চার আরম্ভ।

পৌনে এগারটার সময় কলেজের সম্মুখে গাড়ী হইতে নামিয়া কোচম্যানকে হেমন্ত বলিল, আজ বাড়ী ফিরিতে তাহার দেরী হইবে, চারিটার পূর্ব্বে গাড়ী আনিবার প্রয়োজন নাই।

গাড়ী চলিয়া গেল। দ্বারবানের নিকট পুস্তকাদি রাখিয়া হেমন্ত একখানি ঠিকা গাড়ী লইল। তখনও কলিকাতায় বৈদ্যুতিক ট্রাম হয় নাই—ঘোড়ার ট্রাম—মাঝে মাঝে অচল হইয়া পড়িত—ট্রামকে হেমন্ত বিশ্বাস করিতে পারিল না।

ঠিকা গাড়ীতে চাঁদপাল ঘাট—সেখান হইতে নৌকাযোগে শিবপুর। গঙ্গাবক্ষ হইতে শিবপুর দেখা যাইতে লাগিল। হেমন্ত সেই দিকে ব্যাকুলভাবে চাহিয়া রহিল। নৌকাখানা চলিতেছে—একেবারে গজেন্দ্রগমনে!—দাঁড়ী বেটারা কুঁড়ের বাদশা!

শিবপুর-ঘাটে নামিয়া, বাড়ী অনুসন্ধান করিয়া লইতেও কিছু সময় নষ্ট হইল। শুনিল, হাওড়ার উকীল। তাঁহার পুত্র—যাহার সঙ্গে যাহার বিবাহ হইয়াছে—সে কলিকাতায় হউসের নায়েব খাজাঞ্চি। পথের লোকের নিকট হইতেই এ সকল সংবাদ হেমন্ত সংগ্রহ করিল।

১৭ নম্বরের সম্মুখীন হইবামাত্র হেমন্ত ঘড়ী খুলিয়া দেখিল—কলেজ হইতে আসিতে এক ঘণ্টা কুড়ি মিনিট লাগিয়াছে।

ডাকাডাকিতে এক জন ভৃত্য আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। পরিচয় লইয়া অন্তঃপুরে সে সংবাদ দিতে গেল। ক্রমে এক জন ঝি আসিয়া বলিল, "জামাইবাবু, ভাল আছেন ত? আসুন, বাড়ীর ভিতর আসুন।"—তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ হেমন্ত ক্রমে দ্বিতলের একটি কক্ষে উপনীত হইল।

অল্পক্ষণ পরেই "কি ভাই চিন্‌তে পার?"—বলিয়া উনিশ কিংবা কুড়ি বৎসর বয়সের গৌরবর্ণা হাস্যময়ী এক যুবতী আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার কোলে এক বৎসরের একটি শিশু।

হেমন্তের মনে পড়িল, বাসরঘরে ইঁহাকে দেখিয়াছিল বটে।—"যামিনী দিদি?"—বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইল।

যামিনী বলিল, "হয়েছে ভাই, আমি অমনিই তোমায় আশীর্ব্বাদ করছি। আর, আশীর্ব্বাদের দরকারই বা কি? রাণীর সঙ্গে যে দিন তোমার বিয়ে হয়েছে- সেই দিনই ত রাজা হয়েছ।"—বলিয়া যামিনী সুমিষ্ট হাসির লহরী তুলিল। সঙ্গে সঙ্গে রুদ্ধজানালার বাহিরে বারান্দা হইতে একাধিক তরুণীকণ্ঠে চাপা হাসির একটা গুঞ্জনধ্বনিও শুনা গেল।—"কে লো ছুঁড়ীগুলো—পালা বলছি এখান থেকে"—বলিয়া যামিনী বাহির হইবামাত্র ঝম্ ঝম্ শব্দ করিতে করিতে কয়েক যোড়া চরণ সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল।

যামিনী ফিরিয়া আসিলে হেমন্ত জিজ্ঞাসা করিল, হেম দিদ ি, আমায় ডেকেছেন কেন?"

"কেন বল দেখি? যদি বলতে প'র ত—সন্দেশ খাওয়াব"—বলিয়া যামিনী হাসিতে লাগিল।

"বলতে পারলেম না দিদি—সন্দেশ আমার ভাগ্যে নেই"—বলিয়া হেমন্ত খোকাকে লইবার জন্য বাড়াইল।

সম্পন্ন ...অত অপরিচিত ব্যক্তির কোলে যাইতে বর্ধা ...না। তাহার মা তাহাকে যত করিয়া সপ্তাহে, "যাও বাবা—কোলে যাও; তোমার মেছো তখনও ...ন, তোমায় কত ভালবাসেন, কত আদর "চকো ...ন, লক্ষি বাবা—যাও বাবা। পাজি হতভাগা ছেলে, কোলে না গেলি ত ওঁর বয়েই গেল।"

বাড়ীর কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর যামিনী বলিল, "হ্যাঁ ভাই, ক'টা অবধি তুমি এখানে থাক্‌তে পারবে?

হেমন্ত এ অঙ্কটি পূর্ব্বেই মনে মনে কষিয়া রাখিয়াছিল। বলিল, "বেলা আড়াইটের সময় আমাকে বেরুতে হবে দিদি।"

ঘরে ক্লক ছিল, যামিনী দেখিল, সাড়ে বারো প্রায় বাজে। বলিল, "আচ্ছা, দিদিমাকে তবে ডেকে আনি।"

দুই মিনিট পরে হেমন্ত শুনিল, ঝুম্ ঝুম্ করিয়া মলের শব্দ নিকটে আসিতেছে। হেমন্ত ভাবিল, যামিনী দিদির পায়ে ত একগাছি করিয়া ডায়মন-কাটা মল দেখিয়াছি—ঝুম্ ঝুম্ করিয়া কে আসে? দিদিমার আওয়াজ কি এ রকমটা হইবে?

সে শব্দটা কিন্তু ঘর অবধি আসিল না, বাহিরেই থামিয়া গেল। যামিনী একাকিনী প্রবেশ করিয়া হাসিয়া বলিল, "দিদিমার এখন অবসর হ'ল না ভাই —এখনও তাঁর আহ্নিক সারা হয় নি। অন্য কাউকে তোমার যদি দরকার হয় ত বল। আর কাউকে চাই?"

হেমন্তের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। আশায় ও আনন্দে তাহার বুকটি ঢিব্ ঢিব্ করিতে লাগিল।

যামিনী হাসিয়া বাহির হইতে যাহাকে টানিয়া আনিল, কুসুম-রঙের শাড়ীতে তাহার আপাদমস্তক আবৃত। তাহাকে ভিতরের দিকে ঠেলিয়া দিয়া সে বলিল. "এই নাও—তোমার রাণী নাও ভাই-রাজা। রাজা ও রাণীর অভিনয় আমরা কেউ আড়ি পেতে দেখব না—সে আমরা থিয়েটারেই দেখে নিয়েছি। আমি এখন চল্লাম, নিশ্চিন্ত হয়ে দুটো অবধি তুমি রাজত্ব কর। আমি ততক্ষণ তোমার জন্যে জলখাবার তৈরী করি গে।"—বলিয়া যামিনী কোন উত্তরের অপেক্ষামাত্র না করিয়া, সশব্দে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কার্ত্তিকমাস কাটিল, অগ্রহায়ণ আসিল। রাণী পিত্রালয়ে। এখন আর হেমন্তের কলেজ নাই, বক্তৃতা সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে, ফাল্গুনমাসে পরীক্ষা। কয়েক দিন বাড়ীতে থাকিয়া হেমন্ত বলিল, "এখানে গোলমালে আমার পড়াশুনোর বড়ই ব্যাঘাত হচ্ছে। কল্‌কাতায় মেসে গিয়ে একটা মাস আমি থাকি।"

পুত্রের এই অধ্যয়নস্পৃহায় পিতা কোনও বাধা দিলেন না।

হেমন্ত মেসে গিয়া রহিল। ইতিমধ্যে তাহার শ্যালীপতি কুঞ্জলালের সহিতও আলাপ হইয়াছিল। মাঝে মাঝে আপিসের পর কুঞ্জ আসিয়া তাহাকে শিবপুরে ধরিয়া লইয়া যাইত। যামিনীর ভগিনী-স্নেহও এ সময় অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছিল—প্রায়ই সে রাণীকে পিতৃগৃহ হইতে আনাইয়া নিজের কাছে রাখিত।

ফাল্গুনমাসে হেমন্তের পরীক্ষা হইল, রায় বাহাদুরও বধূকে নিজ বাটীতে পুনরানয়ন করিলেন।

বৈশাখের শেষে বি-এ পরীক্ষার ফল বাহির

হইল। হেমন্তের নাম গেজেটে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

গ্রীষ্মের ছুটীর পর কলেজ খুলিলে রায় বাহাদুর পুত্রকে বলিলেন, "বাড়ীতে গোলেমালে পড়াশুনো ভাল হবে না। তুমি বরং কলকাতায় মেসে গিয়ে থাক।"

পিতাকে হেমন্ত কিছু বলিতে সাহস করিল না। মা'র কাছে গিয়া, মেসে থাকা যে কি কষ্ট, আহারাদির বন্দোবস্ত সেখানে যে কিরূপ শোচনীয় ও স্বাস্থ্যহানিকর, সমস্তই সবিস্তারে বর্ণনা করিল। গৃহিণী সভয়ে স্বামীর নিকট এ কথা উত্থাপন করিয়া, তর্জ্জিত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। মেসেই হেমন্তকে যাইতে হইল।

পিতৃ-আজ্ঞা অনুসারে প্রতি রবিবার প্রাতে হেমন্ত বাড়ী আসে, জলযোগাদির পর বৈকালে আবার বাসায় ফিরিয়া যায়। অন্তঃপুরে যাতায়াতের পথে রাণীর শাড়ীর রঙটি পর্য্যন্ত আর সে দেখিতে পায় না।

দুই রবিবার এইরূপে কাটিলে, বাড়ীর এক জন ঝিকে ঘুস দিয়া, স্ত্রীর নিকট হেমন্ত পত্র পাঠাইল। রবিবারে রবিবারে ঝির মারফৎ উভয়ের পত্রব্যবহার চলিতে লাগিল।

ক্রমে পূজা আসিল। ছুটীতে হেমন্ত বাসা ছাড়িয়া বাড়ী আসিল। বড় আশা করিয়াছিল, অন্ততঃ বিজয়ার প্রণাম করিবার উপলক্ষেও রাণী একবার তাহার কাছে আসিতে পাইবে—কিন্তু তাহার সে আশাও বিফল হইল। হেমন্ত এখন হইতে বড়ই হতাশ্বাস হইয়া পড়িল। যখন বাড়ী আসে, চুপ করিয়া উদাসনেত্রে বসিয়া থাকে। কখনও কখনও মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ভাবে।

এক রবিবারে ঝি নিরিবিলি পাইয়া হেমন্তকে বলিল, "দাদা বাবু, বউদিদিমণি রোজ রাত্রে কাঁদেন।"

হেমন্ত বলিল, "কেন ঝি? কাঁদে কেন?"

ঝি বলিল, "হাজার হোক দাদাবাবু সোয়ামী ত! বউদিদিমণি বলেন, এমন কপাল ক'রে আরতে এসেছিলাম যে, সোয়ামীকে চোখেও একবার দেখ্‌তে পাইনে।"

"তুই কি ক'রে জান্‌লি ঝি?"

"রোজ রাত্রে বউদিদিমণি শোন, আমিও সেই ঘরের মেঝেতে বিছানা ক'রে শুই কি না।"

পর রবিবারে ঝি বলিল, "দাদাবাবু, একটিবার আপনি বউদিদিমণির সঙ্গে দেখা করুন।"

হেমন্ত বলিল, "উপায় কি?"

"আপনি যদি এক কাজ করেন ত হয়।"

"কি কাজ, ঝি?"

"আপনি যেমন রবিবারে আসেন, এক দিন যদি বলেন, আমার শরীর খারাপ হয়েছে কি কিছু হয়েছে, এই ব'লে যদি থেকে যান, তা হ'লে অনেক রাত্রে সবাই ঘুমু'লে, আমি আস্তে আস্তে উঠে এসে আপনাকে দোর খুলে দিতে পারি।"

হেমন্ত বসিয়া ভাবিতে লাগিল। রাণী যে ঘরে শয়ন করে, সিঁড়ি দিয়া দু'তলায় উঠিয়া সেই প্রথম ঘর। তাহার পিতার শয়ন-ঘর সেখান হইতে কিছু দূরে। খুব সাবধানে যাইতে পারিলে বোধ হয় সফল হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু বড় ভয় করে। যদি ধরা পড়িয়া যাই—ছি ছি—সে বড় কেলেঙ্কারি।

ঝি ব'লিল, "কি বলেন দাদাবাবু?"

"তোমার বউদিদিমণি কি বলেন?"

"তিনি বলেন, না ঝি, ও সব কায নেই, আমার বড় ভয় করে।"

"আচ্ছা, আমি ভেবে দেখব"—বলিয়া ঝিকে হেমন্ত আপাততঃ বিদায় দিল।

বাসায় ফিরিয়া গিয়া 'রোমিও জুলিয়েট' নাটক পড়িতে পড়িতে হঠাৎ তাহার মনে হইল, যদি দড়ির মই পাই, তবে বাগান দিয়া পশ্চাতের জানালার পথে আমিও রাত্রে রাণীর ঘরে প্রবেশ করিতে পারি। অনেক সন্ধানে জানিতে পারিল, সাহেব-বাড়ীতে ১৫৲ মূল্যে দড়ির মই কিনিতে পাওয়া যায়। কালবিলম্ব না করিয়া সেই মই একটি হেমন্ত কিনিয়া আনিল।

পরবর্ত্তী রবিবারে ছোট একটি হাত-ব্যাগের মধ্যে সেই মইটি লুকাইয়া হেমন্ত বাড়ী গেল। যথাসময়ে ঝির মারফৎ সেই মই এবং একখানি পত্র স্ত্রীর নিকট চালান করিয়া দিল।

পত্রে এই প্রকার লেখা ছিল:—

"আমার হৃদয়ের রাণি!

এক বৎসরকাল বিচ্ছেদ সহিলাম, আর পারি না। তোমায় একটিবার দেখিতে না পাইলে এইবার আমি পাগল হইয়া যাইব। ঝি যে উপায় বলিয়াছিল, তুমি তাহাতে অমত করিয়াছিলে। আমিও অনেক

ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলাম, উহা নিরাপদ নহে। এবার কিন্তু একটি সুন্দর উপায় আমি আবিষ্কার করিয়াছি। তুমি যদি সাহস কর, তবেই আমাদের মিলন হইতে পারে।

ঝির হাতে যে জিনিসটি পাঠাইলাম, তাহা একটি দড়ির মই। উহার একটা প্রান্ত, তোমার ঘরের বাগানের দিকে যে জানালা আছে, সেই জানালায় বাঁধিয়া যদি নিম্নে ঝুলাইয়া দাও, তবে আমি বাগান হইতে ঐ মই দিয়া অনায়াসে তোমার ঘরে উঠিয়া যাইতে পারি। দড়ি খুব শক্ত—ছিঁড়িবার কোনও ভয় নাই। এখন তুমি সাহস করিলেই হয়।

কল্য রাত্রি এগারোটার সময় মইটি জানালায় বেশ শক্ত করিয়া বাঁধিয়া উহা নীচে ফেলিয়া দিবে। এগারোটা হইতে সাড়ে এগারোটার মধ্যে আমি প্রাচীর ডিঙাইয়া বাগানের ভিতর দিয়া তোমার জানালার নিকট গিয়া পৌঁছিব।

এ প্রস্তাবে তুমি যদি সম্মত না হও, তাহা হইলে আমার মর্ম্মান্তিক কষ্ট হইবে জানিও। লক্ষ্মীটি আমার, ইহাতে অমত করিও না। কোনও ভয় নাই, বিপদের কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই। আবার ভোর বেলায় ঐ মই দিয়া নামিয়া আমি কলিকাতায় চলিয়া যাইব।

তোমার স্বামী।"

ঘণ্টা দুই পরে ঝি আসিলে হেমন্ত জিজ্ঞাসা করিল, "কি ঝি, মত হয়েছে?"

ঝি বলিল, "হয়েছে, কিন্তু অনেক কষ্টে।"

"তবে, কা'ল রাত্রে এগারটার পর আমি আসব?"

"আসবেন।"

"আচ্ছা, তবে কথা রইল। তোমরা ঠিক থেক।"

"ঠিক থাকব দাদাবাবু।"

———

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কলিকাতায় শীতটা এবার বড় শীঘ্রই পড়িয়া গিয়াছে। যদিও এখনও অগ্রহায়ণ শেষ হয় নাই, তথাপি জলের দাঁত বেশ তীক্ষ্ণ হইয়াছে, সন্ধ্যারাত্রেও গায়ে লেপ সহ্য হয়, দিবসেও লোকে গরম যোজা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সংবাদপত্রে প্রভাত, [illegible] ছুটিয়া গিয়াছে।

[illegible] ঢং ঢং করিয়া এগারটা বাজিল। [illegible] যে অংশে রায় বাহাদুর প্রফুল্ল মিত্রের বাড়ী, তাহা [illegible] রোড হইতে কিছু দূরে পশ্চিমে। [illegible] বড় রাস্তার উপর, বাড়ীর পশ্চাতের বাগানের দুই দিক দিয়া অপেক্ষাকৃত জনহীন পথ। বাগানের পশ্চিম দিকের পথটি ত আরও জনহীন, কারণ, তাহার অপর পারে কয়েকটা সুর্কির কল, রাত্রে সেখানে কেহ বড় থাকে না।

এগারটা বাজিবার অল্পক্ষণ পরেই কাঁসারীপাড়া রাস্তার মোড়ে একখানি ঠিকা গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। কালো আলোয়ানে আবৃতদেহ এক ব্যক্তি গাড়ী হইতে নামিয়া কোচম্যানকে ভাড়ার টাকা দিল। গাড়ী তখন সেখান হইতে ধীরে ধীরে সরিয়া গেল।

বলা বাহুল্য, যুবক আর কেহ নহে, বিরহজ্বরাক্রান্ত আমাদেরই হেমন্ত।

হেমন্ত তখন দ্রুতপদক্ষেপে তাহাদের বাগানের পশ্চাতের রাস্তাটির দিকে চলিল। কাছাকাছি আসিয়া সে নিজ গতিবেগ কিঞ্চিৎ হ্রাস করিয়া দিল।

রাস্তাটি যেখানে বাঁকিয়া বাগানের দিকে গিয়াছে, সেখানে হেমন্ত দেখিল, এক জন কনষ্টেবল কম্বলের ওভারকোট গায়ে দিয়া, এক বাড়ীর দেউড়ীতে বসিয়া সিগারেট খাইতেছে। চোরের মন—হেমন্ত আড়চোখে তাহার পানে চাহিতে চাহিতে গেল।

সেই মোড়ের উপর যে লণ্ঠন ছিল, কিছু দূর অবধি বাগানের প্রাচীর তদ্দ্বারা আলোকিত। তাহার পর অন্ধকার। হেমন্ত ভাবিল, ঐ অন্ধকার অংশের কোনও একটা সুবিধামত স্থানেই প্রাচীর লঙ্ঘন করিতে হইবে।

অনেক বয়স অবধি সে জিম্‌ন্যাষ্টিক করিয়াছিল, এখনও রীতিমত ফুটবল খেলে—তাহার হাতে পায়ে বিলক্ষণ বল। প্রাচীর লঙ্ঘনের উপযোগী একটা স্থান সে অন্বেষণ করিতে লাগিল।

এমন সময়ে দূরে কাহার পদশব্দ শুনিল। সুতরাং অপেক্ষা করিতে হইল। অথচ এক স্থানে দাঁড়াইয়া থাকাও চলে না। যে দিক হইতে পদশব্দ

আসিতেছিল, [illegible] যাইতে লাগিল। ক্রমে [illegible] শ্রেণীর এক জন লোক তাহাকে [illegible] করিয়া গেল।

হেমন্ত [illegible] — যে স্থানটা সে লঙ্ঘনের জন্য নির্ব্বাচিত করিয়াছিল, তাহার অপর দিকে বাগানে একটা বৃহৎ জামরুলগাছ আছে। প্রাচীর হইতে লাফ দিয়া সেই গাছের একটা ডাল ধরিয়া ঝুলিয়া পড়াই তাহার অভিপ্রায়।

অনেক কষ্টে হেমন্ত প্রাচীরে উঠিল। উঠিতে তাহার হাঁটু ছড়িয়া গেল, কনুইয়ে আঘাত লাগিল। অহো, কবি সত্যই বলিয়াছেন, প্রেমের পথ মসৃণ নহে।

প্রাচীরে বসিয়া, ডাল ধরিবার চেষ্টায় হেমন্ত হাত বাড়াইল। কিন্তু কোনও ডাল নাগাল পাইল না। একে অন্ধকার, তাহাতে ডালগুলাও কালো কালো।

এবার হেমন্ত কষ্টেসৃষ্টে প্রাচীরের উপর দণ্ডায়মান হইল। হাত বাড়াইল, তথাপি ডাল ধরিতে পারে না।

এমন সময় আর এক ব্যক্তির পদধ্বনি শুনিতে পাইল। ভাবিল, প্রাচীরে দাঁড়াইয়া থাকিলেও নিশ্চয় দেখিতে পাইবে, অন্ধকারে এইখানে ঘুপটি মারিয়া বসিয়া থাকি। — বসিবার সময় প্রাচীরের সিমেণ্ট কিছু খসিয়া নিম্নে পড়িয়া গেল।

যে আসিতেছিল, সে এই শব্দে দাঁড়াইল, ভাবিল, বোধ হয় জামরুল পড়িয়াছে। সে এই পাড়ারই লোক, পূর্ব্বেও এখান হইতে জামরুল কুড়াইয়া খাইয়াছে। জামরুল খুঁজিতে খুঁজিতে ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া, "বাবা গো, চোর!"—বলিয়া সে দৌড় দিল।

তাহার কীর্ত্তি দেখিয়া হেমন্তের হাসি পাইল। কিন্তু পরক্ষণেই ভয়ের কারণ উপস্থিত হইল, শুনিল, মোড়ের উপর হইতে একটা গম্ভীর স্বর—"আরে কৌন হায়? ক্যা হায় রে?"

কম্পিত স্বর—"একঠো চোর হায় কনেষ্টবলজি।"

"কাঁহা, কাঁহা?"

"ঐ হুঁয়া। মিত্তির বাবুদের পাঁচিলমে একঠো চোর বৈঠা হায়। বৈঠকে বৈঠকে জামরুল খাতা হায়।"

এই কথা শুনিবামাত্র "জোড়িদার হো" বলিয়া কনেষ্টবল এক ভীষণ চীৎকার ছাড়িল।

হেমন্ত প্রাচীরে বসিয়া [illegible] শুনিল, বাগানে জুতার আওয়াজ [illegible] মুহূর্ত্ত—আই লণ্ঠনের তীব্র আলোক [illegible]।

হেমন্ত তখন নিরুপায় হইয়া বাগানের ভিতর লাফ দিল। সেখানে কতকগুলা ভাঙ্গা ইট পড়িয়া ছিল, তাহাতে হেমন্তের শরীরের স্থানে স্থানে আঘাত লাগিল।

কনেষ্টবল ছুটিতে ছুটিতে সেইখান বরাবর আসিয়া দাঁড়াইল। প্রাচীরের উপর, গাছের উপর তীব্র আলোকপাত করিয়া, আবার ছুটিতে ছুটিতে ফিরিয়া গেল।

হেমন্ত তখন আস্তে আস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। বাড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিল, দ্বিতলের একটি জানালা হইতে সামান্য আলোক আসিতেছে—অপর সমস্ত জানালাগুলি একেবারে অন্ধকার।

দাঁড়াইয়া, ধুতিখানি হেমন্ত খুলিয়া ফেলিল। নিম্নে ফুটবল খেলিবার হাঁটু অবধি পা-জামা পরিয়া আসিয়াছিল, কারণ, ধুতি লটর-পটর করিবে, দড়ির মইয়ে চড়া অসুবিধা হইবে। ধুতিখানি সে জামরুল-গাছের ডালে টাঙ্গাইয়া রাখিল, ভোরে ফিরিবার সময় আবার পরিয়া যাইবে। কোমরে আলোয়ান-খানি যেমন বাঁধা ছিল, তেমনি বাঁধা রহিল।

এই অবস্থায় হেমন্ত জানালার দিকে অগ্রসর হইল। কোনও ফুলগাছ পাছে মাড়াইয়া নষ্ট করিয়া ফেলে, এই ভয়ে অত্যন্ত সাবধানে, আলপথ খুঁজিয়া খুঁজিয়া যাইতে লাগিল।

যখন অর্দ্ধপথ অতিক্রম করিয়াছে, তখন হঠাৎ বাগানের দরজা খুলিয়া গেল। তিন চারি জন লোক লণ্ঠন হস্তে প্রবেশ করিয়া বলিতে লাগিল, "কাঁহা—কাঁহা কনেষ্টবলজী?"—কনেষ্টবল বলিল, "জামরুলকে পেঁড়োয়া ভিরে।"—তখন লোকগুলা ধীরে ধীরে জামরুলগাছের দিকে অগ্রসর হইল।

হেমন্ত একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াইল। কণ্ঠস্বরে চিনিল, তাহাদের বাড়ীর জমাদার মহাবীর সিং এবং দুই জন দারবানের সঙ্গে কনেষ্টবলটা আসিয়াছে।

কিয়দ্দূর গিয়া মহাবীর সিং বলিল, "কেহু তো না বুঝায় হে।"

কনেষ্টবল বলিল, "ভাগ গেলই কা?—আপন আখিয়াসে হাম-কুদতে দেখলি হো, তোহর্ কিরা।" এক মুহূর্ত্ত পরে—"উ কা হায়—উ কা হায়" বলি—

বলিতে সকলে আমরুলগাছের দিকে চলিল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে হেমন্ত দেখিল, বৃক্ষশাখা হইতে লম্বিত তাহার সেই শ্বেত বস্ত্রখানার উপরে লণ্ঠনের আলোক পড়িয়াছে। সেই বিপদের সময়েও তাহার হাসি পাইল।

"ধোগো হো—পাকড়্‌লি চোর"—বলিয়া তাহারা হাল্লা করিয়া সেই বস্ত্রাভিমুখে ছুটিল। নিকটে গিয়া তাহারা বলিল, "ধেত্তেরিকে—ই ত খালি লুগা বুঝাহে।"—বস্ত্রখানা তাহারা নামাইয়া লইয়া লণ্ঠনের আলোকে পরীক্ষা করিতে লাগিল।

এমন সময় দ্বিতলের আর একটা জানালা খুলিয়া আলোকরশ্মি বাহির হইল। রায় বাহাদুরের কণ্ঠস্বর শুনা গেল, "ক্যা হায়? ক্যা হায় মহাবীর সিং?"

কনেষ্টবল প্রভৃতি সেখান হইতে চীৎকার করিয়া বলিল—"হুজুর, বাগিচা মে চোর ঘুষা হায়।"

রায় বাহাদুর হাঁকিলেন, "খোঁজ খোঁজ—পাকড়ো।"

তখন তাহারা লণ্ঠন লইয়া বাগানের ভিতর খুঁজিতে আরম্ভ করিল।

হেমন্ত দেখিল, বিপদ—এখনি উহারা এখানে আসিয়া পড়িবে। এখন উপায় কি? প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া পলায়ন ভিন্ন উপায় নাই। হেমন্ত জুতা খুলিয়া ফেলিল। ইহারাও যেমন বাগানের ভিতর প্রবেশ করিতেছে, সেও গাছের আড়ালে আড়ালে প্রাচীরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে এক জন চীৎকার করিয়া উঠিল—"উ কা শারোয়া ভাগে হে!"—সেখানে একটা কৃত্রিম পাহাড় ছিল। হেমন্ত একটা পাথর তুলিয়া সজোরে তাহাদের দিকে ছুড়িয়া দিল।

"আরে বাপ্‌ রে বাপ্‌—জান গইল রে বাপ্‌"—বলিয়া এক জন আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

রায় বাহাদুর হাঁকিলেন, "ক্যা হুয়া?"

এই সময় আরও দুই তিন খানা প্রস্তর সবেগে আসিয়া পড়িল। লোকগুলা হটিয়া গেল। বলিল, "হুজুর—পাথলসে মহাবীর সিংকা কপার ফোর দিহিস হে।"

"আচ্ছা ঠহরো, হাম বন্দুক নিকালতেঁহে"—বলিয়া রায় বাহাদুর সশব্দে জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন।

হেমন্ত দেখিল, প্রাচীরের নিকট যাওয়া এখন আর নিরাপদ নহে, রাণীর শয়ন-কক্ষের জানালা বরং কাছে। কোনও গতিকে যদি সে জানালার কাছে পৌঁছিতে পারে, তবে মই দিয়া উঠিয়া যায়,—তার পর বাগানে যত ইচ্ছা উহারা খুঁজুক—বাবা আসিয়া যত পারেন, বন্দুক আওয়াজ করুন। এই ভাবিয়া সে গাছের আড়ালে আড়ালে গুটিগুটি জানালার দিকে অগ্রসর হইল। ক্রমে মই পাইয়া উঠিতে আরম্ভ করিল।

সে যখন অর্দ্ধপথে উঠিয়াছে, তখন খিড়কী দরজা হইতে গুড়ুম করিয়া বন্দুকের আওয়াজ হইল। লণ্ঠনবাহী ভৃত্য সহ রায় বাহাদুর বাগানে প্রবেশ করিলেন। বধূর জানালার দিকে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইবামাত্র তিনি হাঁকিলেন, "কে রে? কে রে?"

বলিতে বলিতে হেমন্ত জানালায় পৌঁছিয়া গেল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া তৎক্ষণাৎ মই টানিয়া তুলিয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিল।

রায় বাহাদুর হাঁকিলেন, "চোর ঘরমে ঘুষা—চোর ঘরমে ঘুষা। দৌড়ো—সব আদ্‌মি ভিতর চলো—পাকড়ো"—বলিয়া তিনি সদলবলে বাড়ীর মধ্যে ছুটিয়া আসিলেন। লোকগুলা উঠানে ঘাঁটি দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তিনি বন্দুক হস্তে ছুটিয়া গিয়া উপরে বধূর শয়ন-কক্ষের দ্বার ঠেলিলেন।

ঝি কাঁপিতে কাঁপিতে দ্বার খুলিয়া দিল।

রায় বাহাদুর প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, মেঝের উপর তাঁহার পুত্রবধূ মূর্চ্ছিত অবস্থায় পড়িয়া, চোর পালঙ্কের উপর লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া আছে।

পরদিন রায় বাহাদুর "সামাজিক-সমস্যা-সমাধান" পুস্তকের এক স্থান খুলিয়া "চতুর্ব্বিংশতি" কথাটি কাটিয়া "দ্বাবিংশতি" এবং "ষোড়শ" কথাটি কাটিয়া "চতুর্দ্দশ" করিয়া দিলেন। যদি কখনও বহিখানির দ্বিতীয় সংস্করণ হয়, তবে এইরূপ সংশোধিত আকারেই ছাপা হইবে।

সখের ডিটেক্‌টিভ

—o—

প্রথম পরিচ্ছেদ

শীতকাল। রাত্রি ৮টা ২২ মিনিটে ডায়মণ্ড হার্বার হইতে আগত কলিকাতাগামী প্যাসেঞ্জার গাড়ীখানি সংগ্রামপুর ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইল। অল্প কয়েক-জন আরোহী ওঠা-নামা করিতেই ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল।

ঠিক এই সময়ে ব্যাগহস্তে এক জন মধ্যবয়স্ক স্থূল-কায় ভদ্রলোক দৌড়িয়া প্লাটফর্ম্মে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু তাঁহার উদ্যম বৃথা হইল। পোঁ করিয়া বাঁশী বাজাইয়া, ইঞ্জিন মহাশয় বাবুটিকে উপহাসচ্ছলেই যেন "ধেৎ" "ধেৎ" করিতে করিতে ছুটিতে আরম্ভ করিল। বাবুটি হতাশ হইয়া চলন্ত ট্রেণখানির প্রতি চাহিয়া রহিলেন—আর হাঁপাইতে লাগিলেন।

গাড়ী বাহির হইয়া গেলে বাবুটি ধীরপদে আবার ফটকের দিকে অগ্রসর হইলেন। সেখানে গোল লণ্ঠন হাতে ছোট ষ্টেশন মাষ্টার বাবু দাঁড়াইয়া আগ-ন্তুক আরোহিগণের নিকট টিকিট লইতেছিলেন। বাবুটি পাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন। শেষ ব্যক্তি ফটক পার হইয়া গেলে ছোটবাবুকে তিনি জিজ্ঞাসা করি-লেন, "মশায়, আবার ক'টায় ট্রেণ?"

ছোটবাবু বাতির আলোকে টিকিটগুলি দেখিতে দেখিতে বলিলেন, "কোথাকার ট্রেণ?"

"কল্‌কাতায় ফেরবার।"

"আবার সেই রাত্রি ১টা ১৮ মিনিটে।"

বাবুটি আপন মনে হিসাব করিতে লাগিলেন—"একটা আঠারো। আমাদের হ'ল, আঠারো প্লস্ চব্বিশ—একটা বেয়াল্লিশ মিনিট—পৌনে ছটোই ধর। তাই ত!"

ইত্যবসরে ছোটবাবু সেখান হইতে অদৃশ্য হইয়া-ছিলেন। এক জন খালাসী চাকাওয়ালা মই ঘড়ঘড় করিয়া টানিতে টানিতে প্ল্যাটফর্ম্মের আলোগুলি নিবাইয়া দিতেছিল। বাবুটি ধীরে ধীরে ফটকের বাহির হইয়া সিঁড়ি নামিয়া নিম্নে গিয়া দাঁড়াইলেন। সম্মুখে চাহিয়া দেখিলেন, নিকটে একটি হালুইকরের দোকানে মিটিমিটি করিয়া আলোক জ্বলিতেছে—তাহার পর যতদূর দৃষ্টি চলে, কেবল অন্ধকার। নিকটতম গ্রামও এখান হইতে অন্ততঃ এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত। রাস্তাটির দুই ধারে কেবল গাছ ও জঙ্গল। সেই জঙ্গলে ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকিতেছে; মাঝে মাঝে শৃগালের হুক্কাহুয়া রবও শুনা যাইতেছে।

সেখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বাবুটি অনুভব করি-লেন, কিঞ্চিৎ আহার্য্য সামগ্রী অভ্যন্তরভাগে প্রেরণ না করিলে সমস্ত রাত্রি কাটিবে না। যদিও, যাহা-দের বাড়ীতে গিয়াছিলেন, সেখানে সান্ধ্য জলযোগটা একটু গুরুতরগোছই হইয়াছিল, এবং ত রাত্রের আয়োজনে বিলম্ব জন্যই গাড়ীটি ফেল হইয়া এই বিপত্তি উপস্থিত—তথাপি সারারাত্রির উপযুক্ত বোঝাই ত লওয়া হয় নাই। হালুইকরের দোকানটি আছে, তাই রক্ষা, নচেৎ অর্দ্ধাশনেই রাত্রি কাটাইতে হইত। ভাবিতে ভাবিতে বাবুটি হালুইকরের দোকানের সম্মুখে গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

বৃদ্ধ হালুইকর চশমা চোখে দিয়া রামায়ণ পড়িতে-ছিল, বলিল, "আস্তাজ্ঞে হোক্, আসুন।" দোকা-নের ভিতর দেয়াল ঘেঁসিয়া একটি সরু বেঞ্চি ছিল, তাহার উপর বাবুটি উপবেশন করিয়া বলিলেন, "কি কি আছে?"

হালুইকর বলিল, "আজ্ঞে, বাবুর কি চাই বলুন। রসোগোল্লা আছে, পান্তুয়া আছে, মিহিদানা আছে, কচুরি আছে, সিঙ্গাড়া আছে—তাজা, আজই ভেজেছি।"

ইচ্ছামত দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া বাবুটি আহারে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই সুযোগে ইঁহার পরিচয়টি দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য হইতেছে। সুখের বিষয়, তজ্জন্য আমাদিগকে বিশেষ শ্রম স্বীকার করিতে হইবে না, নামটি প্রকাশ করিলেই যথেষ্ট হইবে। কারণ, বিজ্ঞাপন অনুসারে "বঙ্গসাহিত্যে ইঁহার নূতন পরিচয় দেওয়া সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন।"

আপনারা নিশ্চয়ই ইঁহার লেখনীপ্রসূত কোন না-

কোন ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস পাঠ করিয়াছেন। স্বয়ং না পড়িয়া থাকেন, বাড়ীর মেয়েদের জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবেন।

ইঁহার নাম শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধন দত্ত। কলিকাতায় বাস করেন। এই ষ্টেশন হইতে দুই ক্রোশ দূরে কোন গ্রামের এক জন ভদ্রলোকের কন্যার সহিত ইঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে। আজ বেলা তিনটার গাড়ীতে ইনি কলিকাতা হইতে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। মেয়ে দেখিয়া আটটা চব্বিশের গাড়ীতে যদি রওনা হইতে পারিতেন, তবে রাত্রি পৌনে দশটায় কলিকাতায় পৌঁছিয়া, গরম গরম লুচী ঘন বুটের ডাল, সদ্য ভর্জ্জিত রোহিত মৎস্য, হংস-ডিম্বের কালিয়া প্রভৃতি ভক্ষণান্তে নিরাপদে লেপ মুড়ি দিয়া শয়ন করিতেন—কিন্তু বিধিলিপি কে খণ্ডাইতে বলিল—?

রায় কচুরী, ভিতরে আঁঠিওয়ালা রসগোল্লা প্রভৃতি যথাসাধ্য ভক্ষণ করিয়া গোবর্দ্ধনবাবু হাত মুখ ধুইয়া ফেলিলেন। হালুইকরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার দোকান কতক্ষণ খোলা থাকে?"

হালুইকর বলিল, "রাত্তির ন'টা, বড়জোর সাড়ে ন'টা।"

"তার পর?"

"তার পর দোকান বন্ধ ক'রে গিয়ে আহার করি। আহারাদি ক'রে শয়ন করি।"

গোবর্দ্ধনবাবু ব্যাগটি হাতে করিয়া উঠিলেন। হালুইকর বলিল, "বাবু তা হ'লে ইষ্টিশান চল্লেন?"

"করি কি?"—বলিয়া গোবর্দ্ধনবাবু ধীরে ধীরে আবার ষ্টেশনে গিয়া উঠিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সংগ্রামপুর ছোট ষ্টেশন। তার আপিস, টিকিট আপিস প্রভৃতি সমস্ত একই কামরায় অবস্থিত। ওয়েটিং রুম পর্য্যন্ত নাই।

গোবর্দ্ধনবাবু প্ল্যাটফর্ম্মে পৌঁছিয়া দেখিলেন, সেই আপিসকামরা তালাবদ্ধ। বাহিরে কম্বল গায়ে দিয়া এক জন খালাসী বসিয়া ঝিমাইতেছে। একটিমাত্র লণ্ঠন জ্বলিতেছে, তাহারও আলোক অত্যন্ত কমাইয়া দেওয়া।

গোবর্দ্ধনবাবু খালাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবু কোথা রে?"

"খেতে গেছেন, বাসায়।"

"কখন্ আস্‌বেন?"

"এই এলেন ব'লে।"

একখানি বেঞ্চি ছিল, গোবর্দ্ধনবাবু তাহারই উপর উপবেশন করিলেন। ব্যাগটি খুলিয়া পানের ডিবা বাহির করিলেন, সিগারেট ও দিয়াশালাই বাহির করিলেন। জুতা খুলিয়া রাখিয়া, পা দুটি বেঞ্চির উপর তুলিয়া গাত্রবস্ত্রখানি বেশ করিয়া ঢাকা দিয়া বসিয়া, তাম্বুল-চর্ব্বণ ও ধূমপানে প্রবৃত্ত হইলেন।

চারিদিকে খোলা মাঠ, হু হু করিয়া হাওয়া আসিতেছে। কিছুক্ষণ পরেই গোবর্দ্ধনবাবুর শীতবোধ হইতে লাগিল। কোথায় বাড়ীতে এতক্ষণ চারিদিকে দুয়ার-জানালা বন্ধ করিয়া লেপ মুড়ি দিয়া শয়ন, কোথায় এই তেপান্তরের মাঠে এই কষ্টভোগ! যদি না মেয়ে দেখিতে আসিতেন, তাহা হইলে ত এই কর্ম্মভোগ হইত না! মেয়ের বাপেরা জলযোগের অনাবশ্যক আড়ম্বর করিয়া গাড়ী ফেল করিয়া দিয়াছে বলিয়া তাহাদের উপর রাগ হইল; বিধবা ভ্রাতৃজায়ার উপর রাগ হইল—ছেলের বিবাহের জন্য এত তাড়াতাড়িই কেন তাহার? গোবর্দ্ধনবাবু বলিয়াছিলেন, এ বছরটা থাক্, আসছে বছর তখন দেখা যাবে—সে কথা তিনি কোনমতেই শুনিলেন না। বধূ আসিয়া কি চতুর্ভুজ করিয়া দিবে? বাল্যবিবাহের উপরও তাঁহার রাগ হইতে লাগিল।

শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন, এবার বাল্যবিবাহকে আচ্ছা করিয়া গালি দিয়া একখানি নূতন ধরণের উপন্যাস তিনি লিখিবেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে সিঁড়িতে জুতার শব্দ উঠিল। প্ল্যাটফর্ম্মের উপর খানিকটা আলোক আসিয়া পড়িল। বাতি হাতে করিয়া ছোটবাবু আসিলেন; আপিস-কামরা খুলিয়া প্রবেশ করিয়া দরজাটি ভেজাইয়া দিলেন।

আরও কিয়ৎক্ষণ শীতভোগ করিবার পর গোবর্দ্ধন-বাবু ধৈর্য্য হারাইলেন। উঠিয়া গিয়া দরজায় ধাক্কা করিয়া বলিলেন, "ষ্টেশন-মাষ্টারবাবু, পৌনে ছুটোর গাড়ীর ত এখনও অনেক দেরী, বাইরে বড্ড শীত, ভিতরে এসে কি বসতে পারি?"—বাবুটি ষ্টেশনমাষ্টার নহেন, 'ছোটবাবু' মাত্র, তাহা গোবর্দ্ধনবাবু

জানিতেন ; কিঞ্চিৎ খোসামোদ করার অভিপ্রায়েই ওরূপ সম্ভাষণ করিলেন।

ছোটবাবু বলিলেন, "আসুন।"

প্রবেশ করিয়া গোবর্দ্ধনবাবু একখানি পিঠভাঙ্গা চেয়ারে বসিলেন। এইবার ভাল করিয়া দেখিলেন, ছোটবাবুর বয়স ৪০ বৎসরের উপরে উঠিয়াছে। সাদা জিনের প্যান্টালুনের উপর কালো মোটা গরম কোট পরিয়া রহিয়াছেন। মোটা মোটা গোল গোল বোতামগুলাতে কি সব ইংরাজী অক্ষর লেখা। টেলিগ্রাফের কলের কাছে বসিয়া খুট্-খাট্ করিয়া কায করিতেছেন।

গোবর্দ্ধনবাবু যেখানে বসিয়াছিলেন, তাহার কাছে লম্বা গোছের একটি টেবিল, তাহার উপর ধবা কাচের একটি সরু উচ্চ লণ্ঠন রক্ষিত, লাইন ক্লিয়ার বহি ও অন্যান্য খাতাপত্র যথা তথা ছড়ান, একটি টিনের গঁদদানি, অপর একটি টিনের আধারে তেলকালির প্যাড এবং সেই ষ্টেশনের একটি মোহরছাপ, সীসার কাগজ চাপা, একগাছা রুল—এই সব দ্রব্য রহিয়াছে।

ছোটবাবু তারের কায শেষ করিয়া, আগন্তুকের প্রতি চাহিয়া একটি হাই তুলিলেন। দাঁড়াইয়া উঠিয়া হাত দুটি পিঠের দিকে করিয়া গা ভাঙ্গিলেন। তাহার পর একটি দেরাজ ধরিয়া খড়্ খড়্ করিয়া টানিয়া, তাহার মধ্য হইতে একখানি বহি বাহির করিয়া, আলোকের নিকট সরিয়া আসিয়া পড়িতে বসিলেন। গোবর্দ্ধনবাবু গলাটি বাড়াইয়া দেখিলেন, বইখানি তাঁহারই প্রণীত "ভীষণ রক্তারক্তি" নামক উপন্যাস।

গোবর্দ্ধনবাবু নূতন লেখক নহেন ; যাহাদের বহি বৎসরের পর বৎসর সিন্দুক বা আলমারিতে কীটভোগ্য হইয়া বিরাজ করে, সে শ্রেণীর গ্রন্থকার নহেন ; তথাপি এই দূর পল্লীতে এক জনকে নিজ পুস্তকপাঠে নিবিষ্টচিত্ত দেখিয়া তাঁহার মনটা উল্লসিয়া উঠিল। তাঁহার শীত কোথায় চলিয়া গেল।

ছোটবাবু একমনে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উন্টাইয়া পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। গোবর্দ্ধনবাবু একদৃষ্টে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। আত্মপ্রসাদে তাঁহার মন ভরিয়া উঠিতে লাগিল। মনে মনে বলিলেন, "বিজ্ঞাপনে যে লিখি,—'একবার পড়িতে বসিলে আহার-নিদ্রা ত্যাগ'—সেটা কি নিতান্ত মিছে কথা লিখি?"

কিছুক্ষণ এইরূপে কাটিলে, এই ভক্ত পাঠকটির নিকট আত্মপরিচয় দিবার জন্য গোবর্দ্ধনবাবুর প্রাণটা ছটফট্ করিতে লাগিল। ভাবিলেন, "পুরাতন একখানা বলিদা গায়ে দিয়া, কাদামাখা জুতা পায়ে দিয়া নিরীহ ভাল মানুষটির মত বসিয়া রহিয়াছি—আমি যে কে, জানিতে পারিলে বাবুটির কি বিস্ময়ের অবধি থাকিবে! ইহার পর চিরদিন উনি লোকের কাছে বলিয়া বেড়াইবেন না কি—'একবার বিখ্যাত ডিটেক্টিভ ঔপন্যাসিক গোবর্দ্ধনবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। লোকটি এমন সাদাসিধে যে দেখ্‌লে গোবর্দ্ধনবাবু ব'লে মনেই হয় না। অতি মহাত্মা লোক!'—না হয় আমিই উঁহার নামটি প্রথমে জিজ্ঞাসা করি। তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার নামও উনি জিজ্ঞাসা করিবেন।"

গলা বাড়াইয়া গোবর্দ্ধনবাবু দেখিলেন, ছোটবাবু তখন ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ পড়িতেছেন—যেখানে প্রসিদ্ধ গুণ্ডা মির্জ্জা বেগ পঞ্চদশবর্ষীয়া সুন্দরী নায়িকা বকুলমালাকে তাহার পিতৃগৃহ হইতে গভীর রাত্রে ডাকাতী করিয়া ধরিয়া লইয়া যাইতেছে।—এই পরিচ্ছেদটি বিশেষভাবে 'চমকপ্রদ' ; সুতরাং রসভঙ্গ করিতে ইচ্ছা হইল না।

পরিচ্ছেদটি শেষ হওয়া মাত্র গোবর্দ্ধনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়ের নাম জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?"

বাবুটি পুস্তক হইতে মুখ না তুলিয়াই উত্তর করিলেন, "শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ।"—বলিয়া চতুর্ব্বিংশতি পরিচ্ছেদে মনোনিবেশ করিলেন।

গোবর্দ্ধনবাবু সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নিবাস?"

বাবুটি পূর্ব্ববৎ বলিলেন, "হুগলির কাছে।"

"কোন্ গ্রামে?"

"শঙ্করপুর"—বলিয়া তিনি চতুর্ব্বিংশতি পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় পৃষ্ঠা উন্মোচন করিলেন।

গোবর্দ্ধনবাবু মনে মনে বলিলেন, "কোথাকার অভদ্র লোক!"—প্রকাশ্যে বলিলেন, "আপনার নামধাম জিজ্ঞাসা করছি ব'লে আপনি বিরক্ত হচ্ছেন না ত মশায়? আজকাল ইংরাজী ফ্যাসান অনুসারে এগুলো বেয়াদপি ব'লে গণ্য, তা জানি। কিন্তু আমরা পুরাণ সেকেলে লোক—অত মেনে চলতে পারিনে। কিছু মনে করবেন না।"

বাবুটি তাঁহার পানে একটি মজরদার চাহিয়া, একটু মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, "না।"

গোবর্দ্ধনবাবু তখন আত্ম-পরিচয়দান সম্বন্ধে

হতাশ হইয়া কড়িকাঠ গণিবার অভিপ্রায়ে ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন, কড়িকাঠ নাই, ঢেউ-খেলান করোগেটেড্ লোহার ছাদ মাত্র।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ছোটবাবু যখন বহিখানি শেষ করিলেন, তখন রাত্রি প্রায় সাড়ে বারোটা। বহি বন্ধ করিয়া, একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া প্রায় এক মিনিটকাল তিনি সম্মুখস্থ দেওয়ালের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর গোবর্দ্ধনবাবুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "সেই অবধি ব'সে রয়েছেন ?"

"আজ্ঞে, কি করি বলুন !"

"ভারি কষ্ট হ'ল ত আপনার। পাণ খাবেন ?"—বলিয়া পকেট হইতে পাণের ডিবাটি বাহির করিয়া আগন্তুকের নিকট ধরিলেন। পাণ লইয়া গোবর্দ্ধন-বাবু ভাবিলেন, "হায়, এ ব্যক্তি জানিতেও পারিতেছে না, যাহাকে পাণ দিতেছে, সে লোকটা কে এবং কত বড় !"

ছোটবাবু বলিলেন, "মশায় মাফ্ করবেন। আপনি প্রায় তিন ঘণ্টা এখানে ব'সে আছেন, আপ-নাকে কোনও খাতির করিনি। ঐ বইখানা নিয়ে এমনি ইয়ে হয়ে পড়েছিলাম—একেবারে বাহ্যজ্ঞান-শূন্য। কোথা থেকে আসছেন ? মশায়ের নামটি কি ?"

গোবর্দ্ধনবাবু বলিলেন, "কলকেতা থেকে এসেছিলাম। আমার ভাইপোর জন্যে কাছেই একটি গ্রামে মেয়ে দেখতে গিয়েছিলাম ; আমার নাম শ্রীগোবর্দ্ধন দত্ত।"

নামটি শুনিবামাত্র ছোটবাবু পূর্ব্বপঠিত বহি-খানির সদর পৃষ্ঠাটি খুলিয়া আলোকের নিকট ধরি-লেন। বহি নামাইয়া গোবর্দ্ধনবাবুর পানে চাহি-লেন। আবার বহিখানির সদরপৃষ্ঠাটি দেখিতে লাগিলেন।

তাঁহার অবস্থা দেখিয়া গোবর্দ্ধনবাবু হাসিয়া বলিলেন, "কি ভাবছেন ?"

বাবুটি সঙ্কোচের সহিত বলিলেন, "মশায়—আপনিই কি—এই বই লিখেছেন ?"

গোবর্দ্ধনবাবু নেকা সাজিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বই ওখানা ?"

"ভীষণ রক্তারক্তি।"

"ও—হাঁ—আমারই একখানা বই বটে।"

ছোটবাবু বলিলেন, "অ্যাঁ—আপনি !—আপনিই গোবর্দ্ধনবাবু ? মশায়, আপনার সঙ্গে যে রকম ব্যবহার আমি করেছি, তারি অন্যায় হয়ে গেছে। ছি ছি !"

গোবর্দ্ধনবাবু বলিলেন, "না না—কিছুই অন্যায় ত আপনি করেন নি। কি অন্যায় করেছেন ?"

"অন্যায় করিনি ? আপনি এখানে তিন তিন ঘণ্টাকাল ঠায় ব'সে আছেন, আপনাকে জিজ্ঞাসাও করিনি—মশায় আপনি কে, কোনও কষ্ট হচ্ছে কি না—বই নিয়ে এমনই মেতেছিলাম। অন্যায় করিনি ?"

"কিছু না, কিছু না। বরং আমার বই নিয়ে আপনি মেতে উঠেছিলেন, সেটা ত আমার পক্ষে কম্প্লিমেণ্ট। আমার আর কোন্ কোন্ বই আপনি পড়েছেন ?"

"আজ্ঞে, আর কিছু পড়িনি, তবে পাঁজিতে আপ-নার অনেক বইয়ের বিজ্ঞাপন দেখেছি বটে। এবার আনাতে হবে এক একখানা ক'রে। আজই কি এই বইখানা পড়া হ'ত ? বইখানি এক জন প্যাসেঞ্জার ফেলে গেছে। পাঁচটার গাড়ীতে এসেছিল কলকেতা থেকে—মস্ত এক দল। বাইরে প্লাটফর্ম্মে ঐ যে বেঞ্চখানি রয়েছে—তারই উপর জনকতক বসেছিল। তারা চ'লে গেলে দেখি, বইখানি বেঞ্চির নীচে প'ড়ে রয়েছে। এনে পড়তে আরম্ভ করলাম। বাপ ! আরম্ভ করলে কি আর ছাড়বার যো-টি আছে ? আচ্ছা মশায়, ও সব ঘটনা কি সত্যি, না আপনি মাথা থেকে বের করেছেন ?"

আসল কথাটা বলিতে গেলে বলিতে হয়, ইংরাজী নভেল হইতে 'না বলিয়া গ্রহণ'—তাই গোবর্দ্ধন বাবু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "মাথা থেকে বের করেছি।"

"আপনার খুব মাথা কিন্তু ! কি অসাধারণ কৌশল ! আপনি যদি পুলিস লাইনে ঢুকতেন ত খুব ভাল ডিটেক্‌টিভ হ'তে পারতেন। হাঁ—ভাল কথা মনে প'ড়ে গেল। আপনি এসেছেন, ভালই হয়েছে, আপনাকে জিজ্ঞাসা করি। দেখুন, বইখানার ভিতর একখানা চিঠি ছিল। আশ্চর্য্য চিঠি। আমি ত মশায় প'ড়ে কিছুই বুঝতে পারলাম না। আপনি দেখুন দেখি।"

বলিয়া দেরাজ খুলিয়া একখানি পত্র বাহির করিয়া তিনি গোবর্দ্ধনবাবুর হাতে দিলেন।

ব্যাগ হইতে চশমা বাহির করিয়া, চোখে দিয়া, আলোর কাছে ধরিয়া গোবর্দ্ধনবাবু পত্রখানি পাঠ করিলেন—

"ভাই কুঞ্জ,

মঙ্গলবার রাত্রে শত্রুদুর্গ আক্রমণ, মনে আছে ত? তুমি সদলবলে ঐ দিন বিকাল পাঁচটার গাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিবে, অন্যথা না হয়। সকলে এখানে সমবেত হইয়া সন্ধ্যার পরই মার্চ্চ করিতে হইবে। রাত্রি দশটায় যুদ্ধারম্ভ। কার্য্য সমাধা করিয়া ভোর তিনটার গাড়ীতে তোমরা ফিরিয়া যাইতে পারিবে। ইতি

তোমাদের
নিতাই।"

পত্রখানি পড়িয়াই গোবর্দ্ধনবাবুর মনে হইল, ইহা স্বদেশী ডাকাতী ভিন্ন আর কিছুই নহে। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তারা এক দল এসেছিল বল্লেন না?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"ক'জন?"

"জন কুড়ি হবে।"

"বয়স কত সব? চেহারা কি রকম?"

"বয়স—পনেরো ষোল থেকে উনিশ কুড়ির মধ্যে। চেহারাগুলো ষণ্ডা ষণ্ডা—খুব হাসি, স্ফূর্ত্তি, গোলমাল করতে করতে গেল।"

"ভদ্রলোকের ছেলে সব?"

হ্যাঁ। বেশ ফিটফাট কাপড়-চোপড়। কারু কারু চোখে সোনার চশমা।"

"কোন্ ক্লাশের টিকিট নিয়ে এসেছিল?"

"ইন্টারমিডিয়েট।"

"সিঙ্গল না রিটার্ণ?"

"রিটার্ণ।"

"তাদের টিকিটগুলো বের করুন।"

ছোটবাবু একটা দেরাজ টানিয়া একগাদা টিকিট হইতে লাল রঙের আধখানা টিকিটগুলি বাছিয়া বাছিয়া গোবর্দ্ধনবাবুর সম্মুখে ফেলিতে লাগিলেন। শেষ হইলে গোবর্দ্ধনবাবু গণিয়া দেখিলেন, সর্ব্বশুদ্ধ উনিশখানা আছে। প্রত্যেক খানিই কলিকাতা হইতে, নম্বরগুলি পরপর। পকেট-বুক বাহির করিয়া টিকিটের নম্বর ও ছাপগুলির বিবরণ গোবর্দ্ধনবাবু নোট করিয়া লইয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "স্বদেশী ডাকাতী।"

ছোটবাবু বলিলেন, "স্বদেশী ডাকাতী! অ্যাঁ? স্বদেশী ডাকাতী! বলেন কি?"

"পরিষ্কার স্বদেশী ডাকাতী। আপনার কাছে ম্যাগ্নিফায়িং গ্লাস আছে?"

"না। কেন বলুন দেখি?"

চিঠিখানির এক স্থানে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া গোবর্দ্ধনবাবু বলিলেন, "এই দেখুন, খামের উপর যে মোহর পড়ে, তারই সাদা দাগ এ চিঠিতে রয়েছে। একটা ম্যাগ্নিফায়িং গ্লাস পেলে ছাপটা পড়তাম।"

ছোটবাবু চশমা চোখে দিয়া দাগটা পড়িতে চেষ্টা করিলেন। শেষে বলিলেন, "কিছু পড়া গেল না।"

গোবর্দ্ধনবাবু সেই ষষা কাচের লণ্ঠনটির দ্বার খুলিয়া ভিতরে কি যেন অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। শেষে এক টুকরা কাগজ লইয়া লণ্ঠনের একটা স্থানে ঘষিতে লাগিলেন। কাগজটুকু ভুষা-কালি মাখা হইয়া গেল। বাহির করিয়া, তাহার উপর জোরে দুই তিনটা ফু দিয়া গোবর্দ্ধনবাবু সেখানি চিঠির সেই সাদা ছাপ-পড়া অংশে লঘু হস্তে বুলাইতে লাগিলেন। ছোটবাবু অবাক্ হইয়া ইঁহার কার্য্যপরম্পরা দেখিতেছিলেন।

ছাপটি পরীক্ষা করিয়া গোবর্দ্ধনবাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আজই বেলা ৯টার ডিলিভারিতে বউবাজার পোষ্টাপিস থেকে এ চিঠি বিলি হয়েছে।"—বলিয়া চিঠিখানি ছোটবাবুর হস্তে দিলেন। ছোটবাবু সেখানি আলোকে ধরিয়া দেখিলেন, কালো জমীর উপর সাদা অক্ষরে OW AZA, তাহার নিম্নে ৭এ. তাহার নিম্নে 5 Jy ফুটিয়া উঠিয়াছে। চিঠিখানি গোবর্দ্ধনবাবুর হস্তে প্রত্যর্পণ করিয়া রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "ধন্য আপনার বুদ্ধি! নইলে আর অমন সব নভেল আপনার মাথা থেকে বেরোয়!"

গোবর্দ্ধনবাবু বলিতে লাগিলেন, "এই ডাকাতদের অন্ততঃ এক জন—যার নাম কুঞ্জ—বউবাজার অঞ্চলে থাকে। নিতাই ব'লে দলের এক জন পূর্ব্বেই এসেছিল—যা কিছু দেখবার শোনবার খবর নেবার সমস্ত ঠিকঠাক ক'রে এই চিঠি লিখেছে। এই অঞ্চলের কোনও ধনী লোকের বাড়ী আজ রাত্রি দশটার

সময় তারা ডাকাতী করেছে—ভোর তিনটের গাড়ীতে তারা ফিরে যাবে।"

এমন সময় কলিকাতা হইতে ট্রেণ আসিয়া পৌঁছিল। ছোটবাবু লণ্ঠন হাতে সেখানি "পাস" করিতে ছুটিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গোবর্দ্ধনবাবু একাকী বসিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—"এ ডাকাতগণকে যে কোনও উপায়ে হউক ধরিতে হইতেছে। ধরিতে পারিলে গভর্ণমেণ্টের কাছে যথেষ্ট সুনাম হইবে, চাই কি একটা রায় বাহাদুরী খেতাবও মিলিতে পারে।"—অনেক দিন হইতেই রায় বাহাদুর হইবার জন্ত গোবর্দ্ধনবাবুর আকাঙ্ক্ষা। নভেল লিখিয়া অর্থোপার্জ্জন যথেষ্টই করিয়াছেন, কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে তেমন মান-সম্ভ্রম হইল কৈ? ইঁহার পুস্তকসংখ্যার তুলনায় অর্দ্ধেকের অর্দ্ধেক বহিও যাঁহারা লেখেন নাই, যাঁহাদের বহি আলমারি-জাত হইয়া থাকে, বৎসরে ২৫ খানির বেশী বিক্রয় হয় না, তাঁহাদের কত মান, কত সম্ভ্রম, মাসিকপত্রে ছবি বাহির হইতেছে, কত সভার সভাপতি হইয়া তাঁহারা বক্তৃতা করিতেছেন—কিন্তু গোবর্দ্ধনবাবুকে কেহ ত ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করে না!—তিনি ইহার একমাত্র কারণ নির্দ্দেশ করেন—ঐ সকল লোক কেবলমাত্র গ্রন্থকার নহেন—সাহিত্যক্ষেত্রে গ্রন্থকার এবং অপর কোনও ক্ষেত্রে উচ্চপদস্থ। তাই অনেক দিন হইতেই তাঁহার মনে হইতেছে, যদি কোনও একটা সুযোগে রায় বাহাদুর বা অন্ততঃ রায় সাহেবও তিনি হইতে পারেন, তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহার এই "কেবলমাত্র গ্রন্থকার" অপবাদটি ঘুচিয়া যায়—সমাজে নিজ প্রাপ্য সম্মান তিনি আদায় করিয়া লইতে পারেন। তাঁহার মনে হইল, বোধ হয়, এই সুযোগেই তাহা হইবে; নহিলে ভগবান্ তাঁহারই একখানি গ্রন্থের মধ্যে করিয়া সূলসূত্রস্বরূপ ঐ চিঠি-খানা পাঠাইয়া দিবেন কেন?

ট্রেণ চলিয়া গিয়াছিল। ছোটবাবু যাত্রীদের টিকিট কালেক্ট করিয়া আফিসে ফিরিয়া আসিলেন। পকেট হইতে ডিবা বাহির করিয়া পান খাইলেন, গোবর্দ্ধনবাবুকেও দিলেন। নিকটস্থ চেয়ারখানিতে বসিয়া বলিলেন, "তাই ত মশায়—কার সর্ব্বনাশ হ'ল, কে জানে!"

গোবর্দ্ধনবাবু বলিলেন, "দেখুন, আজ এ ডাকাতদের ধরতে হবে।"

ছোটবাবু বলিলেন, "কে ধরবে?"

"আপনি ও আমি।"

"আমি? সর্ব্বনাশ!—তাদের কাছে রিভল্‌ভার আছে, মাথার খুলি উড়িয়ে দেবে না।"

গোবর্দ্ধনবাবু হাসিয়া বলিলেন, "না, এখন আর তাদের কাছে রিভল্‌ভার নেই। সে সব কোথাও লুকিয়ে রেখে তারা আসবে।"

"তা হলেও ধরা কি সোজা কথা মশায়? তারা উনিশ-কুড়ি জন লোক—"

"ঝাপ্‌টে ধরতে গেলে কি আর হবে? কৌশলে ধরতে হবে।"

"তার পর?"

"তার পর পুলিস ডেকে তাদের জিম্মাভার ক'রে দেওয়া।"

"তার পর?"

"তার পর সকলের শ্রীঘর।"

"তার পর?"

"তার পর আবার কি?"

"ওদের দলের অন্যান্য লোক যারা আছে, তারা যে আপনাকে আমাকে কুকুরমারা ক'রে মারবে!"

এ কথা শুনিয়া গোবর্দ্ধনবাবুর মনে একটু ভীতির সঞ্চার হইল। তিনি কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে চিন্তা করিলেন। কিন্তু রায় বাহাদুরীর প্রলোভনই অবশেষে জয়লাভ করিল। বলিলেন—

"আপনি কি বলছেন মশায়? আমরা কি মগের মুলুকে বাস করছি যে, আমাদের অমনি কুকুর-মারা করবে? এ কার্য্য ক'রে যদি আমরা সফল হই, আমাদের যাতে কোনও অনিষ্ট না হয়, সে বন্দোবস্ত গভর্ণমেণ্ট করবেন। তার জন্যে লাখ টাকা যদি খরচ হয়, তাতেও তাঁরা পিছপাও হবেন না। আপনি কোন চিন্তা করবেন না। আসুন, এ কাযে আমায় সাহায্য করুন। দেখুন দেখি, এই স্বদেশী ডাকাতেরা দেশের কি মহা অনিষ্ট করছে। নিরীহ লোকদের সর্ব্বনাশ করছে—এই কি ধর্ম্ম, এই কি স্বদেশপ্রেম। প্রত্যেক রাজভক্ত প্রজারই কর্ত্তব্য, তাদের

কার্য্যে বাধা দেওয়া, তাদের সমুচিত প্রতিফল দেওয়া।"

ছোটবাবু গালে হাত দিয়া বসিয়া রহিলেন, কোনও উত্তর করিলেন না। কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া গোবর্দ্ধনবাবু বলিলেন, "কি বলেন? আমায় সাহায্য করবেন?"

হাত দুটি যোড় করিয়া ছোটবাবু বলিলেন, "গোবর্দ্ধনবাবু, আমায় মাফ্ করতে হচ্ছে। আমি ছাঁপোষা মানুষ, অনেকগুলি কাচ্ছা-বাচ্ছা, আমি ও কাযটি পারব না। আমায় বাঁচান।"

"আমি বাঁচাব কি? আপনি যদি আমার সাহায্য না করেন, আমি নিজেই অবশ্য যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রে দেখ্‌ব। কিন্তু এ স্থান আমার অপরিচিত, আমি একা কি করতে পারব? আমার সাহায্য না করলেই কি আপনি বাঁচবেন মনে করেছেন? গভর্ণমেন্ট যখন শুনবে যে, আপনি আমায় সাহায্য করতে অস্বীকার করাতেই ডাকাতগুলো ধরা পড়্‌ল না, তখন গভর্ণমেন্ট কি ভাব্‌বে বলুন দেখি? ভাব্‌বে, আপনিও ষড়যন্ত্রকারীদের দলের লোক, তাই সাহায্য করেননি। উল্টে বোধ হয় আপনারই জেল হয়ে যাবে।"—এই কথা বলিয়া গোবর্দ্ধনবাবু মনোযোগের সহিত ছোটবাবুর মুখপানে চাহিয়া তাঁহার মনের ভাব নির্ণয়ে সচেষ্ট হইলেন।

ছোটবাবু হঠাৎ উঠিয়া গোবর্দ্ধনবাবুর পদযুগল ধারণ করিলেন। বলিলেন, "আপনি বড়লোক, মহাত্মা লোক, নভেলিষ্ট—এ গরীবকে দয়া করুন। আমায় এর মধ্যে জড়াবেন না, দোহাই আপনার। যদি কিছুর জন্যে আপনার সাহায্য দরকার হয়, তা বরং আমায় অনুমতি করুন। গোপনে যা পারি, তাতে প্রস্তুত আছি, প্রকাশ্যে কিছুই পারব না।"

"উঠুন—উঠুন"—বলিয়া গোবর্দ্ধনবাবু ছোটবাবুকে হাত ধরিয়া উঠাইলেন। বলিলেন, "আচ্ছা, আপনার যদি এতই ভয়, তা হ'লে কায নেই। আমি একাই যা হয় করব। যা বলি তা শুনুন।"

গোবর্দ্ধনবাবু ভাবিতেছিলেন, "সাহায্য যদি এ করে, তবে কার্য্য সফল হইলে গৌরবের ভাগটা না-ই রহিল।"—বলিলেন, "দেখুন, কাছাকাছি এমন কোনও বাড়ী আছে, যার মধ্যে তাদের পুরে আটক করতে পারি?"

ছোটবাবু বলিলেন, "আছে—আছে—খুব ভাল জায়গাই আছে।"

"কোথা?"

"বাইরে চলুন, দেখাই।"

কিছু পূর্ব্বে চন্দ্রোদয় হইয়াছিল। গোবর্দ্ধনবাবুকে প্ল্যাটফর্ম্মের প্রান্তদেশে লইয়া গিয়া ছোটবাবু বলিলেন, "ঐ যে মস্ত বাড়ীটা দেখছেন, ওটা ধানের আড়ত করবার জন্যে রেলি ব্রাদারেরা এই নূতন তৈরী করেছে। মস্ত একখানা গুদামঘর আছে ওর মধ্যে, প্রায় ৪০ ফুট লম্বা ২৫ফুট চৌড়া। খালি আছে, এখনও ওদের আড়ত খোলেনি। যদি কোনও কৌশলে সেই দলকে ওই ঘরখানার মধ্যে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে তালাবন্ধ করতে পারেন, তাহা হইলেই কায হাসিল। পুলিস আসা পর্য্যন্ত ঐখানে ওরা আটক থাকবে এখন।"

গোবর্দ্ধনবাবু বলিলেন, "অনুগ্রহ ক'রে আপনার লণ্ঠনটা নিয়ে আসুন, ঘরখানি দেখি।"

ছোটবাবু লণ্ঠন আনিতে চলিয়া গেলেন, গোবর্দ্ধনবাবু সেই অন্ধকারে দাঁড়াইয়া কৌশলচিন্তায় ব্যাপৃত হইলেন।

ছোটবাবু লণ্ঠন লইয়া আসিলে উভয়ে গিয়া ঘরখানি দেখিলেন। একটি মাত্র দরজা। উপরে, ছাদের প্রায় কাছে, এ দিকে দুইটি ও দিকে দুইটি বায়ু-চলাচলের জন্য জানালা কাটা রহিয়াছে, তাহাতে এখনও সার্সি বসানো হয় নাই। গোবর্দ্ধনবাবু দেখিলেন, সেগুলি মেঝে হইতে প্রায় ২০ ফুট উচ্চে—সুতরাং ওখান দিয়া পলায়নের সম্ভাবনা নাই। বলিলেন, "এই ঠিক হবে।"

ঘরের বাহিরে আসিয়া গোবর্দ্ধনবাবু দরজাটি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। পুরু শালকাঠের ফ্রেমে আড়ভাবে সেই কাঠের ছোট ছোট তক্তা বসানো, আগা-গোড়া রিভেট করা। উপরে একটি, নিম্নে একটি মোটা শিকলও আছে। খুব মজবুদ, সহজে ভাঙ্গিয়া বাহির হইতে পারিবে না। ছোটবাবু বলিলেন, "রেলের ভাল তালা আছে, আপনাকে দিই চলুন।"

"চলুন। আরও সব সরঞ্জাম দরকার। চলুন, আপিসে ব'সে তার পরামর্শ করি গে।"

ফিরিবার পথে ছোটবাবু বিনতিপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "কিন্তু আমি যে আপনাকে কোনও বিষয়ে সাহায্য

করছি, তা যেন ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না হয়, দোহাই আপনার।"

"না, তা হবে না।"

আপিসে ফিরিয়া ঘণ্টাখানেক ধরিয়া পরামর্শ চলিল। ইতিমধ্যে পৌনে দুইটার গাড়ী আসিয়া চলিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কলিকাতা-নিবাসী সেই নিরীহ যুবকেরা আসিয়াছিল—তাহাদের বন্ধু নিতাইয়ের বিবাহে বরযাত্রী হইয়া। নিতাই ছেলেটি অনেক দিন হইতে কিঞ্চিৎ মিলিটারি ভাবাপন্ন; রঙ্গ করিয়া যখন নিজ বিবাহকে "যুদ্ধারম্ভ" এবং শ্বশুর-বাটীকে "শত্রুদুর্গ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিল, তখন স্বপ্নেও জানিত না, তদ্দ্বারা বন্ধুগণকে সে কি বিপজ্জালে জড়াইতেছে!

যে গ্রামে বিবাহ হইল, তাহা ষ্টেশন হইতে দুই ক্রোশ দূরে অবস্থিত। বিবাহ ও আহারাদির পর বরের নিকট সকলে বিদায় গ্রহণ করিল। তাহাদের জন্য গো-যান প্রস্তুত ছিল, কিন্তু সেগুলি তাচ্ছীল্যভরে প্রত্যাখান করিয়া যুবকেরা পদব্রজেই ষ্টেশন অভিমুখে অগ্রসর হইল। বরাবর সরকারী রাস্তা, পথ ভুল হইবার আশঙ্কা ছিল না। জ্যোৎস্নালোকে গান গাহিতে গাহিতে, অতি আনন্দেই তাহারা পথ অতিক্রম করিতে লাগিল।

রাত্রি যখন দুইটা, তখন ষ্টেশনের আলোক তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইল। এক জন বলিল, "এস ভাই, 'বঙ্গ আমার জননী আমার' গাইতে গাইতে যাই।"—'বঙ্গ আমার জননী আমার' গাহিতে গাহিতে, তালে তালে পা ফলিয়া, দশ মিনিটের মধ্যে তাহারা ষ্টেশনে পৌঁছিল।

প্ল্যাটফর্ম্মে পৌঁছিয়া দেখিল, এক ভদ্রলোক মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া মলিদা গায়ে দিয়া প্ল্যাটফর্ম্মের উপর দাঁড়াইয়া আছেন। এক জন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ট্রেণের আর দেরী কত মশাই?"

বাবুটি বলিলেন, "আপনারাই কি আজ বিকেল পাঁচটার গাড়ীতে এসেছিলেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আপনাদের দলের কেউ কলকেতা থেকে ছাড়বার সময় গাড়ী মিস্ করেছিল?"

"তা ত জানিনে; তবে আরও তিন জনের আস্বার কথা ছিল বটে, তারা আসেনি, হয় ত সময়মত ষ্টেশনে এসে জুটতে পারেনি; কেন মশায়?"

বাবুটি বলিলেন, "তবে ঠিক হয়েছে। আপনাদেরই দলের লোক। তিন [illegible] নয়, দু'জন লোক সন্ধ্যা সাতটার গাড়ীতে এসে পৌঁছেছিলেন। তার মধ্যে এক জনের ভয়ানক জর।"

"কোথায়? কোথায় তারা?

"ঐ রেলি ব্রাদারের আড়তে তাঁরা আছেন। যিনি সুস্থ, তিনি আমাদের এসে বল্লেন, মশাই, এই ত বিপদ, একটু আশ্রয় দিতে পারেন? কোথায় আশ্রয় দিই, ঐ রেলি ব্রাদারের আড়ত দেখিয়ে দিলাম। বাসা থেকে তক্তপোষ, লেপ, বিছানা সব পাঠিয়ে দিলাম। দু তিনবার গিয়ে দেখেও এসেছি—খুব জর, ১০৫এর কম ত হবে না। আর, কি পিপাসা! দশ মিনিট অন্তর খালি বলে জল দাও। সুস্থ লোকটির কাছেই শুন্‌লাম, আপনারা রাত্রি তিনটের গাড়ীতে কল্‌কাতা ফিরবেন।"

যুবকেরা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, "ওহে, বোধ হয় শান্তি আর শৈলেন। শান্তিরই বোধ হয় জর হয়েছে—তার ত ম্যালেরিয়া লেগেই আছে কি না।"

পাগড়ী-বাঁধা বাবুটি বলিলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ—শান্তি বাবুরই জর হয়েছে। নামটি ভুলে গিয়েছিলাম। চলুন, দেখ্‌বেন।" বলিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন। বলা বাহুল্য, ইনি আমাদের গোবর্দ্ধনবাবু ভিন্ন আর কেহ নহেন।

যুবকেরা পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল, "জর যদি একটু কম থাকে, গাড়ীতে নিয়ে যাবার মত অবস্থা থাকে, তবে নিয়েই যাব; নৈলে আমাদের সকলকেই এখানে থাকতে হবে।"

রেলি ব্রাদারের আড়তে পৌঁছিয়া বাবুটি বলিলেন, "ঐ ঘরে আছে, চলুন।"—দ্বারের ফাঁক দিয়া একটু একটু আলো আসিতেছিল।

দ্বার ঠেলিয়া মাথাটি ভিতরে প্রবেশ করাইয়া বাবুটি বলিলেন, "ঘুমুচ্ছে বোধ হয়। কীবার মিক্সারটায় কিছু উপকার হয়ে থাকবে। দুজনেই ঘুমুচ্ছে। পা টিপে টিপে আপনারা যান।"

যুবকগণ দেখিল, সেই লম্বা ঘরের প্রান্তভাগে পালঙ্ক পাতা রহিয়াছে। পার্শ্বে একটি টেবিলের উপর

গোটা দুই ঔষধের শিশিও দেখা গেল। দেওয়ালে একটা ল্যাম্প মিটি মিটি করিয়া জ্বলিতেছে। যুবকগণ জুতার গোড়ালি শূন্যে তুলিয়া নিঃশব্দে প্রবেশ করিতে লাগিল।

সকলে প্রায় একসঙ্গেই শয্যার নিকটে পৌঁছিল। এক জন লেপের প্রান্তটি আস্তে আস্তে উঠাইতে লাগিল। ক্রমে অনেকখানি উঠাইয়া ফেলিয়া বলিল, "কৈ ?"

দুই তিন জনে লেপটা টানিয়া বলিল, "গেল কোথা ?"

অপর সকলে বলিল, "সে বাবুটি কৈ ? তিনি গেলেন কোথা ?"

কেহ কেহ বলিল, "দেখ ত, দেখ ত, বাইরে বোধ হয় আছেন।"

তিন চারি জনে দ্বারের কাছে গিয়া দ্বার টানিল, তাহা বাহির হইতে বন্ধ। চীৎকার করিয়া তাহারা বলিল, "ওহে, বন্ধ যে !"

বাকী সকলে তখন দ্বারের নিকটে গেল। সকলেই দ্বার ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল, দ্বার এক চুলও নড়িল না।

সকলেরই মনে তখন একটু ভয় হইল। কেহ কেহ বলিল, "ওহে কুঞ্জ—এ কি ব্যাপার ?"

কুঞ্জ বলিল, "কিছুই বুঝতে পারছিনে। আমাদের এ রকম ক'রে বন্ধ করলে কেন ? লোকটার উদ্দেশ্য কি ?"

অভয় বলিল, "একবার ডেকে দেখা যাক্ !"—বলিয়া সে দরজার কাছে মুখ রাখিয়া চীৎকার করিতে লাগিল—"ও মশাই ! ও পাগড়ী মাথার বাবুটি, বলি শুনছেন ? দোরটা বন্ধ ক'রে দিলেন কেন ? খুলে দিন, খুলে দিন।"

একে একে দুইয়ে দুইয়ে তখন তাহারা এই প্রকার ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করিতে লাগিল। কিন্তু কোনই ফল হইল না। কেহ কেহ তখন হতাশ হইয়া মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়াছে।

অবনী বলিল, "ওহে, গতিক ভাল নয়। এর মধ্যে বন্ধ থাকলে প্রাণে মারা যাব যে। এ মজবুদ কবাট ভাঙ্গা যাবে না। ঐ ল্যাম্পটা নিয়ে এস। ওর তেলটা কবাটের গায়ে মাখিয়ে আগুন ধরিয়ে দাও। কবাট পুড়িয়ে ফেল।"

কুঞ্জ বলিল, "সর্ব্বনাশ !—তা হ'লে ধোঁয়ায় শেষকালে দমবন্ধ হয়ে মারা যাব যে। জানালা নেই—শুধু ছাদের কাছে ছোট ছোট ঐ দুটি ভেন্টিলেটর, তাও কাচবন্ধ ব'লে বোধ হচ্ছে। অন্য উপায় চিন্তা কর।"

শ্যামাপদ বলিল, "সে বোধ হয় পালিয়েছে। চেঁচামেচি করি এস, কারু না কারু সাড়া পাব।"

কেশব বলিল, "এই শীতের ভোরে কে আছে এখানে যে, আমাদের সাড়া পেয়ে এসে আমাদের উদ্ধার করবে ?"

সকলে তখন মাথায় হাত দিয়া বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল।

অর্দ্ধঘণ্টা পরে বাহির হইতে ভস্ ভস্ করিয়া একটা শব্দ আসিল। অভয় বলিল, "ঐ আমাদের ট্রেণও বেরিয়ে গেল।"

জল্পনায় কল্পনায় আরও ঘণ্টাখানেক কাটিল। কেন যে লোকটা এরূপ ব্যবহার করিয়া গেল, তাহাই নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া সকলে কোনও কূলকিনারা পাইল না। অবশেষে স্থির করিল, লোকটা বোধ হয় পাগল হইবে।

কুঞ্জ ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, খাটখানি ধরিয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে সকলকে সে ডাকিয়া বলিল, "দেখ, উপরে যে ঐ ভেন্টিলেটর রয়েছে, ওতে সার্সি-টার্সি বোধ হয় নেই। আমি অনেকক্ষণ থেকে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ছি। ঐ দিয়ে ছাড়া বেরুবার আর কোন উপায় নেই কিন্তু।"

অভয় কহিল, "ও ত বিষম উঁচু, ওখানে পৌঁছান যায় কেমন ক'রে ?"

কুঞ্জ বলিল, "এ নেওয়ারের খাটখানা ভাঙা যাক। খাটের কাঠ চারখানা, টেবিলের পায়া চারটে, নেওয়ার দিয়ে খুব কষে বাঁধা যাক্ এস। একটা মইয়ের মত হবে। দেওয়ালের গায়ে সেইটে দাঁড় করালে জানালায় ও ফুটো অবধি পৌঁছান যাবে বোধ হয়।"

তিন চারি জন দেখিয়া অনুমান করিয়া বলিল, "বোধ হয়।"

কুঞ্জ বলিল, "তিনকড়ে, তুই সাইজে সব চেয়ে ছোট আছিস্। পারবি উঠতে।"

তিনকড়ি বলিল, "খুব পারব। কিন্তু তার পর ? ও দিকে নামব কি ক'রে ?"

"এই মই, জানালা গলিয়ে ও দিকে ফেলে, ধরে নামতে পারবিনে ?"

"ওদিকে আবার জমী অবধি পেলে ত। ওদিকে যদি বেশী নীচু হয়?"

কুঞ্জ বলিল, "আগে উঠে ত দেখ্।"

তখন সেই ল্যাম্পের আলোকের সাহায্যে সকলে মিলিয়া খাটের নেওয়ার খুলিতে আরম্ভ করিল। খোলা শেষ হইলে, অনেকে মিলিয়া খাটের পায়া হইতে পাট্‌রিগুলা বিচ্যুত করিয়া ফেলিল। টেবিলও এইরূপে ভাঙ্গা হইল। খাটের পাট্‌রি এবং টেবিলের পায়া নেওয়ার দিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে বাহিরে কাক ডাকিয়া উঠিল, গবাক্ষপথে ভোরের আলো প্রবেশ করিল।

সকলে ধরাধরি করিয়া তখন সেই মইকে দেওয়ালের গায়ে দাঁড় করাইয়া দিল। উহা গবাক্ষ ছাড়াইয়াও প্রায় এক হাত উর্দ্ধে উঠিয়াছে—দেখিয়া সকলের বুকে এই প্রথম কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইল।

তিনকড়ি বলিল, "যদি বেরুতে পারি, বেরিয়ে আমি কি করব? ষ্টেশনে যাব?"

কুঞ্জ বলিল, "না না—ষ্টেশনে গিয়ে কি হবে? তারাই ত আমাদের শত্রু। প্রথমে দরজায় গিয়ে দেখ্‌বি। যদি দেখিস্, শুধু শিকল বন্ধ আছে, শিকল খুলে দিবি। যদি দেখিস তালা বন্ধ, থানায় গিয়ে দারোগাকে সব কথা বল্‌বি। কাছে কোথাও নিশ্চয়ই থানা আছে—দারোগা এসে আমাদের উদ্ধার করবে।"

সকলে মিলিয়া সেই মইটা ধরিয়া রহিল। তিনকড়ি অতি কষ্টে, বাঁধনের গাঁটে গাঁটে পা দিয়া, উপরে উঠিতে লাগিল। ক্রমে গবাক্ষের নিকট পৌঁছিয়া তথায় সে বসিল।

নিম্ন হইতে জিজ্ঞাসা হইল, "তিনকড়ে, কি দেখ্‌ছিস্?"

"মাঠ। মাঠে একটা শেয়াল চরছে।"

"মানুষ-টানুষ কাউকে দেখ্‌ছিস্?"

"কাউকে নয়।"

"কতখানি নীচে জমী? এ কাঠ পৌঁছবে?"

"না। অনেক নীচু। এক কাষ কর না।"

"কি?"

"নেওয়ার খোল। টুকরোগুলো মুখে মুখে ক'রে গিরো বাঁধ। দু-থাই ক'রে পাকিয়ে দড়ার মত কর। একটা মুখ আমায় দাও। সেটা আমি নীচে নামিয়ে দিই। আর একটা মুখ তোমরা সকলে মিলে ধ'রে থাক। আমি ওদিকে নেমে পড়্‌ব এখন।"

সকলে বলিল, "বেশ বুদ্ধি করেছ—বাঃ!"

তখন সেই আঠারো যোড়া হাত, নেওয়ার খুলিতে, বাঁধিতে এবং পাকাইতে লাগিয়া গেল। কুড়ি মিনিটের মধ্যে সমস্ত প্রস্তুত।

নিম্ন হইতে সকলে বলিয়া দিল, "আগে গিয়ে দেখ্, দরজায় খালি শিকল বন্ধ আছে না তালা দেওয়া আছে। যদি তালা দেখিস্, এসে নীচে থেকে আমাদের বলবি। যত শীঘ্র পারিস, থানায় যাবি—গিয়ে দারোগাকে সব কথা ব'লে এখানে নিয়ে আসবি।"

"আচ্ছা, আমি নাম্‌লাম।"—বলিয়া, দড়ি ধরিয়া জানালার ভিতর দিয়া তিনকড়ি নিজেকে গলাইয়া দিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

প্রাণভয়ে ছোটবাবু অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বেই চুপি চুপি আসিয়া নিজের ডুপ্লিকেট্ চাবি দিয়া তালা এবং শিকল খুলিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। যুবকেরা কেহই তখন দ্বারের কাছে ছিল না, কোনও শব্দ পায় নাই। ছোটবাবু ভাবিয়াছিলেন, অনতিবিলম্বেই ইহারা জানিতে পারিবে এবং দ্বার খোলা পাইয়া পলায়ন করিবে—তাহা হইলে ভবিষ্যতে আর 'কুকুরমারা' হইবার আশঙ্কা থাকিবে না।

দরজা খুলিয়া দিয়া ছোটবাবু আবার আপিসে ফিরিয়া গেলেন। দেখিলেন, গোবর্দ্ধনবাবু সেই লম্বা টেবিলখানির উপর খানকতক লাইন ক্লিয়ার বহি মাথায় দিয়া ঘুমাইতেছেন। ছোটবাবু ডুপ্লিকেট চাবিটি লুকাইয়া রাখিয়া, বসিয়া আপনার কায করিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ পরে গোবর্দ্ধনবাবু একটু নড়িয়া চড়িয়া উঠিলেন। মশারি হইতে মুখ বাহির করিয়া বলিলেন, "ভোর হয়েছে যে। থানায় লোক পাঠালেন?"

ছোটবাবু বলিলেন, "না, এক বেটা খালাসীকেও দেখতে পাচ্ছিনে।"

"আমি নিজেই যাব না কি? থানা কত দূর এখান থেকে?"

"এক মাইল হবে।"

উপন্যাসিক

সায়, নবীন
...ন উপন্যাসের
ভাদ্র মাস,
...থম করিতেছে,
ললাট হইতে
...ছে। মাঝে
দিয়া, পার্শ্বস্থ
...কে বাতাস
মনোনিবেশ
এই সপ্তাহেই

...ৎসর মাত্র।
পল্লীগ্রামে।
..., আর পড়িবার
...না—অনেক
...গ্রিনলে ফিওর
...ল সামান্য
...লেন ; এখন
...ার বিবাহ
প্রবল অনু-
...ই।
উপন্যাসিক
চাকরীতে
উপন্যাস
...ার চেষ্টা
...হা গ্রহণ
...খানেক
তার
আরম্ভ
...লিখিতে
বিদ্যালয়-
...করিয়া
নানা

কাগজে যতই "অশ্লীল" বলিয়া গালি খাইতে লাগিল, ততই ইহাদের কাট্‌তি বাড়িতে লাগিল।

ইহা দেখিয়া, নগেন্দ্র বাবুও আবার খাতা বাঁধিলেন। ৩।৪ মাস পরিশ্রম করিয়া আর্টমূলক একখানি উপন্যাস লিখিলেন। ইহাতে তিনি দেখাইলেন, স্ত্রীলোকের সতীত্ব এমন কোনই মূল্যবান জিনিস নহে, যাহার জন্য প্রাণপাত করিতে হইবে। পুরুষেরা যে স্ত্রীলোকের সতীত্ব সতীত্ব বলিয়া চীৎকার করিয়া থাকে, তাহার মূলে ঘোর স্বার্থপরতা ছাড়া আর কিছুই নাই। শাস্ত্র ও সমাজে মিলিয়া ষড়যন্ত্র করিয়া এতকাল স্ত্রীজাতির প্রতি যে অত্যাচার করিয়া আসিয়াছে, এ নূতন আলোর যুগে আর তাহা চলিবে না। পুরুষের যেমন যা-খুসী করিবার অধিকার আছে, স্ত্রীলোকেরও সেইরূপ থাকাই ন্যায়সঙ্গত—ইত্যাদি। লিখিলেন বটে, তাহাতে আর্টও কিছু রহিল বটে, কিন্তু আর্টের "নগ্নচিত্র" তাহাতে তেমন ভাল ফুটিল না। হাজার হোক ভদ্রলোকের ছেলে, কতকটা লেখাপড়া শিখিয়াছেন, তাই একটু সঙ্কোচের হাত এড়াইতে পারিলেন না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও, এ... জন উদ্যমশীল প্রকাশক বহিখানি ছাপাইবার ... লইলেন ; পুস্তকের মধ্যে আর্টের যে টুকু অভাব ... প্রকাশক তাহা বিজ্ঞাপনের দ্বারা পরিপূরণ ক... বৎসর না ঘুরিতেই প্রথম সংস্করণ কাটাই... দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিলেন। কিছু ... নগেন্দ্রবাবুর পকেটগত হইল।

এইরূপে উৎসাহ পাইয়া, নগেন্দ্রবাবু ... তৃতীয় উপন্যাসখানি রচনা করিয়াছে... পূর্ব্ব সঙ্কোচ অনেকটা কাটাইয়া উঠি... "নির্ভীক" ভাবেই এবার আর্টের "ন... করিয়াছেন। এই উপন্যাসে তিনি... আমাদের মূর্খ অন্ধ সমাজ যাহাদিগকে... দূরে ঠেলিয়া রাখিয়াছে, তাহারাই... —তাহাদের হৃদয়গুলি কুসুমের ম... —দয়া মায়া, স্নেহ মমতা...

ইত্যাদি ইত্যাদি। ভজহরির উত্তরগুলি সুধাংশুবাবু লিখিয়া লইলেন।

তার পর মোক্ষদার ডাক পড়িল। তাহাকেও অবিকল ঐ প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করা হইল। উভয়ের উত্তরে বিশেষ কোনও পার্থক্য পাওয়া গেল না। ভজহরি তখন স্ত্রীর উপর স্বত্ব সাব্যস্তের ডিক্রী পাইল।

যতদিন মধুপুরে থাকা হইবে, ততদিন এই দম্পতীর বাসের জন্য মিত্র-গৃহিণী তাঁহার বাসার আস্তাবলের পার্শ্বস্থ কক্ষটি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। তাঁহারই পরামর্শে, শয়ন করিতে যাইবার পূর্ব্বে মোক্ষদা একটা বাটীতে কর্পূর মিশানো [illegible] তার্পিণ তৈ গিয়া, স্বামীর ব্যথিত কোমরে অনেকক্ষণ উত্তমরূপে মালিস করিয়া দিল।

এক মাস পরে কলিকাতায় ফিরিয়া, উভ কর্ম্মে ইস্তাফা দিয়া, সঞ্চিত অর্থ লইয়া দেশে চা গেল। তথায় কুটীরখানির জীর্ণসংস্কার করিয়া, এক গোহাল ঘর তুলিয়া, গাভী কিনিয়া, জাতি ব্যবসা সুরু করিয়া দিল। দুধে যে কি পরিমাণ জল স্বচ্ছন্দে মিশানো যাইতে পারে, সে বিষয়ে উভয়ের কা কাতার অভিজ্ঞতা খুব কাযে লাগিয়া গিয়াছিল।

"আচ্ছা মশাই, এক কায করি না কেন?—থানায় খবর না পাঠিয়ে, বরং কল্‌কাতায় একখানা টেলিগ্রাম ক'রে দিই, পুলিসের ইন্‌স্পেক্টর জেনারেলের নামে। মিলিটারি পুলিস নিয়ে, একবারে বন্দুক-টন্দুক নিয়ে তারা আসুক। এ সব স্থানীয় পুলিসকে বিশ্বাস নেই মশায়। আমি যে এত কষ্ট ক'রে ধর্‌লাম, দারোগা নিজে নাম নেবার জন্যে শেষে হয় ত আমার আমলই দেবে না। টেলিগ্রাম একখানা ক'রে দিই, কি বলেন?"

"সে মন্দ নয়। বেশ ত, আপনি ব'সে টেলিগ্রাম লিখুন, আমি ততক্ষণ বাসায় গিয়ে আপনার চায়ের যোগাড় ক'রে আসি।"

"আঃ—এমন সময় এক পেয়ালা গরম চা পেলে ত বেড়ে হয় মশায়!—একে এই শীত, তাতে সমস্ত রাত্রি জাগরণ।"

ছোটবাবু বাসায় গেলেন। গোবর্দ্ধনবাবু কাগজ-কলম লইয়া টেলিগ্রাম লিখিতে বসিলেন। অনেক কাটকুট করিয়া শেষে মুসাবিদাটা এই প্রকার দাঁড়াইল—

"আমি কার্য্যবশতঃ এ অঞ্চলে আসিয়া অদূরে কোনও গ্রামে একটি ভীষণ স্বদেশী ডাকাতি হইয়াছে জানিতে পারিয়া, অনেক কষ্টে এবং কৌশলে উনিশ জন ডাকাইতকে ধৃত করিয়া একটা ঘরে তালা বন্ধ করিয়া রাখিয়াছি। মিলিটারী পুলিশ লইয়া শীঘ্র আসুন। গোবর্দ্ধন দত্ত।"

মুসাবিদাটি দুই তিনবার পড়িয়া, গোবর্দ্ধনবাবু অবশেষে নিজ স্বাক্ষরের নিম্নে লিখিয়া দিলেন, "বেঙ্গলি নভেলিষ্ট"—বাঙ্গালা ঔপন্যাসিক। দুইটি উদ্দেশ্য ছিল—ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল সাহেব মনে না করেন যে, কোন কাণ্ডজ্ঞানহীন লোক এই টেলিগ্রাম পাঠাইতেছে—দ্বিতীয়তঃ, কে ধরাইয়া দিল, সে সম্বন্ধে ভবিষ্যতে কোনও গোলযোগ না হয়।

এই সময় বাহিরে গোবর্দ্ধনবাবু অনেক লোকের কোলাহল ও জুতার আওয়াজ শুনিয়া, টেলিগ্রামখানি হাতে করিয়া কৌতূহল বশতঃ বাহিরে গেলেন।

যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গেল।

সেই তাহারা—সেই দল—কাঁধে তাহাদের খাট-ভাঙ্গা টেবিলভাঙ্গা বড় বড় কাঠ। এক জন বলিয়া উঠিল—"ঐ যে, পাগড়ী মাথায় ঐ শালা!"

গোবর্দ্ধনবাবু বুঝিলেন, তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত। কিন্তু প্রাণ বড় ধন। সেটা বাঁচাইবার জন্য একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে হয়।

সুতরাং তিনি ছুটিলেন। 'ডাকাইত'গণও, "ধর শালাকে ধর" বলিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে লাগিল। গোবর্দ্ধনবাবু কিয়দ্দূর ছুটিয়া, প্লাটফর্ম্মের তারের বেড়া টপ্‌কাইয়া, মাঠ দিয়া, জঙ্গল দিয়া প্রাণপণে ছুটিলেন। গাছের কাঁটায় তাঁহার কাপড় ছিঁড়িল, গা ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেল, তথাপি তিনি ছুটিলেন। এক পাটি জুতা খুলিয়া পথে পড়িয়া রহিল, একপায়ে জুতাশুদ্ধ তিনি ছুটিলেন। ক্রমে দ্বিতীয় জুতাপাটিটিও খুলিয়া পড়িল, তথাপি ছুটিলেন। পায়ে কাঁটা ফুটিতে লাগিল, পাথরকুচি বিঁধিতে লাগিল—ক্রমে তাঁহার গতি মন্দ হইয়া আসিল। অবশেষে হাঁপাইতে হাঁপাইতে এক স্থানে বসিয়া পড়িলেন। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, ঘন জঙ্গল। কান পাতিয়া রহিলেন, ডাকাইতগণ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া আসিতেছে কি না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন, কিন্তু কাহারও কোন সাড়াশব্দ পাইলেন না।

মনে মনে তখন গোবর্দ্ধনবাবু ভাবিলেন, ট্রেণের উহারা বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিবে না; কারণ, নিজেদের প্রাণের ভয় ত আছে। তাই ঘণ্টা দুই সেখানে বসিয়া থাকিয়া তিনি ধীরে ধীরে বাহির হইলেন। পা কাটিয়া ব্যথা হইয়াছে, খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে চলিতে লাগিলেন। পথ ভুলিয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া বেলা ৯টার সময় ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন।

ডাকাইতগণ কাহাকেও কোথাও দেখিতে পাইলেন না। অনুসন্ধানে জানিলেন, ছোটবাবু বাসায় গিয়াছেন। বাসায় গিয়া ছোটবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

ছোটবাবু হাসিয়া বলিলেন, "কি, কোথায় ছিলেন এতক্ষণ? ডাকাতরা আপনাকে খুঁজছিল যে।"

গোবর্দ্ধনবাবু বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় গেল তারা?"

"তারা এতক্ষণ কল্‌কাতায় পৌঁছে গেছে।"

ছোটবাবু তখন যুবকগণের নিকট যাহা শুনিয়াছিলেন,—তাহাদের বরযাত্র যাওয়া প্রভৃতি—তাহা বর্ণনা করিলেন।

গোবর্দ্ধনবাবু বলিলেন, "আচ্ছা, কি ক'রে বেরুলে তারা?"

ছোটবাবু এইবার কল্পনার সাহায্য গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "সে মশায় আশ্চর্য্য কৌশল। সাতটার ট্রেণে তারা চ'লে গেলে, আড়তে গিয়ে দেখ্‌লাম কি না। বাইরে তালা যেমন বন্ধ ছিল, তেমনি রয়েছে। খাট ভেঙ্গে, নেয়ার খুলে তারই মই তৈরী করেছে, ক'রে সেই জানালার ফুটোয় উঠে, একে একে টুপ্ টুপ্ ক'রে লাফিয়ে পড়েছে। উঃ—কি কৌশল, কি সাহস!"

গোবর্দ্ধনবাবু কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "দেখুন, তারা ডাকাতই বটে, বিয়ের বরযাত্র নয়। বরযাত্র এসেছিল, এটা আপনাকে মিথ্যে ক'রে ব'লে গেছে।—যা হোক্, আমার নামটাম তাদের কাছে বলেন নি ত?"

"আরে রাম! আমাকে অনেকবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলে বটে, কিন্তু আমি বল্লাম—'মশায়, কত লোক আসছে, কত লোক যাচ্ছে, কত লোকের খবর রাখ্‌ব বলুন! তবে হ্যাঁ, মলিদাচাদর গায়ে, মাথায় পাগড়ী জড়ানো একটা লোককে প্ল্যাটফর্ম্মে রাত্রে দেখেছিলাম বটে। ঐ যা বলছেন আপনারা—বোধ হয় পাগল-টাগল হবে।"

গোবর্দ্ধনবাবু একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "নামটি আমার বলেন নি যে, এইটি ভারি উপকার করেছেন। ফের যদি তারা কি তাদের দলের লোক, এসে আমার সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে, তবে দোহাই আপনার, বলবেন না।"—বলিয়া গোবর্দ্ধনবাবু ছোটবাবুর হাত দু'খানি চাপিয়া ধরিলেন।

ছোটবাবু বলিলেন, "ক্ষেপেছেন, সে কি আমি বলি? জিভ কেটে ফেল্লেও না।"

ছোটবাবুর বাসাতেই স্নানাহার করিয়া, দ্বিপ্রহরের গাড়ীতে গোবর্দ্ধনবাবু কলিকাতা রওনা হইলেন।

পরদিন ডাকেই ছোটবাবু একটি বৃহৎ বুক-প্যাকেট পাইলেন—গোবর্দ্ধনবাবু তাঁহাকে নিজ গ্রন্থাবলী সম্পূর্ণ একসেট উপহার পাঠাইয়াছেন। প্রত্যেক পুস্তকে উপহারের কথা লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়াছেন, "আপনার চিরকৃতজ্ঞ গোবর্দ্ধন।"

কুকুর-ছানা

—০—

প্রথম পরিচ্ছেদ

বেলা দুইটার সময়, সেণ্ট জন্‌স্ উড্ নামক লণ্ডনের একটি ছোট ষ্টেশনে শরৎকুমার রেলগাড়ী হইতে অবতরণ করিল। জানুয়ারী মাস, আকাশ তুষারবর্ষী ধূসর মেঘে সমাচ্ছন্ন, দিবালোক অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। গাড়ীর ভিতর, প্ল্যাটফর্ম্মে, আফিস ঘরে বিদ্যুতের আলো জ্বলিতেছে। শুধু আজ বলিয়া নয়, প্রায় তিন সপ্তাহ একাদিক্রমে লণ্ডনে সূর্য্যদেবের দর্শন পাওয়া যায় নাই।

ফটকে টিকিট দিয়া বারান্দায় বাহির হইয়া শরৎকুমার দেখিল, তুষারপাত হইতেছে—কে যেন আকাশমার্গ পরিপ্লাবিত করিয়া অনবরত ধারায় শুভ্র মল্লিকা রাশি বর্ষণ করিতেছে, অল্প অল্প বায়ু বহিতেছে। শরৎকুমার কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া এই তুষারপাত দেখিতে লাগিল। তুষারপাত দেখিতে সে বড় ভালবাসে। বংশাবলীক্রমে হাজার হাজার বৎসর যাহারা রৌদ্রে দগ্ধ হইয়া আসিতেছে, আকাশে মেঘ উঠিতে দেখিলে যাহাদের হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠে;—তুষারপাতও তাহাদের চক্ষে পরম রমণীয় দৃশ্য।

শরৎকুমার দ্বাবিংশতিবর্ষীয় যুবক—বৎসরাবধি সে বিলাতে রহিয়াছে। স্বদেশ হইতে যাত্রা করিবার মাস দুই পূর্ব্বে তাহার বিবাহ হইয়াছিল—পিতা ও শ্বশুর উভয়ে মিলিয়া তাহাকে বিলাতে পাঠাইয়াছেন। সে এখানে ব্যারিষ্টারী পড়িতেছে, সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবার জন্যও প্রস্তুত হইতেছে। লণ্ডনের 'মেডা ভেল্' নামক অংশে তাহার বাসা।

ষ্টেশনের নিম্নে যে রাস্তাটি, তাহা অম্‌নিবস চলাচলের পথ। শরৎ প্রায় পাঁচ সাত মিনিট অপেক্ষা করিল, কিন্তু একখানিও অম্‌নিবস আসিল না। তখন সে বিরক্ত হইয়া পদব্রজেই বাসায় যাওয়া স্থির করিল। পকেট হইতে পাইপটি বাহির করিয়া তাহাতে তামাক ভরিল। বক্ষে তাহা চাপিয়া ধরিয়া, ওভারকোটের কলারটা বেশ করিয়া উঠাইয়া দিয়া, তাহার বোতাম বন্ধ করিল। একটা থামের আড়ালে সরিয়া গিয়া দুই তিনটি কাঠি খরচ করিয়া পাইপ ধরাইল। তাহার পর ছাতা মাথায় দিয়া রাস্তায় নামিয়া পড়িল।

রাজপথ দিয়া যাইতে হইলে একটু ঘুর হয়, নিকটেই রীজেণ্টস্ পার্ক নামক সুবিস্তৃত সরকারী বাগান—তাহার ভিতর দিয়া যাইলে পথ একটু সংক্ষিপ্ত হয়, সেই জন্য শরৎ পার্কে প্রবেশ করিল। আকাশ যে দিন পরিষ্কার থাকে,—রৌদ্র উঠিলে ত কথাই নাই,—সে দিন সেই পার্কের ভিতর শিশুরাজ্যের মেলা বসিয়া যায়। যুবতী নার্সারি গভর্ণেসগণ চটুলবেশে সজ্জিত হইয়া, মুনিবের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েগুলিকে এখানে 'হাওয়া খাওয়াইতে' লইয়া আসে। এক একখানি বেঞ্চিতে দুই তিন জন যুবতী বসিয়া মনের সুখে গল্পগুজব করে, ছেলে-মেয়েগুলি চারিদিকে হাস্যকলরবের সহিত ছুটাছুটি খেলা করিতে থাকে। অনেক স্ত্রীলোক এই পার্কে বেড়াইতে আসে;—পুরুষের সংখ্যা কম।

আজ কিন্তু পার্কটি জনশূন্য। ফুলগাছগুলি নিতান্ত নির্জীব, অধিকাংশ বড় গাছগুলির পাতা ঝরিয়া গিয়াছে, কেবল এখানে ওখানে দুই একটি ওক্-বৃক্ষ আছে, তাই একটু সবুজ রঙ চক্ষে পড়ে। পাখী—তাহারা শীত পড়িতেই পলাইয়া গিয়াছে।

বরফ যেমন পড়িতেছিল, তেমনি পড়িতে লাগিল। পথের উপর আধ হাত উচ্চ, পেঁজা তুলার মত বরফ জমিয়াছে, কঙ্করগুলি সম্পূর্ণভাবে সমাহিত। শরৎকুমার সেই বরফ মাড়াইয়া ঘস্ ঘস্ শব্দে চলিতেছে; তাহার বুটজুতার চাপে, এক একটি করিয়া গর্ত্ত তৈয়ার হইয়া যাইতেছে, আবার নূতন বরফ পড়িয়া সে গর্ত্তগুলিকে ভরিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। বাতাসে বরফ উড়িয়া তাহার ওভারকোটের গায়ে আসিয়া বসিতেছে, কিন্তু কাপড় ভিজিতেছে না। ছাতার উপর বরফ জমা হইয়া ছাতাকে ভারি করিয়া তুলিতেছে। ছাতা হইতে, ওভারকোট হইতে, বরফ ঝাড়িয়া ফেলিয়া শরৎ আবার অগ্রসর হইতেছে।

এই মনুষ্যহীন পশুপক্ষিবর্জ্জিত পার্কের প্রায় মাঝামাঝি আসিয়া শরৎকুমার যাহা দেখিল, তাহাতে সে

অতিমাত্রায় বিস্মিত হ[illegible] দেখিল, [illegible]পার্শ্বে প্রকাণ্ড একটি ওক্-বৃক্ষ, তাহার নিম্নে একখানি বেঞ্চি, সেই বেঞ্চির উপর একটি শাদা-কালো রঙের কুকুর-ছানা পশ্চাতের পা দুখানির উপর উবু হইয়া বসিয়া, শীতে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে। শরৎ সেখানে দাঁড়াইল। কুকুরটি তাহাকে দেখিয়া, চারি পায়ে ভর দিয়া সেই বেঞ্চির উপর দাঁড়াইয়া উঠিল এবং প্রাণপণে লাঙ্গুলটি আন্দোলিত করিতে লাগিল। তাহার ভাবটি যেন—"ওগো, আমার বড় বিপদ। শীতে যে মারা যাইতে বসিয়াছি, আমার রক্ষা কর।"

শরৎ কুকুরটির নিকটবর্ত্তী হইয়া, তাহার মাথায় দুইটি অঙ্গুলীর মৃদু আঘাত করিয়া বলিল, "Hello, whose little doggie ar you ?" (তুমি কার কুকুরটি।)

কুকুর-ছানা তাহার লম্বা জলসিক্ত কান দুইটি পশ্চাদ্‌ভাগে গুটাইয়া ব্যাকুলনয়নে শরৎকুমারের প্রতি চাহিয়া রহিল। ভাবটা যেন—"ঈশ্বর কি আমার কথা কহিবার ক্ষমতা দিয়াছেন যে, উত্তর দিব ? যারই কুকুর হই না কেন, এখন আমার প্রাণ ত বাঁচাও!"

কুকুরটির গায়ে বড় বড় লোম। কান দুইটির অগ্রভাগ, চক্ষুর চারিধার, পিঠে এক স্থান এবং লাঙ্গুলের মূলদেশ কালো—বাকী সমস্ত অংশ সাদা। গাছের পাতা হইতে বরফ ঝরিয়া তাহার গায়ে পড়িয়াছে, গায়ের গরমে সে বরফ গলিয়াছে, জলে কুকুরটি ভিজিয়া বিড়ালটি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চক্ষু দুইটি লাল টক্‌টক্ করিতেছে। বয়স চারি পাঁচ মাসের অধিক হইবে না। দেখিতে বড় সুন্দর।

শরৎকুমার চারিদিকে চাহিয়া দেখি —যদি কুকুরের মালিককে কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পতনশীল তুষারে দৃষ্টিচক্র অবরুদ্ধ। শ্রবণচক্রের মধ্যে যদি কেহ থাকে, সেই আশায় শরৎ বার দুই তিন উচ্চস্বরে হাঁকিল, "I say whose dog is this ? Has any one lost a dog ?"

কিন্তু কাহারও সাড়া পাওয়া গেল না।

পালিত কুকুরের গলায় প্রায়ই একটি করিয়া কলার থাকে। সে কলারে কুকুরের নাম ও গৃহের ঠিকানা খোদিত থাকে। শরৎ দেখিল, ইহার গলায় কোন কলার নাই।

শরৎ কুকুরের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "What are you going to do, you poor devil ? Will you come home with me ?" (তুই এখন কি করবি বল দেখি হতভাগা, আমার সঙ্গে বাড়ী যাবি ?)

কুকুর তাহার ঠাণ্ডা কালো নাকটি শরতের হস্তে ঘষিয়া কর্ণ, চক্ষু ও লাঙ্গুলের সাহায্যে উত্তর করিল, "সেই হ'লেই ত ভাল হয়।"

শরৎ তখন পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া, বেশ করিয়া কুকুরটির গা মুছিয়া দিল। তাহার পর সেই ক্ষুদ্র জীবকে তুলিয়া লইয়া নিজ ওভারকোটের বৃহৎ পকেটের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া আবার হন্ হন্ করিয়া পথ চলিতে লাগিল।

১২নং মন্মাউথ রোডে শরৎকুমার বাস করিত। ল্যাণ্ডলেডীর নিকট হইতে একটি বসিবার এবং একটি শয়ন করিবার ঘর সে বন্দোবস্ত লইয়াছিল।

কুকুর পকেটে করিয়া বাসার দ্বারে পৌঁছিয়া শরৎ দেখিল, ল্যাচ-কী নাই; বাহির হইবার সময় তাড়াতাড়িতে চাবিটি লইয়া যাইতে ভুলিয়াছে। সুতরাং দ্বারে আঘাত করিতে হইল। অল্পক্ষণ পরে স্থূলাঙ্গী প্রৌঢ়বয়স্কা ল্যাণ্ডলেডী আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

শরৎকুমার প্রবেশ করিয়া হলে দাঁড়াইয়া টুপী খুলিতেছে, তার ল্যাণ্ডলেডী চীৎকার করিয়া উঠিল, "Oh Lud Mr. Bagchi i Whats that peeping out of your pocket ?" (ও বাগ্‌চী মশায়, আপনার পকেট থেকে উঁকি মারছে, ওটা কি ?)

শরৎ বলিল, "একটা কুকুর ছানা"—বলিয়া সেটিকে টানিয়া পকেট হইতে বাহির করিল।

ল্যাণ্ডলেডী শরতের হাত হইতে কুকুরটিকে লইয়া উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিতে লাগিল, "Isn't he a beauty ! Isn't he a darling ! আচ্ছা মিষ্টার বাগ্‌চী, এটি আপনি কোথায় পাইলেন ? My sweetie ! My dearie ! My popsie wopsie nopsi ! এটি আমায় দিবেন মিষ্টার বাগ্‌চী ? আহা, দেখুন দেখুন, কেমন লাল লাল চোখ দুটি ! গায়ের লোমগুলি কি সুন্দর ! Oh don't—don't kiss me you naughty naughty naughty boy !"—বলিয়া ল্যাণ্ডলেডী কুকুর ছানাটিকে টেবিলের উপর নামাইয়া দিল।—সে এই আদরে উৎসাহিত হইয়া তাহার কচি জিহ্বাটি বাহির করিয়া আদরকারিণীর মুখ চাটিয়া দিয়াছিল।

শরৎকুমার দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হাসিতেছিল।

কুকুর-ছানার ইতিহাসটুকু আপাততঃ অপ্রকাশ রাখিয়া বলিল, "ও যে ক্ষুধায় মরিতেছে। বাড়ীতে দুধ আছে?"

ল্যাণ্ডলেডী বলিল, "আছে। আপনার ঘরে পাঠাইয়া দিব কি?"

"তাই দাও।"—বলিয়া শরৎকুমার দ্বিতলে নিজ শয়নকক্ষে উঠিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন বেলা ৯ টার সময় শরৎকুমার প্রাতরাশে বসিয়াছে। দিবালোক অত্যন্ত ক্ষীণ—বাহিরে বিষম কুয়াশা। অগ্নিকুণ্ডে দাউ দাউ করিয়া কয়লার চাঙড় জলিতেছে। কুকুর-ছানাটি আগুনের দিকে পিঠ করিয়া বসিয়া চর্ব্বণরত শরতের মুখের পানে চাহিয়া আছে। গলায় তাহার খানিকটা লাল রেশমী ফিতা বাঁধা। কলার নাই, 'ন্যাড়া ন্যাড়া' দেখায় বলিয়া ল্যাণ্ডলেডী গতকল্য এটি বাঁধিয়া দিয়াছিল। ইতিমধ্যে তাহার নামকরণও হইয়া গিয়াছে—শরৎকুমার তাহার নাম রাখিয়াছে "টোবি।"

মাঝে মাঝে শরৎ একটু বিস্কুট ভাঙ্গা ফেলিয়া দিতেছে, টোবি তৎক্ষণাৎ তাহা খাইয়া ফেলিতেছে। প্রাতরাশ শেষ হইলে, খানিকটা শুক্‌না টোষ্টে চায়ের বাকী গরম দুধটুকু ঢালিয়া টোবিকে দিবে, এইরূপ অভিপ্রায়।

প্রাতরাশ যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে—ল্যাণ্ডলেডী আসিয়া শরৎকে সুপ্রভাত অভিবাদন করিল। কুকুরটিকে কোলে উঠাইয়া লইয়া বলিল, "কা'ল রাত্রে এ ত আপনাকে বেশী বিরক্ত করে নাই মিষ্টার বাগ্‌চী?"

"না, বিরক্ত করে নাই। উহার শুইবার জন্য তুমি যে পুরাতন কম্বল দিয়াছিলে, তাহাতে কিন্তু ও শোয় নাই। খানিক রাত্রে আমার খাটের কাছে আসিয়া কুঁই কুঁই করিতে লাগিল। আমি আবার উহাকে কম্বলে শোয়াইয়া দিলাম। খানিক পরে আবার আসিয়া কুঁই কুঁই করিতে লাগিল। তখন আমি বুঝিলাম, ছেঁড়া কম্বলে শুইয়া থাকিতে ও রাজি নয়। নিজের বিছানায় তুলিয়া লইলাম—তখন নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতে লাগিল।"

ল্যাণ্ডলেডী বলিল, "কাগজে আজ বিজ্ঞাপন দিবেন ত?"

"হাঁ, দিতে হইবে বৈ কি। পরের কুকুর, ক'দিন রাখিব!"

কুকুরটিকে আদর করিতে করিতে ল্যাণ্ডলেডী বলিল, "যাহার কুকুর, সে যদি না আসে ত বেশ হয়। খাসা কুকুরটি, এইখানে থাকুক।"

প্রাতরাশ শেষ করিয়া, কুকুটিকে ল্যাণ্ডলেডীর জিম্মায় রাখিয়া শরৎকুমার বাহির হইল। টেম্পলে যাইবার পথে একটি বিখ্যাত দৈনিক সংবাদপত্রের কার্য্যালয়ে গিয়া তিন দিনের জন্য এক বিজ্ঞাপন ছাপাইতে দিল।

পরদিন প্রাতে সেই সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত ইংরাজি বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হইল :—

"কুড়াইয়া পাইয়াছি

একটি কুকুর। কুকুরের বর্ণ, জাতি, নাম, বয়স, সনাক্তের কোনও বিশেষ চিহ্ন, কোথায় হারাইয়াছিল—এই সমস্ত বিবরণ সহিত, যাঁহার কুকুর, তিনি আবেদন করুন। বাক্স নং ৬০৪৩ কেয়ার অব, ডেলি টেলিগ্রাফ।"

তাহার পরদিন সেই সংবাদপত্রের আফিস হইতে এক বাণ্ডিল চিঠি শরৎকুমারের নিকট আসিয়া পৌঁছিল। লণ্ডন ও সহরতলীর দশ বারোজন কুকুর-হারা রমণী ব্যাকুলতাপূর্ণ পত্র লিখিয়াছেন। কোন কোন রমণী পত্রমধ্যে ছয় পেনির টিকিট পাঠাইয়া লিখিয়াছেন, "এই বর্ণনার সহিত যদি মিলে, তবে দয়া করিয়া পত্রপাঠমাত্র আপনার ঠিকানা তারযোগে আমায় জানাইবেন, আমি গিয়া কুকুরটিকে লইয়া আসিব।—বড় উদ্বিগ্ন রহিলাম"—ইত্যাদি।

পত্রগুলি পড়িয়া শরৎ বুঝিল, এ কুকুর ইহাদের কাহারও নহে। যাহারা তারের মাশুল পাঠাইয়াছিল, তাহাদের সেই মর্ম্মে তার করিয়া দিল—বাকী সকলকে পত্র লিখিয়া জানাইল।

পরদিন আরও কয়েকখানি পত্র আসিল। এক রমণী লিভারপুল হইতে তাঁহার হৃত কুকুরের বর্ণনাদি করিয়া লিখিয়াছেন—"কুকুর হারাইবার পরদিন তিনি বাধ্য হইয়া লণ্ডন ছাড়িয়া গিয়াছেন, ফিরিতে এখনও এক সপ্তাহ বিলম্ব আছে।—প্রাপ্ত কুকুরটি

যদি তাঁহারই সেই কুকুর হয়, তবে এই কয়দিন কুকুরটিকে ভাল করিয়া খাওয়াইবার জন্য পত্রমধ্যে পোষ্ট্যাল নোট পাঠাইয়াছেন। কি কি খাইতে কুকুরটি ভালবাসে এবং কোন্ কোন্ দ্রব্য খাইলে তাহার অসুখ করে, তাহারও একটি ফর্দ্দ দিয়াছেন। কিন্তু কোন পত্রলেখিকাকেই কুকুরের যথার্থ অধিকারিণী বলিয়া শরতের মনে হইল না। যিনি টাকা পাঠাইয়াছিলেন, শরৎকুমার তাঁহার টাকা ফেরৎ দিল, বাকী সকলকে পত্র লিখিয়া সংবাদ দিল।

আরও দুই তিন দিন এইরূপ পত্র আসিতে লাগিল, কিন্তু কাহার কুকুর, কোনও কিনারা হইল না।

ইতিমধ্যে কুকুরটির উপর শরৎকুমারের অত্যন্ত মায়া বসিয়া গিয়াছিল। আরামের নিশ্বাস ছাড়িয়া সে বলিল, "যাক্—বাঁচা গেল—কুকুরটি তা হ'লে আমারই হয়ে গেল।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পাঁচ মাস চলিয়া গিয়াছে। শীত গিয়া বসন্তকাল আসিয়াছে। এখন আর প্রতিদিন সে বৃষ্টি নাই, সে তুষারপাত নাই। দিবাভাগে ঘরে আর আলো জ্বালিতে হয় না। গাছে গাছে নূতন পাতা গজাইতেছে. বাগানে বাগানে ফুল ফুটিয়া উঠিতেছে। সূর্য্যদেব এখন আর দর্শনদুর্লভ নহেন।

কুকুরটি এ পাঁচ মাসে অল্প একটু বড় হইয়াছে—তবে জাত ছোট, বেশী বাড়িবে না। সে এখন মাংস খাইতে পায়। শীকারী হইয়াছে। রান্নাঘরে গিয়া চুপটি মারিয়া বসিয়া থাকে, নেংটি ইঁদুর বাহির হইলে তাহাকে ধরিতে ছোটে। মাঝে মাঝে এক একটা ধরিয়াও ফেলে। বাগানে রঙিন পাখীর ঝাঁক আসিয়া বসিলে টৌবি ছুটিয়া যায়। তাহারা কিচিমিচি করিতে করিতে ফর্ ফর্ শব্দে উড়িয়া পলায়।

সে দিন রবিবার ছিল। বেলা দুইটার সময় শরৎকুমার ডিনার শেষ করিয়া, নিজের ঘরে গিয়া বসিল। গৃহস্থ-ঘরে ডিনারটা অন্যান্য দিন সন্ধ্যার পরেই খাইতে হয়, কেবল রবিবারে তাহা নহে। রবিবারের বিকালবেলাটা দাসদাসীদের ছুটি দেওয়া হয়, তাহারা ইচ্ছামত বেড়াইয়া চেড়াইয়া আবার সেই রাত দশটার সময় গৃহে ফিরে। তাই রবিবারে সন্ধ্যায় সময় আর উনান জ্বলে না; রাত্রে লোকে ঠাণ্ডা খাবারই খাইয়া থাকে।

বসিবার ঘরে সোফায় হেলান দিয়া পাইপ খাইতে খাইতে, ঘুমে শরতের চোখ জড়াইয়া আসিতে লাগিল। টৌবি চঞ্চল হইয়া ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, হঠাৎ সে জানালার উপর লাফাইয়া উঠিয়া বাহিরে একটা কিছু দেখিয়া ভেক্ ভেক্ করিয়া ডাকিতে লাগিল। তাহার ডাকে শরৎকুমারের তন্দ্রাটুকু ছুটিয়া গেল। বাহির পানে চাহিয়া দেখিল, এক জন কাফ্রি যাইতেছে, তাহাকে দেখিয়াই কুকুর ডাকিয়া উঠিয়াছে। বাহিরে বেশ রৌদ্র।

শরৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া রুমালে দুই চোখ মুছিয়া বলিল, "কি রে টৌবি, বেড়াতে যাবি?"—প্রথম দুই চারি দিন টৌবির সহিত সে ইংরাজী কহিয়াছিল; কিন্তু যখন দুই জনে ভাব হইয়া গেল, তখন শরৎকুমার বাঙ্গালা ধরিল। মনের কথা কি মাতৃভাষা ভিন্ন কহা যায়? সুতরাং টৌবি এখন বেশ বাঙ্গালা বোঝে।

টৌবি লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া এ প্রস্তাব সমর্থন করিল।

শরৎকুমার তখন কাবার্ড খুলিয়া তামাকের টিন বাহির করিয়া পাউচ্ টি ভরিয়া লইল। একটা নূতন দেশলাই লইল। অর্দ্ধপঠিত একখানা উপন্যাস বগলে করিয়া, ছড়ি লইয়া টৌবির সহিত বেড়াইতে বাহির হইল।

বাহির হইয়া শরৎকুমার রীজেণ্টস্ পার্কের পথই ধরিল। প্রভুর সহিত পার্কে মাঝে মাঝে টৌবি বেড়াইতে গিয়াছে—সেখানে গিয়া খেলা করিতে তাহার বড়ই ভাল লাগে। সে কিছু দূর মনিবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া, তাহার পর অগ্রবর্ত্তী হইল। কুকুরের উচিত মনিবের পিছু পিছু যাওয়া, ইহাই সুসভ্য কুকুর-সমাজের দস্তুর বা 'এটিকেট', তাহা টৌবি বিলক্ষণ জানিত; কিন্তু আনন্দের আবেগে সে আজ আর 'এটিকেট' বজায় রাখিতে পারিল না—আগে আগে চলিল। টৌবি আগে আগে ছুটে, আর মাঝে মাঝে পিছু ফিরে দেখে, মনিব আসিতেছে কি না। এইরূপ কয়েক মিনিট চলিয়া, উভয়ে রীজেণ্টস্ পার্কে উপনীত হইল।

একে রবিবার, তায় কয়েক দিন পরে আজ রৌদ্র

উঠিয়াছে, পার্কে একেবারে মেলা বসিয়া গিয়াছে। সুসজ্জিতবেশা বহু বালিকা, কিশোরী ও যুবতীতে স্থানটি পরিপূর্ণ। ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলি মনের আনন্দে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। অনেকে বেঞ্চির উপর বসিয়া জটলা করিতেছে, কেহ কেহ বহি পড়িতেছে।

মাঝে মাঝে খানিকটা স্থান ঘিরিয়া ফুলের ক্ষেত। কোথাও ফর্গেট্‌-মি-নট্‌স্‌ ফুটিয়া সেখানটা একেবারে নীলে-নীল হইয়া গিয়াছে, কোথাও লালে লাল হইয়া জিরেনিয়ম ফুটিয়া রহিয়াছে, কোথাও অজস্র সবুজ পাতার মধ্যে প্রিম্‌রোজ বায়ুভরে মৃদু মৃদু দুলিতেছে।

টোবিকে লইয়া শরৎকুমার প্রথমে খানিক চক্র দিয়া বেড়াইল। সুন্দর কুকুরটি দেখিয়া কোন কোন সাহসী বালক-বালিকা তাহাকে ধরিতে আসিল, টোবি ছুটিয়া ছুটিয়া তাহাদের সহিত খেলা করিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ ভ্রমণের পর শরৎ সেই বেঞ্চিটার কাছে আসিয়া পৌঁছিল, যেখানে পাঁচ মাস পূর্ব্বে টোবিকে সে পাইয়াছিল। বেঞ্চি খালি আছে দেখিয়া শরৎ সেখানে বসিল—কুকুরও লাফাইয়া উঠিয়া তাহার পাশে বসিল।

শরৎ পকেট হইতে পাইপ ও তামাক বাহির করিয়া পাইপটি সাজিল। তাহার সম্মুখে, পথ দিয়া রৌদ্রসেবনরত কত লোক যাইতেছে আসিতেছে। পথের পানে চাহিয়া চাহিয়া, আরামে সে ধূমপান করিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে শরৎ দেখিল, এক জন বর্ষীয়সী মহিলার সহিত বারো তেরো বছরের একটি মেয়ে মৃদু মৃদু পদক্ষেপে সে দিকে আসিতেছে। নিকটে পৌঁছিয়া, সেই মেয়েটি শরতের কুকুরের পানে এক-দৃষ্টে চাহিতে চাহিতে গেল। ইহা দেখিয়া শরৎ কিছুই আশ্চর্য্য হইল না, কারণ, কুকুরটি দেখিতে ভাল বলিয়া অনেকেই, বিশেষতঃ বালিকারা, তাহার পানে চাহিয়া দেখিত।

ইঁহারা শরৎকে ছাড়াইয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে, মেয়েটি বর্ষীয়সীকে কি বলিল। উভয়ে সেইখানে দাঁড়াইয়া পিছু ফিরিয়া চাহিলেন। কি বলাবলি করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দুই জনে কঙ্করপথ হইতে ঘাসে নামিয়া, ধীরে ধীরে শরতের বেঞ্চির নিকট আসিয়া পৌঁছিলেন।

বৃদ্ধা শরতের পানে চাহিয়া স্মিতমুখে বলিলেন, "বড় সুন্দর কুকুরটি ত।"

শরৎ তৎক্ষণাৎ টুপি খুলিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। বলিল, I'm glad you think so."- (আপনি এরূপ মনে করেন, তাহাতে আহ্লাদিত হইলাম)।

বৃদ্ধা বলিলেন, "আমরা এখানে একটু বসিতে পারি? কুকুরটিকে একটু আদর করিতে পারি?"

শরৎ বলিল, 'Oh certainly. Nothing would give me greater pleasure." (নিশ্চয়। ইহার চেয়ে আর কিছুই আমাকে অধিক আনন্দ-দান করিবে না)—বলিতে বলিতে শরৎ হস্তস্থিত পাইপটি উবুড় করিয়া বেঞ্চির গায়ে ঠুকিল, খানিকটা আধপোড়া তামাক ঘাসের উপর পড়িয়া ধূমত্যাগ করিতে লাগিল।

মনিবকে দাঁড়াইতে দেখিয়া কুকুরটিও বেঞ্চির উপর দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিল। মহিলাটি বালিকা সহ বেঞ্চিতে বসিলেন—শরৎও বেঞ্চির প্রান্তভাগে বসিল। বৃদ্ধা কুকুরটিকে কোলে করিয়া লইলেন, মেয়েটি নীরবে তাহার গাত্রে হাত বুলাইতে লাগিল।

টোবি বৃদ্ধার কোল হইতে নামিয়া মনিবের কাছে আসিবার জন্য একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। বৃদ্ধা তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া রহিলেন। টোবি প্রশ্নপূর্ণ নয়নে শরতের দিকে চাহিতে লাগিল—তাহার ভাবখানা যেন, "কে এরা? আমায় এমন করছে কেন? নামতে দিচ্ছে না যে! দেবো ঘ্যাক্‌ ক'রে এক কামড়? সেটা বোধ হয় একটু অসভ্যতা হবে—না, কি? কিছু বল না কেন?"

মেয়েটি ইতিমধ্যে কুকুরের বামকর্ণ ধরিয়া, তাহার প্রান্তভাগের লোমগুলি সরাইয়া, বলিল, "মা, দেখ।"

মহিলাটি ঝুঁকিয়া দেখিতে লাগিলেন। শরৎও দেখিল, কানটি সেখানে একটি দুয়ানি পরিমাণ কাটা। লোমে ঢাকা থাকে বলিয়া দেখা যায় না। মহিলাটি কন্যার পানে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "ঠিক।"

ব্যাপারটা কি, শরৎ কিছুই বুঝিতে পারিল না; তাহার মনে একটা আশঙ্কা জাগিয়া উঠিল—তবে কি ইহাদেরই কুকুর না কি?

টোবিকে কোল হইতে নামাইয়া মহিলাটি মিষ্টস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি এক জন ভারতবর্ষীয় ছাত্র?"

কুকুরটি হারাইবার আশঙ্কায় শরতের মুখ শুকাইয়া

গিয়াছিল। ঢোক গিলিয়া বলিল, "আজ্ঞা হ্যাঁ।"

"কি পড়েন আপনি?"

"আইন পড়ি।"

"কোথা? লিন্‌কন্‌স ইন্? সেখানে আমার একটি ভাইপোও পড়ে।"

"না, আমি গ্রে'জ ইনে পড়ি।"

"বেশ বেশ। কত দিন এ দেশে আছেন?—আপনাকে এ সব কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি বলিয়া আপনি বিরক্ত হইতেছেন না ত?"

"না না—বিরক্তির কথা কি। আমার সম্বন্ধে আপনি জিজ্ঞাসু হইতেছেন, ইহা ত আমার গৌরবের বিষয়। আমি এ দেশে আঠারো মাসের উপর আছি।"

মহিলাটি কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব রহিলেন। শরৎ ভাবিতে লাগিল, এইবার বোধ হয় কুকুরের কথা জিজ্ঞাসা করিবে।

তাহাই হইল। মহিলাটি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, এ কুকুরটির বয়স কত?"

"তাহা ত ঠিক জানি না। বছরখানেক হইবে বোধ হয়।"

"কুকুরটি বেশ শান্ত। আচ্ছা, এটি কি আপনি কিনিয়াছিলেন? না, কোনও বন্ধু আপনাকে উপহার দিয়াছিলেন?"

শরৎকুমার বুঝিল, এইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। মুহূর্ত্তের জন্য তাহার মনে প্রলোভন হইল—মিথ্যা করিয়া বলি, কিনিয়াছিলাম। আমার ধরে কে?

কিন্তু সে প্রবৃত্তি তাহার হইল না। সে বলিল, "কুকুরটি আমি কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম।"

মেয়েটি এতক্ষণ শরতের সঙ্গে কোনও কথা কহে নাই। এবার আগ্রহের সহিত বলিয়া উঠিল, "কোথায় পাইয়াছিলেন?"

শরৎ গম্ভীরভাবে বলিল, "এইখানেই পাইয়াছিলাম। এই বেঞ্চির উপর, পাঁচ মাস হইল। কুকুরটি বসিয়া ছিল। তখন ঝুপ ঝুপ করিয়া বরফ পড়িতেছে। কুকুরটি এই বেঞ্চির উপর বসিয়াছিল, এ অঞ্চলে জনপ্রাণী কেহ ছিল না। আমি কুকুরটিকে বাড়ী লইয়া গিয়াছিলাম—নহিলে এখানেই সে দিন মরিয়া যাইত।"

শরৎ নীরব হইল। তাহার নিশ্বাস ঘন ঘন পড়িতেছিল। তাহার মনে হইল, সে যেন চৌর্য্যাপরাধে অভিযুক্ত—আদালতে জবাব দিতেছে। মেয়েটি ও তাহার মাতা অশ্রুপূর্ণ দৃষ্টিবিনিময় করিলেন।

শরৎ তখন তাড়াতাড়ি বলিল, "আমি উহাকে বাড়ী লইয়া গিয়া, আগুনের কাছে রাখিয়া, খাবার দিয়া উহার প্রাণ বাঁচাইলাম। পরদিন ডেলি টেলিগ্রাফ সংবাদ-পত্রে বিজ্ঞাপন দিলাম। তিন দিন উপর্য্যুপরি সে বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছিল, অনেক চিঠি পাইয়াছিলাম, কিন্তু যাহার কুকুর, তাঁহার কোন সন্ধান পাইলাম না।"

শরৎকুমারের মুখ তখন ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে। বৃদ্ধা তাহার মুখের পানে কয়েক মুহূর্ত্ত চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "কুকুরের গলায় কলার ছিল না, নয়?"

শরৎ বলিল, "না। কলারে যদি কুকুরের মালিকের নাম-ঠিকানা লেখা থাকিত, তাহা হইলে কাগজে আমায় বিজ্ঞাপন দিতে হইত না।"

মেয়েটি বলিল, "কুকুর শিকলে বাঁধা ছিল। কলার একটু ঢিলা ছিল। মাথা গলাইয়া পলায়ন করে।"

শরৎ বলিল, "কুকুর কি আপনার?"

মহিলাটি বলিল, "হাঁ। আমার কন্যারই কুকুর। শুধু চেহারা দেখিয়া আমি বলিতেছি না। যখন কুকুর হারাইয়াছিল, তাহার মাস দুই পূর্ব্বে একটা বিড়াল ইহার বাঁ কানে কামড়াইয়া দিয়াছিল। সেখানে ঘা হয়। vet-এর কাছে পাঠাইতে হইয়াছিল, কানটি সে একটুখানি কাটিয়া দিয়াছিল। এই দেখুন না"—বলিয়া টোবির কানটি হইতে লোম সরাইয়া সেই দুয়ানি পরিমাণ কাটাটুকু তিনি দেখাইলেন।

বৃদ্ধা আবার বলিলেন, "কুকুর হারাইবার পর Timesএ এক সপ্তাহ কাল আমরা বিজ্ঞাপন দিয়াছিলাম, কিন্তু কুকুরের কোন সন্ধান পাই নাই। তাহার পর কুকুর পাইবার আশা ত্যাগ করিয়া আমরা ফ্রান্সে চলিয়া যাই। এক সপ্তাহ মাত্র আমরা সেখান হইতে ফিরিয়াছি।"

শরৎ বলিল, "আমি Times দেখি নাই।"

বৃদ্ধা বলিলেন, "নিশ্চয়ই আপনি দেখেন নাই। দেখিলে তখনই আমরা কুকুরটি ফিরিয়া পাইতাম। এখন কুকুরটি কি—"

শরৎ বলিল, "নিশ্চয়। আপনাদের কুকুর—আপনারা লউন।"

বৃদ্ধা বলিলেন, "কিন্তু—আপনি কুকুরটিকে এই পাঁচ মাস পুষিয়াছেন, উহার উপর নিশ্চয়ই আপনার মায়া বসিয়া গিয়াছে। এ অবস্থায় কুকুরটি আপনার নিকট হইতে লওয়া ত আমাদের উচিত হইবে না। কি বলিস ফ্লোরা ?"

ফ্লোরা কুকুরটিকে বুকে চাপিয়া ব্যাকুল নয়নে শরতের পানে চাহিয়া রহিল। বলিল, "কুকুরটি ছাড়িতে আপনার কি বড় দুঃখ হইবে মহাশয় ? তা যদি না হয়, তবে আমায় দিন। ইহাকে আমি বড়ই ভালবাসিতাম—এ পাঁচ মাস ধরিয়া ইহার জন্য আমার মন কেমন করিয়াছে।"

বৃদ্ধা বলিলেন, "তা যথার্থ, কুকুর হারাইবার পর দুই দিন ফ্লোরা খায় নাই। সেই অবধি যখন তখন কুকুরটির কথাই বলে। আজ প্রাতেও—"

শরৎ বলিল, "বেশ ত, কুকুর লউন।"

বৃদ্ধা বলিলেন, "কিন্তু ফ্লোরা—সেটা কি উচিত হইবে ? এ কুকুর উনি অত দিন পুষিয়াছেন, উনিই রাখুন। আমি তোমাকে ভাল কুকুর কিনিয়া দিব—এর চেয়েও খুব সুন্দর।"

ফ্লোরা চক্ষু ছল-ছল করিয়া বলিল, "না মা, অন্য কুকুর আমি চাই না। এই কুকুরই আমার সব চেয়ে ভাল। উনি ত দিতেছেন। ওর কিছুই দুঃখ হইবে না বলিতেছেন। নয় মহাশয় ?"

শরৎ বলিল, "তোমার কুকুর তুমি লও।"

বৃদ্ধা তখন শরৎকে মিষ্ট কথায় অনেক ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। নিজের নাম-ঠিকানা-যুক্ত এক-খানি কার্ড বাহির করিয়া তাহাকে দিলেন। শরতের সঙ্গে কার্ড ছিল না—তাহার নাম-ঠিকানা বৃদ্ধা লিখিয়া লইলেন। শেষে বলিলেন, "আপনি এখন কোন কার্যে ব্যস্ত আছেন কি ?"

"না।"

"Will you do us a very great favour ?"

(আপনি কি আমাদের উপর খুব একটু অনুগ্রহ করিবেন ?)

"I'm at your service." (আমি আপনার আজ্ঞাবহ)

"আমাদের যদি বাড়ী পৌঁছাইয়া দেন, তবে বড় উপকৃত হই।"

"বেশ ত। যখন বলিবেন।"

"তবে আসুন। আমার গাড়ী বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে।"

ফ্লোরা কুকুরটিকে কোল হইতে নামাইয়া দিল। তখন সকলে ফটকের দিকে চলিলেন।

মহিলাটিকে হাত ধরিয়া শরৎ মোটর কারে উঠাইয়া দিল। তাহার পর টোবিকে উঠাইয়া দিল, কিন্তু তম্মুহূর্তে সে তুড়ুক করিয়া লাফাইয়া নামিয়া পড়িল। দ্বিতীয়বার শরৎ তাহাকে ধরিবামাত্র, সে আঁচড়-বিচড় করিতে লাগিল—কিছুতেই উঠিবে না। আকুলভাবে শরতের মুখের পানে চাহিয়া বলিতে লাগিল, "কোথায় পাঠাচ্ছ আমায় ?"

বৃদ্ধা—ইঁহার নাম মিসেস্ কলিন্স—বলিলেন, "মিষ্টার বাগচী, আপনি উঠিয়া বসুন দেখি, কুকুর আপনিই উঠিবে।"

শরৎ তখন কারে উঠিল। টোবিও তুড়ুক করিয়া লাফাইয়া পা-দানে উঠিল, পা-দান হইতে ভিতরে উঠিয়া মনিবের পায়ের কাছটিতে বসিয়া রহিল।

মিসেস্ কলিন্স বলিলেন, "পথে এক স্থানে এক মিনিটের জন্য একটু কায আছে।"—বলিয়া চালককে একটা ঠিকানা বলিয়া দিলেন।

গাড়ী ছুটিল। কিয়ৎক্ষণ পরে একটা বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইল—বাহিরে সাইনবোর্ড রহিয়াছে—

Mr. GEORGE RANDALL

Veterinary Surgeon.

অর্দ্ধ মিনিট পরে র‍্যাণ্ডাল আসিয়া টুপী খুলিয়া দাঁড়াইল।

মিসেস্ কলিন্স তাহাকে বলিলেন, "মিষ্টার র‍্যাণ্ডাল, তোমার মনে পড়ে কি, একটি ছোট কুকুর তোমায় চিকিৎসার জন্য পাঠাইয়াছিলাম ?"

"মনে পড়ে বৈ কি।"

"কবে সে ?"

"বোধ হয়, নভেম্বর মাসে।"

মিসেস্ কলিন্স বলিলেন, "কি হইয়াছিল কুকুরটির, বল দেখি ?"

"কানে ঘা হইয়াছিল। শুনিয়াছিলাম, বিড়ালে তাহার কানে কামড়াইয়া দিয়াছিল। কানটি আমি খানিক কাটিয়া দিয়াছিলাম। এইটিই কি সেই কুকুর ?"

"তোমার কি বিশ্বাস ?"

"আমার বিশ্বাস, এইটিই। ঠিক সেই রকম দেখিতে—তবে এখন একটু বড় হইয়াছে।"

মিসেস কলিন্স বলিলেন, "হাঁ মিষ্টার র‍্যাণ্ডাল, এই কুকুরটিই বটে।—আচ্ছা, ধন্যবাদ। গুড আফটারনুন।"

র‍্যাণ্ডাল পুনর্ব্বার অভিবাদন করিল।

মিসেস কলিন্স চালককে হুকুম দিলেন—"বাড়ী।"—মোটর আবার ছুটিল।

শরৎ এতক্ষণ নতমস্তকে বসিয়াছিল। এবার বলিল, "মিসেস কলিন্স, ইহার কিছুই প্রয়োজন ছিল না, আপনি বলিয়াছিলেন আপনার কুকুর, ইহাই যথেষ্ট ছিল।"

মিসেস কলিন্স বলিলেন, "নিশ্চয়—নিশ্চয়। তবে কি জানেন, আমরা আপনার সম্পূর্ণ অপরিচিত। সেই জন্যই—"

মোটরকার বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। শরৎ দেখিল, ইহা রীজেন্টস পার্কের অতি নিকট—রাস্তার এপার ওপার।

বৃদ্ধা বলিলেন, "আজ আমরা আপনাকে বড়ই কষ্ট দিলাম মিষ্টার বাগ্‌চী। আসুন, একটু চা খাইয়া যান।"

শরৎ প্রথমে আপত্তি করিল। অবশেষে সম্মত হইয়া ইঁহাদের সহিত বাড়ীর মধ্যে গেল।

অল্পক্ষণ পরেই চা আসিল। টোবি এতক্ষণ শরতের কাছ ঘেঁসিয়া ছিল। পরের বাড়ী আসিয়া নূতন লোকের মাঝে পড়িয়া সে ভারি অপ্রতিভ হইয়া রহিয়াছে। বাড়ীতে চা-পানের সময় এত যে তাহার লম্ফঝম্প—এখানে তাহার কিছুই নাই।

শরৎ মাঝে মাঝে টোবির পানে চাহিতেছে, আর তাহার বুকের ভিতরটা হু হু করিয়া উঠিতেছে। যদি সে প্রথমাবধি জানিতে পারিত যে, পাঁচ মাস পরে কুকুরটিকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, তবে তাহার প্রতি এতখানি মায়া জন্মিতে দিত না—যাক, এখন আর গতানুশোচনা করিয়া কি হইবে?

মিসেস কলিন্স শরতের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। চা-পান শেষ হইলে কন্যাকে তিনি কক্ষান্তরে ডাকিয়া লইয়া গিয়া আবার অনেক করিয়া বুঝাইলেন, কিন্তু ফ্লোরা কিছুতেই তাহার দাবী ছাড়িতে চাহিল না। ইতিমধ্যে চেন ও কলার কিনিবার জন্য দাসীকে সে দোকানে পাঠাইয়া দিয়াছে।

চেন ও কলার আসিবামাত্র ফ্লোরা টোবির গলা হইতে পুরাতন কলারটি খুলিয়া শরতের হাতে দিল। নূতন কলার পরিতে টোবি খুব আপত্তি করিতে লাগিল, কিন্তু ছোট কুকুর, অত বড় মেয়ের সঙ্গে জোরে সে পারিবে কেন? ফ্লোরা তাহার গলায় নূতন চেন ও কলার দিয়া, সোফার পায়ায় তাহাকে বাঁধিল।

শরৎ উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "মিসেস কলিন্স, এখন তবে বিদায় হই।"

মিসেস কলিন্স বলিলেন, "এখনি যাইবেন?"

টোবির দিকে শরৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। ফ্লোরা আসিয়া তাহার সহিত করমর্দ্দন করিয়া বলিল, "আপনার দয়া কখনও আমি ভুলিব না। কুকুরটি লইলাম বলিয়া আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না মিষ্টার বাগ্‌চী।"

শরৎ বলিল, "অপরাধ কিসের?"—তাহার ইচ্ছা হইল কুকুরকে যত্নে রাখিবার জন্য ফ্লোরাকে একটু অনুরোধ জানায়; কিন্তু তাহার বুকটা কেমন করিতে লাগিল, মুখ দিয়া কথা বাহির করিতে পারিল না।

মিসেস কলিন্স বলিলেন, "গুড বাই মিষ্টার বাগ্‌চী। আপনার সৌজন্যে আমি বাস্তবিকই মুগ্ধ হইলাম। আপনাকে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য আমার কার অপেক্ষা করিয়া আছে।"

শরৎ বলিল, "ধন্যবাদ। কারে প্রয়োজন নাই, আমি হাঁটিয়াই বাড়ী যাইব। এই কাছেই ত। গুড বাই।"

শরৎ কক্ষের বাহির হইবামাত্র টোবি ঝড়াং ঝড়াং করিয়া চেনে হ্যাঁচকা টান দিতে দিতে উচ্চ চীৎকার আরম্ভ করিল। সিঁড়ি দিয়া নামিতে শরতের পা কাঁপিতে লাগিল। সিঁড়ির র‍্যালিষ্টার ধরিয়া কোনও মতে সে নামিতে লাগিল। টোবির ব্যাকুল চীৎকার তাহার কর্ণে যেন গলিত লৌহের মত প্রবেশ করিতেছিল। ত্রিতল হইতে দ্বিতল, দ্বিতল হইতে একতলে নামিয়া টুপী ও ছড়ি লইবার জন্য শরৎ হলে গিয়া দাঁড়াইল। টোবির ব্যাকুল ক্রন্দনের স্বর তখন তাহার কানে আসিতেছে।

গৃহভৃত্য টুপী ও ছড়িটি তাহার হাতে দিয়া দ্বার খুলিয়া তাহাকে অভিবাদন করিল। রাজপথে পৌঁছিয়া দ্রুতবেগে বাসার দিকে চলিতে আরম্ভ করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বাসায় পৌঁছিয়া, ল্যাচ-কী দিয়া দরজা খুলিয়া, টুপী ছড়ি হলে ছাড়িয়া শরৎকুমার একেবারে দ্বিতলে শয়নকক্ষে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। দর্পণে হঠাৎ নিজ প্রতিবিম্ব দেখিয়া ভাবিল, "কারু সঙ্গে দেখা হয়নি, সে ভালই হয়েছে।"—তাহার চক্ষু বসিয়া গিয়াছে, ছল-ছল করিতেছে, ওষ্ঠযুগল কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে।

কোট এবং কামিজের কলার খুলিয়া ফেলিয়া, একটা আরাম-চৌকিতে শরৎ এলাইয়া পড়িল। তাহাদের বাড়ীতে সিঁড়ি নামিবার সময় হলে দাঁড়াইয়া টৌবির যে হৃদয়-বিদারক ক্রন্দন সে শুনিয়া আসিয়াছিল, তাহাই অবিশ্রান্তভাবে তাহার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। খানিকক্ষণ চক্ষু বুজিয়া শরৎকুমার চেয়ারে পড়িয়া রহিল। কল্পনায় দেখিতে পাইল, তাহাদের বাড়ীতে টৌবি বাঁধা রহিয়াছে, বসিয়া হো হো হো করিয়া ক্রমাগত কাঁদিতেছে, কিছুতেই শান্ত হইতেছে না। ভাবিতে ভাবিতে শরতের চক্ষু দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

তাড়াতাড়ি শরৎ রুমাল বাহির করিয়া চোখের জল মুছিয়া ফেলিল। তাহার মনে হইল—আমি এ কি করিতেছি!—কাঁদিতেছি!—পুরুষমানুষ হইয়া, দুর্ব্বল স্ত্রীলোকের মত কাঁদিতেছি!—ছি ছি!—

শরৎ তখন ঝাড়া দিয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া পড়িল। পকেট হইতে পাইপ ও তামাক বাহির করিয়া, জানালার কাছে দাঁড়াইয়া সাজিতে লাগিল। যেন কিছুই হয় নাই, এই ভাবটা মনের ভিতর আঁকড়িয়া ধরিয়া, গুণ গুণ করিয়া একটা ইংরাজী হাসির গান গাহিতে গাহিতে তালে তালে কার্পেটের উপর পা ঠুকিতে লাগিল।

পাইপ সাজা হইলে, দেশালাইয়ের জন্য কোটের পকেটে হাত দিতেই টৌবির কলারটি হাতে ঠেকিল। সেটি বাহির করিয়া ম্যাণ্টেল্ শেল্‌ফের উপর রাখিতে রাখিতে, আবার তাহার চক্ষু জলপূর্ণ হইয়া উঠিল। সাজা পাইপটি তখন সে মেঝের উপর ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, চেয়ারে বসিয়া পড়িল; দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া আবার কাঁদিতে লাগিল।

* * *

রাত্রি সাড়ে সাতটার স[illegible]ল্যাণ্ডলেডী আসিয়া শরতের শয়নকক্ষের দ্বারে আঘাত করিয়া বলিল,—"মহাশয়, আপনার খাবার লইয়া আসিব কি?"

শরৎ পূর্ব্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, বাসায় আজ খাইবে না; পরিবেশন করিবার সময় ল্যাণ্ডলেডী নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করিবে, টৌবি কোথায় গেল, কি হইল ইত্যাদি। সে সময় যদি নিজেকে সামলাইতে না পারে?—ল্যাণ্ডলেডীর সাক্ষাতে—সে বড় লজ্জা। কা'ল তখন যাহা হয় হইবে। তাই শরৎ উত্তর করিল, "না মিসেস্ জোন্স—আমি এখনই বাহিরে যাইতেছি, বাড়ীতে খাইব না।"

ল্যাণ্ডলেডী মনে করিল, বোধ হয়, বাহিরে কোথাও নিমন্ত্রণ আছে। খাবারটা বাঁচিয়া গেল—সে খুসীই হইল। জিজ্ঞাসা করিল, "টৌবির জন্য কিছু খাবার রাখিব কি?"

"না, প্রয়োজন হইবে না।"

ল্যাণ্ডলেডী মনে করিল, টৌবিও তবে মনিবের সঙ্গে যাইবে, সেইখানেই খাইয়া আসিবে। পূর্ব্বে এরূপ মাঝে মাঝে হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার ফিরিতে কত রাত্রি হইবে মহাশয়?"

"এগারটা।"

"আচ্ছা, তবে দরজার তালা বন্ধ করিব না, হলে মোমবাতি জ্বালিয়া রাখিব।"

"ধন্যবাদ মিসেস্ জোন্স।"

মুখ-হাত ধুইয়া শরৎকুমার বাহির হইল। ভাবিল, যাই, হাইডপার্কে গিয়া বসিয়া থাকি। সেই দিকে একখানি অমনিবস যাইতেছিল, শরৎ লাফাইয়া তাহাতেই আরোহণ করিল। মার্ব্বেল্ আর্চের নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহার কি মনে হইল, অমনিবস হইতে সে নামিয়া পড়িল। মিসেস্ কলিন্সের বাড়ীর দিকে চলিতে লাগিল।

সে বাড়ীর সম্মুখে পৌঁছিয়া, রাস্তার অপর পার হইতে ত্রিতলে যে ঘরটিতে বসিয়া সে চা পান করিয়াছিল, সেই ঘরটির পানে চাহিয়া রহিল। খোলা জানালা দিয়া আলোক বাহির হইতেছে, কে পিয়ানো বাজাইতেছে, সে শব্দ আসিতেছে। টৌবির কান্নার শব্দ আসিতেছে না।

শরৎ ভাবিল, কাঁদিয়া কাঁদিয়া এতক্ষণে বোধ হয় চুপ করিয়াছে। চিরদিন কি আর কেহ কাঁদে! মানুষেই কাঁদে না, তা কুকুর!

শরৎ ধীরে ধীরে গৃহদ্বারের নিকট গিয়া দাঁড়াইল। দ্বারলগ্ন বিদ্যুতের বোতামটি টিপিল।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে এক জন দাসী বাহির হইয়া আসিল।

শরৎ জিজ্ঞাসা করিল, "এ বাড়ীতে একটি নূতন কুকুর আজ আসিয়াছে, জান ত?"

দাসী বলিল, "জানি।"

"সেটি—পূর্ব্বে—আমার কাছেই ছিল। আমি বিকালে তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলাম—"

দাসী বাধা দিয়া বলিল, "জানি মহাশয়। আপনাকে দেখিয়াছি। আমিই চা আনিয়াছিলাম।"

"ওঃ—তুমি? আচ্ছা, দেখ,—আমি চলিয়া যাইবার সময় কুকুরটি বড়ই কাঁদিতে লাগিল। এখন আর কাঁদিতেছে না ত?"

"না, এখন কাঁদিতেছে না। আপনি চলিয়া যাওয়ার পর অনেকক্ষণ কাঁদিয়াছিল। মিস্ ফ্লোরা তাহাকে কত আদর করিতে লাগিল, কেক্, বিস্কুট এ সব খাইতে দিল, কিছুই খাইল না। খানিক পরে চুপ করিল বটে—কিন্তু মাঝে মাঝে এখনও এক একবার হোউ হোউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে।"

কষ্টে অশ্রুরোধ করিয়া শরৎ জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কিছু খাইয়াছে কি?"

"তাহা ত আমি জানি না মহাশয়। তবে মিস্ ফ্লোরা রান্নাঘরে আসিয়া খানিকটা কোল্ড ফাউল আর খানিকটা রাই পুডিংস্ এই কতক্ষণ হইল লইয়া গিয়াছে।—আপনি কি ভিতরে আসিবেন? গৃহিণী ঠাকুরাণীকে সংবাদ দিব?"

শরৎ তাড়াতাড়ি বলিল, "না—না—এখন আমি ভিতরে যাইব না। আমি অন্য কাযে যাইতেছি। গুড্ নাইট।"

"গুড্ নাইট মহাশয়"—বলিয়া দাসী দ্বার রুদ্ধ করিল। শরৎ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ধীরপদে একটি ফটক পার হইয়া রীজেন্টস্ পার্কের ভিতরেই প্রবেশ করিল। এ সময় হাইড পার্কে যেরূপ জনতা, এখানে সেরূপ নহে। তবে আলোও জ্বলিতেছে, এখানে ওখানে লোকজনও বেড়াইতেছে। শরৎ খুঁজিয়া খুঁজিয়া সেই বেঞ্চিতে গিয়া বসিল। বসিয়া ভাবিল —"আশ্চর্য্য! এখানেই তাকে পেয়েছিলাম, এখানেই হারালাম।"—রুমাল বাহির করিয়া শরৎ চক্ষু মুছিল।

বসিয়া বসিয়া কত কথাই সে ভাবিতে লাগিল। এই পাঁচ মাস কুকুরটি কবে কি করিয়াছিল, সমস্ত একে একে তাহার স্মরণ হইতে লাগিল। প্রতিদিন যখন সে প্রাতরাশের পর বাহির হইত, টৌবিও সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইতে চাহিত। জোর করিয়া তাহাকে ভিতরে পুরিয়া দরজা টানিয়া দিতে হইত। প্রতিদিন বিকালে সে যখন বাড়ী ফিরিত, দ্বার খুলিয়াই দেখিত, হলে টৌবি চুপটি করিয়া বসিয়া আছে। সে প্রবেশ করিবামাত্র টৌবির কি আনন্দ—কি লম্ফঝম্প! ঠিক পাগলের মত ব্যবহার করিত। চায়ের সময় বসিয়া বসিয়া বিস্কুট খাইত। প্রথমে শরৎ টৌবির জন্য সস্তা দামে কুকুর-বিস্কুট কিনিয়া আনিয়াছিল। তাহার পর শুনিল, বিস্কুটের কারখানায় দিনান্তে ঘর ঝাঁট দিয়া যে সকল টুক্‌রা গুঁড়াগাঁড়া জমা হয়, তাহা দিয়াই কুকুর-বিস্কুট প্রস্তুত হয়। সেই কথা শুনিয়া আর সে টৌবির জন্য কুকুর-বিস্কুট কিনিত না—অধিক মূল্য দিয়া মানুষ যে বিস্কুট খায়, তাহাই কিনিত। ডিনারের সময় টেবিলের নীচে টৌবি চুপ করিয়া তাহার পায়ের কাছটিতে বসিয়া থাকিত, —তাহার আহার শেষ হইবামাত্র কি করিয়া জানিতে পারিত, বাহির হইয়া দাঁড়াইয়া লেজ নাড়িতে থাকিত। শরৎ তখন টৌবির খা[illegible]রের প্লেট নামাইয়া দিত—টৌবি খাইত। [illegible] ফাউল তাহার একটি প্রিয় খাদ্য ছিল। দা[illegible] বলিয়াছে, ফ্লোরা তাহার জন্য রান্নাঘর হইতে ফাউল লইয়া গিয়াছে—কিন্তু টৌবি খাইবে কি? সন্দেহ। এক দিনের কথা মনে পড়িল, তখন মাসখানেক টৌবি আসিয়াছে। শরতের বাহিরে ডিনারের নিমন্ত্রণ ছিল রাত্রি দশটার সময় যখন বাড়ী ফিরিল, ল্যাণ্ডলেডি তাহাকে বলিল, "মহাশয়, আপনার কুকুরটি অদ্ভুত আমরা খাইয়া, প্লেট ভরিয়া খাবার আনিয় টৌবিকে দিলাম, সে স্পর্শও করিল না। খাবি বাড়ীময় আপনাকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া বেড়াইয়াছে শেষে আপনার বসিবার ঘরে, খাবারশু তাহাকে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছি, এখন যদি খাই থাকে ত বলিতে পারি না।"—শরৎ বসিবার ঘ প্রবেশ করিবামাত্র টৌবি মহা লম্ফঝম্প করিত লাগিল। শুধু লম্ফঝম্প নয়—উল্লাসে চীৎকা করিতে করিতে লম্ফঝম্প—যেন বলিতেছে,— "কোথায় গিয়েছিলে ? দিখিন! আমি ত মর

করেছিলাম, আমায় চিরদিনের জন্তে ফেলে চ'লে গেছ—আর তোমায় দেখতে পাব না।"—উত্তেজনা কতকটা প্রশমিত হইলে, তখন টোবি আহারে মন দিল; পূর্ব্বে তাহা স্পর্শও করে নাই।—শরৎ আবার অশ্রুমোচন করিল।

ঘড়ি খুলিয়া দেখিল, রাত্রি প্রায় ১১টা বাজে। ১১টার সময় ফটক বন্ধ করিয়া দিবে। শরৎ উঠিল।

বাড়ী গিয়া সে শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিল। ঘুম কি আর আসিতে চায়? প্রায় সমস্ত রাত্রি ছট্‌ফট্ করিয়া, শেষে ভোরের দিকে ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন বেলা ৮টার সময় নিদ্রাভঙ্গ হইলে অভ্যাস-মত গৃহকোণস্থিত টোবির শুইবার টুক্‌রীটির দিকে তাহার চক্ষু গেল। সেটি আজ শূন্ত! অন্তদিন দেখে, টোবি তাহার মধ্যে গুটিস্নুটি হইয়া ঘুমাইতেছে। শরৎ ডাকে—"টোবি—টোবি—ট্যাব্।"—টোবি অমনি ছুটিয়া পালঙ্কের নিকটে আসে, আগের পা দুট বিছানার ধারে তুলিয়া দিয়া ফোঁস্ ফোঁস্ করিতে থাকে, শরৎ তাহাকে একটু আদর করে। আজ আর আদর লইতে আসিবার কেহ নাই।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শরৎ শয্যা ত্যাগ করিল। মুখ-হাত ধুইয়া, পোষাক পরিতে আরম্ভ করিল। কোটটিতে স্থানে স্থানে টোবির শাদা রোঁয়া লাগিয়া রহিয়াছে। প্রত্যহ প্রাতে বুরুষ দিয়া সেই রোঁয়া-গুলি ঝাড়িয়া কোটটি শরৎ গায়ে দেয়। আজও রোঁয়া ঝাড়িতে লাগিল। ঝাড়িতে ঝাড়িতে তাহার মনে হইল, "আজই শেষ—কা'ল থেকে আর কারু রোঁয়া কোট থেকে ঝাড়তে হবে না।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সারাদিন শরৎকুমারের যে কেমন করিয়া কাটিল, তাহা বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন। টেম্‌প্লে গিয়া আইনের লেক্‌চার শোনা, লাইব্রেরীতে গিয়া পাঠ, কমন-রুমে গিয়া বিশ্রাম,—প্রতিদিনের নির্দ্দিষ্ট সকল কর্ম্মগুলিই যন্ত্রচালিতের মত সে করিয়া গেল। যখন বাড়ী ফিরিবার সময় হইল, তখন মনে হইল, আজ ত দ্বারটি খুলিবামাত্র টোবি আমার গায়ে ঝাঁপাইয়া পড়িবে না!—তাই বাড়ী যাইতে তাহার প্রাণ চাহিল না, একটা রেষ্টোর্যাঁয় চা পান করিয়া; হাইড্ পার্কে বেড়াইতে গেল।

সেখানে পৌছিয়া, একখানা বেঞ্চিতে কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল। ঘণ্টাখানেক থাকিয়া বড়ই বিরক্তি-বোধ হইল। একবার ভাবিল, বাড়ী যাই—কা'ল রাত্রে ভাল ঘুম হয় নাই, গিয়া ডিনার খাইয়া সকালে সকালে শুইয়া পড়ি। কিন্তু তাহাও ভাল লাগিল না। আজ ত খাইবার সময় টোবি আসিয়া পায়ের কাছটি ঘেঁসিয়া বসিয়া থাকিবে না!

ধীরে ধীরে শরৎকুমার হাইড পার্ক হইতে বাহির হইল। তখন সাতটা বাজিয়া গিয়াছে। দেওয়ালে থিয়েটারের একটা বিজ্ঞাপন দেখিয়া তাহার মনে হইল, থিয়েটারে যাই, ঘণ্টা তিনেক ভুলিয়া থাকিব, তাহার পর কোনও রেষ্টোর্যাঁয় কিছু খাইয়া, বাড়ী গিয়া শয়ন করিব।

আটটার সময় শরৎকুমার এক থিয়েটারে গিয়া পৌছিল। অর্দ্ধঘণ্টা পরে অভিনয় আরম্ভ হইল। শরৎ বসিয়া দেখিতে লাগিল—কিন্তু কি অভিনয় হই-তেছে, ভাল বুঝিতে পারিল না। দেহ তাহার থিয়ে-টারে, মন যে আকাশ পাতালে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে! খানিক শোনে, আবার অন্যমনা হইয়া যায়; আবার যখন শুনিতে আরম্ভ করে, তখন পূর্ব্বের কথা কিছুই স্মরণ নাই।

প্রায় দেড়ঘণ্টা কাল এইরূপে কাটিলে, বিরক্ত হইয়া শরৎকুমার বাহির হইয়া পড়িল। তখন ক্ষুধাটা বেশ অনুভব করিল। আহার করিবার জন্ত নিকটস্থ একটা রেষ্টোর্যাঁর দ্বার পর্য্যন্ত গেল—গিয়া দাঁড়াইল; মনে মনে বলিল, "আমি ত খেতে যাচ্ছি—কিন্তু টোবি!—সে কি খেয়েছে?"

তখন সে স্থির করিল, যাই, কল্যকার মত গিয়া দাসীটার কাছে একবার সন্ধান লই।—তৎক্ষণাৎ অম্‌নিবসে আরোহণ করিয়া, রাত্রি সাড়ে দশটার সময় সে মিসেস্ কলিন্সের বাড়ী গিয়া পৌছিল।

আবার সেই দ্বারস্থ বিদ্যুতের বোতামটি টিপিল; আবার এক জন দাসী বাহির হইয়া আসিল,—কিন্তু এ গত কল্যকার সে দাসী নহে, অন্ত রমণী।

শরৎ তাহা বুঝিতে না পারিয়া বলিল, "আমি সেই কুকুরটির কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিলাম।"

দাসী জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ কুকুর?"

"সেই যে কুকুরটি কা'ল আমার সঙ্গে আসিয়া-ছিল।"

"কি হইয়াছে মেরী"—বলিতে বলিতে মিসেস্

কলিন্স অগ্রসর হইয়া আসিলেন। শরৎকে দেখিয়া বলিলেন, "মিষ্টার বাগ্‌চী! —গুড্ ইভ্‌নিং। আসুন আসুন। বাহিরে দাঁড়াইয়া কেন?"

"গুড্ ইভ্‌নিং"—বলিয়া শরৎ প্রবেশ করিল। মিসেস্ কলিন্সের সহিত করমর্দ্দন করিতে করিতে বলিল, "ক্ষমা করিবেন, এত রাত্রে আপনাকে বিরক্ত করিবার ইচ্ছা আমার ছিল না। কুকুরটি কেমন আছে, সেইটুকু শুধু দাসীকে জিজ্ঞাসা করিয়া চলিয়া যাইবার অভিপ্রায় ছিল।"

মিসেস্ কলিন্স বলিলেন, "উপরে আসুন। অনেক কথা আছে"—বলিয়া তিনি অগ্রবর্ত্তিনী হইলেন।

অনেক কথা কি আছে, শরৎ কিছুই আন্দাজ করিতে পারিল না। তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সিঁড়ি উঠিয়া, একটি কক্ষে প্রবেশ করিল।

মিসেস্ কলিন্স একটি সোফায় বসিয়া, নিকটস্থ একটি চেয়ারে শরৎকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন।

শরৎ বসিয়া তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে মিসেস্ কলিন্স বলিলেন, "আমাদের দ্বারা বড়ই অন্যায় হইয়া গিয়াছে, মিষ্টার বাগ্‌চী। কি বলিয়া আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিব, ভাবিয়া পাইতেছি না।"

শরৎ শঙ্কিতভাবে বলিল, "কেন? কি হইয়াছে? টোবি কি—"

"পলাইয়া গিয়াছে।"

"কখন্?"

"আজ বিকালে, পাঁচটার সময়। আমরা কেহই বাড়ী ছিলাম না। ফ্লোরাকে লইয়া আমি সেণ্ট জেমসেস্ হলে কন্‌সার্ট শুনিতে গিয়াছিলাম। বাড়ী ফিরিয়া দেখিলাম, কুকুরটি নাই। চেনটা যেমন বাঁধা ছিল, তেমনি বাঁধা রহিয়াছে, কিন্তু আধখানা ছেঁড়া।"

শরৎ বলিয়া উঠিল, "তবে বোধ হয় আমার বাসাতেই গিয়াছে!"—বলিয়াই সে অনুশোচনায় মরিয়া গেল। ভাবিল, ছি ছি—কেন ও কথা বলিলাম? যদি গিয়া থাকে, গিয়াছে; এখনি আমার তাহাকে ফিরিয়া আনিবার জন্য লোক সঙ্গে দিবে হয় ত!

কিন্তু পর-মুহূর্ত্তেই তাহার সে ভাব নিবৃত্ত হইল। মিসেস্ কলিন্স বলিলেন, "না মিষ্টার বাগ্‌চী, আপনার বাসায় যায় নাই। আমি তিনবার আপনার বাসায় লোক পাঠাইয়াছিলাম।"

শরৎ বলিল, "তবে [illegible] গেল?"

মিসেস্ কলিন্স কয়েক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া, শেষে বলিলেন, "আমার বোধ হয়, কুকুরটি আর জীবিত নাই।"

শরৎ রুদ্ধশ্বাসে বলিল, "জীবিত নাই? বলেন কি? কি করিয়া জানিলেন?"

"বলিতেছি। কুকুরটি খুঁজিবার জন্য শুধু যে আপনার বাসায় লোক পাঠাইয়াছিলাম, তাহা নয়। পথে চারিদিকে খবর লইবার জন্যও লোক নিযুক্ত করিয়াছিলাম। লোক ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আজ আন্দাজ ছয়টার সময়, এজোয়ার রোডের মোড়ে একটি শাদাকালো কুকুর যাইতেছিল। নিকটস্থ একটা কসাইয়ের দোকান হইতে দুইটা বড় বড় কুকুর ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে কামড়াইয়া মারিয়া ফেলে। সম্মুখের দোকানের লোকেরা বাঁচাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সফল হয় নাই। কুকুরটি রক্তাক্ত কলেবরে মরিয়া সেখানে পড়িয়া ছিল—পুলিস আসিয়া তাহার গলায় কোন কলার না দেখিয়া, কাহার কুকুর কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, মিউনিসিপ্যালিটি লোক ডাকিয়া তাহাকে স্থানান্তরিত করিয়াছে।"

শরৎকুমারের বাক্য রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। বা[illegible] হস্তে কপাল চাপিয়া, মুখ নীচু করিয়া সে বসি[illegible] রহিল।

মিসেস্ কলিন্স বলিলেন, "আপনি এ সংবা[illegible] ব্যথিত হইবেন বুঝিয়াও আপনাকে জানানই কর্ত্ত[illegible] মনে করিলাম। আমারই দোষে এটি ঘটিল। আম[illegible] উচিত ছিল, কল্যই ফ্লোরাকে নিবারণ করা—কুকুর[illegible] তাহাকে লইতে না দেওয়া। কিন্তু তাহা আ[illegible] পারি নাই। কুকুরটি কল্য রাত্রে কিছুই [illegible] অন্য দিনের বেলাও ফ্লোরা তাহার [illegible] ভরিয়া নানাবিধ খাদ্য আনিয়া [illegible] স্পর্শও করে নাই। [illegible] ফ্লোরা, কুকুরটি না খা[illegible] তাহাকে ফিরিয়া দিয়া [illegible] কাঁদিতে লাগি[illegible] বলিল—'না মা, কতক্ষণ আর না খাইয়া থাকিবে ক্ষুধা অসহ্য হইলে খাইবেই। কুকুরটি আমি [illegible] না।'—তাহার চোখের [illegible] আমার আম[illegible] দুর্ব্বলতা আসিল। [illegible] হইতে [illegible] হইলাম

মিসেস্ কলিন্স চুপ করিলেন। শরৎ যেমন বসিয়া ছিল, তেমনি রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মিসেস্ কলিন্স আবার বলিলেন, "যাহা হইবার, হইয়া গিয়াছে, তাহার ত আর চারা নাই। আপনি আমায় ক্ষমা করিতে পারিবেন কি না, আমি খুব সন্দেহ করি।—কিন্তু জানিবেন, আমি এ জন্য বড়ই দুঃখ ও লজ্জা অনুভব করিতেছি। আমাদের কুকুরটিকে আপনি পাঁচ মাস প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তাহার খোরাকী স্বরূপ আপনাকে টাকা দিবার প্রস্তাব করিয়া আপনাকে অপমান করিব না। তবে যদি আপনি অনুমতি করেন, আপনার দানস্বরূপ পাঁচ গিনি আমি 'ডগ্‌স্ হোম'এর সাহায্যার্থ পাঠাইয়া দিই।"

শরৎ এতক্ষণে মাথা তুলিল। একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আপনি যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন।"

মিসেস্ কলিন্স বলিলেন, "রাত্রি হইয়াছে, আমি আপনাকে বিলম্ব করাইব না মিষ্টার বাগ্‌চী। গুড্ নাইট্।"

শরৎ দাঁড়াইয়া উঠিল। "গুড্ নাইট্ মিসেস্ কলিন্স"—বলিয়া, মাতালের মত টলিতে টলিতে সে বিদায় গ্রহণ করিল।

দশ মিনিটের পথ হাঁটিয়া আসিতে শরৎ-কুমারের আধঘণ্টা লাগিয়া গেল। পা আর চলে না। এক স্থানে ত সে পড়িয়া যাইবার মত হইয়াছিল, নিকটে একটা বাড়ীর রেলিং ছিল, তাহাই ধরিয়া সে সামলাইয়া লইল।

বাসায় পৌছিয়া, হলে টুপী ও ছড়ি রাখিয়া, মোমবাত্তিটি হাতে করিয়া শরৎ উপরে গেল। শয়নকক্ষের দ্বার খুলিয়া—এ কি!

এ কি স্বপ্ন, না সত্য?

টোবি [illegible] মাঝখানে শুইয়া রহিয়াছে। [illegible] সে কষ্টে তাহার কাছে আসিয়া, [illegible] লাগিল। দুই দিনের অনাহারে [illegible] করিবার শক্তি আর তাহার নাই!

"ট্যাব্—ট্যাব্—আমার ট্যাব্!"—বলিতে বলিতে বিস্ময়ে আনন্দে দিশাহারা হইয়া শরৎ তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল। তখনও তাহার গলায় সেই আধখানা চেন ঝুলিতেছে।

কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া, শরৎ ল্যাণ্ডলেডীকে ডাকাডাকি করিতে লাগিল। ড্রেসিং গাউনের উপর একটা উলের শাল জড়াইয়া, ল্যাণ্ডলেডী উপর হইতে নামিয়া আসিল—বলিতে বলিতে আসিল, "Are you happy now, Mr. Bagchi?" (বাগ্‌চী মশায়, এখন খুসী হয়েছেন ত?)

শরৎ বলিল, "ব্যাপারটা কি বল দেখি মিসেস্ জোন্স।"

মিসেস জোন্স তর্জ্জনী হেলাইতে হেলাইতে বলিল, "একবার নহে—দুইবার নহে—তিনবার মিষ্টার বাগ্‌চী—তিনবার আমায় মিথ্যা কথা বলিতে হইয়াছে! সাড়ে পাঁচটার সময় বাহিরে যাইব বলিয়া যাই দরজাটি খুলিয়াছি, দেখি টোবি বাহিরে বসিয়া আছে, গলায় আধখানা শিকল। আমাকে দেখিয়া আহ্লাদে লেজ নাড়িতে লাগিল। আমি বুঝিলাম, চেন ছিঁড়িয়া পলাইয়া আসিয়াছে। কতবার আপনার সঙ্গে রীজেণ্টস্ পার্কে গিয়াছে ত! পথ চেনে। আমি উহাকে রান্না-ঘরে লইয়া গেলাম। এক বাটি দুধ দিলাম, চক্ চক্ করিয়া খানিকটা খাইয়া, আর খাইল না। প্লেট ভরিয়া মাংস দিলাম, তাহাও ছুঁইল না। রান্নাঘরেই উহাকে রাখিলাম। জানিতাম, এখনি উহাদের লোক খুঁজিতে আসিবে। হইলও তাই। একবার কি মহাশয়, তিন তিনবার আসিয়াছিল। তিনবার আমায় মিথ্যা করিয়া বলিতে হইয়াছে—কৈ, কুকুর ত এখানে আসে নাই!"

শরৎ হাসিতে হাসিতে বলিল, "কেন মিসেস্ জোন্স, তুমি মিথ্যা কথা বলিলে কেন?"

"আপনার অবস্থাটা আমি কি বুঝিতে পারি নাই মহাশয়? আজ প্রাতে আপনার মুখ দেখিয়াই সে আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম। কেন? উহাদের কুকুর কিসের? এক পাউণ্ড বা দুই পাউণ্ড দিয়া কিনিয়াছিল বলিয়াই উহাদের কুকুর?—ইঃ! টাকাই সব? ভালবাসা কি কিছুই নয়?"

শরৎ বলিল, "তাহা হইলে তোমার মত এই যে, টাকা দিয়া প্রাণ কেনা যায় না, ভালবাসা দিয়াই কেনা যায়!"

"নহে ত কি! তাহা আমার মত—এবং যত দিন আমি বাঁচিয়া থাকিব, ঈশ্বর করুন, তত দিন ঐ মতই যেন আমার বজায় থাকে।"

"তাই যেন থাকে। এখন বল দেখি, ঘরে কিছু খাবার-টাবার আছে?"

"কেন, আপনি কি খাইয়া আসেন নাই?"

"না।"

"My goodness!—সারা দিন উপবাস করিয়া আছেন?—আচ্ছা, আমি খাবার আনিতেছি।"—বলিয়া মিসেস্ জোন্স নামিয়া রান্নাঘরে গেল।

খানিক পরে ঠাণ্ডা মাংস, আচার (pickles) এবং রুটি, মাখন ও পনীর আনিয়া দিল।

শরৎ টেবিলে, টোবি মেঝের উপর—একসঙ্গেই আহারে প্রবৃত্ত হইল। খাইতে খাইতে, মিসেস্ কলিন্সের বাটী যাওয়া প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপারই শরৎ ল্যাণ্ডলেডীকে বলিল।

ল্যাণ্ডলেডী বলিল, "তা, আপনি ও কথা শুনিয়া এত চিন্তিত হইয়াছিলেন কেন? টোবি চেন ছিঁড়িয়া পলাইয়া আসিয়াছে, উহার গলায় চেনও আছে, কলারও আছে। যে কুকুর মারা গিয়াছে, তাহার গলায় কলার ছিল না শুনিয়াই ত আপনার বোঝা উচিত ছিল, সে অন্য কাহারও কুকুর। শাদা কালো কুকুর কি লণ্ডনে এই একটিমাত্র বাস করে মহাশয়?"

শরৎ বলিল, "ঠিক বলিয়াছ মিসেস্ জোন্স! ওটা আমার এতক্ষণ খেয়ালই হয় নাই।"

সে দিন অবধি শরৎ টোবিকে আর রীজেন্টস্ পার্কে বেড়াইতে লইয়া যায় নাই। হাইড পার্কে গিয়াছে, কেন্‌সিংটন পার্কে, কিউ বাগানে কুকুরকে বেড়াইতে লইয়া গিয়াছে—কিন্তু রীজেন্টস্ পার্কের মাটী আর মাড়ায় নাই।

——

অদ্বৈতবাদ

—০—

প্রথম পরিচ্ছেদ

খুব সমারোহের সহিত দর্ম্মাহাটার মাখন সুর মহাশয়ের আদ্যশ্রাদ্ধ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। হইবে না কেন?—দুইটি উপযুক্ত পুত্র রহিয়াছে, টাকা-কড়িও যথেষ্ট। ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের পশ্চিমধারে "সুর এণ্ড কোং" সাইনবোর্ড লেখা সেই প্রসিদ্ধ কাঠের আড়তখানি এই মাখন সুরেরই সম্পত্তি। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় আসিয়া সুর মহাশয় অল্প মূলধনে সামান্যভাবে এই আড়তখানির পত্তন করেন। কমলা সদয়নেত্রে চাহিলেন—বৎসরের পর বৎসর মাখন ফাঁপিয়া উঠিতে লাগিলেন। আরম্ভে, মাসিক ১২৲ ভাড়ায় একখানি 'খোলার বাড়ী' লইয়া তিনি সপরিবারে বাস করিতেন;—এখন দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীটে তাঁহার প্রকাণ্ড ত্রিতল অট্টালিকা।

সুর মহাশয়ের পুত্রদ্বয়ের নাম অদ্বৈতচরণ ও নিতাইচরণ। জ্যেষ্ঠ অদ্বৈতচরণের বয়স এখন একত্রিশ বৎসর। রঙটি তাহার মিশমিশে কালো, দাড়ি-গোঁফ কামানো, চক্ষু দুইটি ছোট ছোট, তবে দাঁতগুলি বেশ বড় বড় বটে। অদ্বৈত ভারি চালাক-চতুর, ব্যবসায়-বুদ্ধিটা খুব; লোকে বলে, বাপের ব্যবসা যদি রাখিতে পারে, তবে অদ্বৈতই পারিবে—নিতাইটা কোন কর্ম্মের নয়। অথচ নিতাই লেখা-পড়া জানে, কলেজে পড়িতেছে; অদ্বৈত ইংরাজীর এ-বি-ও জানে না। বাঙ্গালা লেখাপড়া—অর্থাৎ শিশুবোধক, ধারাপাত, শুভঙ্করী—এই শিক্ষিতে শিখিতেই অদ্বৈত অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছিল। জ্যেষ্ঠপুত্রকে তখন উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া পিতা তাহার বিবাহ দিলেন এবং দোকানে কায শিখাইতে লাগিলেন। নিতাই তখন সাত বছরের ছেলে। কি ভাবিয়া বলা যায় না, তাহাকে সুর মহাশয় ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। দোকানের খরিদ্দারগণ মাঝে মাঝে তাঁহাকে ইংরাজীতে পত্রাদি লিখিত। সে সকল পত্র অন্য কাহারও কাছে গিয়া পড়াইয়া আনিতে হইত, জবাব লিখিবার জন্য ইহার উহার তাহার খোসামোদ করিতে হইত; তাই রাগ করিয়া বোধ হয় সুর মহাশয় নিতাইকে ইংরাজী পড়িতে দিয়াছিলেন। তাহার বয়স এখন কুড়ি বৎসর। বি-এ পড়িতেছে—কিন্তু হইলে কি হয়, ব্যবসায়-বুদ্ধি তাহার কিছুই নাই। নিতাই নিতান্ত নিরীহ প্রকৃতির লোক। তাহার রঙটি দাদার মত অত কালো নহে; চোখ দুটি বড় বড়, কিন্তু দেহটি কিঞ্চিৎ কৃশ। তিন বৎসর হইল তাহারও বিবাহ হইয়াছে—এখনও সন্তানাদি হয় নাই। অদ্বৈতচরণের দুইটি ছেলে, তিনটি মেয়ে।

শ্রাদ্ধশান্তি চুকিয়া গেল। গ্রাম হইতে এই উপলক্ষে আত্মীয়-কুটুম্ব যাহারা আসিয়াছিল, তাহারাও কালীঘাট, চিড়িয়াখানা, থিয়েটার ও বায়স্কোপ দেখা শেষ করিয়া একে একে বাড়ী ফিরিল। অদ্বৈত নিতাইকে নিভৃতে পাইয়া বলিল, "এত দিন বাবা বেঁচে ছিলেন, আমরা দুই ভাই পর্ব্বতের আড়ালে ছিলাম। কোন ভাবনা ছিল না, চিন্তে ছিল না, পায়ের উপর পা দিয়ে ব'সে খেয়েছি। এখন তাঁর স্বর্গবাস হ'ল। এখন কারবারটি সম্বন্ধে কি রকম ব্যবস্থা করা যায় বল দেখি?"

নিতাই তাহার চশমাবদ্ধ চক্ষু দুইটি দাদার পানে তুলিয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল।

অদ্বৈত বলিল, "এ বিষয়ে তুমি কিছু ভেবেছ?"

নিতাই পূর্ব্ববৎ কয়েক মুহূর্ত্ত চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "আজ্ঞে?"

"কারবারটি সম্বন্ধে কি রকম বন্দোবস্ত করা যাবে, এইবার একটা ঠিক করতে হয় ত। পৈতৃক সম্পত্তি—আমরা দু ভাই—আমার আট আনা, তোমার আট আনা।"

নিতাই এবার চক্ষু নত করিল। বলিল, "ওঃ!"

অদ্বৈত বলিল, "দোকান আমার একার নয়,—তোমার আমার দুজনেরই। কি ভাবে দোকান চালান হবে, সেইটে একটা ঠিক কর।"

নিতাই বলিল, "আমি ত ও সব বিষয় কিছু জানিনে দাদা। আপনি যা ভাল বোঝেন—"

অদ্বৈত তাহার নেড়া মাথার পশ্চাদ্ভাগে হাত

বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "দোকানটি, ধর, যেমন চল্‌ছিল, সেইভাবেই চল্‌বে ত? আর না হয়, তুমি যদি আলাদা হয়ে কারবার চালাতে চাও—তাও হ'তে পারে। পাড়ার পাঁচ জন ভদ্রলোককে ডেকে বাড়ীখানা, আর দোকানে যা আছে, দুজনকে তাঁরা ভাগবাটরা ক'রে দিতে পারেন। ভবিষ্যতে কোন রকম গোলমাল না হয়, এই আর কি।"

নিতাই বলিল, "দাদা, ও কথা আমায় কেন বলছেন? আপনি ত জানেন, বিষয়-বুদ্ধি আমার কম!—আমি ও সব কিছু জানিও না, বুঝিও না। ও সব সম্বন্ধে আপনি যা ভাল বোঝেন, তাই করুন।"

অদ্বৈত কিয়ৎক্ষণ ভাবিল। শেষে বলিল, "তা বেশ। যেমন আমরা আছি, সেই রকমই থাকি। ভেন্ন হওয়া ত ভাল নয়, লোকতঃ ধর্ম্মতঃ দুই হিসাবেই খারাপ। তবে বুঝলে কি না ভাই, একে কলিকাল, তার উপর তুমি ইংরাজী পড়েছ। গোড়া বেঁধে কায করা ভাল। আমার উপরেই তুমি যখন ভার দিচ্ছ, আমার যা মতলব, তা তোমায় বলি শোন।"

নিতাই নিরুপায় ভাবে দাদার পানে চাহিয়া রহিল। তাহার ভাবটা যেন, "এই সব বাজে কথা আমায় না শুনাইয়া যখন ছাড়িবেই না, তখন বল, শুনিতেই হইবে।"

অদ্বৈত বলিল, "আমি বলি যে, ব্যবসা যেমন চলছে, তেমনি চলুক। বাবা যেমন গদীর কাযকর্ম্ম সব নিজে দেখতেন, আমাকেও সেইরকম দেখতে হবে। আমার খাটুনী খুব বাড়বে—তা আর কি করবো? —তার পর দোকানের খরচ আর ন্যায্য সংসার-খরচ বাদে যেটা মুনফা হবে, সেইটে আধা-আধি বখরা ক'রে আমার হিস্তা আমার নামে, তোমার হিস্তা তোমার নামে খাতায় জমা করা থাক্‌বে। কি বল?"

"যে আজ্ঞে"—বলিয়া পলায়ন চেষ্টায় নিতাই উঠিয়া দাঁড়াইল। অদ্বৈত বলিল, "ব'স ব'স। আরও কথা আছে, শোন।"

নিতাই নিতান্ত নিরুপায়ভাবে আবার বসিয়া পড়িল।

অদ্বৈত বলিল, 'মুনফার টাকা, ধর, তোমার হিস্তা আমার হিস্তা খাতায় জমা হ'ল। তার পর সে টাকাটা"—বলিয়া অদ্বৈত ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া, টাকাটার গতি কি হইবে, তাহাই বোধ হয় ভাবিতে লাগিল। ক্ষণপরে বলিল, "[illegible] টাকাটার সমস্তই কি আমরা তুলে নেব? না [illegible] কিছু অংশ ব্যবসাতেই আবার ফেলব? তোমার মত কি?"

"যেটা ভাল হয়—"

"আমার মত, কিছু টাকা, শতকরা পঞ্চাশ টাকা অন্ততঃ বছর কতক এখন ব্যবসাতেই ফেলা যাক্। বাবা যখন আরম্ভ করেছিলেন, তখন ক'খানাই বা দোকান ছিল!—এখন দেখ, গঙ্গার ধারটা কাঠের আড়তে আড়তে ছেয়ে গেছে। কারবারটা একটু ফলাও না করলে শেষে আমরা দাঁড়াতেই পাব না—মালপত্তর কিছু বেশী রাখা দরকার।"

"যে আজ্ঞে"—বলিয়া নিতাই উঠিল। ধীরে ধীরে দাদার ঘর হইতে বাহির হইয়া, বাকী পথ দ্রুতপদে অতিক্রম করিয়া তেতালায় সে নিজের পড়িবার ঘরে উপনীত হইল। দ্বার একবারে বন্ধ করিয়া দিয়া জানালার কাছে একখানা চৌকিতে বসিয়া পড়িয়া হাঁপাইতে লাগিল। একে ব্যবসার প্রসঙ্গ, তা-ও আবার শুষ্কং কাষ্ঠং! বখরা আর হিস্তা আর মুনফা! —দাদার যেমন কাণ্ড! নিতাইয়ের শ্বাস বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল আর কি!

খোলা জানালা দিয়া রবিকরোজ্জ্বল নীল আকাশের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া, নিতাই ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিল। তাহার পর উঠিয়া টেবিলের উপর হইতে একখানি বহি আনিয়া মৃদুস্বরে পড়িতে লাগিল—

"আজ বসন্তে বিশ্বখাতায়
হিসেব নেইক পুষ্পে পাতায়"

ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নিতাই নিজের পড়াশুনা লইয়া [illegible] দোকানের উন্নতি করিবার [illegible] লাগিল।

প্রথমে অদ্বৈত দোকানের [illegible] পরিণত করিল। দুইখানা [illegible] চৌকি জোড়া দিয়া তাহার [illegible] বিছাইয়া কর্ম্মচারী [illegible] অদ্বৈত যেখানে চৌকি [illegible] দিল। [illegible]

২১॥০ মূল্যে অদ্বৈত এক দেওয়ালঘড়ি কিনিয়া আনিল। ঘরে তৈয়ারী বাঙ্গালা কালির পরিবর্ত্তে ইংরাজী কালি, খাগড়ার কলমের পরিবর্ত্তে ইষ্টিল পেন এবং কালি শুকাইবার জন্য নেকড়ার পুঁটুলির পরিবর্ত্তে ব্লটিং কাগজ আমদানী হইল।—তাগাদা প্রভৃতি কার্য্যে নানা স্থানে যাইতে হয়, সব স্থানে ট্রামেও সুবিধা নাই, সময় নষ্ট হয়, তাই এক দিন অদ্বৈত কুকের বাড়ীর নীলামে ১৫০৲ টাকা দিয়া একখানা ভাঙ্গা আফিস-গাড়ী খরিদ করিয়া ফেলিল। সেটা সারাইয়া রঙ করাইয়া চাকায় রবার বসাইতে আরও ৩৫০৲ টাকা ব্যয় হইয়া গেল। ঘোড়াও কেনা হইল।—মাখন সুর কিন্তু চিরটা কাল হাঁটিয়াই কলিকাতা সহর দিগ্‌বিজয় করিয়া বেড়াইয়াছে—পাঁচটা পয়সা খরচ হইবে বলিয়া সহজে ট্রামে উঠিত না।

দোকানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অদ্বৈত আত্মোন্নতি কার্য্যেও অবহেলা করে নাই। পৈতৃক আমলে ৪২ ইঞ্চি বহরের লাটুমার্কা ধুতি এবং চাঁদনীর পিরাণ তাহার অঙ্গাবরণ ছিল। সে সকল ব্যবস্থা বদলাইয়া গেল। শান্তিপুর ফরাসডাঙ্গার ধুতি, ভাল ভাল কামিজ, কোট, উত্তম উড়ানি, যোড়া যোড়া বিলাতী জুতা—সর্ব্বদাই খরিদ হইতে লাগিল। কাঁচা পয়সা হাতে পাইয়া আরও দুই একটা বিষয়ে অদ্বৈত দ্রুত উন্নতি লাভ করিল—তাহা আর প্রকাশ করিব না—তবে এইমাত্র বলিতে পারি, সঙ্গীত-কলার সহিত তাহার যোগ আছে।

পিতার আমলে এক আধ দিন মাঝে মাঝে নিতাই দোকানে গিয়া বসিত, এখন তাহাও করে না; সর্ব্বদাই নিজের পড়াশুনা লইয়াই ব্যস্ত থাকে। অদ্বৈত মাসে মাসে নিয়মিতভাবে হাত-খরচের জন্য [illegible] টাকা দেয়, [illegible]
ও বহি [illegible]
তাহার [illegible]
ইহা [illegible]
টাকার [illegible]
[illegible]
কয়েক [illegible]
থাকে [illegible]
[illegible]
ঘুরিয়া [illegible]
করিল [illegible]

ইতিমধ্যে নিতাইয়ের দুইটি ছেলে হইয়াছে। ছেলেদের দুধ প্রভৃতি সংসার হইতেই সরবরাহ হয়, কিন্তু তাহাদের পোষাকী কাপড়, জুতা প্রভৃতি দ্রব্য নিতাইকেই কিনিতে হয়—অথচ ঐ ত্রিশ টাকা মাত্র সম্বল। তাই সে এখন আর ইচ্ছামত পুস্তকাদি কিনিতে পারে না—প্রায়ই ইম্পিরিয়ল লাইব্রেরীতে গিয়া, সারাদিন বসিয়া পড়ে।

আষাঢ় মাস। বিকালের দিকে আকাশে খুব মেঘ করিয়া উঠিল। ইম্পিরিয়ল লাইব্রেরীর পাঠাগারে বসিয়া যাহারা পড়িতেছিল, তাহারা বহি গুটাইয়া তাড়াতাড়ি বাড়ী চলিয়া গেল। তাহাদের দেখাদেখি নিতাইও উঠিল; যে বহিখানি পড়িতেছিল, তাহার জন্য রসিদ লিখিয়া দিয়া, বহিখানি হাতে করিয়া নিতাই বাহির হইল। লাইব্রেরীতে তাহার টাকা জমা ছিল।

বাহিরে আসিয়া নিতাই দেখিল, পশ্চিমদিকটা একেবারে কালো চিক্কণ মেঘে অন্ধকার হইয়া গিয়াছে; ঘন ঘন বিদ্যুৎস্ফুরণ হইতেছে। মোড়ে একখানা গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল, ভাবিল, গাড়ী করি। তখন মনে হইল তহবিলে তাহার টাকা নাই, ভাড়া দিবে কোথা হইতে? সুতরাং ফুটপাত ধরিয়া পদব্রজেই সে গৃহাভিমুখে চলিল। প্রত্যহই সে পদব্রজে আসিত, পদব্রজেই যাইত;—ট্রামের পয়সা বাঁচাইবার উদ্দেশ্য নহে,—এই যাতায়াতই সারাদিন-রাত্রির মধ্যে তাহার একমাত্র ব্যায়াম—এটুকু না হইলে স্বাস্থ্যরক্ষা হয় না। ক্যানিং ষ্ট্রীটের মোড়ে পৌছিতে না পৌছিতে ঝড় আরম্ভ হইল। কয়েক দিন বৃষ্টি বন্ধ থাকায় রাস্তায় খুব ধূলা জমিয়াছিল, সেই ধূলা উড়িয়া চারিদিক একেবারে অন্ধকার হইয়া উঠিল। নিতাই সাবধানে [illegible] চলিতে লাগিল।

[illegible] কষ্টে ক্রমে হ্যারিসন রোডের মোড় [illegible] প্রবলবেগে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। [illegible] না, ছাতা থাকিলেও সেই ঝড়ে [illegible] বইখানি ভিজিয়া নষ্ট হইবে [illegible]
[illegible]
সে দাঁড়া[illegible]
[illegible]

কম, কিন্তু বৃষ্টি সমানই পড়িতেছে। দ্বিতলে একেবারে নিজের শয়নঘরে গিয়া পৌঁছিল।

গোলাপকামিনী মেঝের উপর বসিয়া পাণ সাজিতেছিল, স্বামীকে সেই অবস্থায় দেখিয়া, উঠিয়া আসিয়া বলিল, "ও আমার পোড়া কপাল!—এ কি কাণ্ড!"

"ভিজে গেছি"—বলিয়াই নিতাই বহিখানির বস্ত্রাবরণ উন্মোচন করিতে লাগিল।

গোলাপ বলিল, "ছাতা নিয়ে যাওনি?"

"না। ছাতা ত আমার নেই।"

"কেন, ছাতা কি হ'ল?"

"হারিয়ে গেছে।—আর যে ঝড়, ছাতা থাকলেই বা কি হ'ত? এ বৃষ্টি কি ছাতায় আটকায়?"

"যেখানে রোজ পড়তে যাও, সেইখান থেকেই আসছ ত?"

"হ্যাঁ।"

"সেখানে ঠিকে গাড়ী পাওয়া যায় না? এই দুর্য্যোগে একখানা গাড়ী ভাড়া ক'রে আসতে হয় না? একটা কি দেড়টা টাকাই না হয় লাগত!"

নিতাই ভিজা বইখানির প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "টাকা ত আর নাই। এ মাসের ত টাকা সব খরচ হয়ে গেছে। একখানা শুকনো কাপড় বের ক'রে দাও, পদ্মি, বড্ড শীত করছে।"

গোলাপকামিনী তখন ঘরের দরজাটি বন্ধ করিয়া দিয়া আলনা হইতে একখানা তোয়ালে লইয়া স্বামীর দেহ মুছাইয়া দিতে লাগিল। মুছাইতে মুছাইতে বলিল, "নিজের বুদ্ধির দোষে কষ্ট পাও। যার বাপের এত টাকা, তার একটি টাকা যোটে না বৃষ্টির দিনে গাড়ী ভাড়া ক'রে বাড়ী আসতে? তোমার দাদা যে গাড়ী-ঘোড়া হাঁকিয়ে বেড়াচ্ছেন, এত নবাবী করছেন, সে কার টাকায়? বাপের টাকায় নয়? আর তোমার বরাদ্দ মাসে ত্রিশটি ক'রে টাকা? কেন তুমি নিজের পাওনা গণ্ডা বুঝে নাও না? ব্যবসাতে যা লাভ হয়, অর্দ্ধেক ত তোমার। এই পাঁচ বচ্ছর, তোমার হিস্তের টাকা সব গেল কোথা শুনি? তুমি ত নিজেই গাড়ী-ঘোড়া কিনতে পার। তুমি মাসে মাসে ত্রিশটি ক'রে টাকা নেবে কেন? কেন তুমি নেবে? কেন তুমি দাদাকে বল না, মাসে মাসে আমায় একশো কি দুশো টাকা দাও—এ পাঁচ বছরে আমার ভাগে টাকা যা জমেছে—আমার মিটিয়ে দাও। লোকের পরিবার কত ভাল ভাল গহনা পরে, কাপড় পরে—আমাকে তুমি কি দিয়েছ? তোমার নিজের কাপড়-চোপড়ের কি দুর্দ্দশা দেখ দেখি! তোমার নিজের এক ছটাক বুদ্ধি নেই, তুমি বুঝবে না, আমার কথাও শুনবে না। তোমার ব্যাভার দেখে দেখে আমি যে আর সহ্য করতে পারিনে—আমার যে মাথামুড় খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করে।"—বলিতে বলিতে গোলাপকামিনী কাঁদিয়া ফেলিল।

শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিয়া একটি ফ্ল্যানেলের জামা গায়ে দিয়া নিতাই আরাম বোধ করিল। গোলাপ তাহাকে জলখাবার আনিয়া দিল; খাইয়া পাঠগৃহে পলায়ন করিবার চেষ্টায় ছিল, কিন্তু গোলাপ তাহাকে জোর করিয়া বসাইল।

এক ঘণ্টাকাল স্ত্রীর অনেক উপদেশ, অনুনয় বিনয় শ্রবণ করিয়া নিতাই প্রতিশ্রুত হইল, কল্য প্রভাতেই দাদাকে গিয়া সে বলিবে যে, এখন হইতে হাত-খরচের জন্য মাসিক এক শত টাকা করিয়া তাহার প্রয়োজন; এবং গত পাঁচ বৎসরে তাহার ভাগে যে টাকাট জমিয়াছে, তাহাও দাদার কাছে চাহিয়া লইয়া গোলাপের নামে কোম্পানীর কাগজ কিনিয় আনিবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রাতে নিতাই তাহার পাঠের ঘরে বসিয় বিষণ্ণ মুখে ভাবিতেছে, ও সব কথা দাদাকে গিয়া কি করিয়াই বা বলা যায়!—অথচ না বলিলেও উপা নাই। গোলাপ বলিয়াছে, সাত দিন সে অপেক্ষ করিবে, দেখিবে, তাহার পরামর্শমত কার্য্য হয় কি না; হয় উত্তম,—না হয়, ছেলেপিলে লইয়া সে বাপে বাড়ী চলিয়া যাইবে—এত কষ্ট সহ্য করা তাহা পোষাইবে না।

কিন্তু নিতাইকে আর দাদার খোঁজে যাইতে হই না,—অদ্বৈত নিজেই আসিয়া নিতাইয়ের ঘরে প্রবে করিল।

অদ্বৈত বলিল, "নিতাই, বিশেষ ব্যস্ত আছ কি"

"আজ্ঞে না।"

"আমি বিপদে পড়েছি নিতাই।"

নিতাই শঙ্কিত হইয়া বলিল, "কেন দাদা, হয়েছে?"

অদ্বৈত একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "ব্যবসাটি ত আর রাখা যায় না। কাঠের বাজার এমন মন্দা পড়েছে যে, সে আর কহতব্য নয়। ক'বছর ত ক্রমাগত লোকসানই দি'চ্ছি। দেনায় দেনায় মাথার চুল অবধি বিকিয়ে যাবার যো হয়েছে।"

নিতাই ফ্যাল ফ্যাল করিয়া দাদার পানে চাহিয়া রহিল। মনে মনে ভাবিল—দাদার কাছে টাকা চাহিবার এই উপযুক্ত অবসর বটে!

অদ্বৈত বলিল, "মাড়োয়ারীর কাছে হুণ্ডিতে পাঁচ হাজার টাকা ধার নিয়েছিলাম—সুদে আসলে সাত হাজারে দাঁড়িয়েছে। শোধ করতে পারিনি—বেটা নালিশ ক'রে দিয়েছে। ডিক্রী হলেই দোকানখানি ক্রোক করবে—নীলেমে চড়াবে—বাজারে ক্রেডিট নষ্ট হয়ে যাবে—সর্ব্বনাশ হবে। তাই ভাই, তোমাকে না জিজ্ঞাসা করেই, বাড়ীখানি বন্ধক রেখে দশ হাজার টাকা এক জায়গায় ধার নেবার বন্দোবস্ত করেছি। আপাততঃ ঐ টাকাগুলো ফেলে দিয়ে মান-ইজ্জৎ ত বজায় রাখি,—পরে ক্রমে ক্রমে টাকা শোধ ক'রে বাড়ীখানি উদ্ধার ক'রে নিলেই হবে। এ বিষয়ে তুমি কি বল?"

অদ্বৈতের চক্ষু দুইটি ছল ছল করিতে লাগিল। দেখিয়া নিতাইয়ের বড় দুঃখ হইল। সে বলিল, "তা, যা ভাল বোঝেন, তাই করুন দাদা; আমি আর কি বলব?"

"তা হ'লে তোমার অমত নেই? বাঁচালে ভাই। আমি জানি, তুমি সে রকম নও, তাই সাহস ক'রে তোমায় না জিজ্ঞাসা করেই বন্দোবস্ত ক'রে ফেলেছি। দশ হাজার টাকা পাওয়া যাবে। মাড়োয়ারীর সাত হাজার—আরও খুচরো খানি হাজার তিনেক টাকা দেনা আছে - সেগুলো সব ঐ টাকা থেকে শোধ ক'রে নিশ্চিন্ত হ'তে পারি। তুমি আজ লাইব্রেরীতে যাবে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তুমি বারোটার সময় যাও ত? আজ একটু সকাল সকাল খেয়ে নিও। এগারোটার সময় আমার সঙ্গে গাড়ীতেই বেরিও। এটর্ণি আপিসে গিয়ে বন্ধকী দলিলখানাতে সই ক'রে অমনি সেই গাড়ীতেই রেজিষ্ট্রী আপিসে গিয়ে দলিলখানা রেজিষ্ট্রী করাতে হবে। বোধ হয়, একটা দেড়টার মধ্যেই সব কায হয়ে যাবে। আমি বরং তোমায় লাইব্রেরীতে নামিয়ে দিয়ে আসব।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বাড়ী বন্ধক দিয়া টাকা ধার করার পর নিতাই এক দিন দাদাকে বলিল যে, মাসে ত্রিশ টাকায় তাহার সঙ্কুলান হয় না, বড় টানাটানি হয়।

অদ্বৈত বলিল, "সে তুমি কি বলবে ভাই, আমি কি দেখতে পাচ্ছিনে? এখন ঈশ্বর ইচ্ছেয় তোমার ছেলেপিলে হয়েছে—খরচ বেড়েছে—সবই বুঝি। এক সময় মনে করেছিলাম, ছেলেপিলে হ'লে হাতখরচের টাকা মাসে ১০০্ ক'রে দেব। কিন্তু ভগবান্ যে বাদ সাধলেন! কারবারের যা অবস্থা, খরচ বাড়াব কি, খরচ কমাবার চেষ্টাতেই মুখে রক্ত উঠে মরি। তা এক কায কর, এ মাস থেকে তুমি মা'সে ৫০্ ক'রে নিও। ভগবান যদি আবার দিন দেন, তখন—"

পঞ্চাশ টাকার কথা শুনিয়া গোলাপকামিনী প্রথমে মাথা নাড়া দিয়াছিল—কিন্তু নিতাই তাহাকে বুঝাইয়া বলিল যে, কারবারের যেরূপ অবস্থা, টাকার যেরূপ টানাটানি—তাহাতে ইহাই এখন যথেষ্ট।

গোলাপ মাথা নাড়িয়া বলিল, "কারবারের ভারি খোঁজ তুমি রাখ কি না!"

নিতাই বলিল, "কারবারের অবস্থা যদি ভাল হবে, তবে দাদা ওকথা বলবেন কেন?"

গোলাপ ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, "দাদা বলেছেন, তাই একবারে বেদবাক্যি!—গা জ্বালা করে কথা শুনলে!"

আরও এক বৎসর কাটিল।

ভাদ্রমাস। অনেক দিন বৃষ্টি বন্ধ হইয়া অত্যন্ত গুমট করিয়াছে। রাত্রে গোলাপ শয্যায় শুইয়া এ পাশ ও পাশ করিতেছিল, তাহার নিদ্রা আসিতেছিল না। নিতাই নিমন্ত্রণে গিয়াছিল. রাত্রি বারোটার সময় সে বাড়ী ফিরিয়া আসিল। শয়নকক্ষে গিয়া স্ত্রীকে জাগরিত দেখিয়া বলিল, "তুমিও যে জেগে রয়েছ দেখছি। আমি ভেবেছিলাম, এত রাত্রি হয়েছে, সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, বাড়ীতে গিয়ে হয় ত কত ডাকাডাকি করতে হবে।"

গোলাপ বলিল, "যে গরম, ঘুম হচ্ছে না। তোমায় কে দরজা খুলে দিলে?"

"আমি কড়া নাড়তেই দাদা নিজে গিয়ে খুলে দিলেন। দেখলাম, নীচের ঘরে বাত্তি জ্বলছে, দোকানের দুজন মুহুরী রয়েছে, কি সব হিসেব-পত্র লেখা হচ্ছে। দাদাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বল্লেন, কাযের

ভিড়ে দিনের বেলা খাতা লেখার সুবিধে হয় না, তার পুজো এসে পড়ল, পুজোর দেনা-পাওনার হিসেবপত্র তৈরি হচ্ছে ?"

স্বামীর আগমনে গোলাপ শয্যায় উঠিয়া বসিয়াছিল। মুখ বাঁকাইয়া বলিল, "ইঃ পুজোর হিসেব তৈরি হচ্ছে !"

নিতাই শয্যাপ্রান্তে বসিয়া স্ত্রীর পানে চাহিয়া বলিল, "কেন, কি হচ্ছে তবে ?"

"হচ্ছে একটা মজা।"

"কি ? কি ?"

"কদিন থেকেই ত রাত্রে ঐ নীচের ঘরে খিল বন্ধ ক'রে 'পুজোর হিসেব' তৈরি হচ্চে। ও—রে আমার পুজোর-হিসেব-করুণী রে !"

নিতাই বিস্মিত হইয়া বলিল,"পুজোর হিসেব নয় ? তবে কি হচ্চে, তুমি জান ?"

"জানি।"

"কি ?"

"খুব সাবধান। কাউকে যদি না বল, তা হ'লে বলি তোমায়।"

"আচ্ছা, কাউকে আমি বলব না।"

গোপাল চুপি চুপি বলিল, "খাতা বদলানো হচ্চে।"

"বদলানো হচ্চে কেন ?"

গোলাপ চক্ষু ঘুরাইয়া নাক ফুলাইয়া বলিল, "আজুলী ! খাতা বদলানো হয় কেন ? কোনও একটা মোকদ্দমা-টোকদ্দমা হবে, তার জন্যে আর কি। এইটুকু বুদ্ধিতে আসে না, এম্-এ পাশ করেছিলে কেন ?"

নিতাই চিন্তিত হইয়া বলিল, "মোকদ্দমা ? কি মোকদ্দমা আবার ! আমি ত বুঝতে পারছিনে। খাতা বদলানো হচ্ছে, তাই বা তুমি জানলে কি ক'রে ?"

"জানলাম কি ক'রে শুনবে ? শোন তবে বলি।" — বলিয়া গোলাপ বালিসের নিম্ন হইতে পাণের ডিবা বাহির করিয়া দুইটা পাণ মুখে দিয়া বলিল, "দোক্তার কৌটোটা আবার কেল্লাম কোথা ? হাঁ, ঐ যে রয়েছে আর্সির কাছে। এনে দাও না গা, আমি আর উঠ্তে পারিনে।"

নিতাই বিছানা হইতে নামিয়া কৌটা আনিয়া দিল। গোলাপ একটু দোক্তা লইয়া মুখে দিয়া বলিল, "আমি জানলাম কি ক'রে শুনবে ? পরশু, বুঝেছ, অনেক রা'ত্রে উঠে আমি বাইরে গিয়েছিলাম। দেখলাম, নীচের ঐ জানালার ফাঁক দিয়ে আলো বেরুচ্চে, মানুষ কথা কইছে। 'এ সময় ওখানে কে কি করে ?' এই ভেবে পা টিপে টিপে চোরটির মতন নীচে নেমে গেলাম। আস্তে আস্তে জানালাটির কাছে গিয়ে ফুটো দিয়ে দেখলাম, বট্ঠাকুর ব'সে গুড়গুড়িতে তামাক খাচ্ছেন, মুহুরী দুজন খাতা লিখছে। কথাবার্ত্তা শুনে বুঝলাম, আড়তে যে সব মাল নেই, কোন কালে ছিল না, সে সব মাল মজুদ আছে ব'লে লেখা হচ্চে। বট্ঠাকুর বল্লেন—দেখ দেখি, বর্ম্মার সেগুন কত টাকার হ'ল ? এক জন বল্লে—ঠিক দিয়ে আট হাজার টাকার হয় কি না সন্দেহ। বট্ঠাকুর বল্লেন—আট হাজারই যখন করলে, তখন একটুর জন্যে আর কেন ? দশ হাজারই দাঁড় করাও।"

নিতাই শয়ন করিয়া যতক্ষণ জাগিয়া রহিল, মনে কেবলই ভাবিতে লাগিল, "এ সব যে জাল-জুচ্চুরী ব্যাপার বলে মনে হচ্চে ! দাদার মৎলবটা কি ?"

পরদিন প্রাতে দাদাকে নিতাই বলিল, "দাদা, এ মাসের টাকাটা আজ আমায় পাঠিয়ে দেন ত ভাল হয়। হকারের দোকানে একসেট ভাল এডিশন গিবন্স হিষ্ট্রী আছে, ২৫৲ চেয়েছে, সেইটে আজ কিনে আনব।"

অদ্বৈত বলিল "আচ্ছা, টাকাটা পাঠিয়ে দেব এখন।"

সারাদিন নিতাই টাকার জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিল, কিন্তু টাকা আসিল না। হকার বলিয়াছিল, আজ সারাদিন বইগুলি সে রাখিবে, অন্য কাহাকেও সে বিক্রয় করিবে না। আজ যদি নিতাই সেগুলি না কিনিয়া লয়, কল্য যে খরিদ্দার সে পাইবে, তাহাকেই বেচিয়া ফেলিবে।

সন্ধ্যার পর নিতাই ভাবিল, যাই, আড়তে গিয়া টাকা লইয়া আসি, কা'ল তখন প্রাতে উঠিয়া হকারের দোকানে গিয়া বইগুলি কিনিয়া ফেলিব ; আজ রাত্রে বাড়ী আসিবার সময় দাদা যদি টাকা আনিতে ভুলিয়া যান, তবে কল্য বেলা ১টার পূর্ব্বে আর টাকা পাওয়া যাইবে না, বইগুলি হাতছাড়া হইয়া যাইবে।

গোলাপ বলিল, "এমন সময় বেরুচ্ছ কোথা ?"

নিতাই বলিল, "আড়তে যাচ্ছি, টাকা আনতে।"

"কখন্ ফিরবে ?"

"আধ ঘণ্টার মধ্যেই।"

"ওগো, বেরুচ্ছ যখন, একটা কায করবে ?"

"কি ?"

"চার আনা পয়সা নিয়ে যাও, দু' ছড়া বেলফুলের মালা কিনে নিয়ে এস"—বলিয়া গোলাপ স্বামীর হাতে একটি সিকি দিল।

কনুয়ের নিকট ছেঁড়া কোটটি গায়ে দিয়া, চটিজুতা পায়ে দিয়া ছড়ি হস্তে ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে নিতাই আড়তের দিকে অগ্রসর হইল। ষ্ট্র্যাণ্ডের মোড়ে গ্যাস পোষ্টের নিকট দাঁড়াইয়া এক ব্যক্তি একগোছা বেলফুলের মালা বেচিতেছিল, তাহার নিকট যাইতে ফুলের সৌরভ পাইয়া নিতাই ভাবিল, ফিরিবার সময় দুইগাছি এই মালা গোলাপের জন্য সে কিনিয়া লইয়া যাইবে।

আড়তে পৌঁছিয়া নিতাই দেখিল, চাকর-বাকর সকলে চলিয়া গিয়াছে, কেবল আপিস-ঘরে টিম্ টিম্ করিয়া একটি লণ্ঠন জ্বলিতেছে, আর তাহার দাদা গালে হাত দিয়া টেবিলের নিকট একাকী বসিয়া আছেন।

নিতাই ডাকিল, "দাদা !"

স্বর শুনিয়া অদ্বৈত হঠাৎ চমকিয়া উঠিল। বলিয়া উঠিল, "কে, নিতাই ? এত রাত্রে কি ?"

নিতাই বলিল, "দাদা, সেই টাকাগুলো ত আজ—"

অদ্বৈত বলিল, "আচ্ছা, সে আমি বাড়ী যাবার সময় নিয়ে যাব এখন।"

নিতাই বলিল, "যদি ভুল হয়ে যায়, তা হ'লে কিন্তু—"

অদ্বৈত বিরক্ত হইয়া বলিল, "আঃ—ভুল হবে কেন ? টাকা আজ রাত্রেই পাবে—পাবে। এখন বাড়ী যাও।"

দাদার ভাবভঙ্গী দেখিয়া নিতাই একটু আশ্চর্য্য হইল। "আচ্ছা তা হ'লে যাই"—বলিয়া আপিস-ঘর হইতে সে বাহির হইল।

অদ্বৈত ডাকিয়া বলিল, "ওহে শোন। একটা কথা শোন।"

নিতাই পুনঃ প্রবেশ করিয়া বলিল, "আজ্ঞে ?"

"বাড়ী গিয়ে, আমার জন্যে এক কলসী জল গরম করিতে বোলো ত। গিয়েই আমি চান করবো।"

নিতাই বলিল, "এত রাত্রে স্নান করিবেন ?"

"হ্যা—হ্যা চান করব।"

"আপনার শরীর ভাল আছে ত ?"

"বেশ আছে—বেশ আছে—চট্ ক'রে বাড়ী যাও।"

এই সময় দোকানের এক জন কর্ম্মচারী খালি গায়ে একটা কেরোসিনের টিন হাতে করিয়া আপিস-ঘরে প্রবেশ করিল। নিতাইকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়া সে ব্যক্তি বলিল, "কে, ছোটবাবু ?"

নিতাই বলিল, "এত রাত্রে তেল কিনতে গিয়েছিলে না কি ?"

সে বলিল, "আজ্ঞে না। কতকগুলো কাঠে উই লেগেছিল, তাই সেগুলোতে খানিক কেরোসিন ছড়িয়ে দিয়ে এলাম।"—বলিয়া সে ব্যক্তি অদ্বৈতবাবুর পানে চাহিয়া রহিল।

অদ্বৈত বলিল, "নিতাই, তুমি যাও চট্ ক'রে, দেরী কোরো না।"

নিতাই বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। গোলাপ বলিল, "আমার মালা কৈ ?"

নিতাই বলিল, "ঐ যাঃ—ভুলে গেছি।"

আহারাদি করিয়া নিতাই তাহার বন্ধু হৃদয় মল্লিকের বাটীতে গেল; সেখান হইতে উভয়ে বায়স্কোপ দেখিতে যাইবে।

অনেক রাত্রে ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকিতে বাড়ীর সকলের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ছুটিয়া শয়নকক্ষ হইতে বাহির হইয়া সকলে শুনিল, সর্ব্বনাশ হইয়াছে, আড়তে আগুন লাগিয়া গিয়াছে। নিতাই তখনও ফিরে নাই।

খালি গায়ে খালি পায়ে অদ্বৈত ছুটিল। রাত্রি তখন দুইটা। বাড়ীর অনেকেই কর্ত্তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। ষ্ট্র্যাণ্ড রোডে পৌঁছিয়া আড়তের দিকে চাহিয়া সকলে দেখিল, অগ্নিদেব শত শত লোলরসনা বিস্তার করিয়া, ভৈরব হুঙ্কারে নৃত্য করিতেছেন।

রাস্তায় অসম্ভব ভিড় ঠেলিয়া, অদ্বৈত আড়তের সম্মুখে পৌঁছিয়া পাগলের মত আগুনের পানে চাহিতে লাগিল। বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে বলিতে লাগিল, "হায় হায় হায়, কি সর্ব্বনাশ হয়ে গেল—কি সর্ব্বনাশ হয়ে গেল! হায় হায় হায়!"

———

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শুধু সুর কোম্পানীর আড়তই যে ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে, তাহা নয়,—আশেপাশের আরও দুই তিনখানি আড়তের অনেক কাঠ পুড়িয়া গিয়াছে। "সুর কোম্পানীর" পঞ্চাশ হাজার টাকার আগুন-বীমা করা আছে।

অগ্নিদাহের দুই দিন পরে, রাত্রে গোলাপকামিনী নিতাইকে বলিল, "ওগো, একটা ভারি মজার কথা শুনলাম।"

নিতাই বলিল, "কি?"

গোলাপ টিপি টিপি হাসিয়া বলিল, "আমাদের আড়তে কি ক'রে আগুন লেগেছিল, জান?"

"কি ক'রে?"

গোলাপ কাছে সরিয়া আসিয়া, স্বামীর কানে কানে বলিল, "খুব সাবধান, কারুকে যেন বলো না। রাত্রে আড়তে গিয়ে বট্‌ঠাকুর নিজে আগুন দিয়ে এসেছিলেন।"

নিতাই বলিল, "কে বল্লে তোমায়?"

গোলাপ বলিল, "সে দিন তুমি আড়ত থেকে ফিরে এলে বট্‌ঠাকুরের জন্যে এক কলসী জল গরম করতে বল্লে না? রাত্রি ন'টার সময় তুমি খেয়ে দেয়ে চ'লে গেলে বায়স্কোপ দেখতে। বট্‌ঠাকুর যখন বাড়ী এলেন, তখন রাত দশটা। দিদি আমার কাছ থেকে সাবান চেয়ে নিয়ে গেলেন, বল্লেন, 'তোমার ভাসুর মেখে চান করবেন।' দিদিকে আমি জিজ্ঞাসা কল্লাম,—এত রাত্রে সাবান মাখবেন কেন? দিদি বল্লেন,—কি জানি ভাই, গায়ে কি রকম ক'রে কেরাসিন তেল প'ড়ে গেছে, গা-ময় গন্ধ।"

স্ত্রীর কথা শুনিয়া নিতাইয়ের মনে সে রাত্রে আড়তে দৃষ্ট ঘটনাবলীর একটা সুসঙ্গত অর্থবোধ যেন হইতে লাগিল। সে কথা স্ত্রীকে না জানাইয়া, কেবলমাত্র সে বলিল, "তার পর?"

তার পর কা'ল রাত্রে, বুঝেছ, তুমি ত ঘুমিয়ে গেলে,—ভাঁড়ার ঘরে দোক্তার কৌটোটা ফেলে এসেছিলেম, সেইটে গেলাম খুঁজতে। কৌটোটা নিয়ে যখন ফিরছি, দিদির ঘরের কাছ দিয়ে আসছি, ফিস ফিস ক'রে কথার আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমার ঐ অভ্যেস কি না, কেউ গোপনে কিছু বলা-কওয়া করছে দেখলেই আড়ি না পেতে থাকতে পারি নে। জানালায় একটা ফুটো আছে, সেই ফুটোতে কানটি লাগিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। দিদি বলছেন, 'বীমার টাকাটা কত দিনে পাওয়া যাবে?' বট্‌ঠাকুর বলছেন তিন মাসের কম ত নয়ই।' দিদি বল্লেন, 'মাল কত টাকার পুড়েছে?' বট্‌ঠাকুর বল্লেন, 'হাজার চার পাঁচ খুব হবে। খাতায় পঁয়ষট্টি হাজার লিখে রাখা হয়েছে।—তা ধর, পঞ্চাশ হাজার পাওয়া যাবে, তার মধ্যে মুহুরী দু'জনকেই ত দু'হাজার দিতে হবে।' দিদি বল্লেন, 'ওদের দু'হাজার কেন? ওরা ত আর তোমায় আগুন দিতে দেখেনি!' বট্‌ঠাকুর বল্লেন, 'আগুন দিতেই দেখেনি, খাতা ত বদলেছে ওরা, কাঠে ক্যানেস্তারা ক্যানেস্তারা কেরাসিন তেলও ঢেলেছে ওরা! ওদের দু'হাজার। তার পর বিশ বাইশ হাজার টাকা দেনা রয়েছে। সব দিয়ে থুয়ে হাজার পঁচিশেক থাকবে বোধ হয়।' দিদি বল্লেন, 'ঐ সব টাকায় আবার কাঠ কিনবে?' বট্‌ঠাকুর বল্লেন, 'ওর কমে কি আর ভাল রকম আড়ত একটা হয়!' দিদি হেসে বল্লেন, 'বুদ্ধি করেছ ভাল'।"

স্ত্রীর মুখে এই সকল বিবরণ শুনিয়া নিতাই একবারে কাঠ হইয়া গেল। লজ্জায় যেন মাটীতে মিশিয়া যাইতে চাহিল।

গোলাপ বলিল, "দেখ দেখিনি, বট্‌ঠাকুরের কেমন বুদ্ধি। এক মায়ের পেটের ভাই ত তোমরা দু'জনেই, তবে তোমার এমন বুদ্ধি খেলে না কেন?"

নিতাই ঘৃণায় এ কথার কোনও উত্তর করিল না। ধীরে ধীরে শয়নকক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

কয়েকদিন পরে অদ্বৈত একখানা কাগজ হাতে করিয়া নিতাইয়ের পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল, "এই কাগজখানা প'ড়ে দেখ ত, এতে কি লেখা আছে, আমায় সব বুঝিয়ে দাও।"

নিতাই দেখিল, কাগজখানি এটর্ণি বাড়ীর ফরমে লেখা। অগ্নিদাহের বিবরণ দিয়া অদ্বৈত ও নিতাই দুই ভাইয়ের তরফ হইতে বীমা কোম্পানীর নিকট পঞ্চাশ হাজার টাকার দাবী করা হইতেছে।

নিতাই সমস্তটা অনুবাদ করিয়া দাদাকে শুনাইল।

অদ্বৈত বলিল "ঠিক আছে। কলমটা দাও ত"

কলম লইয়া অদ্বৈত কাগজে নিজ নাম সহি করিয়া দিল। নিতাইকে বলিল, "তুমি সই কর।"

নিতাই বলিল, "দাদা, আমি ত এ কাগজে সই করতে পারব না।"

অদ্বৈত বলিল, "কেন?"

"এতে যে সব মিথ্যা কথা লেখা রয়েছে।"

অদ্বৈতের মুখখানা হঠাৎ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। সে বলিল, "কেন? মিথ্যা কথা কোন্‌খানটা? আমাদের কারবার আগুন লেগে পুড়ে যায়নি?"

নিতাই বলিল, "গিয়েছিল। কিন্তু আগুন দিয়েছিল কে?"

অদ্বৈত রুদ্ধশ্বাসে বলিল, "কে আগুন দিয়েছিল?"

নিতাই বলিল, "আপনি।"

অদ্বৈত কম্পিত স্বরে বলিল, "আ—আ—আমি?"

"আপনিই।"

"তু—তু—তুমি এমন কথা বল!"

"বলি।"

"কি ক'রে জানলে তুমি?"

"সে দিন রাত্রি দেড়টার সময় আপনি আড়তে কেন ঢুকেছিলেন দাদা?"

"আমি!—আড়তে ঢুকেছিলাম? কে বল্লে তোমায়? আমি ত ঘরে শুয়ে ছিলাম। আগুনের খবর শুনে তখন সেখানে ছুটে গেলাম।"

নিতাই বলিল, "না দাদা, ও কথা কেন বলছেন? সে দিন রাত্রে হৃদয় মল্লিকের সঙ্গে আমি বায়স্কোপ দেখতে গিয়েছিলাম। তার মোটরে তার সঙ্গে ফিরছিলাম। আড়তের কাছাকাছি মোটর যখন এল, তখন দেখলাম, কে এক জন ফটকের তালা খুলছে। তার পরেই মোটরের দিকে আপনি চেয়ে দেখলেন, বাতির উজ্জ্বল আলো আপনার মুখের উপর পড়ল। ভাবলাম, বিশেষ কোন কাযে আপনি আড়তে এসেছেন। সে রাত্রি হৃদয় মল্লিকদের ওখানেই আমি শুয়ে রইলাম। সকালবেলা বাড়ী ফিরে সকল ব্যাপার শুনলাম।"

বামহস্তে কপাল টিপিয়া ধরিয়া অদ্বৈত এই কথাগুলি শুনিতেছিল। শেষ হইলে, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "হা ভগবান্!"

ঘৃণায় নিতাইয়ের মন তিক্ত হইয়া উঠিল।

সে দিন সন্ধ্যাবেলায় অদ্বৈত নিতাইকে নিজ শয়নকক্ষে ডাকাইয়া পাঠাইল। নিতাই সেখানে গিয়া দাঁড়াইতেই সে বলিল, "ব'স ভাই, অনেক কথা আছে।"

নিতাই বসিল।

অদ্বৈত বলিল, "তোমার মনের ইচ্ছাটা কি? আমাদের সর্ব্বনাশ হয়ে যায়—[illegible] হয়ে যাই—গাছতলায় বাস করি?"

নিতাই কোন কথা বলিল না। নীরবে নতমস্তকে বসিয়া রহিল।

অদ্বৈত বলিল, "বীমার টাকাটা যদি না পাওয়া যায়, তবে আমাদের আহার চলবে কি ক'রে, তা কিছু ভেবেছ? আড়তে ত আর কুটোগাছটিও নেই। কাচ্ছা-বাচ্ছা নিয়ে এই কল্‌কাতা সহরে, হা অন্ন যা অন্ন ক'রে প্রাণ বেরিয়ে যাবে যে!"

নিতাই বলিল, "আমি একটা চাকরীর চেষ্টা করছি দাদা।"

অদ্বৈত বলিল, "চাকরী? কত টাকা মাইনের চাকরী তুমি আশা কর? বি-এ এম-এ'র কি দুর্দ্দশা, সব ত দেখছি। একশো টাকা যোটে কি না সন্দেহ, তাতে কি আমাদের সংসার চলবে? মাসে পাঁচটি শো টাকার এক পয়সা কমে এ সংসারটি যে চলে না ভাই!"

এমন সময় নিতাইয়ের বউদিদি আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তিনি বলিলেন, "ঠাকুরপোর মত হ'ল?"

"জিজ্ঞাসা কর"—বলিয়া অদ্বৈত একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

বউদিদি বলিলেন, "কেন ঠাকুরপো অমত করছ? ওতে দোষটা কি হয়েছে? সইটি ক'রে দাও, লক্ষ্মী ভাই আমার।"

নিতাই উঠিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিল।

শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, গোলাপকামিনী একেবারে অগ্নিশর্ম্মা। স্বামীকে দেখিবামাত্র সে বলিয়া উঠিল, "বলি হ্যাঁগা! তোমার রকমখানা কি? তুমি সইটি ক'রে দিলে যদি পঞ্চাশ হাজার টাকা পাওয়া যায়, সংসারটি বজায় থাকে, তা করছ না কেন বল দিকিন?"

নিতাই বলিল, "ও মিথ্যা প্রবঞ্চনা আমার দ্বারা হবে না।"

গোলাপ ঝাঁকিয়া উঠিয়া বলিল, "মিথ্যা প্রবঞ্চনা কিসে হ'ল শুনি?"

নিতাই বলিল, "প্রবঞ্চনা নয়? কি তবে?"

গোলাপ বলিল, "প্রবঞ্চনা! একে বুঝি বলে প্রবঞ্চনা! একটা সই ক'রে দিলে বুঝি প্রবঞ্চনা হয়? যা বলি, তা শোন। [illegible] তোমার মুখে—আবার কথা [illegible] না। [illegible] ক'রে ক'রে চিন্তা

কাল কষ্ট পেয়ে এসেছ। একবার আমার কথাটা শুনে দেখ দেখি।"

নিতাই বলিল, "কি, বল।"

"ও সব আহাম্মুখী ছেড়ে দাও। দাদাকে গিয়ে বল, 'দাদা, আমি সই করব—কিন্তু আপনি যে টাকাটা পাবেন, তা থেকে দশটি হাজার টাকা আমায় দিতে হবে। এইতে যদি রাজি হন, তবে বলুন, আমি সই ক'রে দিচ্ছি।' সই ক'রে দাও। এই একটা দাঁও—বুঝতে পারছ না? তার পর টাকাটা নিয়ে কোম্পানীর কাগজ কিনে রাখ।"

নিতাই শ্লেষের সহিত বলিল, "তোমার নামে কিনব ত?"

গোলাপ বলিল, "কেনই যদি, তাতে তোমায় কেউ দুষবে না গো—লোকে অমন ক'রে থাকে। আমার নামেই কেন, আর তোমার নামেই কেন—সে তোমারই থাকবে। আমি কিছু সে কাগজ আঁচলে বেঁধে বাপের বাড়ী নিয়ে যাব না—অসময়ে তোমারই কাযে লাগবে।"

নিতাই বলিল, "দেখ গোলাপ, আমায় কেন মিছে ও সব কথা বলছ। আমি জেনে শুনে ও রকম অধর্ম্মের কায করতে পারব না।"

পরদিনও নিতাইয়ের উপর এইরূপ পীড়াপীড়ি চলিল। অদ্বৈত বলিল, "দেখ, এতে অধর্ম্ম হবে কেন মনে করছ? আমি কি কারু কোন লোকসান করছি?"

"করছেন বৈ কি। ঐ কোম্পানীকে ঠকিয়ে টাকা নিচ্ছেন না?"

"কি মুস্কিল!—তাতে তাদের আবার লোকসান কি? ঐ জন্মেই ত তারা ব্যবসা খুলেছে। বছরে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ট:কা তারা নিচ্ছে,—কখনও কখনও দশ বিশ হাজার দিচ্ছে। আমার এই পঞ্চাশ হাজার দিলে কি তারা ফেল হয়ে যাবে?"

নিতাই চুপ করিয়া রহিল।

অদ্বৈত আবার বলিল, "হ্যাঁ, এমন যদি হ'ত যে, এক জন মহাজনের তহবিল থেকে ঐ টাকাটা আমি বের ক'রে নিচ্ছি—ও টাকাটা আমায় দিয়ে তার ব্যবসা মাটী হয়ে যাচ্ছে, তা হ'লে বটে অধর্ম আছে—তার ক্ষতি করছি। এ যে কোম্পানী হে, কোম্পানী। ও কি এক জনকার? এই যেমন, শিবপুরে কোম্পানীর বাগানে গিয়ে, একটা কুলগাছ থেকে আমি যদি দুটো কুল পেড়ে খাই, তাতে কি কোনও পাপ আছে? লক্ষ লক্ষ কুল রয়েছে, দুটো যদি আমি পেড়ে খাই—যার কুলগাছ, সে ত জানতেও পারবে না। অধ হবে ব'লে তুমি কেন ভয় করছ?—বেশ ক'রে তলি বুঝে দেখ দেখি। এতে কোনও দোষ নেই, এ আমাদের ন্যায্য পাওনা।"

নিতাই তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করিল—কি বুঝিতে পারিল না। অবশেষে বাড়ীর লোকের কি উৎপীড়নে, তাহার বন্ধু হৃদয় মল্লিকের নিকট হই টাকা ধার করিয়া, বাড়ী ছাড়িয়া সে পলাইয়া গেল

———

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এক মাস পরে লাহোর হইতে দাদাকে নিতাই লিখিল—

"শ্রীচরণেষু—

আমি আপনাদের না বলিয়া গৃহ ছাড়িয়া আসি ছিলাম, এজন্য আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন ন এখানকার কলেজে একটি প্রোফেসারি চাকরী খ আছে শুনিয়াই আমি চলিয়া আসি। সেই চাক টির জন্য এত দিন উমেদারীতে ছিলাম; শুনিয়া হইবেন, আমার চেষ্টা সফল হইয়াছে, কর্ম্মটি অ পাইয়াছি। বেতন মাসিক ২০০৲। এই স্থানে স জিনিসই সুলভ। ঐ টাকায় অনায়াসে আমা সকলেরই গ্রাসাচ্ছাদন এখানে নির্ব্বাহ হইতে পারে

আমার বিবেচনায় এখন আপনার কলিকা থাকিবার কোনও প্রয়োজন নাই। ব্যবসাটিই গেল, কি অবলম্বন করিয়া সেখানে থাকিবেন? ত এব যত শীঘ্র হয়, আপনি সপরিবারে এখানে চ আসিলেই ভাল হয়। বাড়ীখানি উদ্ধার করি ক্ষমতা আপাততঃ আমাদের নাই—তবে ঋণের মাসে মাসে আমি মাহিয়ানার টাকা হইতে দিব। ভগবান্ আবার কখনও সুদিন দেন, তখন বাড়ীখ উদ্ধার করা যাইবে।

এখানে বাড়ীভাড়া সস্তা। মাসিক ত্রিশ চ টাকা ভাড়ায়, আমাদের সকলের সংকুলান হ পারে, এমন একখানি বাড়ী পাওয়া যাইতে পা আপনার অনুমতি পাইলেই বাড়ী ঠিক করিব।

যদি রাহা-খরচ প্রভৃতির টাকা আপনার হ না থাকে, তবে জানাইবেন। আমি কোনও উপ তাহা সংগ্রহ করিয়া আপনাকে পাঠাইয়া দিব।

এখানকার জল-হাওয়া বেশ ভাল। আমি ভাল আছি। আপনাদের সকলের কুশল সংবাদ লিখিয়া চিন্তা দূর করিবেন। আপনি আমার বহু বহু প্রণাম জানিবেন এবং বউদিদি ঠাকুরাণীকে জানাইবেন। বালক-বালিকাগণকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবেন। আপনার পত্রের জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন রহিলাম।

সেবক—শ্রীনিতাইচরণ সুর।"

পত্রখানি পাইয়া অদ্বৈতচরণ মনে মনে হাসিতে লাগিল। এখন কি তাহার যাইবার উপায় আছে? আড়তে প্রত্যহ কাঠ আসিতেছে—সে সমস্ত দেখা-শুনা, বন্দোবস্ত করা—কাযের ভিড় অত্যন্ত অধিক। দরখাস্তে নিতাইয়ের নাম জাল করিয়া, বীমা কোম্পানীর নিকট হইতে সে নিজের "ন্যায্য পাওনা" আদায় করিয়া লইয়াছে।

সম্পাদকের কন্যাদায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

দেশবিখ্যাত সাহিত্যিক, "আর্য্যশক্তি" মাসিক পত্রিকার স্বনামধন্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত মনতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যাদায় উপস্থিত হইয়াছে।

মনতোষবাবুর তিনটি সন্তান। প্রথমটি পুত্র, অপর দুইটি কন্যা। জ্যেষ্ঠা কন্যা মণিমালার বয়স ত্রয়োদশ বর্ষ অতিক্রম করে করে, কিন্তু সুপাত্র জুটিতেছে না। কয়েক স্থানে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল ; এমন কি, কেহ কেহ আসিয়া মেয়ে দেখিয়াও গিয়াছিলেন ; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কোন সম্বন্ধই টিকে নাই। যে পাত্রকে মনতোষবাবু পছন্দ করেন, তাহার পিতা বিস্তর টাকা চাহিয়া বসে। যুদ্ধের বাজারে তিন গুণ মূল্য দিয়া "আর্য্যশক্তি"র জন্য কাগজ কিনিতে হইতেছে—পাত্রের উচ্চ মূল্য শুনিয়া মনতোষবাবু পিছাইয়া পড়েন। আবার দরে যদি পটিল, পাত্রের রূপ-গুণ শুনিয়া গৃহিণী খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিলেন। দরেও হইবে সস্তা, জিনিসটিও হইবে উচ্চ শ্রেণীর, এমন একটি 'ব্রাহ্মণের গরু' মনতোষবাবু খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না—এই হইয়াছে মুস্কিল। অনুসন্ধানের ত্রুটি ছিল না, তথাপি তাঁহার গৃহিণী মাঝে মাঝে ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া থাকেন—"কোনও চেষ্টা নেই, বাড়ী থেকে এক পা নড়্‌বে না; খুঁজবে না, জুটবে কোথা থেকে! থাকুক মেয়ে থুবড়ো হয়ে!"

এক দিন গৃহিণীর নিকট এই প্রকার মুখনাড়া খাইয়া, আপিস-ঘরে আসিয়া গালে হাত দিয়া বিষণ্ণ মনে মনতোষবাবু বসিয়া ছিলেন, এমন সময় তাঁহার সহকারী সম্পাদক অবিনাশ আসিয়া প্রবেশ করিল। অবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাবছেন?"

মনতোষবাবু বলিলেন, "ভাবছি, মেয়েটির বিয়ের কথা। একটা পাত্রও ত মনের মত পাওয়া যাচ্ছে না। কি করা যায়!"

অবিনাশ বলিল, "ভেবে আর কি করবেন—ও যখন হবার হবে, তখন আপনিই হবে। ভবিতব্যতা—"

"সে ত জানি, কিন্তু—"

অবিনাশ কিয়ৎক্ষণ অধোমুখে বসিয়া থাকিয়া বলিল, "আচ্ছা, এক কায করা হয় না?"

"কি?"

"আর্য্যশক্তিতে একটা বিজ্ঞাপন দেওয়া যাক না কেন? অবশ্য নাম-ধাম গোপন ক'রে—নইলে আবার শত্রু হাসবে কি না।"

মনতোষবাবু বলিলেন, "তা দিয়ে দেখতে পার। মেয়ের বাপ যখন হয়েছি, তখন শত্রু হাসলেই বা করবো কি! কবি ব'লে গেছেন, 'কন্যাপিতৃত্বং খলু নাম কষ্টম্।' খুব ঠিক কথাই ব'লে গেছেন।"—একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

অবিনাশ সান্ত্বনার স্বরে বলিল, "দেখুন, আপনি অমন ক'রে মন খারাপ করবেন না? হয়ে যাবেই একটা। আজ না হয় কা'ল, কা'ল না হয় পশু। মেয়ের বিয়ে কি আর আটকে থাকবে?"

পরবর্ত্তী সংখ্যা "আর্য্যশক্তি"তে এই বিজ্ঞাপনটি বাহির হইল।

"পাত্র আবশ্যক।

ত্রয়োদশবর্ষীয়া গৃহ-কর্ম্মনিপুণা সুন্দরী ও শিক্ষিতা কন্যার জন্য, শাণ্ডিল্য ভিন্ন অপর কোনও গোত্রের একটি সুশিক্ষিত ব্রাহ্মণ পাত্র আবশ্যক। কন্যার পিতা সদ্বংশজাত এবং সমাজে মান্যগণ্য, কিন্তু অধিক অর্থব্যয় করিতে আপাততঃ অক্ষম। নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্রব্যবহার করুন।

ঘটকরাজ,

কেয়ার অফ ম্যানেজার, 'আর্য্যশক্তি'।"

পত্রিকা প্রকাশিত হইবার পর সপ্তাহকাল অতীত হইতে না হইতেই খান পঁচিশ পত্র আসিয়া পড়িল। অধিকাংশই পাত্রের অভিভাবক কর্ত্তৃক লিখিত। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, অধিক টাকা কড়ি দিতে না পারিলেও, ন্যূনসংখ্যা কত দিতে পারেন? কোন কোনও পাত্র স্বয়ং লিখিয়াছেন, কন্যার পিতা যদি তাঁহার বিলাত যাইবার খরচ বহন করিতে পারেন

এবং মেয়েটি যথার্থই সুন্দরী ও শিক্ষিতা হয়, তবে তিনি বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছেন। ইহারই মধ্যে বাছিয়া কোন একটির অভিভাবকের সহিত পত্রব্যবহার করা হইল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কিছুই দাঁড়াইল না।

তাহার পর অবিনাশ আর এক ফন্দি করিল। এক দিন সে মনতোষবাবুকে বলিল, "এত সব ছোকরা কবি, ছোকরা লেখক আমাদের লেখা পাঠাচ্ছে, তাদেরই মধ্যে থেকে এক জন ভাল ছেলে বেছে নিলে ত হয়!"

মনতোষবাবু বলিলেন, "নিলে ত হয়, কিন্তু বাছবে কি রকম ক'রে?"

"সে আমি একটা উপায় স্থির করেছি।

"কি বল দেখি?"

"ছোকরা লেখকদের মধ্যে যারা দেখব ব্রাহ্মণ-সন্তান অথচ শাণ্ডিল্য গোত্র নয়, চিঠি লিখে তাদের ডেকে পাঠাব। আচ্ছা, ধরুন, তাদের যদি এইভাবে একখানা ছাপা পোষ্টকার্ড পাঠানো যায়—'সবিনয়-নিবেদন, আপনার রচনাটি পাইয়া অনুগৃহীত হইলাম। কিন্তু আর্য্যশক্তিতে উহা ছাপিতে হইলে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন আবশ্যক। অতএব এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য আপনি অবসরমত এক দিন আসিয়া সম্পাদক মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলে ভাল হয়। নিবেদন ইতি।'—তা হ'লে দেখবেন, রোজ দুটো একটা ক'রে ছেলে আসবে। কথার ছলে তাদের পরিচয় জেনে নিয়ে, যাদের সুবিধেগোছ মনে হবে, তাদের অভিভাবকের সঙ্গে দেখা ক'রে চেষ্টা চরিত্র করা—আপনি কি বলেন? পোষ্টকার্ড ছাপাব?"

মনতোষবাবু বলিলেন, "তা ছাপাও পোষ্টকার্ড! দেখ কি হয়!"

পোষ্টকার্ড ছাপান হইল। শাণ্ডিল্য ভিন্ন অন্য-গোত্রজ কত নিরীহ লেখক-যুবক এই পোষ্টকার্ড পাইয়া, স্বীয় প্রবন্ধ বা কবিতা ছাপা হইবার দুরাশায় উৎফুল্ল হইয়া সম্পাদক মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিল, কিন্তু উভয় পক্ষের কাহারও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল না।

এই ভাবে ছয় মাস কাটিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আষাঢ়মাস। মনতোষবাবু দ্বিতলের কক্ষে দিবা-নিদ্রায় ব্যাপৃত ছিলেন, ঢং ঢং করিয়া ঘড়িতে তিনটা বাজিল। এই শব্দে তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিলেন। মুখব্যাদনকারী ভবিনীত সেই ঘটিকাযন্ত্রের প্রতি একবার চাহিলেন। মুক্ত বাতায়নপথে বাহিরে চাহিয়া দেখিলেন, তখনও যথেষ্ট রৌদ্র রহিয়াছে। তাই একটা হাই তুলিয়া, পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া আবার চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

এইভাবে কিয়ৎক্ষণ পড়িয়া থাকিতেও যখন ঘুম আর আসিল না, তখন মনতোষবাবু উঠিলেন। মুখ ও চক্ষু ধৌত করিয়া, ভাঁড়ার-ঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া দেখিলেন, তাঁহার স্ত্রী পা ছড়াইয়া বসিয়া সুপারি কাটিতেছেন। কন্যা মণিমালা পাণ সাজিতেছে; একেবারে গৌরবর্ণা না হইলেও, তাহার রঙটিতে ঔজ্জ্বল্য আছে। চোখ দুটি ভাসা-ভাসা টানা-টানা। মুখের গড়নটি দেখিলে তাহাকে সুন্দরী বলিতে ইচ্ছা হয়। মেয়ের মুখপানে চাহিয়া মনতোষবাবু একটি ছোট নিশ্বাস ফেলিলেন।

পিতাকে দেখিয়া মণিমালা তাড়াতাড়ি একটি ডিবার খোলে দুইটি পাণ আনিয়া দিল। পাণ দুইটি লইয়া মনতোষবাবু হেলিতে দুলিতে নীচে নামিয়া গেলেন।

আপিস-কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, অবিনাশ অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত মুখে টেবিলের কাছে বসিয়া আছে, তাহার সম্মুখে থাকবন্দী কাগজপত্র। মনতোষবাবু বলিলেন, "কি হে, ভাবছ কি অমন ক'রে?"

অবিনাশ চমকিয়া উঠিয়া বলিল, "আজ্ঞে, এসেছেন? দেখুন একবার ব্যাপারখানা। আজকের ডাক দেখুন!"

"কি এ সব? কবিতা?"

"আজ্ঞে, বর্ষার কবিতা। গুণেছি, সবশুদ্ধ ৫৪টা!"

মনতোষবাবু স্খলিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এর মধ্যে ব্রাহ্মণের ছেলে কেউ আছে না কি?"

"আজ্ঞে, আছে বৈকি গোটাকতক। কিন্তু তাদের বানান ভুল দেখলে মনে হয় না যে, মা সরস্বতীর কোনও তোয়াক্কা রাখে। যাই হোক, কা'র তাদের ছাপা পোষ্টকার্ড পাঠাব এখন!"

মনতোষবাবু কাগজগুলির প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "এতগুলি সবই বর্ষার কবিতা?"

"আজ্ঞে, একবার দেখে। হেডিং অনুসারে সাজিয়ে রেখেছি। এই দেখুন না—'শ্রাবণে' ৭টা,

'শ্রাবণের মেঘ' ৯টা, 'শ্রাবণ নিশীথে' ৫টা, 'বর্ষা মঙ্গল' ১১টা, 'বর্ষার বিরহ' ৭টা, 'বৃন্দাবনে বর্ষাগম' ৫টা, অন্যান্য ১০টা। আচ্ছা মশায়, বলতে পারেন, আজ মোটে ৫ই আষাঢ়, রৌদ্রে কাঠ ফেটে যাচ্ছে, এরই মধ্যে এই সকল কবি শ্রাবণের কবিতা লিখ্‌ছেন কি ক'রে?"

মনতোষবাবু বলিলেন, "কল্পনাশক্তির বলে।"

অবিনাশ করুণস্বরে বলিল, "এদের শক্তির চোটে আমি গরীব যে মারা গেলাম! রোজ রোজ এই রাশি রাশি কবিতা আমি পড়িই বা কখন্, অমনোনীতই বা করি কখন্? তার উপর আবার তাগিদের চিঠি! এই যে এঁরা আজ কবিতা পাঠিয়েছেন, কেউ তিন দিন, কেউ পাঁচ দিন, যাঁরা খুব বেশী ধৈর্য্যশীল, তাঁরা সাতটি দিন অপেক্ষা করবেন। তার পর থেকেই চিঠি আসতে আরম্ভ হবে।—'মহাশয়, আমি বিগত অমুক তারিখে তিনটি কবিতা আর্য্য-শক্তিতে প্রকাশের জন্য পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্য ও পরিতাপের বিষয় যে, আপনাদের নিয়মানুসারে একখানি দুই পয়সার টিকিট তৎসহ পাঠান সত্ত্বেও, অদ্যাবধি কবিতাগুলি মনোনীত হইবার সংবাদও পাইলাম না, সেগুলি অমনোনীত হইয়া ফিরিয়াও আসিল না। আপনাদের ন্যায় মহৎ ব্যক্তির নিকট এরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করি নাই।'—চিঠিতে চিঠিতে অস্থির মশায়। দোহাই আপনার, 'ধূমকেতু'-ওয়ালাদের মত আমাদেরও নিয়ম ক'রে দিন যে, 'অমনোনীত কবিতা ফেরৎ দেওয়া হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোনওরূপ পত্রব্যবহার করিতে সম্পাদক অসমর্থ।'—ধূমকেতুর মত, বুঝেছেন, যেমন কবিতা পাওয়া, অমনি ছিঁড়ে ওয়েষ্ট পেপার বাস্কেটে ফেলা। কায তা হ'লে অর্দ্ধেক ক'মে যায়।"

মনতোষবাবু বলিলেন, "সেটা কি ঠিক হবে? কবিরা চটবে যে! ওদের মধ্যে অনেকেই গ্রাহক কি না—কাগজ ছেড়ে দেবে।"

"তবে আমায় একটা অ্যাসিষ্টাণ্ট দিন। একা ত আমি আর পেরে উঠিনে মশায়।"

মনতোষবাবু বলিলেন, "বর্ষা আসছে—এই মাসটাই একটু ভিড় বেশী।"

অবিনাশ উত্তেজিত স্বরে কহিল, "শুধু এই মাসটা? বছরে চার বার মশায়, চার বার। এই হিসাব নিন না। এখন এই 'বর্ষা' কবিতার বান ডেকে উঠেছে ত? আবার ভাদ্রমাস পড়তে হু হু শব্দে 'আগমনী' কবিতার আগমন আরম্ভ হবে তার পর মাসের কাগজ বেরিয়ে গেলেই, 'বসন্ত কবিতার রীতিমত এপিডেমিক লেগে যাবে। আবার মাস দুই পরেই 'নববর্ষ'।—কবিদের চিঠির উত্তর দিতে দিতেই হাত যে ব্যথা হয়ে গেল মশায়। আর শুধুই কি পত্রাঘাত? যাঁরা স্থানীয় কবি, সহরে থাকেন, তাঁরা স্বয়ং সশরীরে আপিসে এসে চড়াও করেন। আপনি আসবার এই আধঘণ্টা আগে, লম্বা চুল সোনার চশমা চোখে এক ছোকরা কবি এসে, তাঁর কবিতা অমনোনীত হয়েছে ব'লে না ভূতো ন ভবিষ্যতি ক'রে আমায় গালাগাল দিয়ে গেলেন। এ রকম ত প্রায়ই হয়। আপনি সব সময় আপিসে ত বসেন না, তাই জানতে পারেন না।"

ঠিক এই সময় বাহির হইতে এক অপরিচিত কণ্ঠের শব্দ আসিল, "সম্পাদক বাবু হ্যায়?"

উভয়ে খোলা জানালা দিয়া দেখিলেন, এক জন সুবেশ ও সুশ্রী যুবক, দারবান্‌কে ঐ প্রশ্ন করিতেছে। অবিনাশ হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া শঙ্কিতভাবে বলিল, "ঐ আবার এক জন কবি এসেছে।"

মনতোষবাবু বলিলেন, "চেন না কি?"

"না।"

"তবে কি ক'রে জানলে কবি?"

"হ্যা কবি। ওর বাপ কবি। চেহারা দেখছেন না? আসছে। আপনি ওর সঙ্গে কথা ক'ন; আমার ভারি তেষ্টা পেয়েছে, এক গেলাস জল খেয়ে আসি।"—বলিয়া অবিনাশ দ্রুতপদে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

মনতোষবাবু মনে মনে হাসিয়া বলিলেন, "ছোকরার দেখছি কবিফোবিয়া ব্যারাম হয়ে দাঁড়াল।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যুবকটি প্রবেশ করিয়া বিনীতভাবে কহিল, "আপনি কি মনতোষ বাবু?"

"আজ্ঞে হ্যা। মশায়?—"

যুবক হাত দুইটি যোড় করিয়া বলিল, "আমাকে আজ্ঞে মশায় বলবেন না, আমি আপনার সন্তান তুল্য।"—বলিয়াই সে অবনত হইয়া মনতোষবাবুর পদধূলি গ্রহণ করিল।

[illegible] সম্পাদক, যুবকের এই আচরণে একটু [illegible]লেন। কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখ-[illegible] বলিলেন, "আপনি—তুমি—কে?"

"আমায় চিন্‌তে পারেন নি? তা, কি করেই বা পারবেন? আমার নাম ললিতমোহন ভট্টাচার্য্য, নিবাস টাকী। বাবা যখন শ্যামবাজারে থাকতেন, তখন আপনি আমাদের বাড়ী যেতেন, আমার মনে আছে, যদিও তখন আমি খুব ছোট। আমার পিতার নাম ৺কালীচরণ ভট্টাচার্য্য—যাঁর বই-টই -অ্যাজকাল—"

এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই মনতোষবাবু দাঁড়াইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "কালীর ছেলে তুমি? তাই বল। এস, বাবা এস, কোলাকুলি করি।"—কোলাকুলি হইয়া গেলে, নিজে উপবেশন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ব'স বাবা, এই বেঞ্চিখানায় ব'স। এই সেদিনও যে আমরা তোমার কথা কইছিলাম। তোমার বাপ যখন মারা গেলেন, তখন আমি এখানে ছিলাম না কি না, তখন আমি কটকে চাকরী করি। ফিরে এসে শুনলাম, তোমার মা যা কিছু ছিল, সমস্ত বেচে কিনে দেশে চ'লে গেছেন। ইদানী আমি প্রায়ই ভেবেছি, কালীদাদার সেই ছেলেটি যে ছিল, যদি বেঁচে থাকে, এত দিন যুবা হয়েছে, কিন্তু সে যে কোথায় আছে, কি করছে, কোনও খবরই পাইনে। কাকেই বা জিজ্ঞাসা করি! তুমি ঠিকই বলেছ। আমি তোমাদের বাড়ী যেতাম বৈ কি! তখন তোমার বয়স আট কি বড় জোর নয়। তার পর, এখন কোথায় আছ বল দেখি? সব খবর বল বাবা।"

ললিত বলিল, "আজ্ঞে, এখন আমি কলকাতাতেই আছি। বেণেটোলার মেসের বাসায় থাকি, গত বৎসর বি-এ পাশ করেছি; তার পর ক্যালক্যাটা কর্পোরেশনে চাকরীতে ঢুকেছি।"

"চাকরী করছ? বেশ বেশ। তোমার মা ঠাকরুণ কোথা?"

"প্রায় [illegible] হ'ল তাঁর কাল হয়েছে।"

"অ্যাঁ, তাই ত! দেশে তোমার কে কে আছেন?"

খুড়োমশাই, খুড়ীমা আছেন। তাঁদের ছেলেপিলে আছে, পিসীমা আছেন।"

"বিবাহ হয়েছে?"

একটু লজ্জিত হইয়া ললিত বলিল, "আজ্ঞে না।"

"দেশে যাও-টাও ত? তোমার খুড়ো মশায় এখানে আসেন?"

"আজ্ঞে না, তিনি আমার উপর তত সন্তুষ্ট নন। তাঁর সর্ব্বদাই আশঙ্কা, সামান্য যা বিষয় আছে, পাছে আমি তার অর্দ্ধেক ভাগ চাই। মা'র মৃত্যুর পর থেকে তিনি আমার সঙ্গে বড়ই অসদ্ব্যবহার ক'রে আসছেন। গুরুজনের নিন্দে করতে নেই, কিছু বলতে চাইনে। সেই দুঃখেই দেশে যাওয়া-টাওয়া এক রকম ছেড়েই দিয়েছি।"

"বটে! ভারি দুঃখের বিষয় ত। কত মাইনে পাচ্ছ বাবাজী?"

ললিত বলিল, "আজ্ঞে, ৫০৲ টাকায় ঢুকেছিলাম, এ বছর ৬০৲ হয়েছে।"

"তা হোক্, ও চাকরীতে উন্নতি আছে। শুনে বড় খুসী হলাম বাবা। বড়ই আনন্দ হ'ল। আহা, আজ যদি কালীদাদা বেঁচে থাকতেন! এখানে তাঁর অবস্থাও ভাল ছিল না। একটু কষ্টেই পড়েছিলেন। দেখ একবার সংসারের গতি! যাঁর বই বেচে পান্নালাল মিত্তির আজ ফেঁপে উঠেছে, তিনি শেষ দশায় অর্থাভাবে ওষুধ পান নি, পথ্য পান নি। তাঁর ছেলেকে আজ কি না ষাট টাকা মাইনের চাকরী স্বীকার করতে হয়েছে। শুনেছি, তোমার মা নাকি বইগুলির কপিরাইট বিক্রী ক'রে গিয়েছিলেন। এমন কায তিনি কেন করেছিলেন? আহাহা, বাপের বইগুলি যদি তোমার হাতে থাকত, তা হ'লে আজ তোমার ভাবনা কি?"

ললিত বলিল, "তিনি ত বিক্রী করেন নি, নীলামে বিক্রী হয়ে গিয়েছিল। বাবার কিছু দেনা ছিল, তাঁর মৃত্যুর পরে পাওনাদারে নালিশ ক'রে ডিক্রী করে। বাড়ীতে আসবাবপত্র যা কিছু ছিল, সবই নীলামে চড়ে। ঐ উপন্যাস পাঁচখানির পাণ্ডুলিপি বাবার কেতাবের আলমারিতে থাকত। সেই আলমারি শুদ্ধ কেতাব আর পাণ্ডুলিপি পান্না মিত্তির না কি ১০০৲ টাকায় কিনে নেয়।"

মনতোষবাবু উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "অ্যাঁ! বল কি হে? ১০০৲ টাকায় বাবার আলমারি, কেতাব, পাণ্ডুলিপি, সব?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই ত বলেছি। সব এক [illegible]

ছিল কি না, লাটকে লাট ১০০৲ টাকায় কিনে নিয়ে যায়।"

"কি ভয়ানক কথা!"—বলিয়া মনতোষবাবু কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিতে লাগিলেন, "ঐ যে পান্না মিত্তির, আগে ও পুরোনো কেতাব বিক্রী করত কি না, হ্যারিসন রোডের মোড়ে সামান্য একখানি দোকান ছিল ওর। তাই গিয়েছিল তোমার বাপের পুরোনো কেতাব কিনতে। পুরোনো কেতাব কিনতে গিয়ে দাঁও মেরে নিলে আর কি! তখন পান্না মিত্তির এত বড় ছিল না, ও পান্না-লাইব্রেরীও তার হয় নি। নতুন বইয়ের দোকান ত মোটে এই বছর পাঁচ ছয় খুলেছে কি না। লাইব্রেরী খুলেই তোমার বাবার উপন্যাস ছাপাতে আরম্ভ করলে। কি কাট্‌তি! দেশে একেবারে টী-টী প'ড়ে গেল। একশটি টাকা দিয়ে কিনে, বই বেচে এ ক'বছরে অন্ততঃ পাঁচ সাত হাজার টাকা ত মেরে নিয়েছে!"

ললিত বলিল, "আজ্ঞে, তা, খুব নিয়েছে। সব বইয়েরই তিন চারটে ক'রে সংস্করণ হয়েছে। বইগুলি থাকলে, যেমন ক'রে হোক্ মাসে ১০০৲।১৫০৲ টাকা আয় ত আমার হ'ত! সে আপশোষ ক'রে আর কি হবে! যা হয়ে গেছে, তার ত চারা নেই।"

"তা ত বটেই। আহা, সেই সময়ে আমি বলেছিলাম, দাদা, বইগুলি ছাপিয়ে ফেল, দাদা, বইগুলি ছাপিয়ে ফেল। তা ত শুনলেন না, কেবল লিখে লিখে জমা করতে লাগলেন। অর্থাভাবেই ছাপাতে পারেন নি। তখন ত আমার 'আর্য্যশক্তি' ছিল না, নইলে মাসে মাসে 'আর্য্যশক্তি'তেই ত আমি বের ক'রে দিতে পারতাম। আমার 'আর্য্যশক্তি' কাগজ দেখেছ বোধ হয়? বিস্তর গ্রাহক—মাসের ঠিক পয়লা ... প্রথেই বের হয়।"

ললিত এই সময়ে একটু উস্‌খুস করিতে আরম্ভ করিল। কম্পিত হস্তে পকেট হইতে কতকগুলি কাগজ বাহির করিতে করিতে বলিল, "হ্যাঁ, আর্য্যশক্তি দেখেছি বৈ কি। আমাদের বাসায় এক জন নেয়, প্রতিমাসেই পড়তে পাই।"—বলিয়া একবার মনতোষবাবুর মুখের পানে, একবার নিজ হস্তস্থিত কাগজগুলির পানে চাহিতে লাগিল। তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া মনতোষবাবু মনে মনে হাসিয়া বলিলেন, "কাগজগুলি কিসের?"

"আজ্ঞে, গোটা দুই কবিতা এনেছিলাম।"

"তুমি লিখেছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। এগুলো যদি— আর্য্যশক্তিতে— চলে—"

মনতোষবাবু কাগজগুলি লইয়া মনে মনে অবিনাশের দূরদৃষ্টির ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। কাগজগুলি খুলিয়া প্রথম কবিতার পানে চাহিয়া বলিলেন, "তা, কবিতা কেন? উপন্যাস লেখ না। দেখ না যদি বাপকা বেটা হ'তে পার।"

"আজ্ঞে, সে ইচ্ছেও আছে। এ সময়টা আপিসে বড়ই খাটুনি পড়েছে, একটু ফুরসুৎ পেলেই একবার চেষ্টা ক'রে দেখ্‌ব। কবিতাগুলি কি—"

মনতোষবাবু হতাশভাবে বলিলেন, "আচ্ছা, প'ড়ে দেখব এখন।"

"যে আজ্ঞে।"—বলিয়া ললিত উঠিয়া দাঁড়াইল।

"এখনি উঠবে? একটু জলটল্ —"

"আজ্ঞে, আজ ত সময় নেই। এখান একটা কাযে আমায় বেরুতে হবে। আর এক দিন আসব।"

"কবে আসবে বল। এক কায কর না। এই রবিবারে এস—দুপুরবেলা এখানে চাট্টি খাবে, কেমন?"

"যে আজ্ঞে, তাই আসব।"

"ভুলো না যেন। তোমার বাপের সঙ্গে আমার যে রকম বন্ধুত্ব ছিল, এ তোমার নিজের বাড়ী বলেই মনে করা উচিত। এত দিন যে আস নি, দেখা করনি, সেইটি অন্যায় কায করেছ বাবাজী। রবিবারে, বেলা ১০টার মধ্যে নিশ্চয় এস।"

"আজ্ঞে আসব বৈ কি।"—বলিয়া প্রণাম করিয়া ললিত প্রস্থান করিল।

অর্দ্ধ মিনিট পরে অবিনাশ প্রবেশ করিল। মনতোষবাবু বলিলেন, "ওহে, তুমি ঠিকই বলেছিলে। কবিতা দিয়ে গেল।"

"আজ্ঞে, শুনেছি।"

"কখন্ শুনলে?"

"আমি ঐ পাশের ঘরে ব'সে ছিলা... আপনাদের কথাবার্ত্তা যা কিছু হয়েছে, সমস্ত... আপনি ... "আমাকে ... আচ্ছা, সে দিন আপনি এরই কথা বলায় সন্তান... এরা ত আপনাদের স্বঘর?" মনতোষবাবু...

"হ্যাঁ, স্বঘর বৈ কি।"

"ও কি বল্লে, ওর বাপের বইগুলি সব নীলেমে বিক্রী হয়ে গেছে ?"

"হ্যাঁ। একটা আলমারি, সেই আলমারি ভরা বই, উপন্যাস পাঁচখানির পাণ্ডুলিপি—একলাটে পান্না মিত্তির ১০০৲ টাকায় কিনেছিল। দেখ একবার লোকটার অদৃষ্ট !"

"এক লাটে কি বলছেন ?"

"অর্থাৎ সব জিনিসগুলো একত্র আর কি, আলাদা আলাদা নয়।"

"এক লাটে !"—বলিয়া অবিনাশ কিছুক্ষণ চিন্তা করিল। শেষে বলিল, "ওরা আপনাদের ঘ্বর যদি, তবে ওরই সঙ্গে মণিমালার বিয়ে দেওয়া যাক্ না ?"

মনতোষবাবু বলিলেন, "হ্যাঁ, বলেছ মন্দ নয়। মা-বাপ নেই, কোনও অভিভাবক নেই, ধাঁই বোধ হয় তেমন হবে না। বিয়ে হ'লে কিছু মন্দ হয় না।"

অবিনাশ বলিল, "হ'লে বেশ হয়। কথাবার্ত্তায় ছোক্‌রা বেশ বিনয়ী, ভদ্র। লেখাপড়া শিখেছে। চাকরিটিও ভাল। কেবল এক দোষ, কবিতা লেখে—তা অমন বয়সে অনেকেরই ও ব্যারাম থাকে, একটু বয়স হলেই ওটা আপনি সেরে যাবে। চেষ্টা করুন।"

মনতোষবাবু বলিলেন, "তুমিই ঘটকালি কর না।"

"আমি করব ? তা বেশ ত। আমি রাজি আছি। দেখি চেষ্টা ক'রে।"

"তুমি চেষ্টা করলেই পারবে। আমি বলি কি, কা'ল থেকে লেগে যাও—ও আর দেরী নয়।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। কা'ল থেকেই আমি লেগে যাচ্ছি। কা'ল এক জায়গায় যাব—আমার আপিসে আসতে একটু দেরী হ'তে পারে।"

"তা হোক। দেখ একবার চেষ্টা ক'রে। তোমার যে রকম বুদ্ধি, বোধ হয়, তুমি পারবে।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পরদিন অবিনাশ আহারান্তে ট্রামে চড়িয়া, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে নামিয়া পান্না-লাইব্রেরীতে প্রবেশ করিল।

সুপরিসর দোকানঘরটি বহুবিধ নূতন পুস্তকে বোঝাই আলমারিতে পরিপূর্ণ। মধ্যস্থলে টেবিল, উপরে বন্ বন্ করিয়া বিদ্যুতের পাখা ঘুরিতেছে। মাথায় টাক, প্রৌঢ়বয়স্ক পান্নালাল মিত্র চেয়ারে বসিয়া গতদিনের হিসাব পরীক্ষা করিতেছেন। কিয়দ্দূরে আর একটি টেবিলে একরাশি প্যাকেটবন্দী পুস্তক, প্রত্যেক প্যাকেটে ঠিকানাযুক্ত লেবেল আঁটা। এক জন কর্ম্মচারী সেখানে বসিয়া, এক একটি প্যাকেট লইয়া ভিঃ পিঃ ফরম পূরণ করিতেছে, পুস্তকের মূল্য চেক করিতেছে, অর্ডারি চিঠিখানির সহিত ঠিকানা মিলাইয়া দেখিতেছে, এবং শেষ হইলে প্যাকেটটি পার্শ্বে রক্ষিত ঝুড়িতে ফেলিয়া দিতেছে।

অবিনাশকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া পান্নালাল বাবু তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। পুস্তক-ব্যবসায়ীরা মাসিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদকগণকে যথেষ্ট খাতির করিয়া থাকেন, নহিলে তাঁহাদের স্বপ্রকাশিত পুস্তকের সমালোচনায় গোলযোগ ঘটে।

"তার পর অবিনাশবাবু ? ভাল আছেন ত ? মনতোষ বাবু ভাল আছেন ? খবর সব ভাল ?"

অবিনাশ আসন গ্রহণ করিয়া বলিল, "হ্যাঁ, খবর সব ভাল। কালী ভট্‌চাযিয়র বই একসেট বে'র করতে বলুন ত।"

পান্নালালের আদেশ অনুসারে, কর্ম্মচারী একসেট ঐ পুস্তক বাহির করিয়া অবিনাশের নিকট রাখিল। অবিনাশ এক একখানি বহি তুলিয়া, প্রথম প্রকাশের বৎসর, কোন্‌টার কয়টা সংস্করণ হইয়াছে, মূল্য প্রভৃতি নীরবে পরীক্ষা করিতে লাগিল। একখানি বহির সদর পৃষ্ঠায় চক্ষু রাখিয়া বলিল—"এই যে লেখা রয়েছে, 'সত্বাধিকারীর বিনানুমতিতে এই পুস্তকের অনুবাদ কেহ প্রকাশ করিলে, আইন অনুসারে খেসারত দিতে বাধ্য হইবেন'—তা এর অনুবাদ-টনুবাদও বেরিয়েছে না কি ?"

পান্নালালবাবু সগর্ব্বে বলিলেন, "হ্যাঁ, বেরিয়েছে বৈ কি। সব বইগুলিরই অনুবাদ হয়েছে। হিন্দীতে, গুজরাটীতে, মারহাট্টীতে—অনুবাদ হয়ে গেছে। দেশবিদেশে বইগুলির আদর। আরও অনেক ভাষায় অনুবাদ করার জন্যে কত লোক চিঠি লেখে—কিন্তু তারা টাকা দিতে চায় না—বিনা টাকায় ত কাউকে অনুমতি দিইনে।"

"হিন্দী, মারহাট্টা, গুজরাটী অনুবাদকেরা টাকা দেয় ?"

"হ্যাঁ, রীতিমত টাকা দেয়। নইলে অনুবাদ করতে দিই ? পান্না মিত্তির তেমন ছেলে নয় !"

"আচ্ছা, অনুবাদের জন্যে কি রকম টাকা পান ?"

ব্যবসায়-বুদ্ধিসম্পন্ন পান্নালাল এ কথার সরল উত্তর না দিয়া কহিলেন—"মারহাট্টীরাই সব চেয়ে বেশী টাকা দেয়। বিক্রীও ওদের তেমনি। এই কালী ভট্‌চায্যির এক একখানা বই, আমরা দুহাজারের কমে এডিসন দিই ত, আমার মারহাট্টী অনুবাদের এডিশন হয় পাঁচ হাজার ক'রে। আমরা বাঙ্গালা সাহিত্য বাঙ্গালা সাহিত্য বলে যতই জাঁক করি, মারহাট্টী সাহিত্য আমাদের চেয়ে ঢের বেশী অগ্রসর—অন্ততঃ আর্থিক হিসেবে।"

অবিনাশ বলিল, "হ্যাঁ, তা জানি। 'মনোরঞ্জন' ব'লে ওদের একখানা মাসিকপত্র আছে, তার যত গ্রাহক, আমাদের বাঙ্গালা কোনও মাসিকপত্রের অত গ্রাহক নেই।—সে যা হোক্, আপনার কাছে একটু বিশেষ কাযে এসেছিলাম, মনতোষবাবু আমার পাঠিয়েছেন। একটু নিরিবিলি হ'লে কথাবার্ত্তার সুবিধে হ'ত।"

"ওঃ—আচ্ছা, আসুন।"—বলিয়া পান্নালালবাবু অবিনাশকে বিতলে তাঁহার খাসকামরায় লইয়া গেলেন।

অবিনাশ বসিয়া বলিল, "এই যে কালী ভট্‌চায্যির নভেল আপনারা ছাপান, এর রীতিমত হিসাব-পত্র সব থাকে ত ?"

পান্না মিত্র একটু বিস্মিত হইয়া, সন্দিগ্ধভাবে অবিনাশের মুখের পানে চাহিলেন। বলিলেন, "কেন ?"

অবিনাশ গম্ভীরভাবে বলিল, "খাতাপত্র চট্‌পট্ বদলে ফেলুন।"

"খাতা বদলাব ? কেন, কি হয়েছে ? ইনকম্ ট্যাক্সের কোনও—"

"না, ইনকম্ ট্যাক্স নয়। আপনার নামে এক সঙ্গীন মোকদ্দমা হবে, তারই আয়োজন হচ্ছে।"

এ কথা শুনিয়া পান্নাবাবুর মুখে ভীতিচিহ্ন স্পষ্ট হইয়া উঠিল। বলিলেন, "মোকদ্দমা হবে ? কেন, কিসের মোকদ্দমা ? কি করেছি আমি ?"

"কালী ভট্টাচার্য্যির ছেলে ললিতমোহন আপনার নামে বিস্তর টাকার দাবীতে মোকদ্দমা করিবার চেষ্টায় আছে সে বলে, আমার বাবার বই পান্না মিত্তির কার হুকুমে ছাপিয়ে বিক্রী করে ? এ ক'বছরে যত টাকা লাভ করেছে, কড়াক্রান্তি হিসেব ক'রে আদালতের সাহায্যে ওর কাছ থেকে আমি আদায় ক'রে নেব।"

শুনিয়া পান্নাবাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "এই কথা! তা, করুক না নালিশ। কার হুকুমে ছাপিয়েছি, আদালতেই তা দেখাব। ললিত নালিশ করবে! ভারি ত মুরদ ললিতের ? ষাট টাকা মাইনের গোলামী ক'রে ত খান!"

"তাকে চেনেন না কি ?"

"চিনি বৈ কি। সে এই তিন বছর হ'ল কলকাতায় এসেছে, আসেই ত মাঝে মাঝে আমার কাছে। আমায় বলে, ১০০৲ দিয়ে বাবার বইগুলি কিনেছিলেন, অনেক ১০০৲ ত তুলে নিয়েছেন, এখন বইগুলি আমায় দিন। আমি তাকে বলি, বাপু হে! যখন আমি ১০০৲ দিয়ে কিনেছিলাম, তখন কি কেউ তোমার বাপের নাম জানত ? আমি কত টাকা খরচ ক'রে, কত কষ্ট ক'রে, কত লোকের খোসামুদি ক'রে বইগুলির ভাল ভাল সমালোচনা করিয়ে নাম বের করলাম, এখন কি আর দিতে পারি ? আর দেবই বা কেন ? প্রকাশ্য নীলেমে কিনেছি, খামকা তোমায় দিয়ে দেব ?"

অবিনাশ বলিল, "কোনও দলিল আছে না কি ?"

"আছে বৈ কি। নইলে কি এম্‌নিই বই ছাপিয়ে বিক্রী করছি ?"

"তবে যে ললিত বলে, কোনও দলিলপত্র নেই।"

"ললিত বল্লেই ত হবে না। আচ্ছা, আপনাকেই দলিল দেখাই।"—বলিয়া পান্না মিত্র উঠিয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে পুনঃপ্রবেশ করিয়া, আদালতের মোহর-অঙ্কিত একখানি সেল সার্টিফিকেট অবিনাশের সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন, "এই দেখুন। আপনি ত এক জন শিক্ষিত লোক, আপনি দেখুন, আমি কালী ভট্টাচার্য্যির বই বিনা অধিকারে ছেপেছি, কি ছাপবার অধিকার আমার আছে।"

অবিনাশ দেখিল, সেল সার্টিফিকেটে বিক্রীত দ্রব্যের তালিকায় আলমারি, পুরাতন পুস্তকগুলির সংখ্যা এবং পাণ্ডুলিপি পাঁচখানির উল্লেখ রহিয়াছে। দেখিয়া বলিল, "হ্যাঁ, এই ত লেখা রয়েছে। উক্ত মৃতকের হস্তলিখিত পুথি ৫ খানি।—পাঁচখানিই

ত বই কালী ভট্চায্যির ? এই ত রীতিমত দলিল রয়েছে। যাক্, একটা মস্ত ভাবনা গেল।"

পান্না মিত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ দুর্ব্বুদ্ধি আবার ললিতের কবে থেকে হ'ল ? কে তাকে নাচাচ্ছে বল্‌তে পারেন ?"

"কি জানি, তা ত জানিনে। মনতোষবাবু ললিতের কাছেই শুনেছেন। কালী ভট্চায্যি না কি মনতোষবাবুর ছেলেবেলাকার বন্ধু ছিলেন। ললিত কা'ল মনতোষবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। সে চ'লে গেলেই মনতোষবাবু আমাকে বল্লেন, 'ওহে, যাও, পান্নাবাবুকে এই খবরটা দিয়ে এস, তিনি আমাদের কাগজের এক জন প্রধান বিজ্ঞাপনদাতা, অনেক টাকা খেয়েছি তাঁর, এখনও প্রায় দেড়শ' টাকার বিল বাকী রয়েছে—তাঁকে সাবধান ক'রে দিয়ে এস—কি জানি, বলা ত যায় না, যদি শেষে ডিক্রী ফিক্রীই হয়ে যায়—তাঁর যা করবার কর্ম্মাবার, এই বেলা যেন সেরে ফেলেন।' খাতা বদলাবার কথাটা স্পষ্ট ক'রে বল্লেন না, ঐ রকম ক'রে ইঙ্গিতেই জানালেন। আমারও মশায়, কথাটা শুনে অবধি ভারি ভাবনা হয়েছিল ; তাই এসেই প্রথমে বইগুলো চেয়ে নিয়ে দেখলাম, কোন্‌টার ক'টা ক'রে সংস্করণ হয়েছে। ও বই পাঁচখানা থেকে আপনার খুব লাভ হয় বোধ হয় ?"

পান্না মিত্র সাবধানে বলিলেন, "হ্যাঁ—তা কিছু কিছু হয় বৈ কি ! তবে বাজার বড় ডল্।"

"যথেষ্ট বিক্রী হওয়াই ত উচিত। অমন সব ভাল ভাল বই ! বঙ্কিমের পর অমন বই ত কেউ আর লিখতে পারলেন না—যতই যিনি বিজ্ঞাপন দিন। আচ্ছা, আজ তা হ'লে উঠি মশায়।"

পান্না মিত্র অবিনাশের সঙ্গে সঙ্গে নীচে নামিয়া কথা কহিতে কহিতে দরজা অবধি আসিলেন। শেষ বিদায় লইয়া, হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া অবিনাশ বলিল, "হ্যাঁ, ভাল কথা। আমাদের টাকার বড় টানাটানি যাচ্ছে পান্নাবাবু শ্রাবণ সংখ্যার জন্যে কাগজ এখনও কিনতে পারিনি। আপনার বিজ্ঞাপনের টাকাটা কি—"

পান্নাবাবু বলিলেন, "দরোয়ান পাঠিয়ে দেবেন। কা'লই ওটা পেমেণ্ট ক'রে দেব।"

"বেশ। এখন আসি তবে—নমস্কার"—বলিয়া অবিনাশ বিদায় হইল। সম্মুখেই হাইকোর্টগামী একখানি ট্রাম আসিতেছিল, ছুটিয়া গিয়া তাহাতে আরোহণ করিল।

হাইকোর্টে পৌঁছিয়া উকীল লাইব্রেরীতে প্রবেশ করিতেই, "কি অবিনাশবাবু, কি মনে ক'রে ?" বলিয়া চারি পাঁচ জন নব্য উকীল তাহাকে সম্ভাষণ করিলেন। ইহাদের কেহ 'আর্য্যশক্তি'র লেখক, কেহ গ্রাহক।

অবিনাশ বলিল, "আপনাদের কাছেই এসেছি। একটা আইনের পরামর্শ দিন ত আপনারা।"

একটা নিভৃত টেবিল অন্বেষণ করিয়া সকলে গিয়া উপবেশন করিলে, নামধাম গোপন করিয়া সমস্ত ব্যাপারটি অবিনাশ তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিল। শেষে জিজ্ঞাসা করিল, "এতে কি বইগুলোর কপি-রাইট গেছে ?"

এক জন উকীল বলিয়া উঠিলেন, "সার্টেন্‌লি নট্। কপিরাইট যাবে কি জন্যে ?"

অন্যান্য উকীলেরাও বলিলেন, "না, কপিরাইট বিক্রী হয়নি।"

অবিনাশ বলিল, "কিন্তু বিক্রী ত হয়েছে। কি বিক্রী হ'ল তা হ'লে ?"

প্রথমোক্ত উকীল বলিলেন, "খানকতক হাতের লেখা কাগজ। কপিরাইট্ ইজ্ কোয়াইট্ এনাদার থিং ! ধরুন, বঙ্কিমবাবুর বাড়ীতে, তাঁর বিষবৃক্ষ বই-খানির মূল পাণ্ডুলিপি আছে। এক জন পাণ্ডুলিপি-সংগ্রাহক, ইংরেজীতে যাকে ম্যানস্ক্রিপ্ট হাণ্টার বলে, গিয়ে যদি ৫০০৲ টাকা দিয়ে পাণ্ডুলিপি ওদের কাছ থেকে কিনে আনে, তা হ'লে কি বিষবৃক্ষের কপি-রাইট্ তার হয়ে গেল ? কপিরাইট বিক্রী তাকে বলে না। আপনার এ কেসে কপিরাইট বিক্রী হ'লে সে কথা সেল সার্টিফিকেটে খুলে স্পষ্ট ক'রে লেখা থাকত।"

অবিনাশ হাসিয়া বলিল, "দেখবেন, আপনাদের এ মতটি খুব পাকা ত ?"

এক জন উকীল চট করিয়া উঠিয়া গিয়া লাইব্রেরী হইতে একখানি বহি লইয়া আসিলেন। সকলে মিলিয়া সেখানির এক অংশ পাঠ এবং আলোচনা করিয়া বলিলেন, "না, কপিরাইট্ যায় নি।"

অবিনাশ প্রফুল্লমনে 'আর্য্যশক্তি' আফিসে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু মনতোষবাবুর নিকট কোনও কথা ব্যক্ত করিল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আজ রবিবার। সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে অবিনাশেরও নিমন্ত্রণ হইয়াছে। সে স্নানাদি করিয়া, বেলা আটটার মধ্যেই আসিয়া পৌঁছিল।

মনতোষবাবু বাড়ীতে ছিলেন না। অবিনাশ একবারে অন্তঃপুরে গিয়া গৃহিণীর সহিত সাক্ষাৎ করিল। সে বৎসর পশ্চিম ভ্রমণ করিয়া ফিরিবার পর হইতে এ বাড়ীতে অবিনাশের খুব আদর বাড়িয়া গিয়াছে। তখন হইতে ঘরের ছেলের মতই অন্তঃপুরেও তাহার অবাধ গতিবিধি। গৃহিণীকে গিয়া বলিল, "মা, ললিত ছেলেটির বিষয় কর্ত্তা কি আপনাকে কিছু বলেছেন? আচ্ছা, ওর সঙ্গে মণিমালার বিয়ে দিলে কেমন হয়?"

"হাঁ, বলেছেন। দেখতে শুন্‌তে, লেখাপড়ায় ছেলেটি ত ভালই শুন্‌ছি। তোমাকেই ত ঘটকালির ভার দিয়েছেন বল্লেন।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কিছু করেছ না কি?"

"না, এখনও কইনি। তার আগে একটু গোড়া বাঁধতে হবে মা। এক কায করুন।"

"কি, বল।"

"ললিত আজ এলে, তাকে একবার মণিমালাকে দেখিয়ে দিন। বেশী কিছু সাজগোজের ক'রে দেবেন না, বুঝেছেন—'মেয়ে দেখাচ্ছে'—এটা তার মনে যেন সন্দেহ না হয়। একখানা কালাপেড়ে দেশী শাড়ী, আর ওরই মধ্যে সুশ্রী একটা জ্যাকেট পরিয়ে দেবেন, কপালে একটা কাঁচপোকার টিপ, গহনা-টহনা বেশী নয়। মুখে পাউডার-টাউডার যদি দিতে হয় ত অতি যৎসামান্য, বুঝেছেন? আমরা যখন খেতে বসব, মণি কর্ত্তার কাছে ব'সে তাঁকে হাওয়া করবে। আজকালকার ছেলে কি না, দেখুক আগে। তার পর সুবিধেমত আমি কথা পাড়ব—যা যা করতে হয় করব।"

গৃহিণী সম্মত হইলেন।

* * * *

ললিত আহারাদির পর গৃহিণীকে প্রণাম করিয়া বলিল, "কাকীমা, এখন আসি তা হ'লে।"

গৃহিণী বলিলেন, "এখনই চল্লে বাবা? এই দুপুর রোদ্‌দুরে না গেলে কি হ'ত না?—এইখানেই এখন একটু বিশ্রাম কর না, বিছানা ক'রে দিই।"

ললিত বলিল, "না কাকীমা, আমার অনেক কায রয়েছে—এখন বাসাতেই যেতে হবে। আবার আসবো এক দিন।"

"আসবে বৈ কি বাবা। ওঁদের দুজনে যে রকম বন্ধুত্ব ছিল, তোমার মা'র সঙ্গে আমার যে রকম আত্মীয়তা ছিল, তোমায় ত পর ব'লে মনে হয় না, যেন ঘরের ছেলেটি ব'লেই মনে হয়। ঘরের ছেলের মত আসবে যাবে। এইখানেই এখন থাক না দিন কতক। বাসায় খাবার-দাবার কষ্ট!"

মাতৃবিয়োগের পর হইতে এমন মিষ্ট স্নেহপূর্ণ কথা ললিতকে কেহ বলে নাই। তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল, এই সাদর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে। কিন্তু আত্মসংবরণ করিয়া বলিল, "বাসায় থেকে থেকেই অভ্যাস হয়ে গেছে কাকীমা, এখন আর কোনও কষ্টবোধ হয় না। তা ছাড়া আমার আফিসও এখান থেকে অনেকটা দূর হবে। মাঝে মাঝে আসবো, দেখাশুনা ক'রে যাব।"

"আবার কবে আসবে?"

ললিত একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "পশু বিকেলে আসবো কাকীমা।"

নীচে নামিয়া গিয়া ললিত দেখিল, আপিস-ঘরে বসিয়া অবিনাশ প্রুফ সংশোধন করিতেছে। ললিতকে দেখিয়া সে বলিল, "চল্লেন না কি?"

"হ্যাঁ, এবার যাই।—আপনার শ্রাবণের কাগজ এরই মধ্যে সুরু হয়ে গেছে না কি?"

"হ্যাঁ, দ্বিতীয় ফর্ম্মার অর্ডার প্রুফ এসেছে। প্রথম ফর্ম্মায় আপনার একটা কবিতা গেছে যে।"

ললিত এ কথা শুনিয়া বলিয়া উঠিল, "গেছে না কি? কোন্‌টা?"

"শ্রাবণের মেঘ"—বলিয়া অবিনাশ দেরাজ টানিয়া তাহার মধ্য হইতে প্রথম ফর্ম্মার ছাপা ফাইল বাহির করিল। ললিতের হস্তে সেটি দিয়া বলিল, "এই দেখুন।"

ললিত দেখিল, প্রথম পৃষ্ঠাতেই তাহার "শ্রাবণের মেঘ" ছাপা হইয়াছে। দেখিয়া তাহার মন উল্লাসে যেন নৃত্য করিয়া উঠিল। নিজের রচনা ছাপার অক্ষরে দেখিবার সৌভাগ্য ইতিপূর্ব্বে আর কখনও তাহার হয় নাই। নিবিষ্টচিত্তে সেটি [illegible] লাগিল। অবিনাশ তাহার পানে [illegible]—পাশাপাশি

একবার হাসিল, কারণ এ ব্যাপারটি তাহারই কীর্ত্তি। মনতোষবাবু কবিতাটিকে "রাবিশ" আখ্যা দিয়াছিলেন, ছাপিতেই চাহেন নাই—অবিনাশ অনেক বুঝাইয়া তাঁহাকে সম্মত করিয়াছিল।

কবিতাটি পাঠ করিয়া ললিত বলিল, "এ যে একেবারে প্রথম পৃষ্ঠাতেই দিয়েছেন!"

অবিনাশ বলিল, "কবিতাটি মনতোষ বাবুর ভারি পছন্দ হয়েছে কি না! তিনি বল্লেন, এ রকম ভাল কবিতা খুব কমই আমরা পেয়ে থাকি; এটিকে প্রথম পৃষ্ঠাতেই দিয়ে দাও। আরও একটি কবিতা আপনি দিয়ে গেছেন না? বোধ হয়, শেষের দিকে সেটিও যাবে।"

এই কথাগুলি শুনিয়া ললিত একেবারে মোহিত হইয়া গেল। বলিল, "সে কবিতাটি মনতোষবাবুর কেমন লেগেছে, আপনাকে বলেছেন না কি?"

"না, তা এখনও বলেন নি। তবে একটি কথা আমায় বলেছেন, সেটি আপনার কাছে প্রকাশ করা আমার উচিত কি না, তাই ভাবছি।"—বলিয়া অবিনাশ ললিতের পানে সহাস্যনেত্রে চাহিয়া রহিল। শেষে বলিল, "ব'লেই ফেলি। আপনার কবিতা প'ড়ে মনতোষবাবু আমায় বল্লেন, 'ওহে, এ যে একটা জীনিয়স্!—এত দিন এ ছিল কোথা? যে রকম দেখছি, কালে এ এক জন খুব উঁচুদরের কবি হবে। ভাগ্যিস অন্য কাগজে না গিয়ে আমাদের কাগজেই প্রথমে এসেছে! খুব সাবধান, দেখো যেন ছোকরা আমাদের হাতছাড়া না হয়ে যায়। তুমি খুব ঘন ঘন ওর বাসায় যেতে আরম্ভ কর—ওর সঙ্গে খুব ভাবসাব ক'রে নাও—এই বেলা ওর কাছ থেকে কথা নিয়ে নাও, যেন অন্য কোনও কাগজে ও কবিতা না দেয়।'—যান মশাই, ঘরের খবর সব আপনাকে বলেই ফেল্লাম—আমি সরল মানুষ!"—বলিয়া অবিনাশ হাসিতে লাগিল।

ললিত আহ্লাদে অভিভূত হইয়া বলিল, "তা আমার কবিতা যদি আপনাদের ভাল লাগে, আপনারা ছাপেন, তবে অন্য কাগজে কখনই যাব না, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।"

ললিতের অন্য কাগজে না যাইবার অপর কারণও [illegible] তাহার বহু কবিতাই অন্যান্য অনেক কাগজের [illegible] ফেরত আসিয়াছে। কিন্তু অবিনাশ বিদায় [illegible] কোনও প্রয়োজনীয়তা সে অনুভব করিল না। মনতোষবাবুর সুক্ষ্ম কাব্যবিচারশক্তি দেখিয়া সে চমৎকৃত হইয়া গেল; এবং সেই অসাধারণ গুণসম্পন্ন পুরুষের প্রতি তাহার মন আত্যন্তিকী ভক্তিতে একবারে অবনত হইয়া পড়িল। সে যে একটা জীনিয়স্ এবং তাহার কবিতাগুলি যে যথার্থই অতি উচ্চশ্রেণীর, সে বিষয়ে মনতোষবাবুর সহিত তাহার কিছুমাত্র মতভেদ ছিল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অবিনাশ অতঃপর ঘন ঘন ললিতের বাসায় যাতায়াত আরম্ভ করিল। ললিতও প্রায়ই নিমন্ত্রিত হইয়া মনতোষ বাবুর বাড়ীতে আসে, আহারাদি করে, ঘরের ছেলের মত গৃহিণীর সহিত, মণিমালার সহিত বসিয়া হাসি, রঙ্গ, গল্প-গুজব করে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলির সহিত খেলা করে।—বাসায় ফিরিবার সময় নীচে নামিয়া আফিস-ঘরে গিয়া আটক পড়িয়া যায়; অবিনাশের সহিত দুই এক ঘণ্টা কাটাইয়া দেয়। অবিনাশ তাহার কবিতার অজস্র প্রশংসা করিয়া করিয়া অতি শীঘ্রই তাহার মনটিকে জয় করিয়া লইল। উভয়ের মধ্যে বয়সের পার্থক্য খুব বেশী নহে, সুতরাং ইহাদের মধ্যে সম্বন্ধটা সখ্যে পরিণত হইতে অধিক দিন লাগিল না। "অবিনাশ বাবু" দেখিতে দেখিতে "অবিনাশ দা" হইয়া গেল—ক্রমে এখন দাঁড়াইয়াছে শুধু 'অবিনাশ।'

এক দিন বৈকালে গোলদীঘির ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে ললিত বলিল, "অবিনাশ, তুমি এত লেখাপড়া শিখেছ, ৫০৲ মাইনের সহকারী সম্পাদকী আর কত কাল করবে? তোমার পরিবারটি ত নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়। অন্য কোনও চাকরীর চেষ্টা দেখ না কেন? ৫০৲ টাকায় তোমার চলে?"

"তা কি আর চলে? পৈতৃক কিছু টাকা আছে, তার সুদ পাই, খানকতক বই লিখেছি, তা থেকে কিছু পাই, ছোট ভাইটি চাকরি ক'রে কিছু আনে, সব মিলিয়ে কোনও গতিকে সংসার চালাই। অন্য চাকরি এখন আর কে দেবে ভাই? তবে ব্যবসার একটা মৎলব আছে—দেখি কি হয়।"

"কি ব্যবসা?"

"একখানা বইয়ের দোকান খুলব। [illegible] নিজের বইগুলো ত রয়েইছে। [illegible]

বাবুও হাতে আছেন, তাঁর বই-টইও পাবলিশ্ হয়ে যাবে। আর্য্যশক্তিখানা রয়েছে, সমালোচনায় সুবিধে হবে। বিজ্ঞাপনগুলো অর্দ্ধমূল্যে হবে, মনতোষবাবু ভরসা দিয়েছেন।”

“কবে দোকান খুলবে?”

“শীগ্‌গিরই। পুজোর আগেই। হয় ত বা শ্রাবণের মাঝামাঝিই খুলে ফেলব। কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে একটি ঘরও ঠিক করেছি।”

“দোকান চালাবে কে?”

“ভাইটেকেই দোকানে বসাব। রেল আপিসে বেরোয়, কুড়ি টাকা পায়, তাও অস্থায়ী চাকরি। সে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ওকেই দোকানে বসাব। আর আমিও অবসরমত দোকানে বসব। তোমার বাবার বইগুলো যদি এ সময় হাতে থাকত, তা হ’লে ভারি সুবিধে হ’ত হে!”

দিন দুই পরে অবিনাশ বলিল, “ওহে ললিত, দেখ, একটা মৎলব আমার মাথায় এসেছে।”

“কি?”

“কিন্তু ভারি গোপনীয় কথা ভাই। মনতোষ-বাবুর কাছে কিংবা গিন্নীর কাছে, এমন কি, মণি-মালার সঙ্গেও কথায় কথায় যদি প্রকাশ না কর, তবে বলি।”

“তুমি যখন অত ক’রে বারণ করছ, নিশ্চয়ই আমি প্রকাশ করব না। সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। এখন ব্যাপারটা কি, শুনি?”

অবিনাশ অত্যন্ত নিম্নস্বরে বলিল, “পান্না মিত্তির তোমার বাবার বইগুলি এক রকম ফাঁকি দিয়েই কিনে নিয়েছে বলতে হবে। ওর সঙ্গে শঠে শাঠ্যং ক’রে দেখ্‌লে হয় না?”

“কি রকম?”

“এই ধর, তুমিই ত তোমার বাপের একমাত্র উত্তরাধিকারী। তোমার বাপের যা কিছু ছিল, সবই এখন তোমার। তুমি আমায় একখানা দলিল লিখে দাও যে, ‘এতদ্দ্বারা আমার পিতাঠাকুরের পুস্তকগুলির কপিরাইট আমি শ্রীযুক্ত অবিনাশ মুখো-পাধ্যায় মহাশয়কে এত টাকা মূল্যে বিক্রয় করি-তেছি।’ কিছু টাকাও তোমায় আমি দেব তার জন্যে, নইলে বিক্রীটা আইনসঙ্গত হবে না—তার পর, দোকান খুলেই ঐ দলিলের বলে আমি তোমার বাবার বইগুলি ছাপাতে আরম্ভ ক’রে দেব।”

ললিত বলিল, “পান্না মিত্তির নালিশ করবে না?”

“করুক। আমার মামাশ্বশুর হাইকোর্টের উকীল, আমার এক পয়সা উকীল খরচা নেই। হাইকোর্টে মামলা হতেও দুটি বছর লাগে। এ দু বছর ত তোমার বাবার বই আমি দেদার বিক্রী ক’রে নিই! পান্না মিত্তির যা দাম রেখেছে, আমি প্রত্যেক বইয়ের দাম তার চেয়ে চার আনা কম রাখব। সবাই আমার দোকান থেকে কিনবে। তার পর, ক্রমশঃ যা দাঁড়াবে—অন্ততঃ আমার বিশ্বাস যা দাঁড়াবে—তাও বলি। পান্না যখন দেখবে, মোকর্দ্দমা করতে করতে টাকার শ্রাদ্ধ হচ্ছে, দোকা-নের কায ফেলে কাগজের তাড়া বগলে উকীলবাড়ী আর হাইকোর্ট ছুটোছুটি করতে করতে প্রাণান্ত হয়ে যাচ্ছে, তখন সম্ভবতঃ একটা আপোষের প্রস্তাব করবে। তখন আমি তাকে বলব, সবগুলো না দাও, অন্ততঃ খানকতক বইয়ের কপিরাইট আমায় লিখে দাও। যদি দুখানাও পাওয়া যায় ত সেই বা মন্দ কি? ঘরপোড়া বাঁশ, যা উদ্ধার হয় রে ভাই! কি বল, দেবে?”

ললিত বলিল, “আচ্ছা, ভেবে চিন্তে তোমায় আমি বলব।”

পরদিন ললিত বলিল, “দেখ ভাই, এ বিষয়ে আমি অনেক ভেবে চিন্তে দেখলাম। লিখে তোমায় আমি দিতে পারি এখনি। কিন্তু আমার ভয় হয়, শেষে এই নিয়ে তুমি হয় ত জেরবার হয়ে পড়বে। উকীলের ফী না লাগলেও, আরও কত রকম খরচ ত আছে। হাইকোর্টে মোকদ্দমা চালানো কি সোজা কথা দাদা? পান্না মিত্তির যদি আপোস না-ই করে—শেষে মায় খরচা যদি তোমার বিরুদ্ধে ডিক্রী হয়—তখন তুমি করবে কি? না না —ও সব ফন্দি ছেড়ে দাও।”

অবিনাশ কিন্তু দেখা হইলেই ললিতকে এ বিষয়ে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। কিন্তু ললিত কিছুতেই রাজি হয় না, অবিনাশও ছাড়ে না। শেষে ললিত বলিতে লাগিল—“আচ্ছা, তুমি দোকানটা ত খোল আগে, তার পর যা হয়, করা যাবে।”

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আষাঢ়ের শেষ সপ্তাহ। ভোর হইতে মাঝে মাঝে বৃষ্টি হইতেছে। পূর্ব্বদিকের জানালা দিয়া আকাশ যতটা দেখা যাইতেছিল, তাহা মেঘে পরিপূর্ণ। মেসের বাসায়, কেওড়া কাঠের তক্তপোষের উপর বসিয়া ললিত এক পেয়ালা চা নিঃশেষ করিয়া, একখানি নূতন এক্সারসাইজ খাতা খুলিয়া কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিল। এই কয়দিনে প্রায় একটা করিয়া কবিতা সে লিখিয়া ফেলিয়াছে। শুনিতে পাই, ফুল ফুটিবার পক্ষে দক্ষিণ বাতাস যেমন উপকারী, কবিত্বের পক্ষে কাব্যরসিকের প্রশংসাবাদও না কি সেইরূপ। বলা বাহুল্য, এ দুই তিন সপ্তাহ ধরিয়া অবিনাশই এই কাব্যকাননে দক্ষিণ বাতাসের কাজ করিয়াছে।

আগামী সংখ্যা 'আর্য্যশক্তি' যতখানি ছাপা হইয়াছে, তাহাতে ললিতের উভয় কবিতাই গিয়াছে। অবিনাশ বলিয়াছে—"শেষের দিকের জন্যেও তোমার একটি কবিতা চাই—এ মাসে ভাল কবিতার আমাদের বড়ই অভাব।"—ললিতের খাতায় পূর্ব্বলিখিত কবিতা অবশ্য অনেকগুলিই আছে—কিন্তু এবার সে একটি নূতন কবিতা দিবে; এবং এরূপ করিবার একটা গভীর উদ্দেশ্যও তাহার আছে। ও বেলা মনতোষবাবুর বাড়ী তাহার চা-পানের নিমন্ত্রণ আছে—কবিতাটি সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবে।

আকাশে মেঘ ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে—মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকিতেছে। ললিত লিখিতেছে—মাঝে মাঝে পেন্সিল উঠাইয়া চিন্তা করিতেছে,—আবার লিখিতেছে। এইরূপ ঘণ্টাখানেক লিখিবার পর কবিতাটি শেষ হইল, ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টিও আবার নামিল।

ললিত তখন খাতা বন্ধ করিয়া, জানালা দিয়া বৃষ্টি দেখিতে লাগিল, আর ভাবিতে লাগিল। সারাদিন যদি এ রকম বৃষ্টি থাকে, তবে ও বেলা নিমন্ত্রণে যাওয়ার কি হইবে? ভিজিতে ভিজিতে গিয়া উপস্থিত হইলেই বা তাঁহারা মনে করিবেন কি? অথচ না গেলেও যে নয়। দুই দিন মনতোষবাবুর বাড়ী সে যায় নাই—এ দুই দিন তাহার কাছে বড়ই নীরস মনে হইয়াছে, বড় কষ্টে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়াছে। কারণটা গোপনীয়। বৃষ্টি কি তাহার সঙ্গে এমন করিয়াই বাদ সাধিবে?

ক্রমে সে মনে মনে স্থির করিল, ভদ্রলোককে কথা যখন দিয়াছে, তখন তাহা রক্ষা করিতেই হইবে—ঝড়ই হউক, জলই হউক আর বজ্রপাতই হউক।

হঠাৎ সিঁড়িতে কাহার পদশব্দ হইল। ললিত দ্বারের পানে চাহিয়া রহিল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে আসিয়া দাঁড়াইল—অবিনাশ। বেচারীর আপাদমস্তক জলে ভিজিয়া গিয়াছে। তাহার বন্ধ ছাতার ডগা দিয়া জলের ধারা নামিতেছে।

"এ কি অবিনাশ—এ কি—অ্যাঁ? ভয়ানক ভিজে গেছ যে!" অবিনাশ হাসিতে হাসিতে বলিল, "হ্যাঁ, অবস্থা শোচনীয়। ট্র্যাম থেকেও নামলাম, বৃষ্টিটেও জোরে এল। এইটুকু আস্‌তে আস্‌তেই দেখ না ব্যাপার!"—ছাতাটি বারান্দায় রাখিয়া, জুতা যোড়াটি খুলিয়া অবিনাশ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

ললিত বলিল, "ইস্—কাপড়, জামা, চাদর বিলকুল ভিজে গেছে যে হে! ছেড়ে ফেল—ছেড়ে ফেল—আমি শুকনো কাপড় জামা বে'র ক'রে দিই।"

ভিজা পিরাণ খুলিয়া ফেলিয়া, গামছায় গা, হাত, পা মুছিয়া অবিনাশ শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিল। ললিতের গেঞ্জি তাহার গায়ে একটু আঁটো হওয়ায়, তাহা রাখিয়া কোঁচার খুঁটে দেহ আবৃত করিয়া লইল। ঝি আসিয়া ভিজা কাপড়গুলি নিংড়াইয়া শুকাইবার জন্য বারান্দায় টাঙ্গাইয়া দিল।

অবিনাশ বসিয়া বলিল, "কৈ, আমার কবিতা দাও।"

ললিত বলিল, "তুমি কি কবিতার জন্যে এসেছ এত দূর, এই জলবৃষ্টিতে?"

"তবে আর কিসের জন্যে বল? তুমি ত আমায় নেমন্তন্ন কর নি।"—বলিয়া অবিনাশ হাসিতে লাগিল।

ললিত বলিল, "ও বেলা ত তোমাদের ওখানে যেতেই হবে কি না, কবিতাটি সঙ্গে করেই নিয়ে যাব ভেবেছিলাম। সকালে উঠেই লিখতে বসেছিলাম—এই কতক্ষণ হ'ল শেষও করেছি।"

"কৈ কৈ—দেখি?"

ললিত বলিল, "এখনও সংশোধন [illegible] আগে সংশোধন করি, তার পর [illegible]"

"না—না—দাও, দেখি।" [illegible]

[illegible]।"

[illegible]য়া অবিনাশ ভিজা [illegible]ড়ি নামিতে লাগিল।

"এখনও ঠিক মনের মতনটি হয় নি হে। এখনও অনেক জায়গায় বদলাতে টদলাতে হবে।"

"বেশ ত, এস না, দু'জনে একসঙ্গে পড়তে পড়তেই বদলান যাক্। কৈ, বের কর। এই খাতাখানি বুঝি?"—বলিয়া অবিনাশ খাতাখানি খুলিয়া ফেলিল। প্রথম পৃষ্ঠায় চক্ষু রাখিয়া বলিল—"শ্রাবণ-নিশীথে—বাঃ বাঃ – নামটি ত বড় চমৎকার হয়েছে!"—বলিয়া মনে মনে পাঠ করিতে লাগিল। পাঠশেষে খাতাখানি বন্ধ করিয়া, জানালা দিয়া মেঘপ্লাবিত আকাশের পানে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত বলিল—"বাঃ– সুন্দর! অতি সুন্দর।" শেষে ললিতের মুখপানে চাহিয়া, মাথাটি নাড়িতে নাড়িতে গদগদভাবে বলিল—"সার্থক কলম ধরেছিলে ভাই!"

ললিত লজ্জা ও পুলকজড়িত কণ্ঠে বলিল, "যাও যাও—ঠাট্টা করতে হবে না।"

অবিনাশ বলিল, "না, ঠাট্টা করিনি ভাই, বাস্তবিকই কবিতাটি অতি চমৎকার হয়েছে। এত কাল সহকারী সম্পাদকী করছি—কত হাজার হাজার কবিতা ঘেঁটেছি, কিছু কিছু বুঝি ত। এ রকম কবিতা সচরাচর আমরা পাইনে! যেমন ভাষার সরলতা, তেমনি ভাবের নূতনত্ব।"—বলিয়া খাতাখানি আবার সে খুলিল। পড়িতে লাগিল—

"দেখিতেছি ব'সে ব'সে বাতায়ন-পথে,
মেঘরাজা উঠিয়াছে আকাশের রথে।

বাঃ—উপমাটি একেবারে নতুন। মাইকেল লেখেনি, হেম বাড়ুয্যে লেখেনি, রবি ঠাকুর লেখেনি।

থেকে থেকে ছুটে এসে সৌদামিনী রাণী,
করিছেন প্রিয়তম সাথে কানাকানি।
দেখিয়া এ দৃশ্য হায়, অন্তর আমার,
না জানি কিসের লাগি করে হাহাকার!"

খাতা হইতে চক্ষু তুলিয়া, বাহিরে আকাশের দিকে চাহিয়া, আপন মনেই অবিনাশ মৃদুস্বরে বলিতে লাগিল—"করে হাহাকার—করে হাহাকার। – বাঃ, অতি সুন্দর।"

পাব্লি... তেছি।' কিন্তু ... কয়েক মুহূর্ত কবিত্বরসটুকু উপভোগের জন্যে, নইলে বিক্র... পর অবিনাশ আবার পড়িতে পর, দোকান খুলেই ঐ... বাবার বইগুলি ছাপাতে...

...দিন তারে দেখিনু প্রথম,
...খি তার রূপে অনুপম।
নয়নের নিদ্রা গেল, বদনের হাসি,
তারই মুখ স্মরি আর আঁখিজলে ভাসি।
শ্রাবণ-নিশীথ আজি [illegible]য়ে মগন,
হায় হায়, কোথা মোর হৃদয়ের ধন!"

এই পর্য্যন্ত পড়িয়া অবিনাশ হঠাৎ থামিল। কৌতুকের সহিত ললিতের মুখপানে দুই একবার চাহিল। শেষে বলিল—"কি হে ভায়া, ব্যাপার কি? কারু সঙ্গে প্রেমে পড়েছ না কি?"

ললিত মুখ ফিরাইয়া বলিল, "প্রেমে না পড়লে বুঝি কবিতা লেখা যায় না?"

অবিনাশ বলিল, "তা যাবে না কেন? যায়—আমাদের মনতোষ বাবু বলেন, কল্পনাশক্তির বলে লেখা যায়। হ্যাঁ—তার পর—

কেন বা দেখিনু তারে, লভিনু কি ফল?
না জানি সে মোর ভাগ্যে সুধা কি গরল।
পোহাইবে এ আঁধার শ্রাবণ-রজনী,
আকাশে উদিবে পুনঃ নব-দিনমণি।
আমার এ জীবনের অন্ধকার রাতি
পোহাবে কি?—দেখিব কি দিবাকর ভাতি?

—আচ্ছা ভাই, তুমি সত্যিই বলছ, এ একবারে নিছক কল্পনা?"

ললিত কোন উত্তর না দিয়া, অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া হাসিতে লাগিল।

অবিনাশ আবার খাতাখানির উপর দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "শেষের ষ্ট্যানজাটিই সব চেয়ে সুন্দর হয়েছে—

নাহি জানি আছে কিবা বিধাতার মনে—
পাব কি পাব না তারে কভু এ জীবনে!
যদি পাই—মোর তুল্য কেবা সুখী ভবে?
নাহি পাই—সারা জন্ম কাঁদিতেই হবে!
পাই বা না পাই তারে—এ জীবন ভরি
সে-ই রবে হয়ে মোর হৃদয়-ঈশ্বরী।—

—একেবারে গ্র্যাণ্ড! সিম্প্লি গ্র্যাণ্ড! কবিতা যদি বলতে হয়, তবে এই রকম রচনাকেই। আজকাল যে সব কবি হয়েছেন, কেবল শব্দাড়ম্বর! ভাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ নেই। কেমন ছোট ছোট সহজ কথা তুমি লিখেছ, অথচ রসের ফোয়ারা ছুটেছে।"

ললিত বলিল, "তুমি ত আমার সব কবিতা সোনার চোখে দেখ? মনতোষবাবুর পছন্দ হ... কি না, তাই বল।"

অবিনাশ উত্তেজিত স্বরে বলিল, "হবে না আবার? তিনি একেবারে মুগ্ধ হয়ে যাবেন। তাঁর মত কাব্যরসিক সম্পাদক বাঙ্গালায় ক'টা আছে? যাক্, এবার আমাদের আর্য্যশক্তিকে, অন্ততঃ কবিতায়, অন্য কোনও কাগজ হটাতে পারছে না।"

অতঃপর দুই বন্ধুতে মিলিয়া আর্য্যশক্তি সম্বন্ধে, বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইল। মণিমালার বিবাহের কথাও উঠিল। অবিনাশ বলিল, "মণিমালার বিয়ে কি আর এত দিন বাকি থাকে? এত দিন কোন্ কালে হয়ে যেত। মনতোষবাবু যে গোঁ ধ'রে আছেন, নিজে সাহিত্যিক, সাহিত্যিক ছাড়া আর কাউকে জামাই করবেন না। এই এক বাধা। দ্বিতীয় বাধা—বরপণের উনি ভয়ানক বিরোধী কি না, আর্য্যশক্তিতে এ সম্বন্ধে ওঁর কয়েকটা প্রবন্ধ বেরিয়ে গেছে, পড়েছ বোধ হয়। বরপণ-স্বরূপ এক পয়সা দেবেন না---কেউ মাথা খুঁড়লেও না,---তাতে মেয়ের বিয়ে হয়, বহুৎ আচ্ছা, না হয়, মেয়ে আইবুড়ই থাকবে—এই তাঁর মত। এক পয়সা নেবে না, এ রকম সাহিত্যিক কোথা খুঁজে পাওয়া যাবে বল? একটা প্রস্তাব এসেছে, দেখা যাক্ কি হয়। মনতোষ বাবুর ত খুব ইচ্ছে আছে—কিন্তু ওঁর স্ত্রী রাজি হচ্ছেন না।"

অবিনাশ লক্ষ্য করিল, এ কথা শুনিয়া ললিতের মুখ যেন পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। ক্ষীণস্বরে সে জিজ্ঞাসা করিল, "কার সঙ্গে?"

অবিনাশ নিতান্ত নির্লিপ্তভাবে বলিল, "ঢাকার অনাদিবাবুর সঙ্গে—ঔপন্যাসিক অনাদিবাবু আর কি। ঢাকায় তিনি ওকালতী করেন। খুব পসার। গত ফাল্গুন মাসে তাঁর স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে। মাসখানেক হ'ল তিনি এখানে এসেছিলেন, মণিমালাকে দেখে তাঁর ভারি পছন্দ হয়েছে। নিজে লজ্জায় মনতোষবাবুকে বলতে পারেন নি। আমায় এসে ধরলেন। বল্লেন—'এটি ভায়া তোমার যেমন ক'রে হোক ক'রে দিতেই হবে। মনতোষ বাবুকে বোলো, তাঁর তামত আমি জানি। সিকি পয়সা আমি নেব না। মেয়েকে গহনা-টহনাও কিছু তাঁকে দিতে হবে না; গায় হলুদের তত্ত্বে আমি গা-সাজান সমস্ত গহনা দিয়ে দেব।' তাঁর এই কথা শুনে হেসে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমায় ঘটকালি কি দেবেন বলুন দেখি?' তিনি বল্লেন, 'এবার যে উপন্যাস আমার বেরুবে, সেখানি তোমার নামে উৎসর্গ করব।' —আমি বল্লাম, 'আচ্ছা, চেষ্টা দেখি।'—শুনে, মনতোষ বাবু সহজেই রাজি হলেন। বল্লেন—'পাত্রটি ত খুবই ভাল, যেমন বিদ্বান্ তেমনি প্রতিভাশালী, উপন্যাস লিখে নামও যথেষ্ট হয়েছে। ওকালতীতে টাকাও পান বিস্তর। আমার খুবই মত আছে। গিন্নী কি বলেন দেখি।'—ওঁর স্ত্রী কিন্তু দোজবরে শুনে একদম বেঁকে বস্‌লেন। একে দোজবরে, তায় আবার তিন চারটি ছেলে-মেয়ে আছে কি না। কর্ত্তা কত বলছেন, 'হলেই বা দোজবরে। বয়স ত এমন কিছু বেশী নয়, এই বেয়াল্লিশ কি তেতাল্লিশ!' গিন্নীকে কত বোঝাচ্ছেন। এখন না কি গিন্নী অনেকটা নরম হয়েছেন শুনছি। দেখা যাক, কতদূর কি হয়।"—বলা বাহুল্য, অনাদিবাবু সংক্রান্ত সমস্ত কথাগুলিই অবিনাশের স্বকপোল-কল্পিত।

ললিত কি যেন বলি বলি করিতে লাগিল। তাহার ওষ্ঠযুগলও অল্প নড়িয়া উঠিল, কিন্তু কোনও বাক্য নিঃসৃত হইল না। অধোমুখে মৌনভাবে সে বসিয়া রহিল।

জলটা এতক্ষণে ছাড়িয়া গিয়াছিল। অবিনাশ বলিল, "বেলা হ'ল ভাই, এখন তা হ'লে উঠি।"

ললিত কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "তোমার কাপড় জামা ত শুকোয় নি অবিনাশ। আমার জামাও ত তোমার গায়ে হবে না। এইখানেই স্নানাহার কর না। ও বেলা তখন দু'জনে একসঙ্গেই যাওয়া যাবে।"

অবিনাশ বলিল, "না ললিত, আমার যে বিস্তর কায রয়েছে ভাই! থাকলে ত চলবে না—নইলে থাকতাম। তোমার এই ধুতিখানা পরেই যাই। তুমি বরঞ্চ একখানা চাদর টাদর আমায় দাও, তাই গায়ে দিই।"

ললিতের সিল্কের চাদর গায়ে দিয়া, ছাতাটি হাতে লইয়া অবিনাশ বলিল, "ওবেলা আস্‌ছ ত ঠিক?"

"ঠিক আস্‌ব।"

"কবিতাটি আজই কিন্তু ছাপাখানায় পাঠাতে হবে। ওটি নিয়ে যেতে ভুলো না ভাই।"

"না, ভুলব না, তুমি নিশ্চিন্ত থাক।"

"আচ্ছা—আসি তবে"—বলিয়া অবিনাশ ভিজা জুতা যোড়াটি পায়ে দিয়া সিঁড়ি নামিতে লাগিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পরদিন বেলা সাতটা না বাজিতেই ললিত অবিনাশের বাড়ীতে আসিয়া হাজির। দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ডাকাডাকি করিতেছিল, "কে" বলিয়া অবিনাশ তাহার দ্বিতলের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিবামাত্র "ললিত যে!" বলিয়া ছুটিয়া গিয়া সে দ্বার খুলিয়া দিল। দেখিল, ললিতের হস্তে খবরের কাগজে আংশিকভাবে জড়ানো, তাহার পূর্ব্ব-দিনের ধুতি ও পিরাণটি। তাহার মুখ শুষ্ক, চক্ষু দুইটি বসিয়া গিয়াছে। অবিনাশ বলিল, "তোমার চেহারা এমন হয়ে গেল কেন? শরীর ভাল আছে ত হে?"

ললিত বলিল, "কা'ল সারারাত্রি আমার ঘুম হয় নি।"

অবিনাশ নষ্টামি করিয়া বলিল, "কেন, কোনও কবিতা লিখ্‌ছিলে না কি?"

"না, কবিতা-টবিতা নয়। একটা বড় বিষম ভাবনায় প'ড়ে গেছি। তাই তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছি ভাই।"

"ওঃ"—বলিয়া অবিনাশ ললিতকে বৈঠকখানায় আনিয়া বসাইল। জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি?"

ললিত বলিল, "অবিনাশ, কা'ল যে কবিতাটি তোমায় দিয়েছি—"

অবিনাশ তাড়াতাড়ি বলিল, "হ্যাঁ, সে ত মনতোষ বাবু কা'ল সন্ধ্যেবেলাই পাশ ক'রে দিয়েছেন। তুমি চ'লে গেলে সেটা তাঁকে দেখালাম কি না। বল্লেন, এটিও অতি উঁচুদরের কবিতা হয়েছে।—ছাপাখানার বাণ্ডিলের মধ্যে সেটি বেঁধে রেখে এসেছিলাম। এতক্ষণ বোধ হয় কম্পোজ সুরু হয়ে গেছে। এ মাসেই বেরুবে।"

ললিত বলিল, "না, সে কথা জিজ্ঞাসা করছিনে। আমার সে কবিতাটি—"

অবিনাশ বিস্ময়ের ভাণ করিয়া বলিল. "কবিতাটি, কি?"

"সেটি ভাই, নিছক কল্পনা নয়।"

অনেক কষ্টে হাসি চাপিয়া, মুখখানি গম্ভীর করিয়া অবিনাশ ললিতের পানে চাহিয়া রহিল। শেষে বলিল, "কি বলছ তুমি? তুমি সত্যি সত্যিই কি—"

ললিত বলিল, "হ্যাঁ অবিনাশ—আমি—সত্যি—সত্যিই—"

অনেক ইতস্ততঃ করিয়া, অনেক কষ্টে ললিত নিজ মনের গোপনীয় কথা অবিনাশের নিকট প্রকাশ করিল।

সকল কথা শুনিয়া, অবিনাশ কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। শেষে বলিল, "এমন ব্যাপার? তা ত জানতাম না!"

ললিত বলিল, "সব ত শুনলে, এখন উপায় কি বল।"

অবিনাশ যেন কত চিন্তিত হইয়া বলিল, "অনাদি বাবু—অনেক টাকার মানুষ! বিশেষ তিনি আগাগোড়া সমস্ত গহনা দেবেন বলেছেন। এই ত হয়েছে মুস্কিল কি না।'

এইবার ললিতের মুখ খুলিল। সে বলিল, "ভাই, তোমরা শিক্ষিত লোক হয়েও কি এ কথা বলবে? গহনাই কি এত বড় হ'ল? মনের সুখ কি কিছুই নয়? মানি অনাদি বাবু আমার চেয়ে ধনে মানে অনেক বড়। কিন্তু তেমনি তিনি আমার চেয়ে বয়সেও যে অন্ততঃ কুড়ি বছরের বড়! মণিমালার ত বাপের বয়সী। এ বিবাহে কি মনের মিল কখনও হ'তে পারে? সেটা তোমরা মোটেই বিবেচনা করবে না?"

অবিনাশ বলিল, "সবই ত বুঝি। কিন্তু কথাটা কি জান ললিত, মনতোষবাবুর আর্থিক অবস্থা তেমন ভাল নয়। তুমি এখন এক রকম আপনার লোক হয়ে পড়েছ, তোমাকে বলতে দোষ নেই—আর্য্যশক্তির এত গ্রাহক তত গ্রাহক ব'লে বাইরে আমরা যত লম্ফঝম্প করি, সে কেবল ব্যবসাদারী—ভুয়ো কথা। দিন কতক কাগজখানা খুব জেঁকে উঠেছিল বটে,—কিন্তু এদানী বছর দুত্তিন আর্য্যশক্তির অবস্থা ক্রমেই খারাপ হয়ে আসছে। কাউকে বোলো না, আর্য্যশক্তির জন্যে মনতোষ বাবু বিলক্ষণ দেনদার হয়ে পড়েছেন। অথচ নামডাক যথেষ্ট বড় বড় সব লোকের সঙ্গেই আলাপ, তারা স[illegible] আসবে বিবাহে নিমন্ত্রিত হয়ে। দু'একখানি অলঙ্কার যা আছে, তা পরিয়ে মেয়েকে বিবাহ স[illegible] বের করেন কি ক'রে বল দেখি? অনাদি বাবু গা-ভরা গহনা দেবেন, সেই জন্যেই তাঁর দিকে [illegible] ছেন বৈ ত নয়!"

ললিত কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া [illegible] শেষে বলিল, "আচ্ছা, কত টাকার [illegible] চলতে পারে অবিনাশ?"

"হাজার টাকার গহনা হ'লে কোনও গতিকে এক রকম গা-সাজানো হয়। কনে গয়না বই ত নয়!"

"আচ্ছা ভাই, আমি যদি হাজার টাকার গয়না মণিমালাকে দিতে পারি, তা হ'লে কি আমার কোনও আশা আছে? আমার একটি হাজার টাকার সম্বল আছে। আমার জন্যে তুমি একবার ব'লে দেখবে?"

অবিনাশ বলিল, "তোমার যখন এত ঝোঁকই হয়েছে, তোমার জন্যে আমি চেষ্টা ক'রে না হয় দেখতাম। কিন্তু অনাদি বাবু যে রকম ধরেছেন—"

ললিত কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, "দেখ, তুমি ক'দিন থেকেই বাবার বইগুলোর কপিরাইটের কথা আমায় বলছ—কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমি স্বীকার হইনি। স্বীকার না হওয়ার কারণও তোমাকে বলেছি। আচ্ছা, এখন একটি প্রস্তাব করি। তুমি ভাই আমার এই উপকারটি ক'রে দাও, আমি তোমায় কপিরাইট লিখে দিচ্ছি। কিন্তু দামটাম আমি নিতে পারব না ভাই—তোমাকে আমি কপিরাইট দানপত্রে লিখে দেব। বল, এই ঘটকালীতে রাজী আছ?"

অবিনাশ বলিল, "কেন,কিছু দাম নিতে তোমার আপত্তি কি? বেশী ত আমার ক্ষমতায় কুলোবে না, এই ধর শো দুই টাকা—"

ললিত বলিল, "তুমি এ কায করতে যাচ্ছ একটা খেয়ালের বশে। নিশ্চয়ই তোমায় এর জন্যে লোকসান সইতে হবে। তার উপর আবার তোমার কাছে টাকা নিয়ে—না ভাই, সে হবে না—সে অন্যায় হবে।"

অবিনাশ কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিবার ভাণ করিল। তার পর বলিল, "আচ্ছা, তুমি অত করেই বলছ যখন, তখন দাম নিও না। আমি মনতোষবাবুকে, গিন্নীকে ব'লে কয়ে একবার চেষ্টা ক'রে দেখি।"

ললিত আবেগের সহিত বলিল, "তুমি চেষ্টা করলেই পারবে ভাই।"

অবিনাশ অন্য দিকে চাহিয়া আরও কিয়ৎক্ষণ যেন ভাবিল। শেষে বলিল, "কিন্তু যদি সফল হই, আমার ঘটকালিটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই চাই ভাই। তুমি যে বলবে, আগে দুই হাতে এক হয়ে যাক, তার পর কপিরাইট লিখে দেব—সে আমি শুনব না কিন্তু।"

ললিত উৎসাহের সহিত বলিল, "এই ত কথা! আচ্ছা, যে দিন তুমি এসে আমায় সংবাদ দেবে যে, ওঁরা রাজি হয়েছেন, সেই দিনই আমাকে দিয়ে তুমি দলিল লিখিয়ে নিও।"

"আচ্ছা, তবে আমি চেষ্টা করি। কিন্তু দেখো ভাই, কথার যেন খেলাপ না হয়।"

"হবে না। সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক।"

নবম পরিচ্ছেদ

দুই দিন পরে অবিনাশ ললিতের বাসায় আসিয়া সংবাদ দিল, কর্ত্তা ও গৃহিণী উভয়েই রাজি হইয়াছেন। আজ সন্ধ্যার পর তাঁহারা ললিতকে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, বোধ হয়, এ বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য।

শুনিয়া ললিত যেন হাতে স্বর্গ পাইল। তাহার চোখ ছল-ছল করিতে লাগিল। অবিনাশের হাতখানি নিজে হাতে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "ভাই, তুমি আমায় জন্মের মত কিনে রাখলে!"

সন্ধ্যার পর ললিত নিমন্ত্রণ রক্ষা করিল।

মনতোষবাবু তখনও সান্ধ্য ভ্রমণ হইতে ফিরেন নাই। গৃহিণী ললিতকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ বাবা, তুমি আমার মণিকে বিয়ে করতে চেয়েছ?"

ললিত লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিল।

গৃহিণী বলিলেন, "তা, এ ত বেশ সুখের কথা বাবা। মণিকে তোমার যদি এতই পছন্দ হয়ে থাকে, ওকে তুমি নাও—আমাদের তাতে কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু একটা কথা আছে।"

ললিত বলিল, "কি মা, বলুন।"

"শুভকর্ম্মটি তা হ'লে এই শ্রাবণ মাসেই সেরে ফেলতে হয়। নইলে অগ্রহায়ণ মাসের আগে ত আর বিয়ের দিন নেই—ভাদ্র মাসে মণির আবার যোড়া বছর পড়বে। ভাদ্র মাসে ওর জন্মমাস কি না, চোদ্দয় পা দেবে। যোড়া বছরে ত বিয়ে হ'তে নেই।"

ললিত বলিল, "তা, শ্রাবণেই হোক না কেন!"

"আমিও তাই বলি। শুভস্য শীঘ্রং। দেশে কি তোমার খুড়ো মশায়কে চিঠি লিখিব আমরা?"

"না, কিছু দরকার নেই মা। আমার জন্যে ত ভেবে ভেবে তাঁদের ঘুম হচ্ছে না কি না! আমি

বেঁচে আছি কি ম'রে গেছি, সে খবরও তাঁরা নেন না! তাঁদের চিঠি লেখবার কোন দরকার নেই।"

"সে তুমি যে রকম বলবে, তাই হবে। আর একটা কথা বাবা!"

"কি, মা, বলুন।"

"মণিকে বিয়ের পরে কোথায় রাখবে? প্রথম অবশ্য দু'মাস ছ'মাস এইখানেই থাকবে। তার পর?"

"তার পর ছোটখাট একটা বাড়ীভাড়া ক'রে ওকে নিয়ে যাব।"

গৃহিণী বলিলেন, "ওই একটু মুস্কিল হয়েছে কি না বাবা। তোমার ত কেউ স্ত্রীলোক অভিভাবক নেই—মাসী পিসী খুড়ী জ্যেঠী—মণি ছেলেমানুষ, একলা কি একটা বাড়ীতে থাকতে পারবে ও? তা ছাড়া, তোমার মাইনেও এখন কম। মাইনে কিছু না বাড়া পর্য্যন্ত মণিকে যদি এখানে রাখ, তা হ'লেই ভাল হয় বাবা।"

"দেশে আমার এক পিসীমা আছেন, চেষ্টা করলে হয় ত তাঁকে আমি পরে এখানে নিয়ে আসতে পারব। তার ত এখনও দেরী আছে মা, সে পরের কথা পরে হবে। সব রকম বিবেচনা ক'রে আপনারা যা ভাল বুঝে আমায় পরামর্শ দেবেন, তাই আমি করব।"

কর্ত্তা বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিয়া, ভাবী জামাতাকে নানা স্নেহবাক্যে আপ্যায়িত করিলেন। পঞ্জিকা দেখিলেন। ২৭শে শ্রাবণ বিবাহের ভাল দিন পাওয়া গেল।

পরদিন অবিনাশ বেলা ৮টার মধ্যে ললিতের বাসায় গিয়া উপস্থিত হইল। বলিল, "আজকে বেলা দুটোর পর হাইকোর্ট পাড়ায় আসতে পারবে?"

"কেন?"

"তা হ'লে সেই দলিলটা আজ লেখা হ'তে পারত।"

"বল ত আসি।"

অবিনাশ এটর্ণি বাড়ীর ঠিকানা বলিয়া দিল। বলিল, "আমি ঠিক কাঁটায় কাঁটায়, দুটোর সময় তাদের সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে থাকব। তুমি ত দেরী করবে না?"

"না, দেরী করব কেন?"

"ললিত, আমার এই তাড়াতাড়ি দেখে তুমি কি মনে করছ জানিনে। হয় ত ভাবছ, তোমায় আমি অবিশ্বাস করছি—পাছে বিয়ে-টিয়ে হয়ে গেলে আর না দেও, ফাঁকি দেও। তা নয় ভাই। দোকানটি খোলবার সব বন্দোবস্ত করেছি। জন্মাষ্টমীর দিনেই খুলব। সেই দিনই তোমার বাবার প্রথম বইখানি প্রকাশ করব, এইটে আমার ভারি ইচ্ছে। সেই জন্যেই একটু তাড়াতাড়ি করছি।"

ললিত বলিল, "লিখে ত [illegible], কিন্তু দেখ ভাই, শেষে যদি বিপদে পড় ত আমার দোষ না।"

যথাসময়ে এটর্ণিবাড়ী গিয়া দানপত্র লেখা হইল। পরদিন তাহা রেজিষ্টারিও হইয়া গেল।

রেজিষ্ট্রী আফিস হইতে বাহির হইয়া অবিনাশ বলিল, "একটা কথা ব'লে রাখি ভাই। মনতোষবাবুকে কিংবা তাঁদের কাউকে, এ কপিরাইট কেনার কথা ঘুণাক্ষরেও কিছু যেন বোলো না—বুঝেছ?"

"না, এত দিন যখন বলিনি, তখন এখনই বা বলব কেন?"

ললিতকে ট্রামে তুলিয়া দিয়া অবিনাশ এটর্ণি আফিসে গেল। সেখানে গিয়া বলিল, "বারো হাজার টাকার দাবিতে পান্না মিত্তিরের নামে একখানা নোটিস লিখতে হবে। বিনা অধিকারে অন্যায়ভাবে কালী ভট্‌চায্যির পাঁচখানি উপন্যাস ছাপিয়ে বিক্রী ক'রে, এ সাড়ে পাঁচ বছরে খরচ-খরচা বাদ অন্ততঃ দশ হাজার টাকা লাভ করেছে। অনুবাদ সত্ত্ব বিক্রী ক'রেও অন্ততঃ দু হাজার টাকা সে পেয়েছে। এই বার হাজার টাকার দাবীতে তাকে একখানা নোটিশ লিখে পাঠান।"

এটর্ণি তদনুসারে নোটিশ পাঠাইল যে, সপ্তাহ মধ্যে পান্না মিত্র যদি এই টাকা দাখিল না করে, তবে সপ্তাহান্তে হাইকোর্টে তাহার নামে মোকদ্দমা রুজু হইবে।

দশম পরিচ্ছেদ

শ্রাবণ-সংখ্যা 'আর্য্যশক্তি' বাহির হইয়া গেল। বিবাহের আয়োজনে মনতোষবাবু মনোযোগ দিলেন। তাঁহার বন্ধুবান্ধব তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন—"এটা রীতিমত সাহিত্যিক বিবাহ। ছোট বড় সমস্ত

সাহিত্যিককে নিমন্ত্রণ ক'রে বিবাহ-রজনীতে একটা সাহিত্য-সম্মিলন ক'রে ফেলতে হবে।"

সবই ত হইতে পারে, কিন্তু টাকা কৈ? ঐ জিনিসটারই যে বড় টানাটানি। টাকার অপ্রতুলতা বশতঃ বিবাহের আয়োজন অতি মন্থরগতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল।

বিবাহের পাঁচ দিন মাত্র বাকি। মনতোষবাবু বিমর্ষ চিত্তে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতেছিলেন, অবিনাশ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "অত ভাবছেন কি?"

মনতোষবাবু বলিলেন, "টাকার জন্যে যে মহা মুস্কিলে পড়ে গেছি হে! গহনা কিংবা নগদ টাকাই দিতে হবে না বটে; বরাভরণ, দানসামগ্রী, লোকজন খাওয়ান খরচ,এ সব ত আছে। এক জায়গায় হাজার-খানেক টাকা ধারের বন্দোবস্ত করেছিলাম, তখন ত বলেছিল নিশ্চয় দেবে, এখন বলেছে, দিতে পারবে না! শেষকালে কি দাঁড়িয়ে অপমান হ'তে হবে না কি?"—বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু ছলছল করিয়া উঠিল।

অবিনাশ বলিল, "তাই ত, এখন উপায়?"

"উপায় আমার মাথা আর মুণ্ডু!—আমি এ সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে পালাই। তোমরা যা হয় কর।"

অবিনাশ কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিল, "আমি টাকার চেষ্টা দেখব?"

"দেখ যদি পার। পাবে? কোনও আশা আছে?"

"চেষ্টা করলে পেতে পারি বোধ হয়। দেখি চেষ্টা ক'রে।"

পরদিন অবিনাশ এক হাজার টাকা আনিয়া মনতোষবাবুকে দিল। তিনি মহা খুসি হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা পেলে হে?"

অবিনাশ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "ওটা একটু সুযোগে পাওয়া গেছে।"

মনতোষবাবু অবিনাশকে অনেক আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "বিয়ে হয়ে যাক—কিছু সুদ ধ'রে একখানা হ্যাণ্ডনোট লিখে দেব তোমায়। না—না—সে তুমি বল্লেও শুনব না, সুদ কিছু তোমায় নিতেই হবে। তুমি গরীব মানুষ, বিনা সুদে আমায় এত টাকা ধার দেবে, সে কি কথা!"

আজ ২৭শে শ্রাবণ। আজ ললিতের সহিত মণিমালার বিবাহ। এক সপ্তাহের জন্ম নিকটে এক-খানি বড় বাড়ী ভাড়া লওয়া হইয়াছে—সেই বাড়ীতেই বিবাহ হইবে। দেশ হইতে মনতোষবাবুর আত্মীয়-কুটুম্বগণ আসিয়াছেন। বিবাহবাড়ী গম্‌গম্ করিতেছে।

মনতোষবাবুর বন্ধুর অভাব নাই। বিবাহের দিন অনেকেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সাহায্য করিতে আসিলেন। অবিনাশকে মনতোষবাবু প্রাতের গাড়ীতে নাটোরে পাঠাইয়া দিয়াছেন। দুই মণ কাঁচাগোল্লা সেখানে ফরমাইস দেওয়া হইয়াছিল, সন্ধ্যার ট্রেণে তাহা সঙ্গে লইয়া অবিনাশ আসিয়া পৌছিবে।

ললিত গায়ে হলুদ হইতে এই বাড়ীতেই আছে। আজ সে-ও পাঁচ জনের সঙ্গে কাযকর্ম্মে লাগিয়া গিয়াছে।

কলিকাতার ছোট বড় বহুসংখ্যক সাহিত্যিক এবং সাহিত্যসম্পর্কিত ভদ্রলোকই নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে হইতেই দুই এক জন করিয়া পৌছিতে আরম্ভ করিলেন।

উপেন্দ্রবাবু নামক এক জন উকীলের সহিত মনতোষবাবু বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। উপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "আপনার বেয়াইয়ের বইগুলি যে আপনারা পান্না মিত্রের হাত থেকে উদ্ধার করতে পেরেছেন, এটা খুব ভাল হয়েছে।"

মনতোষবাবু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "কি বল্লেন আপনি? বই আবার কবে উদ্ধার করলাম?"

"কেন, আপনার অবিনাশ ত পান্না মিত্রের কান ম'লে তার কাছ থেকে বইগুলির কপিরাইট্ কেড়ে নিয়েছে। আপনি কি কিছু জানেন না?"

"না, আমি ত কিছুই জানিনে। কি ক'রে কেড়ে নিলে? কবে?"

"বিলক্ষণ। আমি মনে করেছি, আপনি সবই জানেন। অন্ততঃ অবিনাশ ত আমাকে তাই বুঝতে দিয়েছিল। সে বল্লে, আমি ত কেবল বেনামদার।"

"কি? ব্যাপার কি হয়েছে?"

উপেন্দ্রবাবু তখন বলিতে আরম্ভ করিলেন, "ঐ পান্না মিত্তির আমার মক্কেল কি না। দিন পনেরো হ'ল, এক দিন পান্না এসে আমায় বল্লে, এই দেখুন

এটর্ণিবাড়ী থেকে এক নোটিশ পেয়েছি; কালী ভট্‌চাযিার কাছ থেকে সব বইয়ের কপিরাইট অবিনাশ দানপত্র লিখিয়ে নিয়েছে—নিয়ে এখন বলছে, আমি কালী ভট্‌চাযিার বই বিনা অধিকারে ছাপিয়ে বারো হাজার টাকা লাভ করেছি—সেই টাকা না দিলে আমার নামে নালিশ করবে।—আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বিনা অধিকারে ছাপিয়েছ না কি?'—সে বল্লে, 'না মশাই, এই দেখুন আমার দলিল।' দলিল দেখলাম, সে দলিল কিছুই নয়। কিনেছে কেবল খানকতক হাতের লেখা কাগজ। কপিরাইট যার ছিল, তারই আছে। বল্লাম তাকে সেই কথা। সে ত বিশ্বাসই করতে চায় না। তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে, তিন চার দিন বড় বড় উকীল-কৌন্সুলির কাছে গিয়ে, বিস্তর ফী গুণে, মত নেওয়া হ'ল। সকলেই বল্লে, কপিরাইট পান্নালাল কেনেনি, কপিরাইট যার ছিল, তারই আছে। শেষে অবিনাশের এটর্ণির বাড়ী গিয়ে, অবিনাশকে ডাকিয়ে মিটমাট করা হ'ল, পান্নালাল নগদ দু'হাজার টাকা অবিনাশকে দিলে, আর স্বীকারপত্র লিখে দিলে যে, 'কপিরাইটের অধিকারী সে কখনও ছিল না এবং এখনও নয়; আর কখনও ও সব বই সে ছাপবে না।' অবিনাশ লিখে দিলে, 'সে কপিরাইটের মালিকস্বরূপ, নগদ দু' হাজার টাকা পান্নার কাছ থেকে পেয়ে তার উপর সমস্ত দাবী-দাওয়া ছেড়ে দিলে।' এই ত দিন পাঁচ ছয় হ'ল মিটমাট হয়েছে। আপনাকে অবিনাশ কিছু বলে নি?"

"না, না, কিছুই ত আমি জানিনে। এই ত আপনার কাছে প্রথম শুনছি।"

উপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "তবে কি এর মধ্যে কোনও গোলযোগ আছে না কি?"

মনতোষবাবু বলিলেন, "সেই রকমই ত দেখছি। অবিনাশ যদি জানতেই পেরেছিল যে, পান্নার ও দলিল কিছু নয়, তার ত উচিত আমাকে এসে সেই কথা বলা। চুপি চুপি ও এত কাণ্ড করলে কেন? ওর মনে নিশ্চয়ই পাপ আছে।"

উপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "তাই ত এখন বোধ হচ্ছে। নইলে আপনার জামাইয়ের কাছে থেকে দানপত্র লিখিয়ে তা রেজিষ্টারি করিয়ে নেবে কেন?"

"দেখি"—বলিয়া মনতোষবাবু উঠিয়া গেলেন। ললিতের সন্ধান করিয়া তাহাকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া, যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন, সকল কথা বলিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি তার নামে দানপত্র লিখে দিয়েছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আমাকে ব[illegible], 'তোমার বাপের বইগুলোর কপিরাইট যদি উ[illegible] করতে পারি, একবার চেষ্টা দেখি।'—বলিয়া অবিনাশের সঙ্গে দিনের পর দিন এ সম্বন্ধে তাহার যাহা কিছু কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, সমস্তই মনতোষবাবুকে বলিল।

"ওঃ—কি বিশ্বাসঘাতক! কি বিশ্বাসঘাতক!"—বলিয়া মনতোষবাবু স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন, "দলিল লেখার আগে আমাকে যদি একটিবার জিজ্ঞাসা করতে বাবাজী!"

ললিত বলিল, "এর মধ্যে যে এত কাণ্ড আছে, তা কি ক'রে জানব বলুন! দোকান খোলা, বাবার বই ছাপান সমস্তই তা হ'লে মিথ্যে কথা! ও যে আমাদের সঙ্গে জুয়াচুরি করবে, তা কে জানে?"

একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মন[illegible]বাবু বলিলেন, "পিতৃধন তোমার অদৃষ্টে নেই, তুমি [illegible] করবে বল! —কিন্তু অবিনাশটা যে আমাদের [illegible] এই চাতুরী খেলবে, তা আমি স্বপ্নেও জানি[illegible] এত কাল আমার নুণ খেয়ে, শেষকালে এই [illegible]সঘাতকতা! ছি ছি! আসুক আগে সে। আ[illegible] আর তাকে কিছু বলব না। বিয়ের হাঙ্গামা[illegible] চুকে গেলেই তাকে দূর ক'রে তাড়িয়ে দেব। বিয়ের জন্যে হাজার টাকা তার কাছে ধার করেছি; দেব না ত! সিকি পয়সাও দেব না। ভাগ্যিস হ্যাণ্ডনোটখানা লিখে দিইনি! কি নরাধম!"

রাত্রি আটটার সময় সন্দেশ লইয়া অবিনাশ আসিয়া পৌছিল। মনতোষবাবু তাহাকে দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন। অবিনাশ সন্দেশ রাখিয়া, বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিতে বাড়ী গেল। রাত্রি ৯টায় অবিনাশ ফিরিল। বর তখন সভাস্থ হইয়াছে।

ক্রমে বিবাহের লগ্ন উপস্থিত হইল।

অবিনাশ তাড়াতাড়ি মনতোষবাবুর কাছে [illegible] একখানা মোটা লেফাফা দিয়া বলিল, "দেখুন, [illegible] হাতে এই লেফাফাখানা দেবেন ত। বিয়ে [illegible] গেলে, বাসরঘরে বর-কনে গিয়ে বসলে সকলে [illegible] যৌতুক দেবে, তখন মা যেন মণিমালার হাতে [illegible]

খামখানা দেন। আমি ত সেখানে তখন যেতে পাব না!"

মনতোষবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি এ?"

"ওটা—মণিমালাকে আমার যৌতুক। দেখুন না, লেফাফার উপরেই ত লেখা আছে।"

মনতোষবাবু লেফাফা আলোকের নিকট ধরিয়া দেখিলেন, তাহাতে লেখা আছে—"স্নেহময়ী ভগিনী শ্রীমতী মণিমালা দেবীকে তাঁহার শুভবিবাহে আমার যৌতুক।"

"এতে আছে কি হে?"—বলিয়া মনতোষবাবু লেফাফাটি ছিঁড়িবার উপক্রম করিলেন।

অবিনাশ "খুলবেন না খুলবেন না" বলিতে বলিতে মনতোষবাবু লেফাফা ছিঁড়িয়া, তাহার মধ্যস্থিত কাগজপত্র বাহির করিলেন। দেখিলেন, তাহার ভিতর ১০০০৲ টাকার একখানি নোট, এবং রেজিষ্টারী করা একখানি দলিল।

রুদ্ধশ্বাসে মনতোষবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি অবিনাশ—অ্যাঁ?"—বলিয়া দলিলখানি আলোকের নিকট ধরিলেন।

অবিনাশ বলিল, "দেখে ফেল্লেন! ওখানা মণিমালার নামে দানপত্র। পান্না মিত্তিরের কাছ থেকে কপিরাইট্ উদ্ধার করেছি। উপরন্তু ২০০০৲ টাকা—"

মনতোষবাবু হঠাৎ অবিনাশের হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "আমায় মাফ্ কর অবিনাশ!"—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

অবিনাশ পরম বিস্ময়ে বলিল, "কেন, মাফ্ কিসের?"

"মনতোষবাবু—কোথায় গেলেন—লগ্ন যে উত্তীর্ণ হয়ে যায়, বরকে নিয়ে চলুন।"—বিবাহ-সভা হইতে হাঁকাহাঁকি পড়িয়া গেল।

লেফাফাখানি বগলে করিয়া, বরকে লইয়া মনতোষবাবু অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। স্ত্রীলোকেরা মঙ্গলশঙ্খ ও হুলুধ্বনিতে দিঙ্‌মণ্ডল প্রকম্পিত করিয়া তুলিল।

সতী-দাহ

—o—

(সত্য ঘটনা)

হিন্দুধর্ম্ম-বিহিত বিভিন্ন প্রকার অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে, মৃত স্বামীর চিতায় বিধবার স্বেচ্ছাকৃত আত্মজীবন-বিসর্জ্জনই সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় ব্যাপার।

এই ভয়ঙ্কর প্রথাটি যে অতি প্রাচীন, তাহা ডাইওডোরস লিখিত গ্রন্থেই জানা যায়। তিনি লিখিয়াছেন—

"অ্যান্টিগোনস্ ও ইউমিনিস্, যখন পরস্পরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত, তখন এক দিন ইউমিনিস্ অ্যান্টি-গোনসের নিকট নিজ সৈন্যের মৃতদেহগুলি সৎকার করিবার জন্য অনুমতি গ্রহণ করেন। এই সময়ে একটি অদ্ভুত কলহ উপস্থিত হইয়াছিল। মৃতের মধ্যে এক জন ভারতীয় সৈনিক ছিল, তাহার দুই স্ত্রী,—উভয়েই স্বামীর সহিত আসিয়াছিল। কনিষ্ঠা স্ত্রীকে সে অল্পদিন পূর্ব্বেই বিবাহ করিয়াছিল। বিধবার বাঁচিয়া থাকা ভারতীয় শাস্ত্রানুমোদিত নহে। স্বামীর চিতায় পুড়িয়া মরিতে অসম্মত হইলে আমরণ তাহাকে নিন্দিত ও অপমানিত জীবন যাপন করিতে হয়। সে পুনরায় বিবাহ করিতে পারে না, কোনও প্রকার ধর্ম্মোৎসবে যোগদানও তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ। কিন্তু শাস্ত্রে এক স্ত্রী পুড়িয়া মরিবার কথাই আছে, এ ক্ষেত্রে দুই স্ত্রী বর্ত্তমান। উভয়েই সে সম্মান দাবী করিতে লাগিল। এই উপলক্ষে উভয়ের মধ্যে তুমুল কলহ বাধিয়া গেল। এক জন বলিল—'আমি জ্যেষ্ঠা, আমিই এ গৌরবের ন্যায্য অধিকারিণী।' কনিষ্ঠা কহিল—'তুমি অন্তঃসত্ত্বা, শাস্ত্রানুসারে তোমার পুড়িয়া মরা নিষিদ্ধ।' অবশেষে কনিষ্ঠারই জয় হইল। জ্যেষ্ঠা তখন নিজ পরিধেয় বসন ও মস্তকের কেশ ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে, বিলাপ করিতে করিতে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া গেল—যেন তাহার কতই না দুর্ভাগ্য উপস্থিত হইয়াছে! কনিষ্ঠা সানন্দে বিবাহোচিত বসন-ভূষণে সজ্জিত হইয়া, হাসিতে হাসিতে সগর্ব্বে দাহস্থানে উপনীত হইল। নিজ বসনভূষণ সখীগণকে বিতরণ করিয়া, সকলের নিকট শেষ বিদায় লইয়া, অবিচলিত পদক্ষেপে, জ্যেষ্ঠভ্রাতার সাহায্যে স্বামীর চিতায় আরোহণ করিল। সমবেত দর্শকমণ্ডলী হর্ষ-সূচক চীৎকার ও হরিধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ করিতে লাগিল।

যে পরিবারে কেহ "সতী" হয়, সমাজমধ্যে সে পরিবারের যশের সীমা থাকে না। যে ব্রাহ্মণ এ ব্যাপারে পৌরোহিত্য করেন, তাঁহার নাম ও দক্ষিণা দুই-ই বাড়িয়া যায়। এমন কি, দেশীয় রাজপুরুষগণ জাঁকজমকের সহিত সতীদাহস্থানে আসিয়া দর্শকরূপে দণ্ডায়মান হন।

বিধবারা শুধু সাময়িক কৃত্রিম উত্তেজনার বশেই এরূপ অস্বাভাবিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় সন্দেহ নাই। তবে সব সময়ে এ কথা খাটে না। মেজর কার্ণাক বরোদারাজ্যে রেসিডেণ্ট থাকার সময় নিম্নলিখিত ঘটনাটি ঘটিয়াছিল।

বরোদা-নিবাসী এক জন দক্ষিণী ব্রাহ্মণ, গোয়া-লিয়ররাজ দৌলৎ রাও সিন্ধিয়ার অধীনে কারকুণের কর্ম্ম করিতেন। ১৮১৫ সালে তাঁহার পত্নী (বরোদায়) এক রজনীতে স্বপ্ন দেখিলেন, যেন তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে। এই স্বপ্ন দর্শন করিয়া কয়েক দিন অবধি তাঁহার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া রহিল।

এক দিন কূপ হইতে জলের কলসী মাথায় করিয়া তিনি গৃহে ফিরিতেছিলেন। গলায় হারই সে দেশে সধবার চিহ্ন, সেটি তিনি কলসীর গলায় রাখিয়া আনিতেছিলেন। হঠাৎ একটা কাক পড়িয়া কলসীর গলা হইতে সেই হার মুখে লইয়া উড়িয়া পলাইল। এইরূপ দুর্নিমিত্ত ঘটায় ভয়ে ও চিন্তায় ব্রাহ্মণকন্যা অতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন। কলসী সেখানেই আছাড়িয়া ফেলিয়া গৃহে আসিয়া বলিলেন, "আমি সতী হইব।"

রেসিডেণ্ট সাহেব এই সংবাদ পাইবামাত্র, সে ব্রাহ্মণগৃহে গিয়া স্ত্রীলোকটিকে অনেক বুঝাইলেন, কার্য্য হইতে তাঁহাকে বিরত করিবার জন্য যথাসা

চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোনও ফল হ ধূম্ররেখা দেখা গেল।
তখন বরোদা মহারাজের নিকট উঠিল—সকলেই বলা-
কহিলেন। তাঁহার অনুরোধ ঐ জাহাজ আসিতেছে।"
সেই ব্রাহ্মণের বাড়ীতে গিয় দিকে চাহিয়া, এতক্ষণ
প্রকারে বুঝাইলেন। বলিতে লম্বা গেল।
হইয়াছে, এমন সংবাদ কি নি সুস্পষ্ট আকার ধারণ
তুমি অকারণ আত্মহত্যা কিছুক্ষণ পরে ধোঁয়ানলের ভস্
সত্যই তোমার স্বামী বেশ শুনা যাইতে লাগিল।
রাজসরকার হইতে কর মাঝখান দিয়া ধীর-মন্থর-গমনে
উপার্জ্জনের উপ জেটি লক্ষ্য করিয়া মোড় ঘুরিল।
করিত, সকল ও অনিল দেখিল, ডেকের উপর বহু-
এ সকল পুরুষ যাত্রী দাঁড়াইয়া আছে। কেহ
অটল রহিতে জেটিতে আত্মীয় স্বজনকে দেখিতে পাইয়া,
আদেশ দিয়া ঘুরাইতে লাগিল। জেটির উপর হইতেও
দিকে অর্ণই রুমাল ঘুরাইতে লাগিল। সুবোধ ও
ক্রমে স্ত্রী নিজ নিজ পকেটে রুমালের প্রান্তভাগ ধরিয়া
মহ কিন্তু তাহাদের প্রিয় বান্ধবের কোন চিহ্নই
অনেক পাইল না।
আম ক্রমে জাহাজ আরও নিকটে আসিল, ক্রমে
সি জেটির গাত্রে সংলগ্ন হইল। অমনি বহুসংখ্যক
"কুলী" লাফাইয়া জাহাজে উঠিল। জাহাজের
উপর একটা ভারী সোরগোল পড়িয়া গেল; যাত্রিগণ
কুলী সঙ্গে লইয়া নিজ নিজ ক্যাবিনের দিকে ছুটিতে
লাগিল; কিন্তু কৈ, বিনয় কৈ?

অল্পক্ষণ পরেই জাহাজ হইতে যাত্রিগণের অবতরণ আরম্ভ হইল। সুবোধ ও অনিল ভিড় ঠেলিয়া "গ্যাংওয়ে"র যথাসম্ভব নিকটে গিয়া দাঁড়াইয়া, পুরুষ যাত্রিগণের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সবই সাদা মুখ—কালোরূপও কচিৎ দুই একটি নামিল; কিন্তু তাহারা ত বিনয় নহে!

জাহাজের ডেক প্রায় যখন খালি হইয়া আসিয়াছে, তখন সুবোধ ও অনিল উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল। ধুতি পরা, রেশমী চাদর গায়ে, তাহাদেরই বিনয়,—ঐ যে আসিতেছে, জেটির দের পানে চাহিয়া দেখিতেছে—আর তাহার চাতে মাথায় ব্যাগ প্রভৃতির বাণ্ডিল এবং হাতে কটি গ্ল্যাডষ্টন ব্যাগ লইয়া এক জন কুলী। চীৎকার শুনিয়া বিনয় চাহিয়া দেখিল, সেই মুহূর্ত্তে অনিল ও সুবোধ নিজ নিজ পকেট হইতে রুমাল টানিয়া বাহির করিয়াছিল, কিন্তু অত কাছে যে আছে, কথা বলিলে যে শুনিতে পায়, তাহাকে অভিনন্দন করিতে রুমাল ঘোরান হয় ত অবৈধ হইবে ভাবিয়া, সেগুলি আবার পকেটজাত করিল। বন্ধুগণের দর্শন পাইয়া বিনয়ের মুখে হাস্যজ্যোতি ফুটিয়া উঠিয়াছে, ইহা দেখিতে পাইয়া অনিল ও সুবোধ মনের আনন্দে যেন দিশাহারা হইয়া পড়িল।

'গাংওয়ে' হইতে বিনয় জেটিতে নামিবামাত্র সুবোধ ও অনিল তাহার নিকট ছুটিয়া গিয়া, শেক্-হ্যাণ্ড করিবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিল। কিন্তু বিনয় সে হস্ত গ্রহণ না করিয়া, সুবোধের সহিত কোলাকুলি করিয়া, অনিলের সহিত কোলাকুলি করিতে যাইতেছে, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে শব্দ শুনিল, "Hello Banerjee, met youre friends? Good Bye,"—বিনয় ফিরিয়া সহাস্য মুখে বলিল, "Good Bye to you."

অনিল বলিল, "ওহে, কোলাকুলি বাসায় গিয়েই হবে. এখানে তোমার ইংরেজ বন্ধুরা হয় ত তোমায় অসভ্য মনে করতে পারে।"

"ওরা তা মনে করলে ত বয়েই গেল!"—বলিয়া বিনয় হাসিয়া অনিলকে আলিঙ্গন করিল।

সুবোধ সসঙ্কোচে বলিল, "আমার বাসাতেই গিয়ে উঠবে ত?"

বিনয় বলিল, "যদি ওঠাও—অর্থাৎ যদি তোমার বাসার অন্য লোকদের আপত্তি না থাকে।"

"না, সে কোনও আপত্তি হবে না। বরং বাসার লোকেরা তোমায় দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে।"

"তবে চল।"

তিন বন্ধুতে তখন তীরে উঠিয়া, একটা ঠিকা গাড়ী ভাড়া করিল। কুলীকে বিদায় করিয়া, কোচম্যানকে পটলডাঙ্গা যাইতে আদেশ দিয়া, তিন জনে গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। সুবোধ জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার আর সব জিনিষপত্র?" বিনয় বলিল, "সে সব জাহাজের খোলে আছে। কুক কোম্পানী সে সব ডিলিভারি নিয়ে নিজেদের গুদামে রেখে দেবে, আমি সুবিধামত তাদের কাছ থেকে নিয়ে যাব।" গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল। অনিল বলিল, "সুবোধ, সেই কথাটা জিজ্ঞাসা কর না।"

সুবোধ আনন্দের বেগে পূর্ব্ব-পরামর্শ সমস্ত

ভুলিয়া গিয়াছিল; বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ কথা?"

অনিল বলিল, "সেই কথা—চাঁদনি থেকে যদি কিছু কিনে নিতে হয়।"

বিনয় বলিল, "কি? আমার জন্যে একটা সুট? হ্যাটট্যাট? সে সবই আমার আছে হে!" বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

সুবোধ একটু অপ্রতিভভাবে বলিল, "না না—সে সব নয়। আমরা কি সত্যি পাগল হয়ে গেছি? সে সব নয়, তবে, এত দিন কাঁটা চামচে খেয়ে, হাতে খেতে যদি তোমার অসুবিধে হয়, তা হ'লে চাঁদনি থেকে—"

বিনয় বলিল, "কাঁটা-চামচ কিনে নিয়ে যাবে? বাপ, পিতামো, চৌদ্দপুরুষ—আমি নিজে এই তিন বছর আগে পর্য্যন্ত,—হাতে খেয়ে, আজ হাতে খেতে আমার অসুবিধে হবে কে বল্লে তোমায় শুনি?"—বলিয়া বিনয় অপর দিকে উপবিষ্ট সুবোধের স্কন্ধে চটাস্ করিয়া এক চপেটাঘাত করিল।

বাসায় পৌঁছিতে প্রায় বারটা বাজিল। মেসের অন্যান্য ছাত্রগণ তখন স্নানাহার সমাধা করিয়া, নিজ নিজ সীটে কেহ বসিয়া, কেহ বা শুইয়া খবরের কাগজ বা নভেল পড়িতেছে। কেহ বা একমনে শ্বশুরকন্যাকে পত্র লিখিতেছে। সুবোধকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাহারা চঞ্চলভাবে বাহিরে আসিল। সঙ্গে কোনও "সাহেব" না দেখিতে পাইয়া তাহারা কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিল, "কৈ, আপনাদের বন্ধু আসেন নি?" সুবোধ তাহাদের ভ্রমের কারণ বুঝিয়া একটু মুচকি হাসিয়া বলিল, "এই যে—ইনিই বিনয় বাবু।"—বলিয়া তাহাদের সহিত বিনয়কে পরিচিত করিয়া দিল।

এক জন রসিক ছাত্র বলিয়া উঠিল, "অ্যাঁ! সদ্য জাহাজ থেকে নামা বিলেত-ফেরত, ধুতি পরা—তার আবার বিনয় ব্বাবু? কালে কালে হ'ল কি? ঘোর কলি, ঘোর কলি!"—খুব একটা হাসি পড়িয়া গেল।

বিনয় তাহার নির্দ্দিষ্ট ঘরখানিতে গিয়া দেখিল, তাহা সম্ভবমত সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। একপাশে একখানি তক্তপোষের উপর ধোপদস্ত বিছানা পাতা, মাঝখানে একটি টেবিল, তাহার চারিপাশে চারিখানি চেয়ার; ঘরের এক কোণে এক ডজন সোডার বোতল সারি সারি শুইয়া আছে। শেষেরগুলি দেখিয়া বিনয় বলিল, "এত সোডা কেন হে? তোমরা কি জল খাওনা না কি?"

সুবোধ লজ্জিতভাবে বলিল, "আমরা ত জলই খাই। তোমার জন্যে রেখেছি।"—অনিলের সহিত সুবোধের চোখের ভাষায় কি কথাবার্ত্তা হইয়া গেল, তাহা বিনয় জানিতে পারিল না।

২

সুবোধ, বিনয়কে স্নানাহারের কথা বলিল, সে উত্তর করিল, জাহাজেই স্নান সারিয়া ব্রেকফাষ্ট (প্রাতরাশ) শেষ করিয়াছে; এখন আর কিছুই খাইবে না; ও-বেলা তখন চায়ের সঙ্গে কিছু খাইলেই হইবে। সুবোধ বলিল, "আচ্ছা, তবে তুমি ব'স, আমি খেয়ে নিই।" বিনয় বলিল, "তুমি এখনও খাওনি বুঝি? যাও যাও, খেয়ে এস।" সুবোধ খাইতে গেল; অনিল বসিয়া বিনয়ের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। আহারান্তে সুবোধ ফিরিয়া আসিলে, কেহ শুইয়া, কেহ বসিয়া, তিন জনে নানারূপ গল্প চলিতে লাগিল। বেশীর ভাগই বিলাতের কথা—প্রবাসজীবন সম্বন্ধে নানা বিচিত্র সংবাদে বিনয় বন্ধুদ্বয়ের কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিতে লাগিল।

অতঃপর বিনয় কি করিবে, সে সম্বন্ধেও অনেক পরামর্শ হইল। বিনয় বলিল, "য়ুরোপে যেমন মিউজিক্যাল রিসাইটাল হইয়া থাকে, সেইরূপ বাঙ্গালায় স্বরলিপি তৈয়ারি করিয়া, মাঝে মাঝে কোনও ষ্টেজ ভাড়া লইয়া, "পারফরম্যান্স" দিতে হইবে। য়ুরোপে গুণী লোকে এরূপ করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে—এমন কি, রাজপ্রাসাদে পর্য্যন্ত তাহাদের ডাক হয়। সে দেশে এরূপ রিসাইটালে প্রত্যেক টিকিট আধগিনি—এক গিনি মূল্যেও বিক্রয় হয়; কিন্তু এটা গরীব দেশ, এক টাকা, দুই টাকার টিকিট করিলে চলিবে না। প্রথম অবস্থায় কিছু দিন বড় লোকদের বাড়ীতে lessons দিবার কার্য্যও গ্রহণ করা যাইতে পারে। সপ্তাহে, ধর দুই ঘণ্টা কি তিন ঘণ্টা। প্রত্যেক lessonএ যদি ২৫৲—কিংবা অত যদি এ দেশে সম্ভব না-ও হয়—১৬৲ টাকাও যদি পাওয়া যায়, তবে মন্দ কি? এইরূপ ২।৩ ঘর পাইলে খরচটা উঠিয়া আসিবে।" এইরূপ নানা পরামর্শ চলিতে লাগিল। য়ুরোপে প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-বিশারদগণের

সম্মান ও প্রভূত অর্থাগমের গল্প শুনিয়া সুবোধ ও অনিল স্তম্ভিত হইয়া গেল।

বিনয় বলিল, "বড় বড় মিউজিসিয়ানদের কথা ছেড়েই দাও; তোমাদের এই অধম ভৃত্য, যে দিন আমাদের কলেজের ডিগ্রী বিতরণ হয়, অনেক বড় বড় লর্ড, লেডী, কাউণ্ট, কাউণ্টেস প্রভৃতি নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন ত—আমরা, যারা ডিগ্রী পাব—তাদের মধ্যে বাছা বাছা জন কয়েককে তাঁদের সামনে সে দিন বিদ্যার পরিচয়ও দিতে হয়েছিল। Wagnerএর Parsifal থেকে একটি পীস্ বাজিয়েছিলাম। উপাধি বিতরণ হয়ে গেলে, Duchess of Devonshire আমায় ডাকিয়ে আমায় শেকহাণ্ড ক'রে বলেছিলেন, 'তুমি একটি জীনিয়স্—তোমার বাজনা শুনে আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি। তোমার ভবিষ্যৎ অতি সমুজ্জল, এ আমি ব'লে দিলাম'।"

অনিল হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "একটা কাজ আমাদের সব প্রথমে করা উচিত তুমি আজ দেশে ফিরেছ, এবং সঙ্গীত-শাস্ত্রে কতদূর বিদ্যালাভ ক'রে এসেছ, এ খবরটা কাল সকালেই খানকতক ইংরাজী দৈনিকে বেরিয়ে যাওয়া উচিত।"

সুবোধ বলিল, "ঠিক ত—অনিল, তুমি এ বন্দোবস্ত করতে পারবে ভাই?"

"আমি নিজে না পারি, আমার হাতে এমন লোক আছে, যার দ্বারা আমি এ কাজটি করিয়ে দিতে পারি। আচ্ছা, আজ বিকালেই আমি গিয়ে তার সঙ্গে দেখা ক'রে সব ঠিক ক'রে ফেল্‌বো।"

বিনয়কে প্র্যাকটিস করিতে হইলে, মেসের বাসায় থাকিয়া করা চলিবে না; একটি স্বতন্ত্র ভদ্রগোছের বাড়ী চাই, বাড়ীর দ্বার-পার্শ্বে নামের একটি পিত্তল-ফলক চাই, তাহাতে উপাধি ও মেডেল প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত উল্লেখ থাকা চাই—ইত্যাদি বিষয়েও পরামর্শ হইয়া গেল।

এইরূপ গল্প ও পরামর্শে দিবাভাগ অতিবাহিত হইল। সুবোধ তাহার সহবাসী বন্ধুগণকে আজ নিজের ঘরে চায়ের নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। সকলে আসিয়া জুটিল, ষ্টোভ জ্বালিল, জল চড়িল, সুবোধ তাহার দেওয়াল-আলমারি খুলিয়া কেক ও বিস্কুট-পূর্ণ ৩।৪টি পাত্র বাহির করিল। সেগুলি দেখিয়া বিনয় হঠাৎ বলিয়া বসিল, "এ সব কেন হে? এ সব তোমরা খেও, আমি মুড়ি খাব।"

বাসার অন্যান্য ছাত্রেরা এত দিন মুড়িকে পাড়াগেঁয়ে খাদ্য জানিয়া আন্তরিক ঘৃণা করিয়া আসিয়াছে। সদ্য বিলাত-ফেরত বিনয়ের মুখে এ কথা শুনিয়া তাহারা স্তম্ভিত হইয়া গেল, এবং সহসা মুড়ির প্রতি তাহাদের অসীম শ্রদ্ধা উপস্থিত হইল। ঝি পাছে ভাল তাজা মুড়ি কিনিয়া আনিতে না পারে, তাই এক জন ছাত্র স্বয়ং গিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া মুড়ি ভাজাইয়া আনিল। কিছু গরম গরম কচুরী-সিঙ্গাড়াও আনীত হইল। চায়ের জল প্রস্তুত। চা তৈরী করিয়া সুবোধ সকলের পেয়ালা ভরিয়া দিয়া, মুড়ি, সিঙ্গাড়া প্রভৃতি পরিবেশন করিল। বিনয়ের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল, "লণ্ডনে ডাচেস্ অব্ ডেভনসায়ার যার সঙ্গে শেকহাণ্ড করেছিলেন, সে এই পাঁচু খানসামার গলিতে আমার বাসায় আমারই কেওড়া-কাঠের তক্তপোষের উপর ব'সে মুড়ি খাচ্ছে।" আনন্দে গর্ব্বে তাহার বুকখানি ভরিয়া উঠিল।

চা-পান শেষে খবরের কাগজে প্যারা ছাপাইবার চেষ্টায় অনিল বাহির হইয়া গেল; বিনয় ২।১জন আত্মীয়বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য সুবোধকে লইয়া বাহির হইল।

সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরিয়া, নিজ ঘরে বসিয়া সুবোধ চুপি চুপি বিনয়কে কহিল, "ওহে, একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করবো কি না ভাবছি।"

"কি কথা?"

"আর কিছু নয়—এই সন্ধ্যার পর, বুঝলে কি না—একটু-ইয়ে-টিয়ে খাওয়া তোমার অভ্যাস আছে কি? বিলেতে যারা যায়, তারা অনেকেই ঐ অভ্যাসটি নিয়ে আসে কি না, তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

বিনয় হাসিয়া বলিল, "কেন? ইয়ে-টিয়েও সংগ্রহ ক'রে রেখেছ না কি?"

সুবোধ সলজ্জভাবে বলিল, "তা—রেখেছি বৈ কি।"

"কৈ দেখি।"

সুবোধ উঠিয়া গিয়া তাহার ট্রাঙ্ক খুলিয়া, অতি সন্তর্পণে একটি বোতল বাহির করিয়া আনিল। বিনয় দেখিল, উহা হুইস্কি। দেখিয়া সে হাসিয়া ফেলিল।

সুবোধ বলিল, "একটা কাক ইস্ক্রুপও এনে রেখেছি। খুলে দেবো? সোডা ত ঘরেই রয়েছে।"

বিনয় বলিল, "ভাই, কেন এ সব করতে গেলে বল দেখি? ও সব কি আমি খাই? ছি ছি! ছ'সাতটা টাকা মিছামিছি জলে ফেলেছ। এখন এটা দোকানে ফিরে দিতে গেলে নেবে?"

সুবোধ ম্লানমুখে বলিল, "তা কি আর নেয়? তাই ত—এটাকে নিয়ে এখন কি করি ভাই?"

বিনয় বলিল, "কি আর করবে? কা'ল দোকানে একবার জিজ্ঞাসা ক'রে দেখো। না নেয়, একটি কোনও কুলীন মাতাল দেখে দান ক'রে দিও, কিছু পুণ্যসঞ্চয় হবে।"

সুবোধ বলিল, "কুলীন মাতাল কি রকম?"

বিনয় বলিল, "অর্থাৎ যার বাপ-পিতামহও মাতাল ছিল।" বলিয়া সে হাসিতে লাগিল। সুবোধও সে হাসিতে যোগ দিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু ভাল পারিল না—সাতটি টাকার শোকে সে একটু কাবু হইয়া পড়িয়াছিল।

পরদিন কয়েকখানি সংবাদপত্রে বিনয়ের আগমন-বার্ত্তা ও গুণগ্রামের পরিচয় প্রচারিত হইল। সুবোধ ও অনিল কয়েকদিন বিনয়ের জন্য বাড়ী অন্বেষণে ব্যস্ত রহিল। কিছু দিন হাঁটাহাটির পর সুবিধামত একটি ছোট বাড়ী পাওয়া গেল। বিনয় তখন নিজ লগেজপত্র খালাস করিয়া আনিয়া, কিছু আসবাব ক্রয় করিয়া, তাহার নূতন বাড়ীতে গিয়া অধিষ্ঠান করিল। মিস্ত্রী আসিয়া নাম ও উপাধি প্রভৃতি ক্ষোদিত পিত্তলফলকটি প্রবেশ দ্বারের একপার্শ্বের দেওয়ালে গাঁথিয়া দিয়া গেল।

৩

সংবাদপত্রে প্যারা ত পূর্ব্বেই বাহির হইয়াছে, বড় রাস্তার উপর স্বতন্ত্র বাড়ী হইল, দ্বারপার্শ্বে পিত্তল-ফলকও গ্রথিত হইল, কিন্তু কৈ, কাযকর্ম্মের ত কোনও চিহ্নই নাই! বিনয় প্রাতে উঠিয়া, টোষ্টের উপর দুইটি 'পোচ' করা ডিম্বসহ এক পেয়ালা চা পান করিয়া, নিজ 'ষ্টাডি' ঘরখানিতে বসিয়া, কোনও একটি বাদ্যযন্ত্র লইয়া ঘণ্টাখানেক বাজায়; তার পর পিয়ানোর কাঁছে বসিয়া, কাগজ পেন্সিল লইয়া কোনও দিন একটা 'ফ্যান্টাসিয়া', কোনও দিন একটা 'সার্জ্জো'র বাঙ্গালা স্বরলিপি তৈরী করে। দ্বারে উর্দ্দিপরা দ্বারবান্ বসিয়া আছে, কেহ দেখা করিতে আসিলে তাহার কার্ড লইয়া আসিবে, অথবা যাহারা কার্ড আনিবে না, দ্বারবানের শ্লেটে নিজ নাম লিখিয়া দিবে, সেই শ্লেট সে লইয়া আসিবে; কিন্তু না আসে কাহারও কার্ড, না শ্লেটে লিখিত কাহারও নাম। অনিল, সুবোধ মাঝে মাঝে আসে বটে—কিন্তু তাহারা ঘরের লোক, যদৃচ্ছা আবির্ভাবের অধিকার তাহাদের আছে।

অনিল ও সুবোধ আজ সন্ধ্যার পরেই আসিয়া জুটিয়াছে—আজ এখানে তাহাদের সান্ধ্যভোজনের নিমন্ত্রণ। বিনয় তাহার বিদ্যুৎ-আলোকিত ড্রয়িং রুমে বসিয়া, বন্ধুদ্বয়ের সহিত নানারূপ গল্প-গুজব করিতে করিতে বুক-কেস খুলিয়া একটি আলবম্ বাহির করিয়া আনিল। তাহার ভিতর হইতে নামজাদা য়ুরোপীয় সঙ্গীতাচার্য্যগণের ফটো বাহির করিয়া দেখাইতে লাগিল। তাহার কলেজের কয়েকখানি ফটো এবং ডিগ্রীপ্রাপ্তির দিন কলেজ-হলে সমবেত ছাত্র, ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীগণের একটি বৃহৎ ফটোও তাহাতে ছিল। আর চারিটি বিনয়ের নিজের ফটো ছিল, চারিটি বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বাজাইবার ফটো।

ফটোগুলি দেখিতে দেখিতে অনিল হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "বিনয়, এই ক'খানা ফটো তুমি দিন কতকের জন্যে আমায় দিতে পার?"

বিনয় জিজ্ঞাসা করিল, "কেন? কি হবে?"

অনিল বলিল, "এই ছবিগুলি দিয়ে তোমার সম্বন্ধে কারু দ্বারা একটা সচিত্র প্রবন্ধ লিখিয়ে, কোনও মাসিকপত্রে ছাপাবার চেষ্টা করব।"

সুবোধ বলিয়া উঠিল, "বাঃ, এ বেশ মৎলব। আর কিছু না হোক, খুব খানিকটে বিজ্ঞাপন হয়ে যাবে—মক্কেল জোটবার সুবিধে হবে।"

আহারাদির পর ফটোগুলি লইয়া অনিল প্রস্থান করিল।

কয়েক দিন পরে অনিল আসিয়া একটি প্রবন্ধ বিনয়কে দেখাইল। সে নিজেই ইহা রচনা করিয়াছে। ইহাতে বিনয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী আছে; বিলাতে তাহার প্রতিষ্ঠালাভের বৃত্তান্তও আছে; বলা বাহুল্য, ডাচেস্ অব ডেভনসায়ারের করমর্দ্দন ও তাঁহার উক্তি-টুকুও বাদ যায় নাই। উপসংহারে লেখা আছে, মিষ্টার ব্যানার্জ্জি, উপযুক্ত পারিশ্রমিকে ছাত্র-ছাত্রীগণকে

মিউজিক শিক্ষা দিতে এবং প্রকাশ্য সভাসমিতিতে ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকগণের গৃহবৈঠকে যন্ত্রালাপ করিতে প্রস্তুত আছেন।

প্রবন্ধটি পড়িয়া, বিনয় স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়া বলিল, "তা যেন হ'ল; কিন্তু এটা বেরুবে কিসে?"

অনিল বলিল, "সে বন্দোবস্তও আমি করেছি। 'আর্য্যশক্তি'র সাব-এডিটর অবিনাশবাবুকে আমি প্রবন্ধ ও ছবিগুলি দেখিয়েছি। তিনি বলেছেন— 'ছাপাতে পারি, কিন্তু ছবির ব্লক করাবার খরচটা আপনাদের দিতে হবে।' কত টাকা লাগবে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বল্লেন, 'গোটা পঞ্চাশের কম ত নয়ই।' সত্যি কথা বলি ভাই—সেই কথা শুনেই আমি পেছিয়ে গেছি। অতগুলো টাকা!"

বিনয় বসিয়া কিছুক্ষণ ভাবিল; শেষে বলিল, "তা, দাও গে ৫০টে টাকা। আর্য্যশক্তি কাগজের খুব গ্রাহক আছে শুনেছি, কল্‌কাতায় নগদ বিক্রীও ত যথেষ্ট দেখতে পাই। প্রবন্ধটা বেরুলে কিছু কায হ'তে পারে।"—বলিয়া সে বাক্স খুলিয়া ৫০টি টাকা বাহির করিয়া অনিলকে দিল। পরের সংখ্যাতেই প্রবন্ধটি ছাপা হইয়া গেল।

৪

আজ তিন দিন মাত্র আর্য্যশক্তি বাহির হইয়াছে। বেলা ৮টার সময় বিনয় তাহার ষ্টাডিতে বসিয়া ম্যাণ্ডোলিনে ঝঙ্কার দিতেছিল, এমন সময় দ্বারবান্ শ্লেট হস্তে প্রবেশ করিল। বিনয় দেখিল, উহাতে লেখা রহিয়াছে—শচীনাথ সান্ন্যাল, * * * মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী। বিনয় উঠিয়া গিয়া আগন্তুকের সহিত সাক্ষাৎ করিল। শচীবাবু বলিলেন, "মহারাজ বাহাদুর আমায় পাঠিয়ে দিলেন। আর্য্যশক্তিতে আপনার সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ বেরিয়েছে, তা তিনি পড়েছেন। তাঁর ইচ্ছে, এক দিন দু' চার জন বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ ক'রে এনে, আপনাকে রাজবাড়ীতে নিয়ে গিয়ে আপনার যন্ত্রালাপ তাঁদের শোনান।"

বিনয় গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কবে—কখন্?"

"পশু শনিবারে আপনার সুবিধে হবে কি? এই ধরুন, সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ৯টা পর্য্যন্ত?"

"হ্যাঁ, সুবিধে হবে।"

"তা বেশ। আপনি ফী কত নিয়ে থাকেন?"

বিনয় একটু ভাবিল। তাহার পর বলিল, "আপনাকে আমি খোলাখুলিই বলি শচীবাবু। আমি এই সম্প্রতিই বিলেত থেকে এসে এ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েছি—আপনার মহারাজই আমার প্রথম মক্কেল। তবে, ফী কত নেবো, সেটা মনে আমি একটা স্থির ক'রে রেখেছি। বড়লোকদের বাড়ীতে, ড্রয়িংরূম এণ্টারটেনমেণ্টে ঘণ্টায় ৩২৲ এবং দু' ঘণ্টায় ৫০৲ ফী নেবো স্থির ক'রে রেখেছি।"

শচীবাবু বলিলেন, "তা বেশ! আমি এই ২০৲ এখন বায়না দিয়ে যাচ্ছি। বাকী ৩০৲ ঐ দিন সেখানে দেবো।"—বলিয়া পকেট হইতে নোট বাহির করিয়া বিনয়ের সম্মুখে রাখিলেন।

বিনয়, মহারাজ সম্বন্ধে শচীবাবুর সহিত কিয়ৎক্ষণ আলাপ করিল। বলিল, "মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুযোগ আমার কখনও হয় নি—কিন্তু অনেক দিন থেকেই তাঁর গুণগ্রামের, তাঁর পাণ্ডিত্যের, তাঁর রসগ্রাহিতার অনেক প্রশংসা আমি শুনেছি। আর শুনেছি, তিনি নিজে না কি এক জন খুব ভাল পাখোয়াজী—পাখোয়াজে তাঁর মত মিঠে হাত এই কল্‌কাতা সহরে না কি খুব কমই আছে।"

শচীবাবু বলিলেন, "হ্যাঁ, সে খ্যাতি তাঁর আছে বটে। আচ্ছা, আমি তবে উঠি। শনিবার দিন আপনি আসবেন তা হ'লে। টাকার একটা রসিদ আমায় অনুগ্রহ ক'রে দিন। সে দিন আপনাকে নিয়ে যাবার জন্যে আমাকে কি আসতে হবে?"

"না—না; আপনি আর কষ্ট করবেন না। আমি ঠিক সাড়ে ছ'টার সময় রাজবাড়ীতে উপস্থিত হব।"—বলিয়া বিনয় টাকার রসিদ লিখিয়া শচীবাবুর হস্তে দিল।

সে দিন বিকালে অনিল ও সুবোধ আসিবামাত্র বিনয় বলিল, "ওহে, ব্লক করাবার খরচ সে ৫০টি টাকা উঠে গেল।"

অনিল বলিল, "কি রকম? কি রকম?"

বিনয় তখন মহারাজের আহ্বানের কথা তাহাদিগকে সবিস্তারে জানাইল। তাহারা এ সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল। বলিল, "আমরা সেখানে যেতে পেলে বেশ হ'ত ভাই!" কিন্তু আমরা ত মহারাজার বন্ধুবান্ধব নই যে নেমন্তন্ন পাব!"

বিনয় বলিল, "আমার বন্ধু ত তোমরা! আচ্ছা,

কালই আমি মহারাজকে চিঠি লিখে তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্যে অনুমতি চাইব—নিশ্চয়ই তিনি আপত্তি করবেন না।"

যথাদিনে ও সময়ে বিনয় বন্ধুদ্বয় সহ রাজবাড়ীতে গিয়া যন্ত্রালাপ শুনাইল। মহারাজের বিনয় ও সৌজন্যে এবং তাঁহার রসগ্রাহিতার সাক্ষাৎ পরিচয়ে তিন জনেই মুগ্ধ হইয়া ফিরিয়া আসিল। সুবোধ ও অনিলকে পথে নামাইয়া দিয়া বিনয় বলিল, 'কা'ল রবিবার আছে, সকালে উঠেই আমার ওখানে চ'লে আসবে তোমরা, ঐখ'নেই স্নানাহার এবং দিবাযাপন।"

"তথাস্তু" বলিয়া সুবোধ ও অনিল নিজ নিজ বাসা অভিমুখে পদচালনা করিল।

৩

পরদিন বেলা ৭টার মধ্যেই সুবোধ ও অনিল বিনয়ের বাসায় গিয়া জুটিল। বিনয় তখন দ্বিতলস্থ ডাইনিং রুমে বসিয়া 'ছোটা হাজরী' খাইতেছিল; বন্ধুদ্বয়ও সেই টেবিলে এক এক পেয়ালা চা গ্রহণে আপত্তি করিল না।

চা-পানান্তে তিন জনে বসিয়া গল্প-গুজব করিতেছে—এমন সময় গৃহদ্বারে মোটর দাঁড়াইবার শব্দ শুনা গেল। অনিল লাফাইয়া জানালার নিকট গিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া বলিল, "ল্যাও ঠ্যালা। আবার বোধ হয় মক্কেল এসেছে!"

বিনয় ও সুবোধ উঠিয়া জানালার নিকট গেল। দেখিল, মোটরে এক জন স্থূলকায় প্রবীণবয়স্ক বাবু বসিয়া আছেন; তাঁহার পার্শ্বে ১৩।১৪ বৎসরবয়স্কা একটি সুন্দরী সুবেশা বালিকা। বাবুটি হস্তেঙ্গিতে দ্বারবান্‌কে ডাকিয়া নিজ কার্ড দিয়া কি বলিলেন। দ্বারবান্ কি বলিল; তাহাতে বাবু নামিয়া, মেয়েটিকে হাত ধরিয়া নামাইলেন, এবং দ্বারবানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ক্ষণকাল পরেই দ্বারবান্ কার্ডখানি হাতে করিয়া প্রবেশ করিল। উহাতে যে নামটি লেখা ছিল, তাহা তিন জনের কাহারও পরিচিত নহে। সুবোধ বলিল, "কলকাতায় কত বড়লোক রয়েছে, আমরা কি সবাই-কের নাম জানি?"

বিনয় বলিল, "আচ্ছা, তোমরা ব'স ভাই, ব্যাপারটা কি জেনে আসি।"—বলিয়া সে চলিয়া গেল।

সুবোধ বলিল, "ওরা কারা—কি জন্যে এসেছে, বল দেখি অনিল?"

অনিল বলিল, "কোনও বড়লোক—সম্ভবতঃ ব্রাহ্ম। বিলেত-ফেরত নয়, তা হ'লে হ্যাটকোট পরা থাক্‌তো। মেয়েটি বিনয়ের ছাত্রী হবে; বিনয়ের একটা ভাল রকম প্রাইবেট ট্যুশন বোধ হয় জুটলো।"

সুবোধ বলিল, "আরও বোধ হয় কিছু জুটলো।"

"আর কি?"

"একটি মোটা রকম শ্বশুরও বোধ হয় জুটলো।"

অনিল বলিল, "ধুৎ! তুমি কি ভাবছ, ঐ ছুঁড়ীটাকে lessons দিতে দিতে বিনয় ওর প্রেমে প'ড়ে হাবুডুবু খেতে থাক্‌বে? আর, ছুঁড়ীটা বলবে, 'ডেয়ার মাষ্টার মশাই তোমায় আমি হৃদে বসাই'!"

সুবোধ বলিয়া উঠিল, "ধুৎ পাগল আর কি!"

অনিল বলিল, "ভায়া, সেই টিকিধারী বুড়ো চাণক্য পণ্ডিত যে ব'লে গেছে, ঘি আর আগুন—বুদ্ধিমান্ একত্র স্থাপন করবে না—সে কথাটা নেহাৎ গাঁজাখুরি মনে কোরো না। আর, তাই হয়েই যদি যায়—মন্দ কি? মেয়েটি যদি সৎস্বভাব, সদ্‌বংশজাতা হয়, সুশিক্ষিতা হয়—হোক না তার সঙ্গে বিনয়ের বিয়ে—তোমায় মিতবর ক'রে দেওয়া যাবে এখন!"—বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

প্রায় পনেরো মিনিট পরে বিনয় ফিরিয়া আসিল। উভয় বন্ধু উৎকণ্ঠিত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি হে?"

বিনয় বলিল, "ব্যাপার গুরুতর। ঐ মেয়েটিকে ওদের বাড়ী গিয়ে, হপ্তায় তিন দিন ক'রে ইংরেজী গান-বাজনা শেখাবার জন্যে বাবুটি আমায় এন্‌গেজ করতে এসেছিলেন।"

"কি দেবেন?"

"প্রথমে বলেছিলেন, মাসে ১০০৲; তার পর ১৫০৲ পর্য্যন্ত উঠেছিলেন।"

অনিল বলিল, "হপ্তায় তিন ঘণ্টা—মাসে ১২ ঘণ্টা—কিছু কম হয় বটে। কিন্তু ভাই, প্র্যাকটিসের প্রথম অবস্থায়—তা আর কি করবে বল—স্বীকার করলে ত?"

বিনয় বলিল, "না। টাকা কম ব'লে যে স্বীকার করিনি—তা নয়। সব কথা বলি, শোন। বাবুটি প্রথমে ত আমার খুব প্রশংসা-টুশংসা করলেন,

বল্লেন, মেয়েটির এখনও বিবাহ দেন নি, ভাল রকম লেখাপড়া শিখিয়ে তবে তার বিবাহ দেবেন। আর্য্য-শক্তিতে আমার বিষয় প'ড়ে তাঁর মনে বড়ই ইচ্ছে হয়েছে যে, আমাকে তাঁর মেয়ের শিক্ষক নিযুক্ত ক'রে ইংরেজি গান-বাজনাও তাকে শেখান। এই পর্য্যন্ত ব'লে মেয়েটিকে বল্লেন, তুমি একটু ওঘরে গিয়ে ব'স ত মা, আমি এঁর সঙ্গে আর সব বিষয় ঠিক করি। মেয়েটি উঠে গেল। তখন তিনি চুপি চুপি আমায় বল্লেন, ঐ মেয়েটি, তাঁর বিবাহিতা স্ত্রীর মেয়ে নয়—ওঁর রক্ষিতার মেয়ে। মেয়েটি কুপথে যায়, এটি ওঁদের ইচ্ছে নয়—সেই জন্যেই তাকে ভাল রকম লেখা-পড়া শেখাচ্ছেন—আশা করেন,—হিন্দু-সমাজে ত হবার উপায় নেই—হিন্দু সমাজের বাইরে, অথবা বিলাত-ফেরত সমাজের কোনও সুপাত্রের সঙ্গে হয় ত এক দিন ওর বিবাহও দিতে পারবেন।"

অনিল বলিল, "এবং সে বিলাত-ফেরত তুমি হলেও হ'তে পার, এই আশাও বোধ হয় ওঁর মনে ছিল ?"

বিনয় বলিল, "তা জানিনে। কিন্তু আমি তাঁকে বল্লাম, যে কোনও ভদ্রপরিবারে গিয়ে আমি শিক্ষা দিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু এ অবস্থায় আমার দ্বারা ও কায হবে না—আমায় মাফ্ করতে হবে। এই ত ব'লে এলাম ভাই! রূঢ়ভাবে নয়—বেশ বিনয় ক'রে মিষ্টি ক'রে বলেছি।"

সুবোধ ও অনিল উভয়ে বলিল, "বেশ করেছ।"

৬

কিন্তু কোনও ভদ্রপরিবার হইতে পুত্র-কন্যাকে গীতবাদ্য শিক্ষা দিবার জন্যে বিনয়ের আহ্বান আসিল না।

চারি পাঁচ দিন পরে হরিবাবু নামক এক ব্যক্তি আসিয়া, কলিকাতায় এক জন প্রসিদ্ধ এটর্ণির নাম করিয়া, নিজেকে তাঁহার কর্ম্মচারী বলিয়া পরিচয় দিলেন। বলিলেন, "আমাদের বাবু আর্য্যশক্তি কাগজে আপনার বিষয় পড়েছেন। তিনি এই শনিবারে কাশীপুরে তাঁর বাগানবাড়ীতে বন্ধুদের নিমন্ত্রণ ক'রে একটি ঈভ্নিং পার্টি দেবেন—তাঁর ইচ্ছা, আপনি সেখানে গিয়ে কিছু গান-বাজনা শোনান!'

বিনয় ভাবিল, হাইকোর্টের এক জন প্রসিদ্ধ এটর্ণি, তাঁহার বন্ধু-বান্ধবগণকে ঈভনিং পার্টিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন—সে বৈঠকে নিশ্চয়ই কলিকাতার অনেক গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত লোক উপস্থিত থাকিবেন। এরূপ সমজদারের সভায় নিজ বিদ্যার পরিচয় দেওয়ার সুযোগ সহজে ত্যাগ করা হইবে না—এমন কি, কী কিছু কম হইলেও, এ 'এন্গেজমেণ্ট' স্বীকার করিতেই হইবে। তাই সে জিজ্ঞাসা করিল, "কতক্ষণ আমায় বাজাতে হবে ?"

হরিবাবু বলিলেন, "এই ধরুন, সন্ধ্যা ৭টা কি ৮টা থেকে রাত ১০টা কি ১১টা পর্য্যন্ত—এর বেশী নয়।"

বিনয় বলিল, "তিন ঘণ্টা। তিন ঘণ্টায় আমার ফী ৬৪ লাগবে।"

হরিবাবু কিছুক্ষণ বিনয়ের মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "৬৪ টাকা! কিছু কমসম হয় না ?"

বিনয় বলিল, "ঐ আমার ফী।"

কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া হরিবাবু বলিলেন, "আজ্ঞে, তাই না হয় বাবুকে ব'লে কয়ে আমি রাজি করাব। কিন্তু হেঁহেঁ—আমার সম্বন্ধে একটু বিবেচনা করবেন ত ?"

"কি বিবেচনা ?"

"আজ্ঞে, আমরা একটা কমিশন পেয়ে থাকি কি না। বেশী নয়, শতকরা ২৫ টাকা আমরা পেয়ে থাকি।"

বিনয় ভাবিল, "সে কি। দালালী দিতে হবে না কি ? তা কোন্ ব্যবসায়েই বা দালালী দিতে না হয়! উকীল-ব্যারিষ্টারেরাও ত দেন শুনেছি। কিন্তু এ নিয়ে এখন একটা গণ্ডগোল করলে শেষে কাযটা ফস্কে যেতে পারে। ও আপনার মনিবের টাকা চুরি করছে—করুক গে—আমার এত মাথা ব্যথা কিসের ?"—ভাবিয়া, সে বলিল, "আচ্ছা, তা জন্যে আটকাবে না।"

হরিবাবু বলিলেন, "৬৪৲ থেকে ১৬৲ গেলে বা[illegible] রহিল ৪৮৲—এই নিন।"—বলিয়া পকেট হ[illegible] টাকা বাহির করিয়া গণিয়া দিলেন এবং বলিলে[illegible] "ঐ দিন সন্ধ্যার পর আমরা মোটর গাড়িতে নেবে[illegible] আপনি অনুগ্রহ ক'রে আসবেন। [illegible] আবার আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দেবে[illegible] ৬৪৲ টাকার রসিদটা অনুগ্রহ করিয়া লিখে দিন[illegible]

বিনয় দালালী দিতে স্বীকৃত হইয়াছিল—

আপনার মনিবের টাকা চুরি করছে, তা আমার কি ?” এই যুক্তিতে নিজ মনকে আখিঠার দিয়া ; কিন্তু ৪৮৲ লইয়া ৬৪৲ টাকার রসিদ দিতে তাহার কলম উঠিল না। সে বলিল, “মশাই, মাফ করবেন, ৪৮৲ পেয়ে ৬৪৲ টাকার রসিদ আমি দিতে পারিনে।”

হরিবাবু উঠিয়া বলিলেন, “আচ্ছা, থাক্ গে রসিদ—না হলেও চলবে। এখন তবে আসি মশাই—গুডবাই সার।”—বলিয়া সেলাম করিয়া প্রস্থান করিলেন।

শনিবার সন্ধ্যার পর নিজ যন্ত্রাদি সহ বিনয় প্রস্তুত হইয়া বসিয়া রহিল। ৭টা বাজিল, ৮টা প্রায় বাজে—এখনও তাহাকে লইতে মোটর আসিল না। সে মনে মনে রাগিয়া ভাবিতে লাগিল, “সময়ের মূল্যজ্ঞান আমাদের দেশের লোকের মধ্যে বড়ই কম—তা তিনি যত বড়ই ধনী বা বিদ্বান্ হোন না কেন! আচ্ছা, যখন নিতে আসে আসবে ; আমি কিন্তু ১১টার বেশী এক মিনিট সেখানে থাকছি নে।”

রাত্রি ৮টা বাজিলে বিনয় আহার করিতে বসিল। সাড়ে আটটায় আহার শেষ হইল, তখনও কেহ আসিল না। বিনয় ভাবিল, হয় ত এটর্নিবাবুর বাড়ীতে কোনও বিপদ-আপদ উপস্থিত হইয়াছে, তাই তাঁহার ঈভ্নিং পার্টি স্থগিত হইয়া গিয়াছে ; তাই লোক আসিল না। আহারান্তে ড্রয়িং রুমে পিয়ানোর নিকট বসিয়া সে সঙ্গীতালাপে প্রবৃত্ত হইল।

৯টা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে গৃহদ্বারে একখানি মোটর আসিয়া দাঁড়াইল। সেই কর্ম্মচারী বাবুটি আসিয়াছেন। বিলম্ব জন্য ক্রটী মার্জ্জনা চাহিয়া তিনি বিনয়কে ত্বরা করিতে অনুরোধ করিলেন। বিনয় ত প্রস্তুতই ছিল। তাহার বেহারা কয়েকটি বাদ্যযন্ত্রের বাক্স গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া, শোফেয়ারের পার্শ্বে গিয়া বসিল। বিনয় কর্ম্মচারীর সহিত ভিতরে বসিল। গাড়ী ছুটিল।

অর্দ্ধঘণ্টা পরে মোটরখানি কাশীপুরের বাগান-বাড়ীতে প্রবেশ করিল। দ্বিতলের কক্ষ হইতে কেবল যে অজস্র বিদ্যুৎ-আলোক ছুটিয়া বাহির হইতেছে তাহা নহে, বামাকণ্ঠোত্থিত গীত-লহরী হার্ম্মোনিয়ম ও বাঁয়া তবলার ধ্বনির সহিত মিশ্রিত হইয়া আকাশ বাতাস প্লাবিত করিতেছে। হরিবাবু বিনয়কে দ্বিতলে বারান্দায় লইয়া গিয়া বলিলেন, “এইখানে একটু বসুন, এই গানটা হয়ে গেলেই আমি বাবুকে খবর দেবো এখন।”—বলিয়া তাহাকে একখানি বেঞ্চি দেখাইয়া দিল। বারান্দা হইতে বিনয় উঁকি মারিয়া দেখিল, একটি বিস্তৃত হলঘরে প্রায় ২০জন ভদ্রলোক কেহ বসিয়া, কেহ অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় আছেন। কাহারও অঙ্গে ইংরাজী সান্ধ্যবেশ, কেহ কেহ ধুতি-পাঞ্জাবীতে সজ্জিত। প্রায় প্রত্যেকের হাতেই মদের গেলাস। একপার্শ্বে তজনখানেক “বিম্বাধরী” উপবিষ্ট—তাহাদের সম্মুখেও সুরাপাত্র, কেহ কেহ সিগারেট টানিতেছে। তাহাদের এক জন আসরের মাঝখানে নূপুরের তালে তালে হাবভাব সহকারে নৃত্য করিতে করিতে গাহিতেছে—

‘আমার হৃদ্ মাঝারে জলছে যেন
ছাই-চাপা আগুন।’

দেখিয়া বিনয়ের রক্ত গরম হইয়া, চন্ চন্ করিয়া মাথায় উঠিল। সে মনে মনে বলিল, হৃদ্মাঝারে নয়—তোমার কপালে! ক্রোধভরে কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিল—“মশাই, এই কি আপনার ঈভ্নিং পার্টি ?”

লোকটি বিস্মিত হইয়া বলিলেন, “কেন মশায় ?”

বিনয় তীক্ষ্নস্বরে বলিল, “আপনি কেন সে সময় আমায় খুলে বলেন নি ? তা হ’লে ত এ এন্গেজমেণ্ট আমি স্বীকার করতাম না।”

কর্ম্মচারী বলিলেন, “আপনি যে অবাক্ করলেন মশায়! আবার কি খুলে বলবো আপনাকে বলিনি কি যে, আমাদের বাবু তাঁর কাশীপুরের বাগানে—”

“ঈভ্নিং পার্টি দিচ্ছেন বলেছিলেন। কিন্তু এই কি আপনার ঈভ্নিং পার্টি ?”

“তবে কি এটা ?”

“এটা ত লম্পট পার্টি—মাতাল পার্টি।”

বিনয়ের রাগ দেখিয়া হরিবাবু থতমত খাইয়া গেলেন। বলিলেন, “অত শত জানিনে মশাই। কলকেতায় বড়লোকেরা যখন বাগান দেন, এই রকমই ত হয়ে থাকে চিরকাল দেখছি।”

বিনয় পূর্ব্ববৎ কুপিতস্বরে বলিল, “আপনি কি আশা করেছিলেন যে, এই আসরে আমি বাজাব ?”

এবার হরিবাবুও রাগিয়া গেলেন। বলিলেন, “আপনিই কি আশা করেছিলেন যে, শনিবারে

বাগানে ভাগবত-পাঠ হবে ? আচ্ছা মশাই ত আপনি !"

বিনয় বলিল, "হ্যাঁ, আমি আচ্ছা-মশায়ই বটে ! আপনার বাবুকে বলবেন, এখানে আমি বাজাব না, হাজার টাকা ফী দিলেও নয়। আপনি কা'ল আমার বাসায় গিয়ে আপনার টাকা ফেরত নিয়ে যাবেন। এখন দয়া ক'রে আমায় বাড়ী পৌঁছে দেবার বন্দোবস্ত ক'রে দিন।"

"বেশ, তা হ'লে বাবুকে গিয়ে আমি সেই কথা বলি।"—বলিয়া হরিবাবু ভিতরে প্রবেশ করিয়া সভামধ্যে ঢুলু ঢুলু নয়নে উপবিষ্ট তাঁহার প্রভুর কানে কানে কি কথা বলিলেন—তাহা বিনয় শুনিতে পাইল না।

বাবু উচ্চস্বরে বলিলেন, "আচ্ছা, নেভার মাইণ্ড—যানে দেও শালাকো। নেই মাংতা।"

বিনয়ের ইচ্ছা হইল, এক লম্ফে সে ভিতরে পড়িয়া লাথি ও ঘুসিতে অর্দ্ধশায়িত মাতালকে ধরাশায়ী করিয়া দেয় ; কিন্তু অনেক কষ্টে আত্মদমন করিল। হরিবাবু বাহিরে আসিয়া বিনয়কে ফেরত পাঠাইবার জন্য মোটরের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

৭

কলিকাতার ধনি-সম্প্রদায় বাগানে যে ঈভনিং পার্টি দিয়া থাকেন, তাহার স্বরূপটা এইভাবে অবগত হইয়া, বিনয় প্রতিজ্ঞা করিল, আর কখনও সে বাগানের এন্‌গেজমেণ্ট গ্রহণ করিবে না।

সঙ্গীতকলার প্রতি এ দেশে ধনি-সম্প্রদায়ের কতদূর আদর,তাহা ক্রমে বিনয় হাড়ে হাড়ে বুঝিতে পারিল। সঞ্চিত অর্থ ফুরাইতে লাগিল ; ক্রমে তাহার দিন চলা দুষ্কর হইয়া উঠিল। পূর্ব্ব-পরামর্শ অনুসারে মিউজিক্যাল রিসাইট্যাল দিবার অভিপ্রায়ে, বহু পরিশ্রমে সে স্বরলিপি প্রস্তুত ও অভ্যাস করিতে লাগিল। ভাবিল, ধনি-সম্প্রদায় হইতে কিছু আশা নাই, মধ্যবিত্ত সমাজে সম্ভবতঃ তাহার বিদ্যার আদর হইবে। দিন স্থির করিয়া, ষ্টেজ ভাড়া লইয়া, সহরময় প্ল্যাকার্ড ও বিজ্ঞাপন দিয়া সে উপর্য্যুপরি তিন সোমবার পারফরম্যান্স দিল ; কিন্তু ইহাতেও তাহাকে নিরাশ হইতে হইল। টিকিট বিক্রয়ের অর্থে বিজ্ঞাপন-খরচ ষ্টেজভাড়া, আলো-খরচও সম্পূর্ণ উঠিল না—লাভ হওয়া ত দূরের কথা। পারফরম্যান্স শেষে অনেকেই এই বলিতে বলিতে বাড়ী গেল—"হুঃ হুঃ, না আছে একটা মেয়েমানুষ, না কিছু, পয়সা খরচ ক'রে এরা আবার মানুষে দেখতে আসে ?"

চেষ্টা-চরিত্র করিয়া, ভদ্রপরিবারে ক্রমে তিনটি ট্যুশন বিনয়ের জুটিল। টাকার পরিমাণ অত্যন্ত কম—কিন্তু অগত্যা তাহাই স্বীকার করিতে হইল, নহিলে দিন চলে কেমন করিয়া ?

এইরূপে পূজা পর্য্যন্ত কাটিল। পূজা গেল, শীত পড়িল। ডিসেম্বর মাসে, উপযুক্ত ফীতে একটি বৈঠকী মজ্‌লীসে বিনয়ের আহ্বান আসিল। কোনও "বাগানে" নহে—ভদ্রগৃহে। যথাদিনে ও সময়ে বিনয় তথায় উপস্থিত হইয়া, নিজ বিদ্যার পরিচয় দিল। অনেকগুলি ভদ্রলোক নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন, পর্দ্দার আড়ালে বাড়ীর মেয়েরাও শ্রোত্রী হইয়া বসিয়াছিলেন। তিন ঘণ্টাকাল বাজাইয়া, বিনয় প্রচুর প্রশংসালাভ করিল। রাত্রি ১০টার সময় সভাভঙ্গ হইবার কালে এক জন ভদ্রলোক হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "বাবা! আজ তুমি আমাদের বড়ই খুসী করেছ। বিলেতে গিয়ে যা শিখে এসেছ—তা সার্থক বটে। তোমার উপযুক্ত পারিশ্রমিক যা, গৃহকর্ত্তা তা ত তোমায় দেবেনই ; আমি এক জন নিমন্ত্রিত, আমি এই শালখানি তোমায় বখশিস্ করলাম।"—বলিয়া, হাসি হাসি মুখে, নিজ গাত্র হইতে শালখানি খুলিয়া তিনি বিনয়ের গাত্রে নিক্ষেপ করিলেন।

প্রশংসালাভে আজ বিনয়ের মনে যে আনন্দটুকুর সঞ্চার হইয়াছিল—মুহূর্ত্তমধ্যে তাহা ক্রোধে ও ক্ষোভে রূপান্তরিত হইয়া গেল। কম্পিতস্বরে সে বলিল, "মহাশয়, আমি বাজাই বটে, কিন্তু আমি বাজন্দেরে নই। আমায় এ ভাবে অপমান করবার কোনও অধিকার আপনার নেই।" বলিয়া শালখানা সে ছুড়িয়া বাবুটির দিকে ফেলিয়া দিল।

উৎসব-সভায় সহসা যেন বজ্রপাত হইল। সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেল। বাবুটি বলিলেন, "কেন মহাশয়, এতে কি আপনাকে অপমান করা হ'ল ? এই রকমে গুণীর আদর করা আমাদের দেশে ত বহু কাল থেকে চ'লে আসছে!" বলিয়া তিনি রক্তবর্ণ মুখ অবনত করিয়া শালখানি কুড়াইয়া লইলেন।

গৃহকর্ত্তা ও অন্যান্য ভদ্রলোকগণ ছুটিয়া আসিয়া

উভয়কে মিষ্টবাক্যে অনেক বুঝাইতে লাগিলেন। ফলে, পরস্পর ক্ষমা প্রার্থনা ও করমর্দ্দনান্তে ব্যাপারটা মিটিয়া গেল।

অতঃপর বিনয় কিন্তু এ ব্যবসায়-ক্ষেত্র হইতে স্বেচ্ছায় বিদায় গ্রহণ করিল। কলিকাতার কোনও বেসরকারী কলেজে একটি প্রফেসারি যোগাড় করিয়া, এখন সে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। সুবোধ ও অনিল আইন পাস করিয়াছে—তাহারা এখন ছোট আদালতে বাহির হয়। তিন জনে একটি মেস স্থাপন করিয়া একত্রই বাস করিতেছে।

পোষ্ট-মাষ্টার

১

খড়ে ছাওয়া গ্রাম্য পোষ্ট-আপিসের ভিতরে নড়্‌বড়ে টেবিলের সামনে হাতভাঙ্গা চেয়ারের উপর, বেগুনী রঙের আলোয়ান গায়ে ঐ যে যুবকটি বসিয়া কায করিতেছে, ও-ই এখানকার পোষ্টমাষ্টার বা ডাক-বাবু বিমলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। ঘড়ীতে ঠং ঠং করিয়া দশটা বাজিতেই বাহিরে ঝম্ ঝম্ শব্দ শুনা গেল; 'রাণার' ডাক লইয়া আসিতেছে। 'রাণার' প্রবেশ করিয়া ডাকের ব্যাগটি টেবিলের উপর রাখিল; বাবুকে প্রণাম করিয়া কপালের ঘাম মুছিল। ডাক-বাবু ব্যাগের শীলমোহর পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। রাণার তখন তামুক খাইতে বাহিরে চলিয়া গেল।

আপিস-গৃহ এখন জনশূন্য। পিয়নেরা রান্না-খাওয়া সারিয়া লইতেছে—খানিক পরেই আসিয়া জুটিবে এবং নিজ নিজ বীটের চিঠি, মনি অর্ডার, রেজিষ্টারি প্রভৃতি বুঝিয়া লইবে। ব্যাগটি কাটিয়া বিমল উহা টেবিলের উপর উবুড় করিয়া ধরিল। চিঠিপত্র, পার্শেল প্রভৃতির সঙ্গে একটা প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রের পাঁচ ছয়টা বিভিন্ন প্যাকেটও বাহির হইল। একটা প্যাকেট লইয়া বিমল তাহার দেরাজের মধ্যে রাখিল। (ইহা সে বাসায় লইয়া যাইবে এবং আহারাদির পর শয়ন করিয়া, খুলিয়া গল্প ও প্রেমের কবিতাগুলির স্বরাস্বাদন করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িবে।) তার পর, চিঠির গাদা পরীক্ষা করিতে লাগিল। তাহার মধ্য হইতেও ৪।৫ খানি বাছিয়া লইয়া দেরাজের মধ্যে লুকাইল। এগুলি সমস্তই খামের চিঠি এবং পুরুষের হস্তাক্ষরে, স্ত্রীলোকের নামে ঠিকানা লেখা। এগুলিও সে বাসায় লইয়া গিয়া জল দিয়া খুলিয়া পাঠ করিবে;—শুধু প্রেমের গল্প কবিতা নয়, প্রেমের চিঠি পড়িতেও বিমল অত্যন্ত ভালবাসে। এটা সে একটা নির্দ্দোষ আমোদ বলিয়াই মনে করে; কারণ, চিঠিগুলি সে নষ্ট করে না, আবার জুড়িয়া, পরদিন ছাপ-মোহর লাগাইয়া, বিলির জ পিয়নদের দিয়া থাকে। ছয় মাসের অধিক কাল বিমল এখানে আসিয়াছে—প্রত্যহই এইরূপ চিঠি অপহরণ করে;—এটা তাহার একটা নেশার মত দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

সাড়ে দশটা বাজিল; পিয়নেরা একে একে আসিয়া টেবিলের উভয় পার্শ্বে বসিয়া গেল। বিমল তাহাদের মধ্যে বিভিন্ন গ্রামের পত্রাদি বণ্টন করিয়া দিতে লাগিল; এই অবসরে আমরা এই মহাপুরুষে কিঞ্চিৎ পূর্ব্বপরিচয় দিয়া রাখা উচিত বিবেচন করি।

২

বিমলের নিবাস যশোর জেলার কোনও এ গণ্ডগ্রামে। তথায় একটি হাই স্কুল আছে—সে স্কুলের উপরের ক্লাসগুলির প্রত্যেকটিতে দুই তি বৎসর করিয়া কাটাইয়া বিমল যখন প্রবেশিকা পরী দিতে উদ্যত হইল, তখন তাহার গোঁফ দাড়ি বেশ হইয়া উঠিয়াছে, এবং বয়স হইয়াছে ২২ বৎসর গ্রামের লোকে সে সময় বলিয়াছিল, "বিমল যে পাস হবে, সে দিন পূবের সূয্যি পশ্চিমদিকে উঠবে এইরূপ মন্তব্যের যথেষ্ট কারণও বিদ্যমান ছিল। গ্রা যত বওয়াটে ছোকরাই ছিল বিমলের বন্ধু; সা থিয়েটর দলের সেই ছিল প্রধান পাণ্ডা; এবং গঞ্জি সেবন ত অনেক দিন হইতেই চলিতেছিল, ইদা থিয়েটরের রিহার্সালে যে বোতলও গোপনে আমদ হইত, তাহারও বিশ্বাসজনক প্রমাণ আছে।

কিন্তু যে ঘটনা অভাবনীয়, তাহাই ঘটিয়া গে গেজেট বাহির হইলে দেখা গেল, বিমল তৃ বিভাগে পাশ হইয়াছে,—অথচ সূর্য্যদেব গ্র লোকের ভবিষ্যদ্বাণীর কোনও খাতিরই করিলেন

বিমল ছোকরাটি দেখিতে বেশ সুপুরুষ, তাহার মন্দ স্বভাব জন্য আজও বিবাহ হয় সংসারে তাহার মা ও জ্যেঠাইমা (উভয়েই বিধবা), ছোট ভাই, একটি বিধবা ভগিনী এবং দুইটি জ্যেঠ ভাই বর্ত্তমান। বড়টি স্থানীয় জমীদারী কাছা সামান্য বেতনে সুমারনবীশের কর্ম্ম করে—ছোট

টি স্কুলে পড়ে। বিমলেরও এখন অর্থোপার্জ্জন করা আবশ্যক হইয়া পড়িল,—সামান্য যাহা জোৎজমা আছে, তাহাতে সংসার চলে না। তাহার এক মামার শ্বশুরের সঙ্গে ২৪ পরগণার পোষ্টাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-বাবুর বিশেষ হৃদ্যতা ছিল; তাঁহারই সুপারিশে সে ডাক-বিভাগে কর্ম্ম পায়। আলিপুরের হেড আপিসে বৎসরখানেক শিক্ষানবিশী ও একটিনি করিয়া, আজ ছয় মাস হইল, সে এই মহেশপুর ডাকঘরের সাব-পোষ্ট মাষ্টার হইয়া আসিয়াছে।

হেড আপিসে থাকিতে পাঁচ জন উপরওয়ালার অধীনস্থ হইয়া কর্ম্ম করিতে বিমলের মোটেই ভাল লাগিত না; এখানে আসিয়া সে স্বাধীন হইয়াছে। সরকারী বাসাটি ভাল, পিয়নেরা আজ্ঞাকারী, খাদ্য-দ্রব্যাদি সুলভ; এমন কি, পল্লীগ্রাম হইলেও এখানে "বিলাতী" পাওয়া যায়—তবে সোডা পাওয়া যায় না, জল মিশাইয়া খাইতে হয়, এই যা একটু অসুবিধা। সুতরাং মোটের উপর বিমল এখানে ভালই আছে বলিতে হইবে।

৩

পিয়নগণ স্ব স্ব ব্যাগ ভরিয়া পত্রাদি লইয়া রওয়ানা হইয়া গেল, বিমল অপহৃত মাসিকপত্রখানি ও চিঠিগুলি হাতে করিয়া আপিস-ঘর হইতে বাহির হইয়া তাহাতে তালা বন্ধ করিল। বাসায় প্রবেশ করিয়া উঠান হইতে বলিল, "বামুন মা, রান্নার কত দূর?"

এক জন বর্ষীয়সী ব্রাহ্মণ-বিধবা রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া বলিলেন, "রান্না আমার শেষ হয়েছে, তুমি চান ক'রে এস বাবা।" ইঁহার বাড়ী এই পাড়াতেই, বড় গরীব, মাত্র চারিটি টাকা বেতনে বিমলকে দুই বেলা রাঁধিয়া খাওয়াইয়া যান।

বিমল নিজ ঘরে গিয়া চিঠিগুলি ও মাসিকপত্রখানি বালিসের নীচে গুঁজিয়া, কোট প্রভৃতি খুলিয়া, একটা শিশি হইতে কিঞ্চিৎ তেল ঢালিয়া মাথায় দিয়া, সাবান, গামছা ও বস্ত্র লইয়া নিকটস্থ পুষ্করিণীতে স্নান করিতে গেল। স্নান করিয়া আসিয়া, ভিজা কাপড়খানি শুকাইতে দিয়া, জামা পরিয়া, আর্সি চিরুণী ও বুরুষ লইয়া পরিপাটীরূপে নিজ কেশসংস্কার করিল। তার পর রান্না-ঘরের বারান্দায় বিছানো আসনখানির উপর বসিয়া ভোজনে প্রবৃত্ত হইল।

বিমলকে খাওয়াইয়া 'বামুনমা' যখন চলিয়া গেলেন, তখন বেলা প্রায় ১২টা। বিমল পাণ চিবাইতে চিবাইতে সদর-দরজা বন্ধ করিয়া আসিয়া, শয়নঘরে প্রবেশ করিল। এক [illegible] জল ও একখানি ছুরী লইয়া শয্যাপার্শ্বস্থ (স[illegible]) ছোট টেবিলখানির উপর রাখিয়া বিছানায় বসিয়া, বালিসের তলা হইতে মাসিকপত্র ও চিঠিগুলি বাহির করিল। জলে আঙ্গুল ভিজাইয়া প্রত্যেক চিঠির মুখে বেশ করিয়া বুলাইয়া, সেগুলি সারিবন্দী টেবিলের উপর রাখিয়া, মাসিকপত্রখানির মোড়ক ছিঁড়িয়া ফেলিল। পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে মাঝে মাঝে চাহিয়া দেখিতে লাগিল, কোনও চিঠির মুখের জল শুষ্ক হইয়াছে কি না। মাঝে মাঝে সেগুলির মুখ আবার ভিজাইয়া দিতে লাগিল। যখন বুঝিল, এইবার সময় হইয়াছে, তখন মাসিকপত্রখানি রাখিয়া, ছুরীর ফলা চিঠির মুখে ঢুকাইয়া উল্টাদিকের চাপ দিয়া একে একে চিঠিগুলি খুলিয়া ফেলিল।

প্রথম চিঠিখানি বাহির করিয়া দেখিল, তাহার সহিত একখানি দশ টাকার নোট। বিমল আপন মনে বলিয়া উঠিল, "বাঃ, আজ বউনি হ'ল মন্দ নয়!" নোটখানি বালিসের তলায় গুঁজিয়া রাখিয়া, চিঠির ভাঁজ খুলিল। প্রাণেশ্বরী বলিয়া সম্বোধন। বিমল সাগ্রহে চিঠিখানি পড়িতে লাগিল। কলিকাতা-প্রবাসী বিরহী স্বামী স্বীয় বিরহ-যন্ত্রণার অনেক বর্ণনা করিয়াছে; লিখিয়াছে, বড়দিনের ছুটীতে বাড়ী আসিয়া, তাহার হৃদয়েশ্বরীকে হৃদয়ে ধরিয়া, সকল জ্বালা নির্ব্বাণ করিতে পারিবে—সে জন্য দিন গণনা করিতেছে। প্রথম মাসের মাহিনা পাইয়া খোকার দুধ-খরচের জন্য ১০টি টাকা পাঠাইতেছে। এ ব্যক্তির আরও কয়েকখানি পত্র ইতিপূর্ব্বে বিমল পাঠ করিয়াছিল—সে জানিত, লোকটি কলিকাতায় চাকরীর জন্য উমেদারী করিতেছিল।

এ পত্রখানি রাখিয়া, বিমল দ্বিতীয় পত্রখানি খুলিল। "পূজনীয়া পিসীমা!" সম্বোধন দেখিয়া—"ধুত্তোর" বলিয়া সক্রোধে চিঠিখানি বিছানার উপর ফেলিয়া, তৃতীয় পত্রখানি উন্মোচন করিল।

এই লোকের চিঠিও মাঝে মাঝে বিমল পড়িয়াছে—তাহা হইতে ইহাদের পূর্ব্বকথা কিছু কিছু সে অবগত ছিল। মেয়েটির নাম চারুশীলা—সে বিধবা, বোধ হয় বালবিধবা। এই মহেশপুর গ্রামের দক্ষিণে রসুলপুর নামক স্থানে তাহার বসতি—খুব সম্ভব, ঐ স্থানে তাহার শ্বশুরালয়। তাহার পিত্রালয় কলিকাতায়;

আত্মমর্য্যাদাবোধ প্রভৃতি সদ্গুণাবলীতে তাহারা ভূষিত; অপর পক্ষে গৃহস্থ মেয়েদের মন অতি নীচ, অতি সঙ্কীর্ণ; তাহারা নিতান্ত স্বার্থপর, ক্রোধী কটুভাষিণী—এক কথায়, তাহাদের হাড়ে হাড়ে বজ্জাতী।

নগেন্দ্রবাবু বসিয়া বসিয়া প্রুফ দেখিতে লাগিলেন, ক্রমে দশটা বাজিল, সাড়ে দশটা বাজিল। ঝি আসিয়া স্নানের জন্য তাগাদা জানাইল; নগেন্দ্রবাবু সে কথা কাণে তুলিলেন না। ক্রমে সুধীর নামক এক জন সুদর্শন যুবা আহারান্তে পাণ চিবাইতে [illegible]তে আসিয়া তাঁহার পাশে বসিল। বলিল, [illegible], আর বাকী কত?"—সুধীরও এই বাসাতেই [illegible]।

[illegible]গেন্দ্রবাবু অসংশোধিত কাগজগুলি গণিয়া বলি[illegible] "আর চার শীট আছে।"

[illegible]ধীর বিনীত স্বরে বলিল, "স্নান আহার ক'রে ও[illegible] দেখলে হ'ত না?"

নগেন্দ্র বলিল, "দেরী হয়ে যাবে যে ভাই। [illegible]জকেই তারা পেজ বেঁধে অর্ডারপ্রুফ দেবে বলেছে, [illegible] জন্যেই আজ রবিবার হলেও ছাপাখানায় লোক [illegible] করেছে। কালই তারা ছাপা শেষ করতে চায়। [illegible]খানা যাতে এই হপ্তার মধ্যে বেরিয়ে যায়, তার [illegible] প্রকাশক তাদের কড়া তাগাদা দিচ্ছেন।"

সুধীর বলিল, "আচ্ছা দাদা, এক কায করুন না। [illegible]পনি স্নানাহার করতে যান, প্রুফ যতগুলো দেখা [illegible]ছে, আমি এখনই গিয়ে ছাপাখানায় দিয়ে [illegible]সছি। ততক্ষণ তাদের কাজ চলুক। ব'লে [illegible]াসবো, আর ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যে বাকীটুকু দিয়ে [illegible]াব।"

নগেন্দ্র বলিল, "এই রোদ্দুরে দু, দুবার তুমি সেই [illegible]জপাড়া হাঁটাহাঁটি করবে? তার চেয়ে বরঞ্চ, [illegible]ঘণ্টা খানিক ব'স, শেষই ক'রে দিই—একেবারে [illegible]য়ে যেও।"

সুধীর বলিল, "না দাদা, দু'বার প্রেসে যেতে [illegible]মাার কোন কষ্ট হবে না। আপনি উঠুন, স্নান [illegible]রে ভাত খান। কলের জল ত বহুক্ষণ চ'লে গেছে, [illegible]াচ্চার জলও তলানি প'ড়ে গেছে। ভাতও প্রায় [illegible]য়ে উঠলো।"

[illegible] সুধীর কলেজের এক জন ছাত্র এবং [illegible] [illegible] [illegible]। কেহ নগেন্দ্রনাথের [illegible]

নীতিগর্হিত বলিয়া নিন্দা করিলে সুধীর [illegible] সহিত কোমর বাঁধিয়া তর্কে লাগিয়া যায়;—[illegible] "তোমরা সব পেঁচার জাত, এতকাল [illegible] অভ্যস্ত ছিলে; এখন সাহিত্যের এই নবযুগের [illegible] দেখে কিচির-মিচির আরম্ভ করেছ।" [illegible] কি বলে।

ভক্তের এই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ [illegible] না পারিয়া নগেন্দ্র উঠিল। সংশোধিত [illegible] পত্রাঙ্ক মিলাইয়া, পিনে গাঁথিয়া, সুধীরের হস্তে দিয়া, স্নানার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিল। সুধীর প্রুফগুলি লইয়া প্রেসে দিতে গেল।

২

নগেন্দ্রনাথের নূতন উপন্যাস "সমাজদ্রোহী" প্রকাশিত হইয়াছে। সপ্তাহখানেক পরে, আফিসের ফেরত এক দিন বিকালে নগেন্দ্র তাহার প্রকাশকের দোকানে আসিয়া দর্শন দিল। প্রকাশক মহাশয় তখন তাঁহার খাসকামরায় বসিয়া চা-পান করিতেছিলেন, সংবাদ পাইয়া নিজে আসিয়া নগেন্দ্রকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গিয়া, চেয়ারে বসাইয়া বলিলেন, "এক পেয়ালা চা দিক?" নগেন্দ্র সম্মতি জানাইলে প্রকাশক মহাশয় হাঁকিলেন, "ওরে নগেনবাবুকে এক পেয়ালা চা দে, আর আমার জন্যেও আর এক পেয়ালা আনিস।"

নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "সমাজদ্রোহী কি রকম বিক্রী হচ্ছে?"

প্রকাশক বলিলেন, "বেশ টানছে। এই এক সপ্তাহ ত বই বেরিয়েছে? এরই মধ্যে প্রায় ২৫০ গেছে। পূজোর মধ্যে ৪।৫ শো কেটে যাবে বোধ হয়।"

শুনিয়া নগেন্দ্রের মনটি পুলকিত হইয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল, "লোকে কেমন বলছে?"

প্রকাশক বলিলেন, "তা—ভালই বলছে। কিন্তু কেউ কেউ আবার বলছে, অন্য সব জায়গা ভাল হয়েছে, কিন্তু গণিকা-চরিত্রগুলো ভাল হয়নি।"

নগেন্দ্র একটু শ্লেষের হাসি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "রুচিবাগীশ মহাশয়েরা বুঝি?"

প্রকাশক ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, "না, [illegible] রুচিবাগীশ দলের লোক না। [illegible] —[illegible] দলের। [illegible] তারা বলছে, [illegible] [illegible]

সুধীরের এ উক্তি শুনিয়া নগেন্দ্র মনে মনে একটু বিরক্ত হইল। বলিল, "বেথুন কলেজে পড়বার সুযোগ ত কখনও পায় নি, কাযেই এ রকম চিঠি সে লিখেছে। কিন্তু বেশী লেখাপড়া না জানলেই যে মানুষ একেবারে অপদার্থ হয়ে গেল, তা মনে করা ভুল সুধীর।"

সুধীর একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "না, তা মনে করিনি দাদা। তবে শুধু এই বলছিলাম যে, ভাষাটা—"

নগেন্দ্র বাধা দিয়া বলিল, "চিঠির ভাবার কথা ছেড়ে দাও। তার মুখের ভাষা শুনলে তাকে আর মূর্খ ব'লে মনে হবে না। এমন কি, তাকে—সে যা, তাই বলেই মনে হবে না।"

নগেন্দ্র মনে মনে স্থির করিল, মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময় সে ত নিজে যাইবেই, সুধীরকেও লইয়া গিয়া, উহার এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিয়া দিবে।

৬

ঠিক এক সপ্তাহ কলিকাতা হইতে অনুপস্থিতির পর, আজ মঙ্গলবার প্রাতে, তবলা-বাঁয়া, বেহালা, হার্মোনিয়ম, বিছানা, বাক্স, ভৃত্য, ওস্তাদজী ও কুকুর সহ, নর্ত্তকী প্রভাবতী মফঃস্বল হইতে মুজরা করিয়া তাহার বাসায় ফিরিল। এ বাড়ীখানি তাহার নিজের নহে, এগ্রিমেণ্ট করিয়া লওয়া; ত্রিতলের সমস্ত কক্ষগুলি সে নিজে অধিকার করিয়া আছে। দ্বিতলের কক্ষগুলিতে দুই জন ভাড়াটিয়া আছে—ইহারাও নর্ত্তকী, তবে তাদের তেমন পসার নাই। যে আসরে প্রভার ৫০০৲ টাকার বায়না হয়, সে আসরে ইহারা ১০০৲ টাকার বেশী পায় না। এই কারণে ইহারা মনে মনে প্রভার বিলক্ষণ ঈর্ষা করে; কিন্তু প্রভা বাড়ীওয়ালী, মুখে কিছু প্রকাশ করিতে সাহস করে না। একতালায় পাকাদি হয়, ভৃত্যেরা থাকে।

প্রভাবতী ত্রিতলে উঠিয়া সম্মুখে কুসুমকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাই, খবর সব ভাল ত?"

কুসুম বলিল, "বাড়ীর খবর ত এক রকম ভালই। কিন্তু পাড়ায় আজকাল বড় ভয় হয়েছে দিদি।"

প্রভা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, কি হয়েছে?"

কুসুম বলিল, "বড় গুণ্ডার উপদ্রব হয়েছে। পরশু রাত্রে একটা গুণ্ডা, বাবু সেজে যামিনীর ঘরে এসেছিল। ছুরি দেখিয়ে, তার গহনাগুলি সব কেড়ে নিয়ে, পালিয়ে গেছে।"

"সে চেঁচামেচি করে[illegible]"

"তার মুখ বেঁধে ফেলেছিল, চেঁচাবে কোত্থেকে? ভাগ্যিস একটু পরে এক জন ভাড়াটে সে ঘরে গিয়ে পড়েছিল, সে তার মুখ থেকে কাপড়ের বাঁধন খুলে দিলে, নইলে দম বন্ধ হয়েই ম'রে যেত।"

"পুলিসে খবর দেওয়া হয়েছিল?"

"হ্যাঁ হয়েছে বৈ কি। তা, সে চোরকে পুলিস আর কোথায় খুঁজে পাবে?"

প্রভা জিজ্ঞাসা করিল, "আমার চিঠিপত্র কিছু এসেছিল?"

কুসুম বলিল, "হ্যাঁ এসেছিল একখানা। তোমার ঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে ভিতরে ফেলে দিয়েছি।"

এমন সময় অপর ভাড়াটিয়া সারদাসুন্দরী হাঁপাইতে হাঁপাইতে সিঁড়ি উঠিয়া বলিল, "এই যে প্রভা দিদি, এই আসছ বুঝি? দাঁড়াও, আগে হাঁপ ছাড়ি। ছুটতে ছুটতে বাড়ী এসেছি।"

প্রভা ও কুসুম যুগপৎ জিজ্ঞাসা করিল, "কেন? কেন? কি হয়েছে সারদা?"

"ওগো, ঐ গলিতে পুলিসে পুলিসে ছেয়ে গেছে। গলি দিয়ে যে যাচ্ছে, তাকে ধরছে। তাই দেখে আমি ভয়ে ছুটতে ছুটতে অন্য পথ দিয়ে পালিয়ে এসেছি।"

প্রভা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, এত পুলিস কেন?"

"খুন হয়েছে যে গো!"

"কে খুন হ'ল?"

"কামিনী।"

"অ্যাঃ—কামিনী খুন হয়েছে? কি ক'রে খু[illegible] হ'ল? কে খুন করলে?"

"শুনলাম, কাল রাত্রে এক জন গুণ্ডা, বাবু সেজে কামিনীর ঘরে এসেছিল। তারপর অনেক রাত্রে কামিনীকে খুন ক'রে, তার গয়নাগাঁটি সব নিয়ে স[illegible] পড়েছে। গায়ের গয়না ত নিয়েছেই, আঁচলে থে[illegible] লোহার সিন্দুকের চাবি নিয়ে লোহার সিন্দুক খু[illegible] বাকী গয়না, টাকা কড়ি যা ছিল সমস্ত নিয়ে গেছে[illegible]"

শুনিয়া প্রভাবতী ও কুসুম উভয়েই হায় [illegible] করিতে লাগিল। আর দুই চারি কথার পর, প্রভা ত্রিতলে উঠিয়া নিজ শয়ন ঘরের চাবি খুলিল। খুলিয়া, ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্র দেখিতে পাইল, কুসুম কথিত ডাকের চিঠিখানা মেঝের উপর পড়িয়া রহিয়াছে।

চিঠিখানা কুড়াইয়া প্রভা শিরোনামা দেখি[illegible]

[চা]কর অপরিচিত। চিঠিখানা টেবিলের উপর রাখিয়া, ভৃত্যকে চায়ের জল চড়াইতে আদেশ দিয়া, মুখ হাত [ধুই]য়া, বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিল। বাজার আনিবার [জন্য] ঠাকুরকে টাকা দিয়া, চা-পান করিতে করিতে [চি]ঠিখানা খুলিল।

চিঠি পড়িয়া, প্রভার মুখ শুকাইয়া গেল, তাহার [হা]ত পা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ছুটিয়া [ব]ারান্দায় বাহির হইয়া, কম্পিত কণ্ঠে ডাকিল, "কুসুম কুসুম, ও সারদা, তোরা শীগ্‌গির আয়।"

কুসুম ও সারদা, উভয়েই একত্র বসিয়া ছিল। এই ডাক শুনিয়া তাহারা পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করিয়া একটু হাসিল। পরে বাহির হইয়া বলিল, "কেন বাড়ীউলি দিদি? ডাকছ?"

উপর হইতে পূর্ব্ববৎ আর্ত্তকণ্ঠে উত্তর আসিল—"শীগ্‌গির আয়—সর্ব্বনাশ হয়েছে।"

কুসুম ও সারদা তখন মুখের হাস্যরেখা গোপন করিয়া, মুখে উদ্বেগ ও ভয়ের চিহ্ন লইয়া ছুটিতে ছুটিতে উপরে উঠিয়া গেল। গিয়া দেখিল, মেঝের উপর চা চউ খেলিতেছে, প্রভার কুকুর তাই চাটিয়া চাটিয়া [খ]াইতেছে; পেয়ালা ও পিরিচ টেবিলের উপর হইতে [প]ড়িয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, প্রভা চক্ষু কপালে তুলিয়া, [ত]াহার কয়াস বিছানায় বসিয়া হাঁপাইতেছে।

কুসুম ও সারদা প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "[কি] দিদি, কি হয়েছে?"

[প্রভা], চিঠিখানা তাহাদিগকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "[পড়]।"

[কুসু]ম তখন চিঠি লইয়া পড়িল।

মেছুয়াবাজার।

[প্রে]মলেষু—

প্রাণপ্রিয়সি, এক দিন কোনও স্থানে তোমার [কথা] শুনিয়া আমি প্রাণে এতই আনন্দ পাইয়া- [ছি] যদিও আমি এক জন সামান্য গুণ্ডা, সেই [দিন হই]তে মনে মনে তোমায় অত্যন্ত ভালবাসি ও ভক্তি [করি]। তাই এ পত্র তোমায় লিখিতেছি। আমাদের [দলের] অপরাপর গুণ্ডা লোকেরা জানিতে পারিয়াছে [তুমি] কোথা হইতে মুজরা করিয়া অনেক টাকা লইয়া [যে]য় দিবস তুমি কলিকাতায় ফিরিবে; তাহারা [পরামর্শ] করিয়াছে, রাত্রে তাহারা তোমার নিকট যাবু [সাজিয়া] যাইবে এবং তোমাকে হত্যা করিয়া তোমার [গহনা] ও টাকা কড়ি সমস্ত অপহরণ করিবে। তোমায় গলায় ছুরী দিবে, ইহা আমার সহ্য না হওয়াতে, এই পত্র লিখিয়া তোমায় সাবধান করিয়া দিলাম। এ পত্র পড়িয়া তুমি পুড়াইয়া ফেলিবে, কারণ, ইহা আমাদের দলের লোকের হস্তগত হইলে বিশ্বাস-ঘাতকতার জন্য তাহারা আমাকেই হত্যা করিবে সন্দেহ নাই। ইতি—

তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষী অধম ভৃত্য
শ্রী—গুণ্ডা।

চিঠি পড়িয়া কপটী কুসুম দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল, "তাই ত বাড়ীউলি দিদি, কি হবে?"

সারদা পেচকের মত গম্ভীর স্বরে বলিল, "এখন উপায়?"

প্রভাবতী শুইয়া পড়িয়াছিল। তাহার মুদিত চক্ষু হইতে অশ্রু গড়াইতে লাগিল। কুকুরটি চা পান শেষ করিয়া তাহার পদতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল।

সারদা কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল, "হ্যা ভাই কুসুম, যদি আমাদিগকেও খুন করে? এইবেলা কোথাও পালাই চ'।"

কুসুম বলিল, "পালিয়ে যাব কোথা? কোনও চুলো কি আছে? আর আমাদের আছেই বা কি ভাই, যে নেবে? খানকতক পিত্তলের গহনা, এনামেলের ডিশ, আর ফেঁসোর গদি। তবে, প্রভা দিদির বোধ হয় পালানোই উচিত। সাত দিনের বায়না নিয়ে মফঃস্বলে গেছে, অনেক টাকা কড়ি নিয়ে আর তার ফিরে আসবার কথা, তা কেমন ক'রে তারা টের পেয়েছে ভগবান্ জানেন। দিদি, ও দিদি, ও রকম ক'রে প'ড়ে থাকলে কি হবে ভাই? ওঠ, একটা পরামর্শ যুক্তি করা যাক।"—বলিয়া সে সারদার পানে চাহিয়া, অলক্ষিতে একটু হাসিল।

প্রভা উঠিয়া বসিল। বলিল, "আমার চাকরকে ডাক ত।"

ভৃত্য নিম্নতলে বসিয়া মশলা বাটিতেছিল, কুসুমের ডাক শুনিয়া, হাত ধুইয়া উপরে আসিল।

প্রভা বলিল, "একটা ট্যাক্সি বোলাও—জলদি।"

সারদা ও কুসুম জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কোথা যাবে দিদি?"

প্রভা বলিল, "লালবাজার। পুলিস কমিশনর সাহেবকে গিয়ে চিঠিখানা দেখাই। তিনি আমার প্রাণরক্ষা করেন কি না দেখি।"

ট্যাক্সি আসিবার শব্দ শুনিয়া, প্রভা উঠিয়া তাহার বেশবেশে একটু পারিপাট্য সাধন করিয়া লইল। তাহার পর জুতা মোজা পরিয়া, কুকুরকে বাঁধিয়া রাখিয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেল।

সারদা ও কুসুম দ্বিতলে নামিয়া গেল। সারদা বলিল, "পুলিসে গেল, আমার কিন্তু ভয় করছে ভাই।"

কুসুম বলিল, "একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল।"

সারদা বলিল, "তখনই ত তোকে আমি বারণ করেছিলাম, তুই কি শুনলি? বলি, এ দেখছি হৃদয় ভরবারার অখিল, কোনও কু-অভিপ্রায় নেই, পবিত্র প্রেম করতে আসছেন। দাঁড়াও একটু মজা করা যাক্।"—

"মজা ত করলি, কিন্তু শেষে আমরাই জাল-জুয়াচুরির দায়ে প'ড়ে যাব না কি?"

কুসুম বলিল, "ঈস্! আমাদের কে ধরে? কিছু প্রমাণ আছে? হাতের লেখা ত আর আমাদের কারু নয়।"

সারদা বলিল, "সেই ভরসায় কি নিশ্চিন্দি থাকা যায় ভাই?"

"তুই তবে ব'সে ব'সে 'চিন্দি' কর্। আমি যাই, নেয়ে নিই গে, আবার কলের জল চ'লে যাবে।"—বলিয়া কুসুম তাহার ঘটি, সাবান ও গামছা লইয়া প্রস্থান করিল।

৫

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই নগেন্দ্র আপিস হইতে ফিরিয়া আসিল। আপিসের বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া বলিল, "ওঃ, আজ কি গরমটাই গেল! আপিসে ঘেমে এক-বারে নেয়ে উঠেছিলাম। স্নান ক'রে ফেলি।"

সুধীর বলিল, "দাদা, এই অবেলায় স্নান করবেন? তার চেয়ে না হয় ভিজে গামছা দিয়ে—"

নগেন্দ্র বলিল, "না না—কিছু হবে না।"—বলিয়া সে নিজ সাবানদানী ও তোয়ালে লইয়া নীচে নামিয়া গেল।

স্নান করিয়া আসিয়া, সাবধানে কেশবিন্যাস করিয়া, নগেন্দ্র খাবার খাইয়া চা পান করিল। সুধীরকে বলিল, "ওহে, তৈরি হয়ে নাও।"

সুধীর বলিল, "আমি—আমার আর যাবার দরকার আছে কি? হয় ত এক জন তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত থাকলে সে নিজের জীবন-কাহিনী—"

নগেন্দ্র বলিল, "জীবন-কাহিনী কি আজ[illegible] জিজ্ঞাসা করবো? আজ একটু আলাপ-পরিচ[illegible] আসা মাত্র। চল চল। অন্ততঃ আজকের [illegible] চল। অন্যদিন না হয় একাই যাব।"

সুধীর অগত্যা কাপড় বদলাইতে গেল। আসিয়া দেখিল, নগেন্দ্রের ঘরখানি সৌগন্ধে [illegible] করিতেছে। নগেন্দ্র জামাই [illegible]টি সাজিয়া বসিয়া সিগারেট ফুঁকিতেছে। [illegible]ভাবতীকে [illegible] দিবার জন্য হাতে একখানি "রাজদ্রোহী" [illegible] উভয়ে তখন বাসা হইতে [illegible] হইল। বড় [illegible] পৌঁছিয়া নগেন বলিল, "[illegible] একখানা ট্যাক্সি [illegible] যাক।"

সুধীর বলিল, "কত [illegible]না? মিছামিছি ট্যাক্সি কেন দাদা?"

নগেন্দ্র বলিল, "ওহে, [illegible]টি কি রকম দেখ[illegible] হেঁটে গেলে, ঘামে ভিজে ভিজে বিড়ালটি [illegible] সেখানে পৌঁছব। ঘেমো [illegible] কি সে মেচ[illegible] মাথাটি ধরিয়ে দেবো?"

রাস্তা হইতে একটি ট্যা[illegible] ধরা হইল। [illegible] মিনিটের মধ্যে ট্যাক্সি ঠিকানা[illegible] পৌঁছিল।

নগেন্দ্র ট্যাক্সি হইতে নামিয়া, দরজার [illegible] বাড়ীর নম্বরটি দেখিল। ঠিক হইয়াছে জা[illegible] তথাপি ভিতরে যাইতে একটু ইতস্ততঃ ক[illegible] লাগিল। এমন সময় এক জন ভৃত্যকে [illegible] হইতে দেখিয়া নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি [illegible] প্রভাবতী বিবি হিঁয়া রহতা হায়?"

ভৃত্য বলিল, "হ্যাঁ বাবু, তেতালায় আছে[illegible]"

দুইবন্ধু তখন অঙ্গনে প্রবেশ করিল। অঙ্গন পার হইয়া সিঁড়ি উঠিয়া, দ্বিতলে এ[illegible] ত্রিতলে উঠিল। দেখিল, একটি কক্ষে [illegible] আলোক জ্বলিতেছে, পাখা চলিতেছে, কয়লা বিছা[illegible] এক জন স্ত্রীলোক একটি কুকুর কোলে করিয়া [illegible] আসনে বসিয়া আছে। দুই বৎসর পরে দে[illegible] নগেন তাহাকে চিনিতে পারিল।

অগ্রে অগ্রে নগেন্দ্র, পশ্চাতে সুধীর। প্রভ[illegible] নিকট উপস্থিত হইয়া নগেন বলিল, "প্রভাব[illegible] ভাল আছ ত?"

প্রভাবতী দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "আ[illegible] কে? চিনতে পারছিনে ত?"

নগেন্দ্র বলিল—"চিনতে পারছ না?"—[illegible]

হাসিতে হাসিতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। সুধীর তখনও বাহিরে দাঁড়াইয়া।

প্রভাবতী রুক্ষস্বরে বলিল, "কি রকম ভদ্রলোক মশাই আপনি? বলা নেই, কওয়া নেই, ঘরে ঢুকে পড়লেন যে?"—বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—"পুলিস, পুলিস।"

পর-মুহূর্ত্তে, পাশের ঘরখানির বন্ধদ্বার খুলিয়া গেল। চারি জন কনেষ্টবল তন্মধ্য হইতে ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া "শালা গুণ্ডা"—বলিয়া, এক এক জনের উভয় হস্ত, দু'দুজনে ধরিয়া ফেলিল।

প্রভা বলিল, "এই লোক গুণ্ডা হায়। হামকো খুন করনে আয়া হায়।"

নগেন্দ্র বলিল, "প্রভা, একি কাণ্ড? আমি নগেন্দ্র—নগেন্দ্র—এদের বল—"

প্রভা বলিল, "নগেন্দ্র, তোমার কুন্দনন্দিনীর কাছে যাও। এখানে কেন মরতে এসেছ? পাহারাওয়ালা, এই দুনো আদমি গুণ্ডা হায়. হামকো খুন করনে আয়া হায়। পাকড়কে লে যাও।"

"চল্ বে চল্"—বলিয়া ধাক্কা দিতে দিতে কনেষ্টবলদ্বয়, ঔপন্যাসিক ও তাঁহার ভক্তকে থানায় লইয়া চলিল।

সেখানে হাজতঘরে সারারাত্রি বদ্ধ থাকিয়া, পরদিন প্রাতে থানার ইনস্পেক্টর বাবুর সম্মুখে তাহারা নীত হইল। নগেন্দ্র কিছুমাত্র গোপন না করি আত্মপরিচয় সহ আমূল বৃত্তান্ত ইন্স্পেক্টর বাবুকে নিবেদন করিল। সৌভাগ্যবশতঃ প্রভাবতীর স্বাক্ষরিত পত্রখানি নগেন্দ্রের পকেটেই ছিল, সেখানি বাহির করিয়া ইন্স্পেক্টর বাবুকে সে দেখাইল। প্রভাকে উপহার দিবার জন্য যে বইখানি লইয়া গিয়াছিল, তাহাও দেখাইল।

ইন্স্পেক্টর বাবুটি শিক্ষিত লোক, এবং ভদ্রলোক। নগেন্দ্রের কথায় তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিল। একটু হাসিয়া উভয় আসামীকে তিনি মুক্তি প্রদান করিলেন।

যাইবার সময় নগেন্দ্র ইন্স্পেক্টর বাবুর হাতটি ধরিয়া বলিল, "দোহাই মশাই, ব্যাপারটা যেন খবরের কাগজে না ওঠে। তা হ'লে আমার মান ইজ্জৎ ত যাবেই, বই বিক্রীও বন্ধ হয়ে যাবে।"

ইন্স্পেক্টর বাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আচ্ছা, খবরের কাগজে যাতে ব্যাপারটা না ওঠে, আমি তার ব্যবস্থা করব এখন। কিন্তু, সাবধান, আপনি আর ওসব পাড়ায় হাঁটবেন না।"

নগেন্দ্র বাসায় ফিরিয়া আসিল। রাত্রে অনুপস্থিতির কৈফিয়ৎস্বরূপ বাসার লোককে বলিল, খিদিরপুরে নিমন্ত্রণ ছিল, আহার শেষ হইতে অধিক রাত্রি হইয়া গেল, ট্রাম পাওয়া গেল না, তাই উভয়ে সেইখানেই শয়ন করিয়া ছিল। তাড়াতাড়ি স্নানাহার শেষ করিয়া নগেন্দ্র আপিসে চলিয়া গেল। পরদিন নিজ গ্রন্থাবলী একসেট ইন্স্পেক্টর বাবুকে "ভক্তি-উপহার"স্বরূপ পাঠাইয়া দিল।

বিনোদিনী

—:•:—

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাল্য-কাহিনী।

আমার নাম শ্রীমতী বিনোদিনী দাসী। হাল সাকিম কলিকাতা। মৃত্যু নিকট জানিয়া, আমি নিজ জীবনকাহিনী লিপিবদ্ধ করিতেছি। ইহা যদি কোনও দিন জনসমাজে প্রচারিত হয়, তবে আমার মত অবস্থাপন্ন বঙ্গরমণীগণ সাবধান হইতে পারিবেন, ইহাই আমার আন্তরিক আশা ও অভিপ্রায়। পিতৃকুল, শ্বশুরকুল কোনও কুলই আমি উজ্জ্বল করি নাই; সুতরাং তাঁহাদের প্রকৃত নামধামগুলির পরিবর্ত্তে আমি কাল্পনিক নামধামই ব্যবহার করিয়াছি। তবে আমার আসল নাম বিনোদিনীই বটে।

আমি, বলিতে গেলে, জন্মদুর্ভাগিনী। আমার শৈশবেই প্রথমে মাতা এবং বৎসর না ঘুরিতেই আমার পিতা পরলোকগমন করেন। আমার অন্য কোনও নিকট-আত্মীয়স্বজন ছিল না, কেবল এক জ্যেঠা মহাশয় ছিলেন, তিনি পুরুলিয়াতে চাকরী করিতেন। তিনিই আসিয়া প্রামস্থ লোকের সাহায্যে আমার পিতার শ্রাদ্ধশান্তি সম্পন্ন করেন। জিনিস-পত্র কতক বেচিয়া, কতক বিতরণ করিয়া, পৈতৃক বাটীতে তালা লাগাইয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া পুরু-লিয়াতে চলিয়া যান। তখন আমার বয়স চারি বৎসর মাত্র।

জ্যেঠা মহাশয়ের একটি পুত্র ছাড়া তিনটি কন্যা ছিল। পরে শুনিলাম, আমাকে পৌছিতে দেখিয়া জ্যেঠাইমা না কি বলিয়াছিলেন, "বেশ হ'ল, এবার ষোল কলা পূর্ণ হ'ল।"

আমার জ্যেঠতুতো বোন তিনটির নাম—নীহার-বালা, শৈলবালা এবং ননীবালা। শৈল ছিল আমার সমবয়সী—কিন্তু তথাপি তাহার সহিত আমার বনিবনাও হয় নাই। আমি কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিলাম বলিয়া শৈলবালা আমায় ঘৃণা করিত; জ্যেঠাইমা আমাকে লুকাইয়া যাবে তাহাকে এটা ওটা খাওয়াইতেন বলিয়া আমি তাহার হিংসা করিতাম। আর একটু বয়স হইলে যখন আমরা বালিকা-বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইলাম, তখন সে আমার চেয়ে ভাল পড়া বলিতে পারিত, ভাল প্রাইজ পাইত বলিয়া আমি তাহার হিংসা করিতাম; এবং তার চেয়ে আমার রং ফরসা বলিয়া সে আমার হিংসা করিত।

নীহারদিদি আমাদের চেয়ে দুই বৎসরের বড় ছিল। ১৩ বৎসর বয়সে তাহার বিবাহ হইল। জ্যেঠা মহাশয়ের পূর্ব্বসঞ্চিত যাহা কিছু ছিল, তাহার বেশীর ভাগই এই বিবাহে নিঃশেষিত হইয়া গেল। জ্যেঠাই-মা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "একটির বিয়ে-তেই যা কিছু ছিল, সব খরচ ক'রে ফেল্লে, বাকী-গুলির বেলায় কি উপায় করবে, তা কিছু ভেবেছ?" জ্যেঠা মহাশয় বলিয়াছিলেন, "উপায় করবার মালিক আমিও নই, তুমিও নও। যে উপায় করনেওয়ালা, সেই উপায় করবে, তুমি দেখে নিও।"

নীহারদিদির ত কিনারা হইয়া গেল, এবার আমার এবং শৈলর পালা। একযোড়া ভাল পাত্রের সন্ধান করিবার জন্য জ্যেঠা মহাশয় নানা স্থানে চিঠি লিখিলেন, দুই বৎসর ধরিয়া এইরূপ অন্বেষণ চলি[illegible] কিন্তু একযোড়া ত দূরের কথা, মনের মত অথচ দা[illegible] সস্তা একটি পাত্রও মিলিল না। আমাদের দু[illegible] বোনকে তের বছরের ধিঙ্গি দেখিয়া, জ্যে[illegible] সর্ব্বদা ম্রিয়মাণ হইয়া থাকিতেন এবং এক [illegible] জ্যেঠা মহাশয়ের প্রতি চোখা চোখা বাক্যবাণ প্র[illegible] করিতেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শচী আসিল।

এই সময় নীহারদিদির শ্বশুর, জ্যেঠা মহাশয়কে পত্র লিখিলেন যে, তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র শচীন্দ্রনাথ (জামাই বাবুর ছোট ভাই) গত তিন মাস হইতে ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিয়া ভুগিয়া [illegible]

[illegible] তাহার পার্সেণ্টেজ গিয়াছে, সে এবার পরীক্ষা দিতে পাইবে না ; ডাক্তার বায়ুপরিবর্তন করাইতে উপদেশ দেন ; অতএব বৈবাহিক মহাশয়ের যদি অসুবিধা না হয়, তবে শীতের কয়টা মাস শচীন পুরুলিয়াতে থাকিয়া তাহার স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে পারে।

জ্যেঠাই-মার সহিত পরামর্শ করিয়া, জ্যেঠা মহাশয় শচীন্দ্রনাথকে আহ্বান করিলেন। পরে জানিলাম, নিঃস্বার্থভাবে পরোপকার করিবার [illegible] এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন নাই ; এই উপকার-টুকুর [illegible] বলে, শচীনের পিতাকে চক্ষুলজ্জার ফেরে ফেলিয়া সস্তায় শচীনকে জামাই করিয়া লইতে চেষ্টা করাও তাঁহাদের গোপন অভিসন্ধি ছিল। নীহারদিদি অনেক দিন পিত্রালয়ে আসেন নাই ; তাঁহাকেও শচীনের সঙ্গে পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করা হইল। যথাদিনে দেবর সহ নীহারদিদি আসিয়া পৌঁছিলেন।

শচীনের বয়স তখন ১৮।১৯ বৎসর, রংটি বেশ পরিষ্কার, মুখ-চোখও সুগঠিত—এক কথায়, বেশ সুশ্রী যুবা পুরুষ। তবে রোগে ভুগিয়া তাহার দেহ-কান্তি অনেকটা ম্লান হইয়া গিয়াছিল। মাসখানেক পুরুলিয়ায় থাকিয়াই শচীন তাহার স্বাস্থ্য, বল, কান্তি আবার ফিরিয়া পাইল। জ্যেঠাইমার সঙ্গে মাঝে মাঝে নীহারদিদির পরামর্শ হইতে লাগিল, শচীনের সহিত শৈলবালার বিবাহটি হইলেই বেশ হয়। শৈল [illegible]র চেয়ে তিন মাসের বড় ছিল, সুতরাং প্রথম [illegible] তাহারই সন্দেহ নাই ; আমার কিন্তু সে কথাটা শুনিতে ভাল লাগিত না। সন্ধ্যাবেলায় তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়া প্রণাম করিতে করিতে আমি মনে মনে বলিতাম—"হে ঠাকুর, শৈলর সঙ্গে যেন শচীনের বিবাহ না হয়।"

প্রার্থনা [illegible]ভাবে অতি সত্বর সফল হইয়া গেল। এক [illegible] সপরিবারে পুরুলিয়াতে বায়ু-পরিবর্তনে আসি[illegible] ; শৈলকে দেখিয়া এবং তাহার কোষ্ঠী নিজ [illegible] কোষ্ঠীর সহিত মিলাইয়া শৈলকে তাঁহার এমনই [illegible] হইয়া গেল যে, একরূপ [illegible]য়া পণেই অগ্রহায়ণ [illegible] শৈলকে তিনি নিজ পুত্রবধূ করিয়া লইলেন।

তখন "আমিই শুধু রহিনু [illegible] বালা ৮ বৎসরের বালিকামাত্র, তাহাকে [illegible]।) শৈল পুরুলিয়াতে শ্বশুরবাড়ীর [illegible] [illegible]কে লাগিল ; মাঝে মাঝে অল্পসময়ের জন্য এ বাড়ীতে আসিত। তাহার স্বামী কলেজ কামাই হইবে বলিয়া বিবাহের এক সপ্তাহ পরেই কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছিল।

এখন জ্যেঠাই-মা ও নীহারদিদিতে পরামর্শ হইত, "বিনির সঙ্গে শচীনের বিয়েটি হ'লে বেশ হয়।" যে দিন কথাটি আমি শুনিলাম, সে দিন কানে যেন আমার মধুবর্ষণ হইল।

পরামর্শ ক্রমে মেয়ে-মহল ছাড়াইয়া পুরুষমহলে পৌঁছিল। পৌষ মাসে, জ্যেঠা মহাশয় শচীনের পিতাকে পত্র লিখিয়া আমার সহিত শচীনের বিবাহ-প্রস্তাব করিলেন।

এই পত্র রওয়ানা হইবার পর হইতে শৈল আসিয়া শচীনকে আমার বর উল্লেখ করিয়া আমায় "ক্ষেপাইতে" সুরু করিল ; দিদির মুখে ঐরূপ শুনিয়া আট বছরের ননীবালা ছুঁড়ীটাও ঐ বলিয়া ক্ষেপাইত। শৈল তবু শচীনের অসাক্ষাতে বলিত ; নির্ব্বোধ ননীবালা এক দিন তাহার সামনেই বলিয়া ফেলিল। শুনিয়া, শচীন আমার দিকে চাহিয়া, মিষ্টু করিয়া একটু হাসিয়া, সেখান হইতে চলিয়া গেল। আমি লজ্জায় মরিয়া গেলাম—ছি ছি!

পত্রোত্তর আসিল। শুনিলাম, [illegible] লিখিয়াছেন, মেয়েটির রূপগুণের কথা [illegible] প্রমুখাৎ পূর্ব্বাবধিই তিনি জ্ঞাত আছেন ; পুত্রের বিবাহ দিতে তাঁহার অমত নাই, তবে "মুনলওয়া" কত টাকা জ্যেঠা মহাশয় দিতে পারিবেন, তাহা জানিতে চাহিয়াছেন।

কয়েক দিন কর্ত্তা-গিন্নীতে পরামর্শ চলিল। অবশেষে জ্যেঠা মহাশয় উত্তর দিলেন, (চিঠিখানি রওনা হইবার পূর্ব্বে লুকাইয়া আমি দেখিয়াছিলাম) "বড় মেয়েটিকে যখন আপনার পুত্রবধূ করিয়াছিলাম, তখনই আমার সঞ্চিত অর্থ প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। তার পর সম্প্রতি আর একটি মেয়ে পার করিয়াছি। তবে এ বৈবাহিক মহাশয়ের কৃপা ও উদারতাগুণে এবার অল্পেই রেহাই পাইয়াছি—তাই ভ্রাতুষ্কন্যার বিবাহে আমি এক হাজার টাকা ব্যয় করিতে পারিব—নচেৎ তাহাও আমার উপস্থিত ক্ষমতায় কুলাইত না। জানিবেন, এই টাকাও সমস্ত আমার ঘরে নাই, কিছু ধারকর্জ্জ করিতে হইবে। আশা করি, নিজগুণে"—ইত্যাদি।

মত, পতি-ভক্তিকে জীবনের সার বলিয়া আর গ্রহণ করিলাম না; শচীনের চিন্তাকে আর বিষবৎ বর্জ্জন করিবার চেষ্টা করিলাম না; এক দিন নিজ গালে শোয়া পোড়াইয়া ছেঁকা দিবার বাসনা করিয়াছিলাম বলিয়া, নিজ মূর্খতায় মনে মনে লজ্জিত হইলাম।

আমি অনেক সময় ভাবিতাম শচীন বিবাহ করিয়াছে কি না। মনে করিতাম, করিয়া থাকে, করুক;—আমার শচীন আমার অন্তরের ধন; আপন অন্তরমধ্যে তাহাকে লুকাইয়া আমি নিত্য তাহার পূজা করিব। কিন্তু এ জীবনে আমার "নারীত্ব" বিফল হইয়া গেল, ইহাই বড় আক্ষেপের বিষয়।

একবার পুরুলিয়ায় গিয়া নীহারদিদির দেখা পাইলাম। শুনিলাম, শচীন কলিকাতায় আইন পড়িতেছে; এখনও বিবাহ করে নাই, বিবাহে তাহার মন নাই। ছেলে এম-এ বি-এল পাশ করিলে পর বিবাহের বাজারে তাহাকে নীলামে তুলিবেন, এই অভিপ্রায়ে পিতাও পীড়াপীড়ি করেন না। পিতার অভিপ্রায় যাহাই হউক, শচীনের যে বিবাহে কোনও আগ্রহ নাই, ইহা হইতে বুঝিতে পারিলাম, আমি যেমন তাহাকে ভুলিতে পারি নাই, সে-ও তেমনই আজিও আমাকে ভুলে নাই। মনে বড় আহ্লাদ হইল।

একবার পুরুলিয়ায় একটা অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটিয়াছিল। আমি মাসখানেক সেখানে থাকিবার পর স্বামী আমাকে আনিতে গিয়াছিলেন; সেই সময় তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে, শচীন আমাদের বাড়ীতে থাকিত, তার সঙ্গে আমার বিবাহের কথা হইয়াছিল, আমি আড়ালে থাকিয়া লুকাইয়া লুকাইয়া শচীনকে দেখিতাম এবং বিবাহ ভাঙ্গিয়া গিয়া সে চলিয়া যাওয়ার পর আমি কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিয়াছিলাম। ননীবালা তাঁহাকে এই খবরগুলি দিয়াছিল,—সম্ভবতঃ শৈলরই শিক্ষানুসারে। সেই অবধি স্বামী মাঝে মাঝে শচীন সম্বন্ধে আমাকে রূঢ় কথা বলিতেন, একটা কুৎসিত সন্দেহও তাঁহার মনে জাগিয়াছিল। বলা বাহুল্য, তাঁহার এ আচরণে, তাঁহার প্রতি ভক্তি ত আমার ছিলই না, একটু স্নেহমমতা যাহা ছিল, তাহাও অন্তর্হিত হইল।

চতু[illegible]চ্ছেদ

গঙ্গাস্নান।

সে বৎসর আষাঢ় মাসে সূর্য্যগ্রহণের সঙ্গে [illegible] কি সব যোগ একত্র হইয়াছিল; পিসীম[illegible] স্বামীকে ধরিয়া বসিলেন, "চল বাবা, ক[illegible] গিয়ে গঙ্গাস্নান ক'রে আসা যাক।" গঙ্গা[illegible] আমাদের বসতি, গাঙ্গাস্নানের সুযোগ [illegible] দুর্লভ, সুতরাং স্বামী সম্মত হইলেন।

সমস্ত রাত্রি রেলগাড়ীতে কাটাইয়া, পরদিন [illegible] নয়টার সময় আমরা শিয়ালদহ ষ্টেশনে নামিলাম। বেলা দশটায় গ্রহণ লাগিবে, এক ঘণ্টাকাল স্থিতি। পরামর্শ ছিল, প্রথমে আমরা জগন্নাথ-ঘাটে গিয়া গ্রহণের স্নান সারিয়া, তার পর সোজা কালীঘাটে চলিয়া যাইব। সেখানে একটা বাসা ঠিক করিয়া, মা'কে দর্শন করিয়া, আহারাদির ব্যবস্থা হইবে। দুই তিন দিন সে বাসায় থাকিয়া পশুশালা, যাদুঘর, থিয়েটার, বায়স্কোপ প্রভৃতি দেখিয়া দেশে ফিরিব।

শিয়ালদহে ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া আমরা গঙ্গার ঘাটের দিকে চলিলাম। আমি পূর্ব্বে কখনও কলিকাতায় আসি নাই; গাড়ীর খড়খড়ির ফাঁক দিয়া কলিকাতার বিরাট বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি দেখিয়া আমি ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িলাম।

যতই আমরা গঙ্গার ঘাটের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম, পথে মানুষের ভিড় ততই বৃদ্ধি পা[illegible] লাগিল। অবশেষে গাড়ী আর অগ্রসর হইতে পা[illegible] না,—আমাদের নামিতে হইল। স্বামী বলিলেন, উহা বড়বাজার—গঙ্গার ঘাট আর বেশী দূ[illegible] নহে, এইটুকু পথ হাঁটিয়া যাইতে হইবে।

গাড়ী বিদায় করিয়া, আমাকে [illegible] রাখিয়া, স্বামী ও পিসীমা সেই ভিড়ের ম[illegible] [illegible] অগ্রসর হইলেন। প্রথমটা আমরা তিন[illegible] হাত ধরাধরি করিয়া চলিয়াছিলাম। [illegible] বাড়িয়া আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করি[illegible] অনেক কষ্টে আমরা পুনরায় একত্র [illegible], কিন্তু হইলে কি হইবে, রাস্তার মাঝখানে গাড়ি খানিক [illegible] পথ পৃথক্ করিয়া দিয়াছে। ঘাটা[illegible] [illegible] কাগজের ফুল আটা [illegible] [illegible] দাঁড়াইয়াছে। স্বামী আমাদের [illegible] [illegible] দিবার [illegible] হইবার [illegible]

লেন, কিন্তু সেই বাবুরা বলিয়া উঠিল—"মা-লক্ষ্মীরা দিকে—এই দিকে" এবং বলপূর্ব্বক আমাদের পৃথক্ য়া দিল। পুরুষের সারি পুরুষদিগের ঘাটে যাইবে, লাকের সারি স্ত্রীলোকদিগের ঘাটে যাইবে, এই র বন্দোবস্ত হইয়াছে, ইহা পূর্ব্বে আমার স্বামী নতেন না ; এখন জানিয়া তিনি চীৎকার করিয়া াদের বলিয়া দিলেন, "চান ক'রে উঠে ঘাটের নিতে তোমরা দাঁড়িয়ে থেক, কোথাও যেও না, পা নোড়ো না, ভিড় কম্‌লে আমি গিয়ে তোমা- নিয়ে আসবো।" পিসীমা উচ্চস্বরে উত্তর লেন, "আচ্ছা।"

প্রথমটা আমি পিসীমার হাত ধরিয়া ছিলাম— ভিড়ের চাপে হাত ছাড়িয়া গেল। পিসীমা পিছাইয়া পড়িলেন। আমি মাঝে মাঝে পশ্চাৎ য়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম। খানিক পরে আমি তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না।

ক্রমে ভিড়ের চাপ আরও বাড়িয়া উঠিল। তখন আমি চলিতেছিলাম না, ভিড আমাকে ঠেলিয়া যাইতেছিল। ভিড়ের চাপে মাঝে মাঝে পা আমার রাস্তা ছাড়িয়া শূন্যে উঠিয়া পড়িতেছে,— অবস্থায় কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া, পা আবার তে ঠেকিতেছে। ভাগ্যিস ইহা স্ত্রীলোকের ভিড় ই ভিড় পুরুষের হইলে কি কেলেঙ্কারীই হইত, ই!

শুনিয়াছিলাম, ঘাট অধিক দূরে নহে; কিন্তু কক্ষণ চলিলাম, চালিত হইলাম বলিলেই ঠিক হয়। থায় যাইতেছি, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ষশেষে একটা ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন াণটা যে ... ছাড়িয়া বাঁচিল। দেখিলাম, ঘাটের উপরে চাঁদনি ... য়াছে; বুঝিলাম, স্নানান্তে এইখানেই অপেক্ষা করিতে ... ।

গঙ্গাতীরে ... পিসীমা'র আশায় চাহিয়া রহিলাম। ... তাঁহাকে দেখিতে পাইলেকা করিলাম, কিন্তু ... সকলে। তখন আমি জলে নামিলাম; এবং চারিদিকে ... স্নান করিতে লাগিলাম, ... আসিবার সময়, তাঁহাকে খুঁজিতে লাগিলাম। ... হইয়াছিল ... জন স্ত্রী- লোকের ... ফুল পরা ... কোটের ... তাহাদিগকে ... করিয়া ... কোনও ক্ষুধা ...।

ভাবিলাম, পিসীমারও কি সেইরূপ হইল না কি? আহা, বুড়া মানুষ, দুর্ব্বল শরীর—হায়, হায়, এইরূপ অপঘাত-মৃত্যুই কি শেষে তাঁর অদৃষ্টে লেখা ছিল।

যাহা হউক, আমি স্নান করিয়া তীরে উঠিয়া, চাঁদ- নিতে গিয়া দাঁড়াইলাম। তখনও হুড় হুড় করিয়া স্নানার্থিনী রমণীরা আসিতেছে। আমি ভিজা কাপড়ে সেইখানে দাঁড়াইয়া, দুরু দুরু ব্যাকুলহৃদয়ে পিসীমা'কে খুঁজিতে লাগিলাম।

ক্রমে দেখিলাম, স্নানার্থিনীদিগের প্রবাহ মন্দীভূত হইল, স্নান করিয়া যাহারা ফিরিয়া যাইতেছে, তাহা- দের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। তবে আর পিসীমার আসিবার আশা কি? ভয়ে আমার কান্না পাইতে লাগিল, হাত-পা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল, আমি সেইখানে শাণের উপর বসিয়া পড়িলাম।

বোধ হয়, পূরা আধ ঘণ্টাকাল আমি এই ভাবে সেই চাঁদনিতে বসিয়া রহিলাম। কখনও মুখ ঢাকিয়া কাঁদি, কখনও ব্যাকুল নয়নে চারিদিকে চাহিয়া দেখি। স্বামী যে বলিয়াছিলেন, স্নানান্তে আসিয়া আমাদের লইয়া যাইবেন, তিনিই বা বিলম্ব করিতেছেন কেন? এইরূপ দুশ্চিন্তায় ক্রন্দনে ও অন্বেষণে কতক্ষণ কাটিয়া গেল, তাহা আর আমার হুঁস রহিল না।

আমি মুখ ঢাকিয়া বসিয়া কাঁদিতেছিলাম, হঠাৎ আমার কানে গেল, "কে গো, তুমি ব'সে কাঁদছ? তুমি কি হারিয়ে গেছ?"

পরিচিত কণ্ঠস্বর—আমি চমকিয়া মুখ তুলিয়া চাহিলাম। যাহা দেখিলাম, তাহাতে হঠাৎ আমার চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পরিলাম না। যদি ইহা স্বপ্ন না হয়, তবে আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া—শচীন। গায়ে তা'র খাকী রঙের কোট, বুকে লাল কাপড়ের ফুল সেফ্‌টিপিন দিয়া আঁটা, পায়ে বুট জুতা, ধুতিখানি মালকোঁচা বাঁধা। আমরা উভয়ে অবাক্ হইয়া পর- স্পরের মুখপানে চাহিয়া আছি, হঠাৎ শচীন বলিয়া উঠিল, "বিনোদিনী?"

তিন বৎসর পরে আবার তাহাকে দেখিলাম। সজল নেত্রযুগল তাহার পানে স্থাপন করিয়া বলিলাম, "শচীন!"

শচীন বলিল, "ব্যাপার কি, শীঘ্র বল। এখানে তুমি কি ক'রে এলে?"

আমি ব্যাপারটা তাহাকে বুঝাইয়া দিলাম। সে শুনিয়া বলিল, "কিন্তু এটা ত ...

ধারুঘাট। বুঝেছি, ভিড়ের মধ্যে প'ড়ে জগন্নাথঘাট হারিয়ে তুমি এত দূরে চ'লে এসেছ। তোমার স্বামী তোমায় জগন্নাথঘাটেই খুঁজবেন, এখানে ত আসবেন না।"

আমি ব্যাকুলভাবে বলিয়া উঠিলাম, "তা হ'লে কি হবে শচীন?"

শচীন বলিল, "ভয় কি? আমি একটা ব্যবস্থা করছি। তোমার স্বামীকে খুঁজে দিতে পারি না পারি, দেশে ত তোমায় পৌঁছিয়ে দিতে পারবো! তুমি এক কায কর। এইখানে একটু ব'সে থাক, আমি একখানা গাড়ী ডেকে আনি। খবর্দার, এখান থেকে এক পা নোড়ো না, তা হ'লে আর আমি তোমায় খুঁজে পাব না।—" বলিয়া সে ক্ষিপ্রপদে ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হইল।

প্রায় দশ মিনিট পরে শচীন গাড়ী আনিয়া আমায় বলিল, "এস। গাড়ীতে ওঠ।"

আমি উঠিলে, গাড়োয়ানকে "জগন্নাথঘাট" আদেশ দিয়া, শচীন গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। আমি যে দিকে বসিয়াছিলাম, তাহার উল্টা দিকে সে বসিল।

গাড়ী জগন্নাথঘাটের উপরে আসিয়া দাঁড়াইল। শচীন নামিয়া, গাড়ীর নম্বর তাহার পকেটবুকে টুকিয়া লইয়া গাড়োয়ানকে বলিল, "তুম্ হিয়া খাড়া রহো। হাম্ আভি আতা হায়।"—বলিয়া সে ঘাটের দিকে নামিল।

প্রায় দশ মিনিট পরে শচীন ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "আমি ঘাটে গিয়ে 'মশাই, কার পরিবার হারিয়েছে—কার পরিবার হারিয়েছে'—ব'লে কত চীৎকার করলাম, কৈ, কেউ ত কোন উত্তর দিলে না। তোমার স্বামী এখানে নেই। বোধ হয়, তোমায় খুঁজে না পেয়ে তিনি চ'লে গিয়ে থাকবেন।"

কি বলিব, কি করিব, আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমার চিন্তাশক্তি লুপ্ত হইয়াছিল। আমি মাথাটি হেঁট করিয়া নীরবে বসিয়া রহিলাম।

শচীন রাস্তায় দাঁড়াইয়া কি ভাবিল। তাহার পর গাড়ীর খড়খড়িগুলা একে একে সব উঠাইয়া দিয়া, গাড়োয়ানকে বলিল, "চলো বউবাজার।" বলিয়া সে উঠিয়া গাড়ীতে বসিল। গাড়ী চলিতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বন্ধুর আশ্রয়

আমি যে দিক্‌টায় বসিয়াছিলাম, শচীন এবারও তাহার বিপরীত দিকেই বসিল। বসিয়া বলিল, "বিনি, তুই বড় হয়েছিস্। আমি প্রথমটা তোকে দেখে চিনতেই পারিনি যে!"—পুরুলিয়াতে ইদানী শচীন আমা[illegible] শৈলকে 'তুই' বলিয়াই কথা কহিত।

উত্তর করিলাম, "চিরকালই কি ছোট থাকবে[illegible]"

শচীন বলিল, "তোর বিয়ের খবর আমি বউদিদির কাছেই শুনেছিলাম। ছেলেপিলে হয়েছে?"

"না।"

"কেন?"

এই 'কেন'র আমি কি উত্তর দিব, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না, নীরবে অবনত মুখে বসিয়া রহিলাম।

খড়খড়িগুলার কোন কোনও পাখী ভাঙ্গা ছিল, তাই সেগুলি বন্ধ থাকা সত্ত্বেও ভিতরে কিছু আ[illegible] ছিল। আমি একবার মুখ তুলিয়া দেখিলাম, শ[illegible] আমার পানে মুগ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "গাড়ী [illegible] যাচ্ছে?"

"আমার বাসায়।"

"তোমার ত মেসের বাসা। সেখানে [illegible] পুরুষমানুষের মধ্যে আমায় রাখবে কোথায়?"

শচীন বলিল, "না রে, সেখানে কি [illegible] রাখবো? আমার জিনিসপত্র কতক [illegible] যাচ্ছি। তার পর আর এক যায়গায় [illegible] তোকে খাওয়াব-দাওয়াব, তার পর [illegible] পরামর্শ ক'রে যা করতে হয় করা যাবে।"[illegible] লইয়া চলিল।

ভাবিলাম, শচীন আমার [illegible] ভয়ে আমার বুকে [illegible] লাগিল। [illegible] দিয়া রাস্তার পানে চা[illegible]

শচীন [illegible] হাঁকিল, "[illegible] কোচম্যান[illegible]

ছিল। [illegible] শচীন বলিল, "তুমি [illegible]

[illegible]

সিঁড়িতে পায়ের পদশব্দ শুনিতে পাইলাম। খড়খড়ির দিকে দেখিলাম, এক জন চাকর একটা মাঝারি আকারের বাক্স ঘাড়ে করিয়া আনিয়াছে। বাক্সটা সে গাড়ীর ছাদে তুলিয়া দিল। শচীন তাহাকে বলিল, "বিছানা আউর সোরাইঠো লে আও জলদি।" চাকর চলিয়া গেলে গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করিল, "আব কাঁহা যানে হোগা বাবু?" শচীন বলিল, "শেয়ালদা ষ্টেশনকে পাশ।" চাকর ফিরিয়া আসিলে বিছানার বাণ্ডিলটা ছাদে দিয়া, সোরাই হাতে করিয়া শচীন গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। গাড়ী আবার চলিতে লাগিল।

শচীন বলিল, "শেয়ালদা ষ্টেশনের কাছে যাত্রিনিবাস ব'লে একটা বাঙ্গালী হোটেল আছে। কেউ পরিবার নিয়ে এলে, তাদের থাকবারও স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত আছে। তোমার স্বামীকে খোঁজবার জন্যে ৫।১ দিন যে কলকাতায় থাকতে হবে, সেইখানেই তোমায় রেখে দেবো। আর কোনও স্থান নেই। সেখানকার কোনও ঝি-টি তোমায় যদি জিজ্ঞাসা করে, তবে তুমি আমাকে স্বামী ব'লেই পরিচয় দিও। নইলে, তারা অজ্ঞ লোক, অকারণ একটা মন্দ কিছু ভাবতে পারে। বুঝেছ?"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। বুঝিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম, শচীনের মতলবটা কি?

কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। অবশেষে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার খাওয়া হয়েছে?"

শচীন বলিল, "সকালে এক পেয়ালা চা আর একটু মোহনভোগ খেয়ে ভলেণ্টিয়ারি করতে বেরিয়েছিলাম। তুমি ত তাও খাওনি, তোমার খুব ক্ষিদে পেয়েছে বোধ হয়?"

আমি বলিলাম, "মেয়েমানুষের আবার ক্ষিদে!"

শচীন বলিল, "না, তারা ত আর মানুষ নয়!"

আমি বলিলাম, "ক্ষিদে-তেষ্টা তাদের দমন করতে শিখতে হয়।"

শচীন বলিল, "বিনি, তুই এই নবযুগের নূতন মেয়ে হয়ে বলিস্, মেয়েমানুষকে ক্ষিদে-তেষ্টা দমন করতে শিখতে হয়? কেন তারা দমন করবে? কি অপরাধে শুনি? ও সব মতটত মহাভুল—অত্যন্ত সেকেলে। 'নারী সমস্যা'র ত এখন মীমাংসাই হয়ে গেছে। দেহধর্ম্মের বা মনোধর্ম্মের কোনও ক্ষুধা দমন করার চেষ্টাই মহামূর্খতা; তার তৃপ্তিসাধনই পুরুষের যথার্থ পুরুষত্ব, নারীর আদর্শ নারীত্ব।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "তুমি কি বই লেখ না কি?"

"কেন?"

"বইয়ে এই রকম সব কথা দেখতে পাই।"

শচীন বলিল, "লিখি না, পড়ি। আজকাল কত সব ভাল ভাল বই বেরুচ্চে, সে সব তুই পড়েছিস্? হ্যাঁ—তুই যখন পুরুলিয়াতে ছিলি, তখনই ত তোমার ক'বোনে বেশ লেখাপড়া করতিস্ দেখেছি।"—বলিয়া কয়েকখানা পুস্তকের নাম করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "এই সব বই তুই পড়েছিস্?"

আমি বলিলাম, "পড়েছি। দু'বার তিনবার ক'রে পড়েছি।"—বহিগুলির নাম আজ সাত বৎসর পরে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন, কারণ, যদিও তখন সেগুলি সাহিত্যাকাশের ধ্রুবনক্ষত্র, নবযুগের বিজয়স্তম্ভ, মনস্তত্ত্বের মনুমেণ্ট বলিয়া বিঘোষিত হইয়াছিল, লেখকগণ "অমর" আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন, সেগুলির নাম এখন আর শুনা যায় না। এমন কি, গুরুদাসবাবুদের ক্যাটালগে অথবা চৈতন্য লাইব্রেরীর পুস্তকতালিকাতেও দেখিতে পাই না।

শচীন জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, নারীর অধিকার সম্বন্ধে তোর মত কি, বল্। আমাদের সেই মা-দিদিদের, বঙ্কিমবাবু-টাবুদের মতই ঠিক, না আজকালকার এই এঁদের মতই ঠিক?"

আমি বলিলাম, "আজকালকার মতই ত আমার ঠিক ব'লে মনে হয়।"

শচীন পুলকিত হইয়া বলিল, "বেশ বেশ! শুনে সত্যি বড় সুখী হ'লাম, বিনি"—বলিয়া সে আমার স্কন্ধদেশ চাপড়াইয়া দিল। আজ এই প্রথম সে আমায় স্পর্শ করিল।

ক্রমে গাড়ী যাত্রিনিবাসের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। শচীন আমাকে গাড়ীতে রাখিয়া, ঘর ঠিক করিতে গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে হোটেলের এক জন ভৃত্য সহ ফিরিয়া আসিল। ভৃত্য গাড়ীর ছাদ হইতে বাক্স-বিছানা নামাইল। গাড়ীভাড়া চুকাইয়া দিয়া শচীন আমাকে নামাইয়া লইল। আমি ঘোমটা দিয়া তাহার স্ত্রী সাজিয়া, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তেতলায় উঠিতে লাগিলাম। মনে হইতে লাগিল, যাহা সাজিয়াছি, সত্যই যদি আমি তাহাই হইতাম,

তুমি আমার চেয়ে সৌভাগ্যবতী পৃথিবীতে আর কে থাকিত ?

উপর-ঘরে প্রবেশ করিয়া ঘোমটা তুলিলাম। দেখিলাম, ঘরখানি মাঝারি আকারের ; একধারে একখানি কেওড়া-কাঠের তক্তপোষ, অপর দিকে একটি ছোট গোল টেবিল, একখানি চেয়ার, দেওয়ালে একটি আরসি টাঙানো। রাস্তার ধারে চিক-ফেলা ছোট বারান্দাটি এই ঘরখানিরই নিজস্ব ; অন্য কোনও ঘরের সহিত তাহার সম্পর্ক নাই।

চাকর বিছানা-বাক্স নামাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু, খাবার-টাবার কিছু আন্‌তে হবে কি ?"

শচীন বলিল, "আন্‌তে হবে বৈ কি। তোদের ম্যানেজার বাবু ত বল্লে, এত বেলায় ভাত কোথা পাব। এই টাকা নে।"—বলিয়া, কি কি আনিতে হইবে, শচীন তাহা বলিয়া দিল।

চাকর টাকা লইয়া চলিয়া গেল। এক জন মধ্য-বয়স্কা, কপালে উল্কিপরা ঝি আসিয়া বলিল, "বউমা, চানটান করবে কি ?"

আমি বলিলাম, "না, এই তো আমরা গঙ্গাস্নান ক'রে আসছি।"

ঝি বলিল, "কত দিন তোমাদের থাকা হবে ?"

শচীন বলিল, "দুই এক দিন। কা'ল কি পশু আমরা দেশে ফিরে যাব। এই সোরাইটেতে জল ভ'রে এনে দাও ত ঝি।"

ঝি আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "দেখ বউমা, খাবার-টাবার দরকার হ'লে আমাকেই বরং আনতে দিও, খোট্টা বেটারা আমাদের বাঙ্গালী-পছন্দ খাবার কি কিনতে জানে ?"—বলিয়া সোরাই লইয়া চলিয়া গেল।

শচীন জামা ছাড়িয়া, বিছানার বাণ্ডিলের দড়ি খুলিতেছিল ; বলিল, "দেখ, আমি স্নান করবো। যদিও সকালবেলা বাসা থেকে স্নান ক'রে বেরিয়ে-ছিলাম, সেই ভিড়ের মধ্যে ভলেন্টিয়ারি ক'রে ঘামে সর্ব্বাঙ্গ ভিজে গেছে। তুমি আমার কোটটা আর গেঞ্জিটা ঐ বারান্দায় টাঙিয়ে দাও। আর এই চাবি নাও, বাক্স থেকে আমার ধুতি, তোয়ালে, সাবান বের ক'রে দাও।"

বাক্স খুলিয়া জিনিসগুলি বাহির করিয়া দিলাম, শচীন স্নানার্থ গমন করিল। আমি নিজ বস্ত্রের প্রতি চাহিয়া দেখিলাম, আধময়লা একখানি মিলের সাড়ী পরিয়া সমস্ত রাত্রি রেলে আসিয়াছিলাম, তাহাই পরিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া গায়েই শুকাইয়াছি ; এ রকম পেত্নীর মত বেশে শচীনের সাম্‌নে থাকিতে আমার লজ্জা করিতেছিল। তাই আমি তার বাক্স হইতে একখানি ধোয়া কালোপেড়ে দেশী ধুতি বাহির করিয়া পরিলাম। সোরাইয়ের জলে মুখটা, হাত দু'খানা ধুইয়া ফেলিলাম ; শচীনের চিরুণী-বুরুষ লইয়া, দেওয়ালে টাঙানো সেই আর্‌সির সাম্‌নে দাঁড়াইয়া চুলগুলি ঠিক করিয়া লইয়া, শচীনের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

শচীন ভিজা তোয়ালে কাঁধে করিয়া ফিরিয়া আসিয়া, হাসিভরা চোখে আমার প্রতি চাহিয়া বলিল, "বাঃ, ধুতি প'রে কি সুন্দর দেখাচ্ছে রে তোকে ! ও ধুতির আজ জন্ম সার্থক হ'ল !"—তাহার কথা শুনিয়া আমি লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিলাম।

চাকর খাবার আনিল। ঝি আসন, থালা প্রভৃতি দিয়া গিয়াছিল। শচীনকে খাবার দিলাম। আহারান্তে তক্তপোষের উপর বসিয়া সে পাণ ও সিগারেট সেবন করিতে বসিল।

তাহার পাতে আমি খাইতে বসিলাম। আমার খাওয়া হইলে, শচীন বলিল, "এইবার আমি বেরুই, তুমি দোর বন্ধ ক'রে শুয়ে একটু ঘুমোও।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কোথা যাবে ?"

"থানায় থানায় গিয়ে একবার খোঁজ নিতে হবে, তোমার স্বামী কোনওখানে ডায়েরি করিয়েছেন কি না ! যদি করিয়ে থাকেন, তবে তাঁ'র ঠিকানাও পাব। কিংবা পুলিসকে জানিয়ে আসতে পারবো, তুমি অমুক ঠিকানায় আছ।"

আমি ভীত হইয়া বলিলাম, "আমি এখানে একলা থাক্‌বো ?"

"দিনের বেলা, ভয় কিসের ?"—বলিয়া শচীন বাহির হইয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বুকের হার।

আমি ঘুমাইলাম। কা'ল সারারাত্রি জাগরণ, আজ ভিড়ে কষ্টের পর, শরীর আমার অবশ হইয়া গিয়াছিল —খুব ঘুমাইলাম।

ঘুম ভাঙিলে দেখিলাম, বেলা পড়িয়া গিয়াছে। মুখ-হাত ধুইয়া, শচীনের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম।

সন্ধ্যা হইল, ঝি আসিয়া ঘরে বাতি জ্বালিয়া দিয়া গেল। প্রায় ৮টার সময় শচীন ফিরিল। বলিল, কোনও থানায় কেহ আমার সম্বন্ধে কোনও ডায়েরি করায় নাই। অবশেষে সে কালীঘাটে গিয়াছিল। প্রত্যেকটি যাত্রিবাসা তন্ন-তন্ন করিয়া খুঁজিয়া আসিয়াছে, কোথাও আমার স্বামীর সন্ধান পায় নাই।

চাকরকে ডাকিয়া শচীন দুই পেয়ালা চা আনিতে আদেশ করিল।

একটা সিগারেট ধরাইয়া শচীন বলিল, "এখন উপায়? তোমায় কি তোমার স্বামীর বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে রেখে আস্‌বো?" আমাকে নীরব দেখিয়া সে বলিল, "যদি বল, আমাদের বাড়ীতে, নীহার বউদির কাছেও তোমায় রেখে আসতে পারি।"

তথাপি আমি চুপ করিয়া আছি দেখিয়া শচীন বলিল, "কি ভাবছ তুমি?"

"আমি ভাবছি, তুমি আমায় স্বামীর বাড়ীতেই রেখে এস, আর নীহারদি'র কাছেই রেখে এস, তুমি আমায় কুড়িয়ে পেয়েছ, এক দিন এক রাত তোমার সঙ্গেই আমি ছিলাম, এ কথা শুন্‌লে আমার স্বামী কি ভাববেন?"

চা আসিল। শচীন এক পাত্র লইয়া অন্য পাত্র আমায় দিতে চাহিল। আমি চা খাই না শুনিয়া সে নিজেই উভয় পাত্র গ্রহণ করিয়া বলিল, "এতে আর দোষটা কি? এক জন ভদ্রলোক যদি এ রকম অসহায় অবস্থায় কোনও বিপন্না স্ত্রীলোককে পায়, সে কি তাকে তার বাড়ী পৌঁছে দেবে না?"

আমি বলিলাম, "কিন্তু তুমি যে!"

"কেন, আমি কি দোষ করেছি?"

"তুমি না কর, আমি যে করেছিলাম। আর, সে কথা যে আমার স্বামীর কানেও উঠেছে।"

শচীন বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা?"

আমার ভারি লজ্জা করিতেছিল, তথাপি কোনও মতে আমি বলিলাম, "বিয়ের পর, আমার স্বামী একবার পুরুলিয়াতে এসেছিলেন। ননীবালা তখন ন' বছরের। আমার স্বামী রঙ্গ ক'রে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তোর বিনোদ দিদি আমাকে কি রকম ভালবাসে বল্ দেখি।' ননী বলেছিল, 'না, তোমাকে ভালবাসে না, শচীনদাকে ভালবাসে।' স্বামী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'শচীনদা কে?' ননী বলেছিল, 'সেই যে আমাদের বাড়ী থাকতো। তার সঙ্গে বিনোদ দিদির বিয়ে হবার কথা হয়েছিল কি না। দিদি লুকিয়ে লুকিয়ে তাকে দেখত, দু'জনে কথাবার্তা করত, তার পর যখন বিয়ে ভেঙে গেল, সে চ'লে গেল, দিদি সে দিন কেঁদে একেবারে কুরুক্ষেত্র করেছিল। তার পরেই ত তোমার সঙ্গে দিদির বিয়ে হ'ল কি না।'"

শচীন বলিল, "আচ্ছা দুষ্টু মেয়ে ত! আর, এ রকম সব কথা সে বানিয়ে বল্লে কেন?"

"বানিয়ে বলবে কেন?"

"তবে কি সত্যিই তুমি—"

"সত্যিই আমি"—বলিয়া মুখ নত করিলাম; বোধ হয়, আমার গাল দুটিও রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল।

শচীন কয়েক মুহূর্তকাল নীরব থাকিয়া বলিল, "তা হ'লে আমিও বলি। সেই পুরুলিয়াতে, যখন আমি সেখানকার জল-হাওয়ার গুণে দিন দিন সুস্থ সবল হয়ে উঠ্‌ছিলাম, তোমায় যে আমি কি চোখে দেখেছিলাম, তা বলতে পারিনে। বাবা যখন চিঠি লিখলেন যে, তিন হাজার টাকার কমে তিনি কিছুতেই আমার বিয়ে দেবেন না, আমায় চ'লে আসতে হুকুম দিলেন, তখন আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হ'ল। তোমার আশা জন্মের মত ছেড়ে, আমিও চোখের জল ফেলতে ফেলতেই সেখান থেকে চ'লে এসেছিলাম। এত দিনেও কি আমি তোমায় ভুলতে পেরেছি? এ তিন বছরের মধ্যে বোধ হয় এমন একটি দিন যায় নি, যে দিন তোমার কথা আমার মনে পড়েনি।"

শচীনের মুখে এই কথা শুনিয়া, পুলকে আমার অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। স্বামীর আশা আমি এক-প্রকার ত্যাগই করিয়াছিলাম। একেই ত শচীন সম্বন্ধে আমার প্রতি তাঁহার সন্দেহ। শচীন যদি তাঁহাকে খুঁজিয়াও পায়, অথবা সঙ্গে করিয়া আমায় দেশে রাখিয়া আসে, তথাপি তিনি যে আমায় আর গ্রহণ করবেন, এ সম্ভাবনা অতি অল্প। তবে আর মিছা কেন সে চেষ্টা? বিশেষ, সেই স্বামী। কেন? মন্ত্র পড়িয়া বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া, নিজেকে তাঁহারই পায়ে বলি দিতে হইবে না কি? "নারী-সমস্যা"র ত মীমাংসাই হইয়া গিয়াছে; "নারীর অধিকার" সম্বন্ধে এখন ত আর কোনও সন্দেহই নাই।

কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, শচীন আর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "বাবা আমার বিয়ে

ভুলবার জন্যে কত চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তোমায় ভুলতে পারিনি ব'লেই আমি বিয়ে করতে রাজি হই নি। কিন্তু তুমি ত বেশ মনের সুখে স্বামীর ঘর করছিলে।"

আমি বলিলাম, "তা তুমি বলবে বৈ কি!"

শচীন ভারি গলায় বলিল, "বল্‌বো না কেন? তবে কি তুমিও কি আমায় ভুলতে পারনি, বিনোদ?"

ইচ্ছা হইল বলি, "ভোলা কি যায় প্রিয়তম?"—কিন্তু লজ্জায় শেষ শব্দটি উচ্চারণ করিতে পারিলাম না। চোখের জল চোখে চাপিয়া মাথাটি হেঁট করিয়া, বলিলাম, "ভোলা কি যায়? পতিভক্তি, পতিসেবা করবার জন্যে আমি কত চেষ্টা করেছি, পারি নি। বিজয়ার রাত্তে যখন তাঁকে প্রণাম করেছি, মনে হয়েছে, যেন তোমায় প্রণাম করছি। তিনি যদি কখনও আমায় আদর করেছেন, তখন চোখ বুজে কল্পনা করেছি, যেন তুমিই আমায় আদর করছ।"

শচীন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার চোখেও বোধ হয় জল আসিতেছিল, ল্যাম্পের আলোকে সে দু'টি চক্‌চকে দেখাইল।

ঝি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর ভাত আন্‌বে কি? রান্নাবান্না হয়ে গেছে।"

রাত্রি প্রায় তখন ৯টা। শচীন ভাত আনিতে বলিল। ঝি, ঠাকুরকে বলিয়া, আবার ফিরিয়া আসিল, ঠাঁই করিয়া, আসন বিছাইয়া দিল। ক্ষণকাল পরে ঠাকুর অন্নব্যঞ্জনাদি সাজাইয়া দুই থালা ভাত আনিয়া, ঘরে রাখিয়া চলিয়া গেল।

আহারান্তে শচীন বলিল, "আচ্ছা, তুমি খাওয়া-দাওয়া কর, আমি তবে এখন বাসায় যাই। তুমি খেয়ে দরজা বন্ধ ক'রে শুয়ে থেকো। কা'ল সকালে আবার আমি আসবো; কি করা উচিত, দু'জনে ব'সে পরামর্শ করা যাবে।"

আমি বলিলাম, "তোমার বিছানা ত এখানে। সেখানে গিয়ে তুমি শোবে কিসে?"

শচীন বলিল, "সেখানে আর একটা তোষক, বালিস আমার আছে।"

আমি বলিলাম, "তা যেন আছে। কিন্তু, আমি কি এখানে একলা কখনও থাকতে পারি? আমার ভয় করবেনা বুঝি?"

শচীন বলিল, "তোমার ভয় করবে?"

আমি অভিমানের স্বরে বলিলাম, "না, করবে না! আচ্ছা, তুমি যাও না, কা'ল এসে দেখবে, চোরে আমার গলা টিপে মেরে রেখে গেছে।"—বলিয়া আমি চোখে আঁচল দিয়া ফোঁপাইতে লাগিলাম। ইহা আমার অভিনয় নহে,—এই অপরিচিত নির্ব্বান্ধব স্থানে রাত্রিতে একা থাকিতে হইবে শুনিয়া সত্যই ভয়ে আমার শরীর কাঠ হইয়া গিয়াছিল।

আমাকে কাঁদিতে দেখিয়া শচীন বলিল, "ছিঃ, কেঁদ না। একলা যদি তোমার ভয় করে, আমি থাকছি না হয়, তা'র জন্যে আর কি? কেঁদ না, কেঁদ না, চুপ কর!"—বলিয়া চক্ষু হইতে আমার হস্ত অপসারিত করিয়া লইল।

আমি চক্ষু মুছিয়া বলিলাম, "আমি ত জন্মের মতই গেছি। বাপ নেই, মা নেই, স্বামীর ঘরে আমার জায়গা নেই। এখন তুমিও যদি আমায় ত্যাগ ক'রে যাও, তা হ'লে আমার দশা কি হবে?"

শচীন আমার একখানি হাত ধরিয়া ফেলিয়া, আবেগ-কম্পিত স্বরে বলিল, "তোমায় আমি ত্যাগ করবো, বিনোদ? কখনই নয়। আজ তিন বৎসর তোমার নাম জপ ক'রে কাটিয়েছি। দেবতা যদি সদয় হয়ে তোমায় মিলিয়ে দিলেন, তোমায় আমি ত্যাগ করব? নিশ্চয়ই না। তোমাকে আমি বুকের হার ক'রে রেখে দেবো।"

শেষের দিকের কথাগুলা বলিবার সময় শচীনের গলা ভারি হইয়া উঠিয়াছিল।

আমি বুঝিলাম, বিধাতা সদয় হইয়া এত দিনে আমার "নারীত্ব" সফল করিয়া দিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শচীনের মৃত্যু।

তাহার পর তিনটি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। সে দিন —সেই সর্ব্বনাশের দিন—সোমবার ২২শে বৈশাখ। তিনটি বৎসরমাত্র শচীনকে পাইয়াছিলাম, সুখের মুখ দেখিয়াছিলাম,—কিন্তু সে সুখে আমার বাজ পড়িল।

এক দিন তুমি বলিয়াছিলে, আমায় তোমার বুকের হার করিয়া রাখিবে—রাখিয়াছিলেও তাই—তবে

আজ তোমার সেই কত সাধের কত যত্নের বুকের হারকে, পথের ধূলায় ফেলিয়া দিয়া কোথায় চলিলে, প্রাণাধিক ?

আর কি লিখিব ? কিছুতেই কিছু হইল না। ভোর রাত্রে, আমার জগৎ আঁধার করিয়া, আমাকে অকূল সাগরে ভাসাইয়া, শচীন চক্ষু বুজিল। আমি উচ্চস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া, মাটীতে লুটাইয়া পড়িলাম। সে চীৎকার শুনিতে পাইয়া, নবীনবাবুর স্ত্রী কমলা দিদি, কেদারবাবুর স্ত্রী নিরুপমা ছুটিয়া আসিয়া আমায় তুলিয়া, জড়াইয়া ধরিল।

সারাটা দিন যে কি করিলাম, কি হইল, সে সকল আমি ভাল স্মরণ করিতে পারি না। দাহকার্য্য সমাধা হইবার পর নিমতলার ঘাটে আমায় স্নান করাইয়া, কমলা দিদি আমার হাতের কাচের চুড়িগুলি ভাঙ্গিয়া সীঁথির সিন্দূরের দাগ গঙ্গামৃত্তিকা ঘষিয়া ধুইয়া দিয়া, ভিজা কাপড় ছাড়াইয়া, আমায় সাদা থান পরাইয়াছিল, তাহা বেশ স্মরণ আছে। তাহার পর গাড়ী করিয়া আমায় বাড়ী আনিয়াছিল এবং পীড়াপীড়ি করিয়া সন্ধ্যাবেলা আমায় একটু গরম দুধ খাওয়াইয়াছিল, তাহাও আমার মনে আছে।

দুই তিন দিন পরে, কমলা দিদি বলিল, "যা অদৃষ্টে ছিল, তা তো হয়ে গেল। তোমার শ্বশুরকেই না হয় একখানা চিঠি লেখ। এ বিপদ শুন্‌লে কি এখনও [illegible]র মনে দয়া হবে না ?"

শিয়ালদহ যাত্রিনিবাস হইতে যখন এই চোর[illegible]নের বাড়ীতে দুইখানি ঘর ভাড়া লইয়া আমরা [illegible]সিয়া স্বামি-স্ত্রী পরিচয়ে বাস করিতে লাগিলাম, [illegible] সে বাড়ীর অন্য ভাড়াটিয়া গৃহস্থদের নিকট প্রকাশ [illegible]য়াছিলাম যে, বাপ-মা'র অমতে আমার স্বামী [illegible]াকে বিবাহ করায়, তাঁহার পিতা তাঁকে ত্যজ্য-[illegible] করিয়াছিলেন ; তখন তিনি চাকরী যোগাড় [illegible]য়া এখানে কলেজে পড়িতে থাকেন, বিবাহের প[illegible]এ কয় বৎসর আমি আমার বিধবা মা'র কাছে থা[illegible]তাম ; স্বামী মাঝে মাঝে গিয়া আমায় দেখিয়া আ[illegible]তেন। সম্প্রতি মা'র মৃত্যুতে নিরাশ্রয় হইয়া পড়ায় তি[illegible] আমাকে কলিকাতায় আনিয়াছেন। আমার এই কথ[illegible] ভবিষ্যদ্বাণীর মত হইয়াছিল। তখন অবশ্য শচীনের পিতা কিছুই জানিতে পারেন নাই ; পরে জানিয়াছিলেন এবং জানিয়া শচীনকে সত্যই তিনি ত্যজ্যপুত্র করিয়াছিলেন।

কমলার প্রশ্নের উত্তরে বলিলাম, "তাই না হয় লিখি তাঁকে চিঠি।"

কমলা বলিল, "তোমার স্বামী টাকা-কড়ি কি রেখে গেছেন, বল দেখি ?"

আমি বলিলাম, "কি আর রেখে যাবেন, দিদি ? নতুন উকীল, এই ত এক বছরমাত্র পাশ ক'রে ছোট আদালতে বেরুচ্ছিলেন। যা আনছিলেন, তাতে ভাত-কাপড় ঘরভাড়া কুলোতো না, তাই সন্ধ্যেবেলা প্রাইভেট টিউসনি করতেন। আমার গায়ে ২।৪ খানি যা গহনা ছিল, তাও তাঁর অসুখের সময় বিক্রী ক'রে ডাক্তার দেখাতে হ'ল। সবই ত জান দিদি !"

কিন্তু কাহাকেও আমি পত্র লিখিলাম না, কোন্ মুখে লিখিব ? কি করিয়া নিজ জীবিকা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইব, ইহাই আমি দিবারাত্রি বসিয়া বসিয়া চিন্তা করিতাম। অবশেষে স্থির করিলাম, কোনও ভদ্রপরিবারে ঝি-গিরি করিয়া জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলা কাটাইয়া দিব।

যে নাপিতানী আমাদের কামাইতে আসিত, তাহারই সাহায্যে আমি একটি চাকরীর যোগাড় করিলাম। জিনিসপত্র যাহা ছিল, বিক্রয় করিয়া, ঘরভাড়া মিটাইয়া দিয়া, সেই নাপিতানীর সহিত আমি গিয়া ঝি-গিরি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলাম। অদৃষ্টে শেষে এও ছিল !

গৃহস্বামী প্রৌঢ়বয়স্ক ভদ্রলোক, তাঁহার কয়লার আড়ত ছিল। বড় ছেলে মণিমোহনকে তিনি একটি স্বতন্ত্র কারবার করিয়া দিয়াছিলেন। সে-ও দুই পয়সা আনিত। গৃহে তাহার স্ত্রী ও দুইটি শিশুসন্তান ছিল। তাহার আর দুইটি ভাই ছিল, তাহারা তখন নাবালক। সাংসারিক অবস্থা বেশ স্বচ্ছল। গৃহিণী আমায় বেশ যত্ন করিতেন ; কিন্তু বউঠাকুরাণী আমাকে দেখিতে পারিত না। সর্ব্বদা আমা'র কাযে দোষ ধরিত এবং কড়া কড়া কথা শুনাইয়া দিত। তাহার কারণ বোধ হয়, অন্য সকলে আমায় ঝি বলিয়া ডাকিলেও তাহার স্বামী মণিবাবু আমার নাম ধরিয়া ডাকিতেন। এক দিন আমি আড়ালে থাকিয়া শুনিলাম, গৃহিণী তাঁহার ছেলেকে তিরস্কার করিতেছেন। মণিবাবু বলিলেন, "আহা, ভদ্রলোকের মেয়ে, এক দিন এক জন উকীলের পরিবার ছিল, অবস্থাগতিকে এসে ঝি-গিরি করছে, ওকে ঝি ঝি ব'লে ডাকাটা কি উচিত

জয় মা ?” আমার প্রতি মণিবাবুর এই অনুকম্পায় তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার মনটি ভরিয়া উঠিল।

কিন্তু ছয় মাস যাইতে না যাইতেই মণিবাবুর এই অনুকম্পা ভিন্ন আকার ধারণ করিল। এক দিন, অত্যন্ত অযাচকভাবে, তিনি আমার হাতে একখানি চিঠি গুঁজিয়া দিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আবার ভাগ্য-পরিবর্ত্তন।

আরও এক বৎসর কাটিয়াছে। এ এক বৎসর আমি কলিকাতায় যে পল্লীতে বাস করিয়াছি, তাহার আর নামোল্লেখ করিব না। “পিতৃ-আদেশে কারবার সম্পর্কে এ সপ্তাহের জন্য বোম্বাই যাইতেছি” বলিয়া সেই যে মণি চলিয়া গেল, আর ত আসিল না! যখন দেখিলাম, দুই সপ্তাহ কাটিয়া গেল, সে আর আসে না, তখন সংবাদ জানিবার জন্য গুপ্তচর লাগাইলাম। দুই তিন দিন পরে চর আসিয়া জানাইল, বোম্বাই যাইবার কথা তাহা মিথ্যা, মণিবাবু কোথাও যান নাই, বরাবর কলিকাতাতেই আছেন, তাঁহার এক জন নূতন জুটিয়াছে। আমি তখন হতাশ হইয়া পড়িলাম। বুঝিলাম, সে আমাকে জন্মের মত ত্যাগ করিয়াছে! বিছানায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলাম; তাহার বিরহে নহে, কারণ, তাহার প্রতি আমার এতটুকুও শ্রদ্ধা বা স্নেহ ছিল না। তাহাদের বাড়ী থাকিতে, তাহার প্রতি আমার যে শ্রদ্ধাটুকু এবং প্রথম প্রথম তাহার প্রতি যে আকর্ষণটুকু জন্মিয়াছিল, এখানে আসিয়া, এই এক বৎসর তাহার ব্যবহারে, দিনে দিনে আমার মন হইতে সে সব বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। আমি কাঁদিতেছিলাম, আমি কি ছিলাম, কি হইলাম ভাবিয়া—আমার উপায় এখন কি হইবে ভাবিয়া।

বাড়ীউলী এবং এই গৃহের অন্যান্য ভাড়াটিয়া স্ত্রীলোকগণ আমার কাছে আসিয়া সর্ব্বদা আমার সান্ত্বনা দিত এবং উপায় নির্দ্দেশ করিত।

ক্রমে আমার টাকা ফুরাইল। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। তখন বাধ্য হইয়া, তাহাদের নির্দ্দিষ্ট উপায়ই অগত্যা অবলম্বন করিতে হইল।

* * * *

নানারূপ ভাগ্যপরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া, আমার জীবন অতিবাহিত হইতে লাগিল। কিছুকাল বা দিনের পর দিন কালিয়া-পোলাও মাছের মুড়া চলে; সর্ব্বাঙ্গে গহনা পরিয়া, বারাণসী শাড়ীর বাহার দিই; আবার কিছু কাল বা ঐ সমস্ত বন্ধক দিয়া টাকা ধার করিয়া ব্যয় নির্ব্বাহ করি; দুই পয়সার কুচা চিংড়ি আনাইয়া “বাটিচচ্চড়ি” করিয়া ভাত খাই। ভাগ্যের চাকা আবার ঘুরিয়া যায়, গহনাপত্র খালাস করিয়া আনি, আবার কালিয়া-পোলাও মাছের মুড়া, বক্সে বসিয়া থিয়েটার দেখা আরম্ভ হয়। এইরূপে জীবনের আরও সাতটি বছর কাটিয়া গেল। কিন্তু সুখে কাটিল কি ?

জীবনের শেষের সাতটি বছর কি দুঃখেই যে আমার কাটিল, তাহা সেই সর্ব্বলোকসাক্ষী ব্যতীত আর কে জানিবে ? শেষের বৈ কি, কারণ, ডাক্তারবাবু বলিয়াছেন, আমার এই রোগ শিবের অসাধ্য—তিন মাসের মধ্যেই আমার ইহলোকের সকল যন্ত্রণা দূর হইয়া যাইবে। ইহলোকের যন্ত্রণা ত শেষ হইবে;—কিন্তু পরলোক ? পরলোক আছে কি না কে জানে ? যদি থাকে ? তবে সেখানে আমার কি দণ্ডের ব্যবস্থা আছে, ভাবিতে বুক কাঁপিয়া উঠে, দেহের স্বল্পাবশিষ্ট রক্তও যেন জল হইয়া যায়।

এ দিকে তিন বৎসর আমি অন্নবস্ত্রে ক্লেশ পাই নাই—বরং সাধারণ গৃহস্থবধূর অপে[illegible] সে বিষয়ে প্রাচুর্য্যই ভোগ করিয়াছি। আমি নিঃস্ব নহি। কিন্[illegible] মনের সুখ ? গহনা গায়ে দিয়া, আড়ংধোলা[illegible] জড়িপাড় শাড়ী, ব্লাউজ পরিয়া থাকিয়াও, মনে সর্ব্বদ[illegible] অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিয়াছি। ডাক্তারবাবু বলে[illegible] শুধু শারীরিক অত্যাচার নহে, ঐ মানসি[illegible] অশান্তিও আমার এই ক্ষয় রোগের একটা প্রধা[illegible] কারণ।

দশ বৎসর পূর্ব্বে গ্রহণে যখন গঙ্গাস্নান ক[illegible] আসিয়াছিলাম, তখন হারাইয়া না গিয়া, গঙ্গায়[illegible] ডুবিয়া যাইতাম, তাহা হইলে, উঃ—কি সৌভা[illegible] আমার হইত। ডুবিলাম না—“নারীর অধিকার[illegible] অর্থাৎ নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারিবার অধি[illegible] —লাভ করিলাম।

কলিকাতায় প্রথম তিন বৎসর, শচীনের[illegible] সাজিয়া যে তিন বৎসর যাপন করিয়াছি, সেই স[illegible] আমার সুখেই কাটিয়াছিল সত্য। কিন্তু সে[illegible]

অনাবিল সুখ নহে। আধুনিক মতানুযায়ী, আমি আমার "নারীত্ব সফল" করিতেছিলাম বটে, কিন্তু মনের ভিতরে ভিতরে একটা গ্লানি সর্ব্বদা বহিয়া যাইত, তাহার হাত হইতে কিছুতেই নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিতাম না। আমাদেরই মত গরীব যে কয়টি গৃহস্থপরিবার সে বাড়ীতে ঘর ভাড়া লইয়া বাস করিত, তাহাদের নিকট আমাদের যে কাল্পনিক পরিচয় দিয়াছিলাম, তাহা তাহারা সম্পূর্ণভাবেই বিশ্বাস করিয়াছিল—অবিশ্বাসের কোনও কারণই বর্ত্তমান ছিল না। তথাপি আমার মনে হইত, হায়, ইহারা যাহা, আমি ত তাহা নহি!

যাক্, সে সকল কথার অনুশোচনায় আর ফল কি? এখন আমার এই দুঃসময় লজ্জাময় জীবন-কাহিনী সমাপ্ত করিয়া ডাক্তারবাবুকে অনুরোধ করিয়াছি, আমার মৃত্যুর পর ইহা যেন তিনি জনসমাজে প্রচারিত করিবার জন্য যত্ন করেন। "নবযুগের নূতন আলোক" বলিয়া যাহা এখন কথিত হইতেছে, তাহা যে "আলোক" নহে—তাহা যে আগুন, সেই কথা বুঝাইবার জন্যই, আমার সেই আগুনে পুড়িয়া মরিবার ইতিহাস আমি লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতেছি। ইহা পাঠ করিয়া, যদি বাঙ্গালী গৃহস্থ-ঘরের একটি মেয়েও, কুপথে পা দিতে দিতে, পা উঠাইয়া লইয়া ফিরিয়া আসে, তবে পরলোকে আমার আত্মা কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিবে।

জ্যোতিষী মহাশয়

—০—

১

কলিকাতা দর্জ্জিপাড়ার কোনও ক্ষুদ্র দ্বিতল বাটীর একটি কক্ষে, সন্ধ্যার প্রাক্কালে, মুণ্ডিত-গুম্ফশ্মশ্রু প্রৌঢ়বয়স্ক কৃষ্ণকায় শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত জ্যোতির্ব্বিদ্যা-মহার্ণব মহাশয় বসিয়া ধূমপান করিতেছিলেন। গৃহিণী ও কন্যারা নিম্নতলে গৃহকার্য্যে ব্যস্ত, ছেলেরা ফুটবলের ম্যাচ দেখিতে গিয়াছে। জ্যোতিষী মহাশয় একাকী বসিয়া ধূমপান করিতেছেন, আর আকাশ পাতাল চিন্তা করিতেছেন।

আজ প্রায় ২০ বৎসরকাল এই কলিকাতা সহরে তিনি জ্যোতিষ 'প্র্যাকটিস্' করিতেছেন, কিন্তু এমন দুর্ব্বৎসর কখনও হয় নাই। খবরের কাগজে তাঁহার বিজ্ঞাপন ছাপা হইতেছে—সে সকল বিজ্ঞাপনের বিলের তাগাদায় তিনি অস্থির,—কিন্তু কি আশ্চর্য্য, একটি কোষ্ঠী প্রস্তুতের অর্ডারও আসিতেছে না। গরদ পরিয়া, কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা কাটিয়া, তিনি তাঁহার দ্বারলগ্ন সাইনবোর্ডের ঘোষণা অনুসারে প্রতিদিন প্রাতে ৭টা হইতে বেলা ১০টা পর্য্যন্ত বৈঠকখানায় বসিয়া হত্যা দিতেছেন, কিন্তু একটি লোকও হাত গণাইতে আসিতেছে না! বাড়ীর ভাড়া, ভৃত্যের বেতন, বিজ্ঞাপনের বিলের অনেক টাকা বাকী পড়িয়া গিয়াছে; প্রতিদিনকার বাজার-খরচ চলাই কঠিন, এখন কি উপায় করিলে কিছু টাকা আসে, এই চিন্তাতে তিনি মুহ্যমান ছিলেন, এমন সময় নিম্ন হইতে শব্দ উত্থিত হইল—"জ্যোতিষী মশায় বাড়ী আছেন?"

শ্রবণমাত্র, হুঁকাটি দেওয়ালের কোণে ঠেস দিয়া রাখিয়া, জ্যোতিষী মহাশয় উঠিয়া দাঁড়াইলেন; সন্তর্পণে রাস্তার ধারের বারান্দায় গিয়া, চিক ফাঁক করিয়া লোকটাকে দেখিলেন। বুঝিলেন, বাড়ী-ওয়ালার লোক নহে, বিজ্ঞাপনের বিল আদায়কারী দারবান্‌ও নহে—মকেল হইলেও হইতে পারে। তখন নির্ভয়ে হাঁকিলেন—"কে ও?"

নিম্ন হইতে স্বর উত্থিত হইল, "জ্যোতিষী মশায় বাড়ী আছেন কি? তাঁর কাছে একটু দরকারে এসেছি।"

"আচ্ছা দাঁড়ান"—বলিয়া জ্যোতিষী মহাশয় চট্ করিয়া তাঁহার মিলের ধুতি ছাড়িয়া গরদ পরিলেন, চটি জুতা ছাড়িয়া খড়ম পায়ে দিলেন। আশান্বিত হৃদয়ে খট্ খট্ করিতে করিতে সিঁড়ি নামিয়া গিয়া, সদর দরজা খুলিয়া তিনি প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টিতে আগন্তুকের পানে চাহিলেন।

লোকটির বয়স আন্দাজ ৪৫ বৎসর; পরিধানে ধুতির উপর আধ ময়লা চাপকান, তাহার উপর পাকানো চাদর বিন্যস্ত—আফিসের বেশ। তিনি বলিলেন, "একটু দরকারে এসেছিলাম।"

"আসুন"—বলিয়া জ্যোতিষী মহাশয় তাঁহাকে বৈঠকখানায় আনিলেন। অয়েলক্লথ মোড়া একটি টেবিলের তিন দিকে তিনখানি চেয়ার এবং এক দিকে একখানি বেঞ্চ। জ্যোতিষী মহাশয় একখানি চেয়ারে বসিয়া অপর একখানিতে আগন্তুককে বসাইলেন।

২

আগন্তুক আসন গ্রহণ করিয়া, যেন বড় ক্লান্তস্বরে বলিলেন, "জ্যোতিষী মশায়, শারীরিক কুশল ত?"

জ্যোতিষী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আগন্তুকের পানে চাহিলেন। যাহারা গণাইতে আসে, তাহারা কেহ ত কৈ এরূপ-ভাবে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করে না। যাহা হউক, তিনি শিরশ্চালনা ও একটা অস্ফুট ধ্বনির দ্বারা নিজ কুশল জ্ঞাপন করিলেন।

লোকটি অর্দ্ধমিনিটকাল নীরব থাকিয়া, দ্বিতীয় প্রশ্ন করিলেন, "তার পর—কায-কর্ম্ম চল্‌ছে কেমন?"

এই প্রশ্নে জ্যোতিষী মহাশয়ের মনে একটু রাগ হইল। কেন রে বাপু? তোর সে খোঁজে দরকার কি? গণাইতে আসিয়া থাকিস্, তাই বল্, টাকা বাহির কর্। কিন্তু এই বিরক্তিভাব মনেই গোপন করিয়া তিনি উত্তর করিলেন, "চল্‌ছে মন্দ নয়। আপনার নামটি কি?"

চুপ করিলেন।

নিজ নাম বলিতে লোকটির এই অনিচ্ছা দেখিয়া জ্যোতিষী যেন একটু সন্দেহযুক্ত হইলেন; মুখে বলিলেন, "সেই ভাল"।

বাবুটি তখন ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "আপনি বল্লেন, আপনার কায-কর্ম্ম মন্দ চল্‌ছে না। তা হ'লেই বোঝা যাচ্ছে, যতটা ভাল চলা উচিত, তা চল্‌ছে না। কেমন কি না?"

লোকটা যে গপাইতে আসে নাই, ইহা জ্যোতিষী মহাশয় এবার নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিলেন। বুঝিয়া, বড় রাগ হইল। তিনি আর ধৈর্য্যরক্ষা করিতে পারিলেন না। বলিয়া ফেলিলেন, "আঃ ও সব ভূমিকা যেতে দিন না, মশায়! কি জন্যে আপনি এসেছেন, সেইটে খোলসা ক'রে বলুন। সন্ধ্যে হয়ে এল, আমার পূজো-আহ্নিকের সময় ব'য়ে যাচ্ছে।"

বাবুটি এই মৃদু ভর্ৎসনাটুকু মোটেই গায়ে মাখিলেন না। পূর্ব্ববৎ ধীরশান্তস্বরে বলিতে লাগিলেন, "দেখুন, যে ব্যবসাই বলুন, আজকাল যে রকম দিন-সময় পড়েছে, বিনা বিজ্ঞাপনে—"

জ্যোতিষী মহাশয় বাধা দিয়া বলিলেন, "আপনি কি কোনও খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন ক্যানভাসার? তা-হ'লে বৃথা আপনার সময় নষ্ট করবেন না। আমি দু'খানা কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকি। আর নূতন কোনও কাগজে—" বলিয়া তিনি দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

লোকটি শান্তভাবে বলিলেন, "আহা চট্‌ছেন কেন? আমি বিজ্ঞাপন ক্যান্‌ভাসার নই। বসুন বসুন।"

জ্যোতিষী মহাশয় বসিয়া বলিলেন, "তবে আপনি কি? [illegible]?"

"[illegible], তাও নই। আমার চৌদ্দপুরুষে [illegible] ছায়া মাড়ায় নি। আমি বল্‌ছিলাম [illegible], আপনার নামে আমি খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিতে চাই। আপনার এক পয়সাও লাগবে না; খরচ আমার।"

এতক্ষণে জ্যোতিষী মহাশয়ের সন্দেহ হইল, [illegible]টা বোধ হয় পাগল। যাহা হউক, বিনামূল্যে

বাবুটি বলিলেন, "আপনি [illegible] কোথাকার কে তার ঠিক নেই, নিজের [illegible] বিজ্ঞাপন দিয়ে আমার উপকার করতে আসে কেন? বিজ্ঞাপনটির দ্বারায় পরোক্ষভাবে আপনার কিছু উপকার হবে বটে. কিন্তু আসলে সেটি আমারই একটা অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্যে। অত কথায় কাজ কি, বিজ্ঞাপনটি পড়েই দেখুন না।" বলিয়া ভদ্রলোক পকেট হইতে একখানা হস্তলিখিত কাগজ বাহির করিয়া, জ্যোতিষী মহাশয়ের সম্মুখে স্থাপন করিলেন।

জ্যোতিষী মহাশয় টেবিলের দেরাজ টানিয়া তাঁহার চশমাটি বাহির করিয়া চোখে দিলেন। তাহার পর বিজ্ঞাপনটি পাঠ করিলেন—

হিন্দু জ্যোতিষ! ফলিত জ্যোতিষ!

আমি বহুকালাবধি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ফলিত-জ্যোতিষ এবং সামুদ্রিক শাস্ত্রের সম্যক্ আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিয়া, উভয় প্রণালীর সমন্বয়সাধনে যত্নবান্ আছি। আমার রিসার্চের (গবেষণার) সুবিধার জন্য জাতি ও বয়স নির্ব্বিশেষে কয়েকজন পস্থিউমস্ চাইল্ড (ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেই যাঁহাদের পিতৃ-বিয়োগ ঘটিয়াছে) তাঁহাদের শারীর স্থান ও হস্তরেখা পরীক্ষার নিমিত্ত আবশ্যক। আজন্ম পিতৃহীন যে সকল যুবকের চক্ষে এই বিজ্ঞাপনটি পড়িবে, আমার সানুনয় অনুরোধ, দেশীয় তত্ত্ববিদ্যার উন্নতিকল্পে তাঁহারা যেন অবিলম্বে পত্রদ্বারা নিজ নিজ জন্মতারিখসমন্বিত পারিবারিক ইতিহাসটুকু সংক্ষেপে আমায় লিখিয়া পাঠান; আমি অবসরক্রমে একে একে তাঁহাদের আলয়ে উপস্থিত হইয়া স্বকার্য্য সাধন করিব। ইতি—

শ্রীকমলাকান্ত জ্যোতির্ব্বিদ্যামহার্ণব।

৮নং বেণী দত্তের লেন, দর্জ্জিপাড়া, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপনটি পড়িয়া জ্যোতিষী মহাশয় সবিস্ময়ভাবে আগন্তুকের পানে চাহিয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন, "ব্যাপারখানা কি বলুন দেখি? আপনার উদ্দেশ্যটা কি?"

বাবুটি বলিলেন, "উদ্দেশ্যটা বুঝতে পারলেন না? কোনও কারণে একটি লোকের আমি [illegible] করছি; সে লোকটি আজন্ম পিতৃহীন। কিন্তু কোথায় [illegible]

ক'রে, আর বাংলাদেশে, তার নাম কি, তার পিতার নাম কি, তার পারিবারিক ইতিহাসটুকু থেকেই আপনি হয়তো বলতে পারবেন, ঠিক সেই লোক কি না?"

জ্যোতিষী বলিলেন, "কেন, তাকে খুঁজছেন কেন?"

"সে কথাটি এখন প্রকাশ করা ঠিক হবে না। যদি সে লোককে পাওয়া যায়, তা হ'লে আপনি জানতে পারবেন। এখন আপনি অনুগ্রহ ক'রে অনুমতি দিলেই, এই বিজ্ঞাপনটি আমি কয়েকখানি কাগজে ছাপ্‌তে দিই। আপনার এতে কিছুই লোকসান নেই, বরং দেশ-বিদেশে নামটা আরও জাহির হয়ে যাবে। বিশেষ, যাঁরা কোনও রকম সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত, আজ কাল লোকে তাঁদের খুব সম্মানের চক্ষে দেখে। এতে পরোক্ষভাবে, আপনার কাযকর্ম্মের সুবিধাই হবে। বলুন, আপনার অনুমতি আছে ত?"

জ্যোতিষী বলিলেন, আচ্ছা, তা যেন হ'ল। সে লোকটিকেই যখন আপনার দরকার, তখন তার পারিবারিক ইতিহাসটুকু দিয়ে, নিজের নামেই বিজ্ঞাপন ছাপাচ্ছেন না কেন?"

বাবুটি বলিলেন, "কেন জানেন? সে লোক যদি এখন বেঁচে না থাকে, অন্য কেউ যদি জাল লোক এসে তার নাম নিয়ে ঠকাতে চেষ্টা করে, এই জন্যে আর কি। বলুন, আপনার অনুমতি আছে ত?"

জ্যোতিষী ক্ষণকাল কি ভাবিলেন। শেষে বলিলেন, "অনুমতি দিতে পারি, কিন্তু বিজ্ঞাপনে আমি আরও ৩।৪ লাইন যোগ ক'রে দিতে চাই।"

"কি যোগ করবেন বলুন।"

জ্যোতিষী মহাশয় তখন কলম লইয়া, বিজ্ঞাপনের শেষ ভাগে যোগ করিয়া দিলেন,—

"নির্ভুল ও অকাট্য কোষ্ঠী প্রস্তুত করিবার পারিশ্রমিক ১০৲ হইতে ৫০৲ মাত্র। প্রতি দিন প্রাতে সাতটা হইতে দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত সমাগত নরনারীগণের হস্তরেখা বিচারে ফলাফল বর্ণনা করিয়া থাকি, পারিশ্রমিক ৫৲ মাত্র।"

বাবুটি দেখিলেন, ইহা যোগ করিতে হইলে ৩।৪ লাইনের মূল্য বাড়িয়া যায়। তথাপি তিনি স্বীকৃত হইলেন। বলিলেন, "আচ্ছা, তা বেশ। এই বিজ্ঞাপনের উত্তরে চিঠিপত্র যা আসবে, তা সব রেখে দেবেন, আমি মাঝে মাঝে এসে দেখে যাব।"—বলিয়া তিনি উঠিলেন।

জ্যোতিষী মহাশয় বলিলেন, "আপনার নাম ঠিকানা রেখে যান, সেগুলো চাকর দিয়ে আপনাকে পাঠিয়ে দেবো এখন। আবার কষ্ট ক'রে রোজ রোজ আপনি আসবেন!"

বাবুটি বলিলেন, "না, না, কষ্ট কিছুই নয়। চাকর দিয়ে পাঠাতে হবে না, আমি নিজেই মাঝে মাঝে এখানে এসে দেখে যাব। আজ হ'ল গিয়ে বুধবার ত? বিজ্ঞাপন বেরুতে, তার জবাব আসতে, অন্ততঃ ৩।৪ দিন লাগবে। রবিবারে এই সময় আবার আমি আস্‌বো। আচ্ছা, এখন উঠি তবে —প্রণাম।"—বলিয়া বাবুটি প্রস্থান করিলেন।

জ্যোতিষী মহাশয় ভাবিতে লাগিলেন—"কে লোকটা? নাম ধাম কিছুই বল্লে না, যাবার সময় প্রণাম ব'লে গেল, তা হ'লে ব্রাহ্মণ নয়। কোনও মন্দ উদ্দেশ্য আছে কি না, তাই বা কে জানে!"

সন্ধ্যা হইল দেখিয়া, সদর বন্ধ করিয়া, জ্যোতিষী মহাশয় খট্ খট্ করিতে করিতে উপরে উঠিয়া গেলেন।

৩

রবিবার দিন যথাসময়ে বাবুটি আসিয়া দর্শন দিলেন। এখনও পর্য্যন্ত কোন চিঠি আসে নাই জানিয়া, ক্ষুণ্ণমনে তিনি প্রস্থান করিতেছিলেন, জ্যোতিষী আগ্রহ করিয়া তাঁহাকে বসাইয়া, কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। কথার কৌশলে তাঁহার পরিচয় এবং বিজ্ঞাপন দিয়া লোক খোঁজার উদ্দেশ্য জানিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না। বাবুটি জ্যোতিষী মহাশয়ের মনের ভাব বুঝিয়া, হাত দুটি যোড় করিয়া কহিলেন, "আমার পরিচয় দিলাম না ব'লে, সব কথা খুলে বল্লাম না ব'লে, আপনি আমার অপরাধ নেবেন না। কোনও বিশেষ প্রতিবন্ধকতা আছে ব'লেই সব কথা এখন প্রকাশ করতে পারছিনে। যদি লোককে আমি খুঁজে পাই, তা হ'লে আমার যথাসাধ্য প্রণামী আপনাকে দিয়ে, আপনাকে খুসী করবার চেষ্টা করবো।"

"না না, তার জন্যে আর কি, তার জন্যে আর কি। ওটা একটা কথার কথা জিজ্ঞাসা করছিলাম বৈ ত নয়। সে যাক্!"—বলিয়া জ্যোতিষী মহাশয়

[illegible] উপভোগ করিলেন। জিনিসপত্রের দর, [illegible], রাজনীতি তত্ত্ব উপদেশ, "স্বদেশহিতৈষি"গণের [illegible] প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে দুই জনে আলোচনা [illegible] লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে জানালার বাহিরে, "সেন্টকুট" চুলে টেড়িকাটা, চক্ষু বসা, খালি গা, এক যুবক দেখা দিল। জ্যোতিষী মহাশয় ইসারায় তাহাকে কি জানাইতেই সে তখনই সেস্থান পরিত্যাগ করিল। [illegible] সে দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া বসিয়া ছিলেন, তিনি যুবককে দেখিতে পান নাই, বা তাহার প্রতি জ্যোতিষী মহাশয়ের ইঙ্গিতও লক্ষ্য করেন নাই।

অবশেষে সন্ধ্যা হয় দেখিয়া বাবুটি উঠিলেন; বলিলেন, আচ্ছা, তা হ'লে, পশু—পশু বিকেলে আর একবার খবর নিয়ে যাব। এখন আসি তা [illegible]—প্রণাম।"

"জয়োস্তু" বলিয়া জ্যোতিষী মহাশয় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সদর দরজার বাহির হইয়া দাঁড়াইলেন। পূর্ব্বোক্ত টেড়িকাটা চক্ষু-বসা যুবক, রাস্তার অপর পারে পাণের দোকানের নিকট দাঁড়াইয়া বিড়ি টানিতেছিল। জ্যোতিষী মহাশয়ের সহিত চোখা-চোখি হইতেই সে একটু হাসিল। বাবুটি অল্প দূর অগ্রসর হইলে, জ্যোতিষী মহাশয় একটা ইঙ্গিত করিলেন। সেই যুবক তৎক্ষণাৎ বাবুটির পিছু লইল। জ্যোতিষী মহাশয় দরজা বন্ধ করিয়া উপরে গেলেন।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে সেই যুবক ফিরিয়া আসিয়া জ্যোতিষী মহাশয়ের সদর দরজার কড়া নাড়িল। জ্যোতিষী মহাশয় লণ্ঠনহস্তে নামিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া যুবককে ভিতরে ডাকিলেন। সে ভিতরে আসিলে, দরজাটি ভেজাইয়া দিয়া নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে কেব্‌লা, কিছু সন্ধান পেলি?"

যুবকের নাম কেবলরাম। সে দন্তবিস্তার করিয়া হাসিয়া বলিল, আজ্ঞে, সব সন্ধানই নিয়ে এলাম। আপনার শ্রীচরণ আশীর্ব্বাদে, এই কেবলরামের অসাধ্যি কি কিছু আছে?"

"কি সন্ধান পেলি বল্ দেখি!"

কেবলরাম মাথাটি এক ধারে নত করিয়া বলিল, "আজ্ঞে, টাকা দুটো!"

জ্যোতিষী একটু বিরক্তির সহিত বলিলেন, "আগে টাকা নিয়ে তবে কথা বল্‌বি? পাজীর [illegible] তোরা, [illegible] এত অবিশ্বাস?"

কেবল বলিল, "এই [illegible] বল্‌ছে? তবে আজ টাকা [illegible] ঠাকুর মশায়। আগে [illegible] থাকত, আজকাল আবার [illegible] দোকান বন্ধ ক'রে দেয়। [illegible] দোকান থেকে তখন [illegible] হয়। সাতটা বেজে গিয়েছে [illegible] বল্‌ছি!"

কেবলরামের এই স্পষ্ট ও নির্ভীক [illegible] করিয়া, একটু হাসিয়া, তাহাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া জ্যোতিষী মহাশয় উপরে চলিয়া গেলেন। [illegible] ফিরিয়া আসিয়া কেবলরামের হাতে দুইটি টাকা দিয়া বলিলেন, "এই ঘরটার মধ্যে আয়।"—বলিয়া তাহাকে বৈঠকখানায় ডাকিলেন।

কেবলরাম টাকা দুইটি টেঁকে গুঁজিতে গুঁজিতে বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করিল। জ্যোতিষী মহাশয় লণ্ঠনটি টেবিলের উপর রাখিয়া, চেয়ারে বসিয়া বলিলেন, "কি কি জেনে এলি বল্ দেখি। [illegible] আস্তে আস্তে কথা কোস্।"

কেবল তাঁহার অতি নিকটে গিয়ে দাঁড়াইয়া, ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, "তার নাম হরিহর মিত্তির [illegible] টঙ্কিবাড়ীতে চাকরী করে। ১০০৲ মাইনে পায়। শ্যামবাজারে ৩২নং কালু ঘোষের লেনে থাকে। নিজের বাড়ী নয়, ভাড়া বাড়ী। যা যা জান্‌তে চেয়েছিলেন, দেখুন, সবই জেনে এসেছি।"

জ্যোতিষী বলিলেন, "ঠিক খবর পেয়েছিস্ ত? ভুলটুল হয় নি?"

কেবল বলিল, "আজ্ঞে না, ভুল হবার যো কি? সেই পাড়ার ৩।৪ জন লোককে জিজ্ঞাসা ক'রে জেনে এসেছি।"—হঠাৎ কক্ষস্থিত ঘড়ীর দিকে নজর পড়ায় বলিল, "উঃ, সাড়ে সাতটা যে? এখন আসি তবে ঠাকুর মশায়—প্রণাম।" বলিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া, আবার ফিরিয়া নিকটে আসিয়া চুপি চুপি বলিল, "একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। [illegible] প্রেসার ট্রেহার দিতে হবে কি? তা যদি দরকার হয় ত বল্‌বেন। কিন্তু সে ১০৲ টাকার কমে [illegible] না, আরও ২।১ জন সঙ্গে নিতে হবে কি না?"

জ্যোতিষী বলিলেন, "না, সে সব এখন [illegible] দরকার নেই।"

"আচ্ছা—যদি দরকার হয় ত [illegible]

আমরা আপনার হুকুমের চাকর। চলুম তবে. প্রণাম।"—বলিয়া কেবল দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

৪

পরদিন অপরাহ্নকালে জ্যোতিষী মহাশয়ের গৃহিণী চৈতন্য লাইব্রেরীর একখানি উপন্যাসহস্তে প্রবেশ করিয়া, স্বামীকে নিভৃতে পাইয়া বলিলেন, "হ্যাগা, কা'ল থেকে দেখছি সর্ব্বদাই তুমি অন্যমনস্ক হ'য়ে থাক, মনে মনে কি যেন ভাবছ। কি হয়েছে গা?"

জ্যোতিষী মহাশয় প্রথমে তাঁহার চিন্তার বিষয় স্ত্রীকে বলিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন, কিন্তু পীড়াপীড়িতে বাধ্য হইয়া অবশেষে ব্যাপারটা জানাইতে হইল। শুনিয়া গৃহিণী কিছুক্ষণ মৌন রহিলেন। শেষে উপন্যাসখানি কুলুঙ্গিতে তুলিয়া রাখিয়া, তিনি স্বামীর নিকট আসিয়া বসিয়া বলিলেন, "দেখ, আমার কিন্তু একটা কথা মনে হচ্ছে?"

"কি বল দেখি?"

"লোকটি ত এটর্ণি আফিসের বড়বাবু?"

"বড়বাবু কি না, তা জানিনে, ১০০৲ মাইনে পায় তাই শুনেছি।"

"আচ্ছা ধর, যদি এই রকম হয়?"

জ্যোতিষী মহাশয় সোৎসুকে তাঁহার স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

স্ত্রী কহিলেন, "মনে কর, এক জন লোক, তার স্ত্রীর গর্ভাবস্থায় স্ত্রীকে বাড়ীতে রেখে, অর্থোপার্জ্জনের জন্যে কোনও একটা দূরদেশে চ'লে গেল। সেখানে গিয়ে কোনও অভাবনীয় উপায়ে, তার বিপুল অর্থলাভ হ'ল। সেই অর্থ নিয়ে সে বাড়ী ফিরছে, পথে তার আসন্ন কাল উপস্থিত। সে হিসেব ক'রে দেখলে, তার সন্তান তখনও জন্মায় নি। কোনও সাধু বা সচ্চরিত্র বন্ধুলোকের কাছে টাকাগুলি সে গচ্ছিত রেখে বল্লে, আমি ত মরছি, আমার যে সন্তান এখনও তার মাতৃগর্ভে আছে, সে যেন আমার এই টাকাগুলি পায়, তুমি তার ব্যবস্থা করো। এই রকম অনুরোধ ক'রে টাকা গচ্ছিত রেখে, লোকটি ম'রে গেল। সেই সাধু বা বন্ধুলোক, কার্য্যগতিকে অনেক দিন বাঙ্গালা দেশে আসতে পারেন নি। এখন এসেছেন। এটর্ণি বাবুর সাহায্যে সেই ছেলেকে আবিষ্কার করতে চেষ্টা করছেন। তাকে পেলে, টাকাগুলি তাকে দিয়ে তিনি আবার স্বদেশে ফিরে যাবেন।"

জ্যোতিষী মহাশয় অবাক্ হইয়া কিয়ৎক্ষণ স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন, "গিন্নী, কি বুদ্ধি তোমার! অন্ধকারে অন্ধকারে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু তবু বোধ হচ্ছে, ঠিক জায়গাটিতে না হোক্ তার অনেকটা কাছাকাছি তুমি পৌঁছেছ। কিন্তু একটা কথা থেকে যা[illegible]।"

"কি কথা?"

"তা হ'লে সে বন্ধু বা সাধুলোক, ছেলের বাপের নাম কি, তা'র বাড়ী কোথায়, এ সবই ত জানতো। সেই গ্রামে গিয়ে খোঁজ নিত। এটর্ণির শরণাপন্ন হবে কেন? হরিহর ত বল্লে, সে কোথায় আছে, তাও তারা জানে না।"

গৃহিণী বলিলেন, "এত বছরের পরে, সেই বাবুটির নাম, তাঁর গ্রামটির নাম বন্ধুলোক যদি ভুলে গিয়ে থাকেন? সম্ভবতঃ সে বন্ধুটি নিজে বাঙ্গালী নন, সুতরাং বাঙ্গালীর নাম, বা[illegible] গ্রামের নাম মনে রাখা তাঁর পক্ষে কঠিন নয় কি?"

"তা বটে!"—বলিয়া জ্যো[illegible] মহাশয় অবনতমুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন। [illegible]ক্ষণ পরে গৃহিণী বলিলেন, "কিংবা"—বলিয়া তি[illegible]প করিলেন।

জ্যোতিষী জিজ্ঞাসা করিলে[illegible] "কিংবা কি?"

কিংবা ধর, বাঙ্গালা দেশের [illegible]নও রাজা বা জমীদার লোক, অবিবাহিত, ছদ্মবেশে দেশভ্রমণে বেরিয়েছেন। কোনও দূর জিলার পল্লীগ্রামে গিয়ে, স্বজাতীয় একটি সুন্দরী মেয়ে দেখে, তাকে বিবাহ ক'রে, কিছু দিন সেইখানেই বাস করছিলেন। ক্রমে জানতে পারলেন, তাঁর স্ত্রীর সন্তান সম্ভাবনা হয়েছে। তখন তিনি মনে ভাবলেন, দেশে ফিরে যাই, আত্মীয়স্বজনকে এ বিবাহের কথা জানাই, তার পর ফিরে এসে স্ত্রীকে বাড়ী নিয়ে যাব। কিন্তু পথে, কিংবা বাড়ী পৌঁছেই তাঁর মৃত্যু হ'ল। এ দিকে তাঁর স্ত্রীও জানে না যে, তার স্বামী কে, কোথাকার রাজা বা জমীদার। সুতরাং স্বামী ফিরে না আসতে, সেইখানে প'ড়ে প'ড়েই সে হা হুতাশ করতে থাকলো। এ দিকে বহুকাল পরে সেই রাজা বা জমীদারের ভাই কিংবা ভাইপো, দাদা কিংবা খুড়োর বাক্স থেকে পুরাণো কাগজপত্র বের ক'রে পড়তে পড়তে, আসল ব্যাপারটা জানতে পেরেছে। তখন সে শিউরে উঠেছে—অ্যা!—কার বিষয় এত দিন আমি ভোগ করছি! সেই গর্ভে রাজার যদি ছেলে

ম'রে থাকে, তা হ'লে সে-ই ত এই সম্পত্তির মালিক। অথচ সে কাগজ পত্র থেকে, দাদার শ্বশুরবাড়ীর ঠিকানা সে আবিষ্কার করতে পারে নি; তাই কলকাতায় এসে, এটর্ণির শরণাপন্ন হয়েছে, আর এটর্ণি ঐ বিজ্ঞাপনের কৌশল খাটিয়ে তার হেড বাবুকে তোমার কাছে পাঠিয়েছিল।"

শুনিয়া জ্যোতিষী মহাশয় প্রশংসমাননেত্রে স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দেখ, প্রথমে তুমি যেটা বলেছিলে, তার চেয়ে এইটেই যেন বেশী সম্ভব ব'লে আমার মনে হচ্ছে। কি বুদ্ধি তোমার! এ যেন একেবারে আস্ত উপন্যাসের মত শোনাচ্ছে। আচ্ছা, এত উপন্যাস ত তুমি পড়লে, একখানা লেখ না কেন?"

গৃহিণী মনে মনে খুসী হইয়া মুখে বলিলেন, যাও যাও, আর ঠাট্টা করতে হবে না। আচ্ছা তুমিও একটা কিছু ভাবছিলে ত? তুমি কি ভাবছিলে শুনি।"

জ্যোতিষী বলিলেন, "আমি, এটর্ণির কথা শুনে পর্য্যন্ত, একটা উইল-টুইলের ব্যাপার এর মধ্যে কিছু আছে তাই ভাবছিলাম। গৃহিণী বলিলেন, একটা উইলটুইল ঘটিতই হউক, আর যাই হোক্ একটা সম্পত্তির ব্যাপার এর ভিতর আছেই আছে। নইলে দেখছ না, পাছে সে লোক ম'রে গিয়ে থাকে, আর কেউ জাল সেজে এসে দাঁড়ায়, সে বিষয়ে এত সাবধান হওয়া দরকার কি। নিশ্চয়ই দশ বিশ লাখ টাকা এর ভিতর আছে।"

জ্যোতিষী বলিলেন, "আমারও তাই মনে হয়।"

সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া গৃহিণী গৃহকার্য্যের জন্য এবং জ্যোতিষী মহাশয় সন্ধ্যা বন্দনার জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিয়া গেলেন।

৩

মঙ্গলবারে হরিহরবাবু আসিয়া দেখিলেন, একখানিমাত্র পত্র আসিয়াছে। তিনি সেখানি পাঠ করিয়া, তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। জ্যোতিষী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হ'ল? এ নয়?"

"না।"

"বিজ্ঞাপনটি চালাচ্ছেন ত? কোন্ দেশে সে আছে, তা ত ঠিক নেই। কিছুদিন ধ'রে বিজ্ঞাপন চল্লে তার চোখে পড়বেই পড়বে। বিজ্ঞাপনটি আরও কিছুদিন চলুক।"

"হ্যাঁ, তা ত চালাতেই হবে। শুক্র আবার আসব বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

জ্যোতিষী মহাশয় যে বিজ্ঞাপনটি চালাইবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন, তাহার কারণ, আজন্ম পিতৃহীনের পত্র যত আসুক আর না-ই আসুক, এই বিজ্ঞাপনগুলির ফলে কোষ্ঠী প্রস্তুতের অর্ডার কিছু কিছু আসিতে আরম্ভ হইয়াছে। আজকাল তিনি উহারই পরিশ্রমে সেগুলি প্রস্তুত করিয়া একে একে ভি-পিঃ করিতেছেন।

বৃহস্পতিবার ডাকে আর এক জন আজন্ম পিতৃহীনের পত্র আসিল। পূর্ব্ব পত্রখানি হরিহরবাবু ছিঁড়িয়া ফেলাতে, জ্যোতিষী মহাশয় এই পত্রখানি গোপনে নকল করিয়া লইয়া, সুতরাং হরিহর বাবুর জন্য রাখিয়া দিলেন। সন্ধ্যাবেলায় আসিয়া সেই পত্রখানি পাঠ করিয়া হরিহরবাবু অত্যন্ত খুসী হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, ঠাকুর, আপনার আশীর্ব্বাদে ঠিক লোকটি পেয়েছি এবার। এত দিনে আমার চেষ্টা সফল হ'ল।"—বলিয়া ভদ্রলোক, জ্যোতিষী মহাশয়ের টেবিলের উপর পাঁচ টাকার একখানি নোট প্রণামী স্বরূপ অর্পণ করিয়া, হাসিমুখে প্রস্থান করিলেন।

জ্যোতিষী মহাশয় দেরাজের গুপ্তস্থান হইতে নকলটি বাহির করিয়া একবার তাহা পাঠ করিলেন। তার পর সেখানি হাতে লইয়া উপরে গিয়া, ডাকিলেন, "ওগো, একটা কথা শুনে যাও।"

গৃহিণী আসিয়া দাঁড়াইতেই চুপি চুপি বলিলেন, "হরিহর যাকে খুঁজছিল, তার চিঠি এত দিনে এসেছে। এই দেখ।"—বলিয়া নকলখানি তাঁহার হস্তে দিলেন।

পত্রখানি এই :—

"বেঙ্গলী মেস—মোল্লাদপুর
বাঁকীপুর।

মহাশয়,

বিবদূত সংবাদপত্রে আপনার প্রদত্ত বিজ্ঞাপনটি পাঠ করিলাম। তদুত্তরে লিখিতেছি, আমি আজন্ম পিতৃহীন। আমার পিতা ৺বরদাচরণ ঘোষ মহাশয় সিমলা-শৈলে বড়লাট সাহেবের দপ্তরে চাকরী করিতেন, আমার মাতাঠাকুরাণী নদীয়া জিলার মুকুন্দপুর গ্রামে আমার মাতুলালয়ে ছিলেন, আমি ভূমিষ্ঠ হইবার দুই মাস পূর্ব্বে সিমলা শৈলে জ্বর ও নিউমোনিয়া রোগে আমার পিতৃদেবের দেহান্ত হয়। আমার জন্ম

তারিখ জানি না, সন ১৩০০ সাল, বৈশাখ মাস, এইটুকুমাত্র জানি। ১০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে আমি মাতৃহীন হই। পরে আমার মাতুল মহাশয় ও মাতুলানী ঠাকুরাণীও স্বর্গারোহণ করেন। ১৫ বৎসর বয়সে আমি প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী স্বর্ণময়ীর আশ্রয়লাভ করিয়া বহরমপুর কলেজে পড়িয়া তথা হইতে বি-এ পাস করিয়া, এখন বাঁকীপুরে ৫০৲ বেতনে শিক্ষকতা করিতেছি ও সঙ্গে সঙ্গে আইন পড়িতেছি। আমার আত্ম-বিবরণ সংক্ষেপে আপনাকে জানাইলাম। ইতি

বিনীত

শ্রীসুধীরকুমার ঘোষ।"

পত্রখানি গৃহিণী নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিয়া, স্বামীকে বলিলেন, "উঃ, দেখ একবার কাণ্ড! ৫০৲ টাকা মাইনের মাষ্টারি করছে—কোথাও কিছু নেই—হঠাৎ একটা মস্ত বড়লোক হয়ে যাবে। একেই বলে অদৃষ্ট!"

জ্যোতিষী বলিলেন, কিন্তু আমরা যে দুটো অনুমান করেছিলাম, যে, তার কোনওটার সঙ্গেও মিলছে না।"

গৃহিণী বলিলেন, "তা, কি ক'রে জানলে মিলছে না? অবিশ্যি, ঠিক ব্যাপারটা কি হয়েছে তা আমরা জানিনে। ওর ঐ শিমলা পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে তার বাপ যদি মস্ত একখানা হীরেই কুড়িয়ে পেয়ে থাকে, যার দাম দশ বিশ লাখ, সেই হীরে হয় ত কারুর কাছে গচ্ছিত আছে, সে এখন উত্তরাধিকারীকে খুঁজছে। কিংবা মরবার আগে ওর বাপ হয় ত কোনও রাজা মহারাজার বিশেষ কোন উপকার করেছিল, সেই রাজা সেই উপকারের পুরস্কার স্বরূপ কোনও জায়গীর-টায়গীর দেবার জন্যে ছেলেকে এখন খুঁজছে। ঠিক কি, তা তো আমরা জানিনে।"

জ্যোতিষী মহাশয় একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "একটা বিশেষ রকম প্রাপ্তিযোগ তার আছে ব'লে আমারও বিশ্বাস হচ্ছে। তা হ'লে, এখন কি করা যায় বল দেখি?"

"যা পরামর্শ ছিল, তাই কর। আজই রওয়ানা হ'য়ে তুমি বাঁকীপুরে যাও। তার সঙ্গে দেখা ক'রে, যে রকম বলেছিলে সেই রকম একখানা দলিল তার কাছে লিখিয়ে, কালই রেজেষ্টারি ক'রে নাও। তার পর যা আছে অদৃষ্টে। কি রকম দলিল লেখাবে আর একবার বল দেখি।"

জ্যোতিষী বলিলেন, "লেখাব—'আপনার প্রদত্ত বিজ্ঞাপন-মূলে এবং আপনার উপদেশে চালিত হইয়া, আমি যাহা কিছু ধন-সম্পত্তি লাভ করিতে পারিব, তাহার অর্দ্ধাংশ আপনার পারিশ্রমিক ও পরামর্শের মূল্য স্বরূপ, বিনা ওজরে আপনাকে দিতে আমি বাধ্য রহিলাম।'—উকীলে সব ঠিক ক'রে লিখে দেবে এখন।"

স্বামিস্ত্রীতে আরও কিছুক্ষণ গোপনে পরামর্শ চলিল। রাত্রি সাড়ে নয়টার পঞ্জাব মেলে, দুর্গানাম স্মরণ করিয়া, জ্যোতিষী মহাশয় বাঁকীপুরে যাত্রা করিলেন।

৬

পরদিন প্রাতে, একটি ক্যাম্বিশের ব্যাগ হাতে করিয়া জ্যোতিষী মহাশয় পদব্রজে বাঁকীপুর সহরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মোরাদপুরে গিয়া "বেঙ্গলী মেস" অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু প্রথমে পথচারী কেহই তাহার সন্ধান বলিতে পারিল না। অবশেষে এক জন বাঙ্গালী বাবু বলিলেন, "ওঃ, বুঝেছি, কাউ-লজ, আসুন, দেখিয়ে দিচ্চি।" নির্দ্দিষ্ট স্থানে নীত হইয়া জ্যোতিষী মহাশয় দেখিলেন, মেস বাড়ীটির সম্মুখে খানিকটা খোলা যায়গায় বিস্তর গরু বাঁধা রহিয়াছে। পথপ্রদর্শক বাবুটি বলিলেন, "ঐটি বেঙ্গলী মেস, তবে ঐ গরুগুলো সামনে থাকার জন্যে লোকে এটাকে কাউ-লজ বলে। যান, ঐ দরজা দেখা যাচ্ছে।" বলিয়া বাবুটি প্রস্থান করিলেন।

জ্যোতিষী মহাশয় সাবধানে গরুর ভিড় ঠেলি[illegible] সদর দরজায় দাঁড়াইয়া দেখিলেন, নিম্নতলের বারান্[illegible] ২।৩ জন বাবু চলাফেরা করিতেছেন। তখন [illegible] ভিতরে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ম[illegible] সুধীরবাবু এখানে আছেন কি?" বাবুরা বলি[illegible] "ছাদে ঐ তেতালার ঘরে আছেন। ঐ সিঁড়ি[illegible] উঠে যান।"

জ্যোতিষী মহাশয় তেতালায় উঠিয়া দেখিলে[illegible] তথায় একখানি মাত্র ঘর, বাকী সমস্ত ছাদ। [illegible] তখন নিদ্রাভঙ্গে শয্যাত্যাগ করিয়া, মুখ-হাত [illegible] বাহিবার আয়োজন-স্বরূপ, নিম্ন তক্তপোষে [illegible] সিগারেট সেবন করিতেছিল। "বাবাজী, তুমি[illegible] সুধীর?"—বলিয়া ব্রাহ্মণজ্যোতিষী [illegible]

লোকটিকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, সুধীর সিগারেটটি লুকাইয়া ফেলিয়া, তক্তপোষ হইতে নামিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কোথা থেকে আসা হচ্চে ?"

প্রশ্নের উত্তর দিয়া জ্যোতিষী মহাশয় বলিলেন, "বাবাজী, তুমি মুখ-হাত ধুয়ে এস, তোমার সঙ্গে আমার কিছু বিশেষ কথা আছে। এ ঘরে কি তুমি একাই থাক ?"—বলিয়া কক্ষটির অপর দিকে চাহিয়া দেখিলেন, আর একখানি তক্তপোষে কম্বলে ঢাকা বিছানা গুটানো রহিয়াছে।

সুধীর বলিল, "আপাততঃ একলা বটে। আর এক জন থাকেন, তিনি সম্প্রতি বাড়ী গেছেন।"

"তোমার ইস্কুল কখন্।"

"সাড়ে দশটা থেকে।"

"ল-কলেজ ?"

"বেলা ৪টা থেকে ৫টা।"—বলিয়া সুধীর সবিস্ময়ে আগন্তুকের পানে চাহিয়া রহিল। ভাবিতে লাগিল, লোকটিই বা কে, আমার সকল খবর জানিলই বা কোথা হইতে ? বিবাহের ঘটক না কি ? জিজ্ঞাসা করিল, "মশাইয়ের নামটি কি ?"

জ্যোতিষী মহাশয় বলিলেন, "বাপু তুমি মুখ-হাত ধুয়ে এস, পরে সে সমস্তই জানতে পারবে।"

"আচ্ছা আপনি বসুন তা হ'লে।"—বলিয়া সুধীর বাহির হইয়া গেল। জ্যোতিষী মহাশয় তখন সেই তক্তপোষের উপর জাঁকিয়া বসিলেন।

কিছুক্ষণ পরে সুধীর ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি মুখ হাত ধোবেন ?"

"না, আমি সে সব ইষ্টিশান থেকেই সেরে এসেছি।"

"আপনার স্নানাহার—"

"সেটা, এইখানেই করতে পারলে ভাল হয়। সে সব হবে এখন, ব'স দেখি, সব কথা তোমায় বলি।"

সুধীর উপবেশন করিলে, জ্যোতিষী মহাশয় তাঁহার ব্যাগ খুলিয়া, একখানি খবরের কাগজ বাহির করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞাপনটি দেখাইয়া বলিলেন, "আমিই কাগজে কাগজে এই বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম,; আর তুমি তাই প'ড়ে, আমায় যে পত্রখানি লিখেছিলে, এই তার নকল।"—বলিয়া নকলখানিও সুধীরের হস্তে দিলেন।

দেখিয়া সুধীর বলিল, "ও, বুঝেছি। আপনি কুষ্ঠিখানা দেখতে এসেছেন।"

জ্যোতিষী বলিলেন, "হাঁ, তোমার হাত দেখি, দাও।"

সুধীর হাত বাড়াইয়া দিল। জ্যোতিষী মহাশয় ব্যাগ হইতে চশমা বাহির করিয়া চক্ষুতে দিয়া, কিছুক্ষণ ধরিয়া, বিশেষ মনোযোগের ভাণ করিয়া সুধীরের করাঙ্ক পরীক্ষা করিলেন; শেষে বলিলেন, "যা গণনা করেছিলাম, ভুল হয় নি, ঠিকই সমস্ত মিলে যাচ্ছে।"

সুধীর সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কি মিলে যাচ্ছে ? প্রাচ্য আর পাশ্চাত্য—"

জ্যোতিষী হাসিয়া বলিলেন, "না হে না, সে সব কিছু নয়; ও প্রাচ্য আর পাশ্চাত্য ফিবাচ-কিশাচ নয়, বিজ্ঞাপনের ও সমস্তই বাজে কথা। আসল কথা তোমায় বলি, শোন। আমি গণনায় জানতে পেরেছিলাম যে, সম্প্রতি কোনও আজন্ম পিতৃহীন যুবকের একটা বিশেষ রকম প্রাপ্তিযোগ আছে। কিছু ধনরত্ন সে পাবে। সে যুবকটি যে কে, তাই আবিষ্কার করবার জন্তে আমি ঐ বিজ্ঞাপনটি ছাপিয়েছিলাম। তোমার জন্ম লগ্ন ও সাল তোমার চিঠিতে পেয়ে বুঝলাম যে, সে ভাগ্যবান্ যুবা তুমিই। তোমার কর-রেখাতেও সেই কথা মিলে যাচ্ছে।"

যুবক বলিল, "তা, কবে আমার সে প্রাপ্তিযোগ ঘটবে ? কি পাব ?"

জ্যোতিষী বলিলেন, "ঠিক কবে, তা' বলতে পারিনে বাবাজী, তবে অধিক বিলম্ব নেই। আর কত, তাও শাস্ত্রে লেখে না। দশ টাকাও হ'তে পারে, দশ লাখ হতেও আটক নেই। তবে, ধনরত্নপ্রাপ্তি যোগটা ধ্রুব। কিন্তু তার জন্তে একটি বিশেষ কষ্টসাধ্য দৈবকর্ম্ম করা আবশ্যক এবং সে দৈবকর্ম্মটি আমি ছাড়া অপর কারুর দ্বারা হবে না।"

কথাটি শুনিয়া সুধীর কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। শেষে তাহার মুখে ব্যঙ্গপূর্ণ একটা হাসি ফুটিয়া উঠিল।

জ্যোতিষী মহাশয় তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "বাবাজী! ভাবছ, বামুনা এই ব'লে ভুলিয়ে দিয়ে, দৈবকর্ম্ম করার নাম ক'রে কিছু টাকা ফাঁকি দিয়ে নেবার মৎলবে এসেছে ? তা নয় বাবাজী ! কি মৎলবে আমি এসেছি, তা বলি শোন। আমি কুলীন ব্রাহ্মণ, গোটা পুরোহিতায়েই আমার আছে,; তুমি আমার সহায়তায় যা কিছু ধনরত্ন লাভ করিবে, তার

অর্দ্ধেক আমায় দেবে, এই অঙ্গীকার ক'রে যদি তুমি রীতিমত দলিল লিখে রেজিষ্টারি ক'রে দাও, তবেই আমি সেই দৈবকর্ম্মটি করব। নচেৎ নয়। এই জন্যেই গাড়ীভাড়া খরচ ক'রে এত দূর এসেছি। বস্, সমস্ত খোলাখুলি তোমায় বল্লাম।"

সুধীর অবাক্ হইয়া জ্যোতিষীর মুখপানে চাহিয়া রহিল।

জ্যোতিষী বলিলেন, "ভেবে দেখ কথাটা। এই যে দলিলের কথা বল্লাম, এর সমস্ত খরচ—ইষ্টাম্পের মূল্য, রেজিষ্টারি খরচা, উকীলের ফী—সমস্ত আমি বহন করব, তোমার এক পয়সা লাগবে না। যদি আমার গণনায় কিছু সত্য না থাকে, দৈবকর্ম্মের কিছু শক্তি না থাকে, তোমার তাতে সিকি পয়সাও লোকসান নেই। যদি থাকে, আমার পারিশ্রমিকস্বরূপ বল, গুণের পুরস্কারস্বরূপ বল, যা পাবে, তার অর্দ্ধেক আমায় দেবে। যদি ১০টা টাকা পাও, ৫টা আমায় দিও। যদি ১০ লাখ পাও, ৫ লাখ দিও।"

সুধীর বলিল, "পাঁচ লা—খ।"

জ্যোতিষী হাসিয়া বলিলেন, "কি ছেলেমানুষ তুমি! যখন আমার বিনা সাহায্যে তুমি মোটেই কিছু পাচ্ছ না, তখন তুমি অর্দ্ধেক হোক, সিকি হোক, যা পাবে, তাই ত তোমার লাভ। কথাটা ভেবে দেখ।"

সুধীর কথাটা ভাবিয়া দেখিয়া, জ্যোতিষী মহাশয়ের যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল; শেষে বলিল, "আচ্ছা, টাকা যা পাব, তার অর্দ্ধেক না হয় আপনাকে দিলাম। আপনি বলছেন ধনরত্ন। যদি একটি রত্ন পাই, তার অর্দ্ধেক আপনাকে ভেঙ্গে কি ক'রে দেবো?"

"তার উচিত মূল্যের অর্দ্ধেক আমায় দেবে। সে সব কথা দলিলে স্পষ্ট ক'রেই লেখা থাকবে।"

সুধীর জিজ্ঞাসা করিল, "লেখাপড়া কোথায় হবে?"

জ্যোতিষী উত্তর করিলেন, "যে কোনও এক জন ভাল উকীলের বাড়ীতে। বড় রাস্তার মোড়ে যে এক জন বাঙ্গালী উকীলের সাইনবোর্ড দেখে এলাম, উনি কেমন?"

সুধীর বলিল, "কেশব বাবু? ভাল উকীল।"

"তবে, বাবাজী, যদি রাজি থাক, এখনই ওঠ। চল, কেশব বাবুর বাড়ী যাই। আর বিলম্ব নয়। রাজি না থাক, বল, আমি বিদায় হই।"—বলিয়া জ্যোতিষী মহাশয় ব্যাগ-হস্তে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

সুধীরও উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "চলুন আমি রাজি।"

এই সময় ভৃত্য সুধীরের [illegible] পেয়ালা হস্তে প্রবেশ করিল। সুধীর মুখ পুড়াইয়া সেই গরম চা এক নিশ্বাসে পান করিয়া লইয়া, জ্যোতিষী মহাশয়ের সহিত উকীলবাড়ী গেল।

সেই দিন অপরাহ্নের ট্রেণে, রেজিষ্টারি দলিলখানি ব্যাগে ভরিয়া জ্যোতিষী মহাশয় কলিকাতা রওনা হইলেন। যাইবার সময় সুধীরকে নিজ যজ্ঞোপবীত স্পর্শ করাইয়া শপথ করাইয়া লইলেন যে, প্রাপ্তিযোগটি সফল হইবামাত্র সে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া জ্যোতিষী মহাশয়কে সে সংবাদ প্রদান করিবে।

৭

কলিকাতায় ফিরিয়া, জ্যোতিষী মহাশয় গৃহিণীকে সকল সংবাদ জানাইলেন এবং আশান্বিত হৃদয়ে উভয়ে দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

সপ্তাহ কাটিল, পক্ষকাল কাটিল, কিন্তু সুধীরের নিকট হইতে কোনও প্রকারের সংবাদ নাই। এ দিকে এটর্নিরা তাহাকে লইয়া কি করিল না করিল তাহা জানিবারও কোনও উপায় নাই।

তখন নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া জ্যোতিষী মহাশ[য়] পুনরায় বাঁকীপুর যাত্রা করিলেন। বেঙ্গলী মে[সে] গিয়া শুনিলেন, সপ্তাহখানেক হইল, ইস্কুলের চাকরী[তে] ইস্তফা দিয়া সুধীর চলিয়া গিয়াছে। কোথায় যাই[তে]ছে, তাহা কাহাকেও কিছু বলিয়া যায় নাই।

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া কর্ত্তা-গৃহিণী[তে] আলোচনা করিয়া স্থির করিলেন, যে রাজা জায়গি[র] দিবে, সেই রাজার নিকটেই সুধীর বোধ হয় গম[ন] করিয়াছে। গৃহিণী বলিলেন, "শেষে কি ফাঁকি দে[বে] আমাদের?"

জ্যোতিষী বিমর্ষভাবে বলিলেন, "পৈতে ছুঁই[য়ে] শপথ করিয়ে নিয়েছি, ফাঁকি দেন, নরকে প[চে] মরবেন।"

গৃহিণী বলিলেন, "তাতে ত আমাদের [কো]ন লাভ! আচ্ছা, এই দু'বার বাঁকীপুর যাতায়াতে দলিল-টলিলে, কত খরচ হ'ল?"

জ্যোতিষী বলিলেন, "সেই হিসেবই সে দিন দেখ[ছি]লাম। ৪০৷৷৹ খরচ হয়েছে।"

গৃহিণী বলিলেন, "ঐ ৪০৷৷০ টাকাই জলে গেল!"

আরও এক সপ্তাহ কাটিল। সে দিনও অপরাহ্নে জ্যোতিষী মহাশয় দ্বিতলের সেই কক্ষটিতে বসিয়া আপন মনে ধূমপান করিতেছিলেন, এমন সময় নিম্ন হইতে শব্দ উঠিল—"জ্যোতিষী মশায়! জ্যোতিষী মশায়!"

বারান্দায় গিয়া চিক ফাঁক করিয়া জ্যোতিষী মহাশয় দেখিলেন—সুধীর। কিন্তু সে নিজস্ব মোটর-গাড়ীতে বা ল্যাণ্ডো হাঁকাইয়া আসে নাই—সাধারণ গৃহস্থের সাজে পদব্রজে আসিয়াছে, দেখিয়া জ্যোতিষী মহাশয়ের বুকটা দমিয়া গেল।

জ্যোতিষী মহাশয় ভগ্ন মনে নামিয়া গেলেন; দ্বার খুলিয়া বলিলেন, "এই যে সুধীর বাবাজী, এত দিনে মনে পড়ল? এস এস, ভিতরে এস।"—বলিয়া তাহাকে বৈঠকখানায় আনিলেন।

সুধীর তাঁহার পদধূলি লইয়া বলিল, "আপনার কৃপায়, ধনরত্ন আমি লাভ করেছি। আমার সর্ত্ত অনুসারে, তার অর্দ্ধভাগ আপনাকে আমি দেবো ব'লে ডাকতে এসেছি।"

যুবকের অঙ্গে লক্ষপতির পোষাক না থাকিলেও, তাহার মুখে আনন্দের উচ্ছ্বাস দেখিয়া জ্যোতিষী মহাশয়ের একটু ভরসা হইল। ভাবিলেন, 'লাখ-লিখ' না হউক, তবু বোধ হয়, বেশ ভাল রকমই কিছু [illegible]সুযোগ ঘটিয়াছে। নিজে বসিয়া, সুধীরকে [illegible]ইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রকমটা কি হ'ল, সব [illegible]দেখি বাবাজী!"

[illegible]সুধীর হাসিতে হাসিতে বলিল, "আজ্ঞে, আগে [illegible]বল্‌বো না;—আমার সঙ্গে আসুন, একবারে [illegible]। আপনাকে নিতে এসেছি, চলুন।"

[illegible]জ্যোতিষী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত দূর?"

[illegible]াছে। শ্যামবাজার।"

[illegible]চ্ছা, ব'স বাবা, আমি কাপড় বদলে আসি।" —[illegible] জ্যোতিষী মহাশয় উপরে চলিয়া গেলেন। কি[illegible] সুধীর লাভ করিয়াছে, যাহার অর্দ্ধেক তি[illegible]নই পাইবেন, জানিবার জন্য ব্রাহ্মণ এতই উৎ[illegible] হইয়াছিলেন যে, স্ত্রীকে সংবাদটা জানাইয়া আসি[illegible] অবসর হইল না।

[illegible] সহিত শ্যামবাজারে আসিয়া তিনি দেখি[illegible]লেন [illegible]হা ত সেই হরিহর মিত্রেরই ঠিকানা—[illegible]নং নন্দু ঘোষের লেন!

সুধীর বৈঠকখানায় লইয়া গিয়া তাঁহাকে বসাইল। সেখানে তখন আর কেহই ছিল না। তাঁহাকে বসাইয়া, পার্শ্বদ্বারের পর্দ্দা সরাইয়া সুধীর বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

ক্ষণকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "জ্যোতিষী মশায়, আপনার কৃপায় আমি নগদ ১০১টি টাকা পেয়েছি। এই নিন আপনার ভাগ।"—বলিয়া দশ টাকার পাঁচখানি নোট এবং একটি রূপার আধুলি সে জ্যোতিষী মহাশয়ের পায়ের কাছে রাখিয়া বলিল, "নগদ এই। আর পেয়েছি, একটি রত্ন। ওগো, এসো।"

বলিতেই—পর্দ্দা সরাইয়া, ১৪৷১৫ বৎসরের একটি সুন্দরী মেয়ে, একখানি আসমানী রঙের শাড়ী পরিয়া, সভয়-পদবিক্ষেপে অবনতবদনে প্রবেশ করিল। সুধীর হাত ধরিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল—"আর—এই স্ত্রী-রত্ন।"—বলিয়া যুগলে জ্যোতিষী মহাশয়কে প্রণাম করিল। তাহার পর, হাসিতে হাসিতে বলিল—"রত্ন অবিভাজ্য। মূল্যের অর্দ্ধাংশ আপনার প্রাপ্য হ'লেও, কোনও উপায় নেই—কারণ, আমার এ রত্নটি অ-মূল্য।" বলিয়া সুধীর হাসিতে লাগিল।

জ্যোতিষী মহাশয় মুহূর্ত্তমধ্যে ব্যাপারটা অনুমান করিয়া লইলেন। সুধীরের দেওয়া পাঁচখানি নোট হইতে একখানি তুলিয়া লইয়া, মেয়েটির হাতে দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—"আহা, তা বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে। বেঁচে থাক মা, সুখে থাক। মেয়েটি কার হে সুধীর?"

বধূকে প্রস্থান করিতে ইঙ্গিত করিয়া, সুধীর তক্তপোষের উপর বসিয়া বলিল, "এটি হরিহর বাবুরই মেয়ে। হয়েছে কি জানেন, আমার বাবা, আর হরিহর বাবু, এঁরা বাল্যবন্ধু ছিলেন; একসঙ্গে পড়তেন। তাঁরা পঠদ্দশাতেই আমোদ ক'রে পরস্পর বেহাই সম্বন্ধ পাতিয়েছিলেন। আমি যখন মাতৃগর্ভে, তখনও বাবা সিমলা থেকে হরিহর বাবুকে চিঠি লিখেছিলেন, 'আমার যদি ছেলে হয়, তবে সে তোমারই জামাই হয়ে রইল।' তাহার পর বাবা ত মারা গেলেন। হরিহর বাবু প্রথম প্রথম আমার মা'র খোঁজ-খবর নিয়েছিলেন। তার পর সে সব আর হয় নি। ক্রমে তাঁর ছেলে-মেয়ে হ'তে লাগ্‌লো। ১০০৲ টাকা মাইনের চাকরী, কলকাতায়

সহরের খরচ, বুঝ্তেই ত পারছেন। তার উপর, এর পূর্ব্বে দুটি মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন—এইটি তৃতীয় এবং শেষ মেয়েও। মেয়েটি বড় হ'ল। মনের মত পাত্রের দর ওঠে ৫ হাজার—১০ হাজার। অথচ এ দিকে এক পয়সা সঞ্চয় নেই। তখন সেই বাল্য ও যৌবনের কথা তাঁর মনে পড়ল। আমি যদি বেঁচে থাকি, কোথায় আছি, তা জানেন না, তাও বটে, আর লেখাপড়া শিখে ভদ্রভাবে আছি, না চোর-গুণ্ডা হয়েছি, তাও জানেন না, তাই ঐ কৌশল ক'রে আপনার নামে বিজ্ঞাপন ছাপিয়েছিলেন। আপনি বাঁকীপুর থেকে চ'লে আসবার পরের রবিবারে, হরিহর বাবু আমার বাসায় গিয়ে উপস্থিত। সব কথা আমায় ভেঙ্গে বল্লেন, বাবার চিঠিপত্র আমায় দেখালেন। পিতৃ-আজ্ঞা—আমি পালন করতে প্রস্তুত আছি জেনে বল্লেন—'বাবাজী, তবে এখানকার চাকরী ছেড়ে দিয়ে চল। সেখানে ল-কলেজে ভর্ত্তি হবে এবং আমি যে এটর্ণি বাবুদের বাড়ী চাকরী করি, সেখানে তোমায় আর্টিকেল করিয়ে দেবো, আমি বাবুদের ব'লে রেখেছি। সেই আফিসে তুমি কায-কর্ম্মও করবে, পকেট খরচস্বরূপ গোটা ৫০৲ টাকা বাবুরা তোমায় দেবেন, স্বীকার করেছেন।'—এই কথা শুনে, আমি চাকরী ছেড়ে দিয়ে চ'লে এলাম। এই এক হ'প্তা হ'ল বিবাহ হয়েছে।"

শুনিয়া জ্যোতিষী মহাশয় মৌখিক সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া তিনি উঠিলেন। নোটগুলা ও আধুলিটা সেইখানেই পড়িয়া রহিল। বলিলেন, "বাবাজী, টাকাগুলো তুলে রাখ।"

সুধীর বলিল, "সে কি জ্যোতিষী মশায়! টাকা রেখে যাচ্ছেন কেন? আপনার ভাগের টাকা ব'লে রহস্য করেছি বৈ ত নয়! ঐ টাকা দিয়ে আমরা দুজনে আপনাকে প্রণাম করেছি। নিন্—নিন্।"—বলিয়া সুধীর নোটগুলি জ্যোতিষী মহাশয়ের পকেটে ফেলিয়া দিল।

"আচ্ছা, তবে তাই!"—বলিয়া জ্যোতিষী মহাশয় ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন।

বাড়ী গিয়ে স্ত্রীকে বলিলেন, "গিন্নি—বাঁকীপুর যাতায়াতে, দলিল খরচায় ৪০৷৷০ জলে গিয়েছে বলেছিলে; তা যায় নি, সেই ৪০৷৷০ টাকা জল থেকে উঠে ফিরে এসেছে। এই নাও।"—টাকাগুলি স্ত্রীর হস্তে প্রদান করিয়া, তামাক সাজিতে বসিলেন। ধূমপান করিতে করিতে তিনি স্ত্রীকে আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা জানাইতে লাগিলেন।

যুবকের প্রেম

—০—

১

বিবাহের পর তিনটি বৎসরও ঘুরিল না—মহেন্দ্র বিপত্নীক হইল।

মাত্র ২ বৎসর ৯ মাস পূর্ব্বে তাহার বিবাহ হইয়াছিল। মেয়েটির নাম ছিল চঞ্চলা। হিন্দুর মেয়ের চঞ্চলা নাম রাখা ভাল হয় নাই—কারণ, বধূ হইয়া তাহাকে পতিকুলে ধ্রুবতারার মত স্থির থাকিতে হইবে। ছেলেবেলায় সে বড় দুষ্ট ছিল বলিয়াই মা-বাপ তাহার চঞ্চলা নাম রাখিয়াছিলেন; তখন তাঁহারা কি জানিতেন, তাহার জীবন-কুসুমটি ভাল করিয়া ফুটিতে না ফুটিতেই, চপলা চঞ্চলার মতই সে আকাশের গায়ে লুকাইবে?

মহেন্দ্র তাহাদের জিলায় অবস্থিত মিশনরী কলেজ হইতে দুইবার বি-এ পরীক্ষা দিয়া, অকৃতকার্য্য হইয়া পড়া ছাড়িয়া দিয়াছিল। পড়াশুনায় মন তাহার কোন কালেই ছিল না। তাহার মন ছিল খেলায়—তাস-পাশা খেলায় নয়—ক্রিকেট, ফুটবল, কুস্তী, জিমন্যাষ্টিক ইত্যাদিতে। কলেজের ফুটবল টীমের সেই ছিল কাপ্তেন, জিমন্যাষ্টিকের আখড়ায় [illegible]সেই ছিল মাষ্টার। দেহে তাহার বিলক্ষণ বলও [illegible]য়াছিল।

[illegible] পাস করিতে না পারিলেও, আর একটা জিনিস [illegible] আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিল, ইংরাজী ভাষা [illegible]বকায়দা। মিশনরী সাহেবগণের সহিত [illegible]ার ইহা ফল। খেলায় তাহার নিপুণতা [illegible] জন্য সাহেবরা তাহাকে খুব পছন্দ [illegible]

[illegible] জ্যেষ্ঠ পুত্র—পিতার মৃত্যুর পর [illegible] হইয়াছিল। সংসারটি নিতান্ত [illegible] কিছু জমীজিরাৎ ছিল, [illegible]ার চলিত। সকলেই আশা [illegible] হইয়া উপার্জ্জন করিতে [illegible] ঘুচিবে; কিন্তু লেখাপড়া [illegible] মানুষ হইবার কোনও লক্ষণই দেখাইল না। তখন পাড়ার প্রবীণাগণ তাহার মাকে পরামর্শ দিতে লাগিলেন—"ছেলের বিয়ে দাও; তা হ'লেই সংসারের দিকে টান হবে, টাকা রোজগারের চেষ্টা করবে।"—তাই, একুশ বৎসর বয়সে মা তাহার বিবাহ দিয়া বধূ ঘরে আনিয়াছিলেন,—চঞ্চলার বয়স তখন এগারো। বৎসরখানেক হইল, চঞ্চলা "ঘরবসত" করিতে আসিয়াছিল। প্রবীণাদের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ করিয়া মহেন্দ্র ঘরেই বসিয়া রহিল, উপার্জ্জনের কোনও চেষ্টা দেখিল না। শেষের এক বৎসর সে ত বউ লইয়াই মাতিয়া ছিল। সেই বউ, কাল বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া মহেন্দ্রকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া গেলে, সেই শোকে মহেন্দ্র কিছুদিন যেন পাগলের মত হইয়া গিয়াছিল। সারা সকালবেলাটা মাথাটি নীচু করিয়া, উঠানের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পায়চারী করিয়া বেড়ায়, সাত ডাকেও কেহ তাহার উত্তর পায় না, শ্রান্ত হইলে, তক্তপোষের উপর উপুড় হইয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া থাকে। "রান্না হয়ে গেছে স্নান ক'রে এস"—বলিলে সে কথা কানেই তোলে না। অবশেষে বিস্তর তাগিদে স্নান করিয়া আসিয়া খাইতে বসে, কিন্তু পাতে অর্দ্ধেক ভাত-তরকারী ফেলিয়া রাখিয়া উঠিয়া যায়। বিকালে জিমন্যাষ্টিক বা ফুটবলের আড্ডা হইতে কেহ ডাকিতে আসিলে, তাহাকে ফিরাইয়া দেয়—যায় না। রাত্রিতে বিছানায় শুইয়া বহুক্ষণ ঘুমায় না—এপাশ ওপাশ করে, মাঝে মাঝে কাঁদে। ইহা দেখিয়া বাড়ীর মেয়েরা গোপনে বলাবলি করে—"আহা! বড্ড দুজনে ভাব হয়েছিল কি না!"—আর, আঁচলে আপন আপন চক্ষু মুছে।

পাড়ার প্রবীণারা মহেন্দ্রের মাকে পরামর্শ দিতে লাগিলেন, "শীগ্‌গির একটি ভাল মেয়ে দেখে ছেলের বিয়ে দাও—তা হ'লেই মন আবার ভাল হবে।" মা বলিতে লাগিলেন, "না দিদি, এখন আমি ওকে ও কথা বলতে পারব না। বড্ড শোকটা পেয়েছে—আর কিছুদিন যাক—একটু সামলে উঠুক আগে।"

২

ছয় মাস কাটিয়াছে। এখন মহেন্দ্র অনেকটা সামলাইয়া উঠিয়াছে। আহারে আবার রুচি জন্মিয়াছে। কেহ হাসির কথা বলিলে, এখন সে পূর্ব্বের মতই হাসিয়া উঠে। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের সঙ্গে ফুটবলের ম্যাচ খেলিতে যায়। পূর্ব্বের মত সবই করে, কিন্তু কিছুতেই জীবনের সে স্বাদটুকু আর পায় না।

অবসর বুঝিয়া এক দিন মা তাহার নিকট পুনরায় বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। মহেন্দ্র মাথা নাড়িয়া বলিল—"না মা, ও কাজ আর করছি নে।"

মা বলিলেন, "পাগল ছেলে! এখন তোর বয়স কি! তোর বয়সের কত ছেলের প্রথম বিয়েই হয় না যে! তোর দ্বিগুণ বয়সের কত লোক, পরিবার মরবার পর দু'মাস যেতে না যেতেই আবার বিয়ে করছে—তুই করবি নে কেন? ঐ ওপাড়ার চাটুয্যেদের মেজকর্ত্তা—"

মহেন্দ্র বাধা দিয়া বলিল, "যার যা প্রবৃত্তি হয়, সে তা করুক মা, আমার দ্বারা কিন্তু ও কাযটি হবে না।"

সে দিন এই পর্য্যন্ত। তাহার পর কোনও দিন মা, কোনও দিন মাসী, কোনও দিন পিসী, কোনও দিন খুড়ী-জ্যেঠী-ঠান্‌দিদিরা এ বিষয়ে মহেন্দ্রকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহাদের পীড়াপীড়িতে মহেন্দ্র উত্যক্ত হইয়া স্থান ত্যাগ করাই স্থির করিল। এক দিন মা'কে, বলিল "মা, আমি ভেবে দেখলাম, এ রকম ভাবে ঘরে ব'সে থাকাটা ঠিক নয়। একটা কাজ-কর্ম্মের উপায় না হ'লে সংসারই বা চলবে কি ক'রে? তাই মনে করছি, তুমি যদি মত কর, তবে কলিকাতায় গিয়ে একটা চাকরী-বাকরীর চেষ্টা দেখি।"

এত দিনে ছেলের সুবুদ্ধি হইয়াছে জানিয়া মাতা পুলকিত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "তাই ত করা উচিত বাবা। লেখাপড়া শিখেছ, একটু চেষ্টা করলে অবশ্যই একটা ভাল কাজ-কর্ম্ম জোটাতে পারবে। তা কলিকাতায় যাও—এস গিয়ে—তাতে আমার কোনও অমত নেই।"—মনে ভাবিলেন, কাজ-কর্ম্ম করিতে করিতেই ছেলের মন ভাল হইবে,—আবার বিবাহ করিতে রাজী হইবে,—সংসারটা বজায় থাকিবে।

সেই গ্রামের এক জন কায়স্থ কলিকাতায় লোহার ব্যবসায় করিয়া থাকেন। বড় কারবার। তিনি বাড়ী আসিয়াছেন শুনিয়া মহেন্দ্র গিয়া সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার সহায়তা প্রার্থনা করিল। তিনি শুনিয়া রাজী হইলেন; বলিলেন, "বেশ ত! আমার সঙ্গেই তুমি চল বাবাজী। আমার গদীতে থাকবে—খাবে দাবে—আর কাজ-কর্ম্মের চেষ্টা ক'রে বেড়াবে। আমার আড়তেও অনেক লোক প্রতিপালিত হচ্ছে—কিন্তু তুমি ভাল লেখাপড়া শিখেছ, সে রকম সামান্য চাকরী ত তোমার উপযুক্ত হবে না, ভবিষ্যতেও তেমন কোনও উন্নতি নেই। কোনও একটা ভাল আপিস-টাপিসে ঢোকবার চেষ্টাই করতে হবে তোমায়। কারবারসূত্রে ২।৪ জন বড়লোকের সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় আছে, আমিও তোমার জন্যে চেষ্টা দেখবো।"

যথাদিনে মহেন্দ্র আম্রশাখাযুক্ত [illegible] প্রণাম করিয়া, জননী প্রভৃতির পদধূলি লইল। মা, তাহার কপালে দধির ফোঁটা দিয়া, "চিরজীবী হও—রাজরাজেশ্বর হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। একটি ব্যাগে নিজ সামান্য বস্ত্রাদি, পত্নীলিখিত খানকতক পুরাতন চিঠি এবং মাতৃদত্ত ১০টি মাত্র টাকা লইয়া, মহেন্দ্র কলিকাতা যাত্রা করিল।

৩

মহেন্দ্র মফঃস্বলে প্রতিপালিত হইলেও, সে নেহাৎ পাড়াগেঁয়ে নহে—কলিকাতা তাহার নিতান্ত অপরিচিত ছিল না, পিতার জীবনকালে তাঁহার সহিত কয়েকবার সে কলিকাতায় আসিয়া এক মাস দে[illegible] মাস করিয়া থাকিয়া গিয়াছে।

কলিকাতায় পৌছিবার দুই দিন পরে সেই কায়স্[illegible] বাবুটি মহেন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইলেন এব[illegible] কয়েক জন বড়লোকের নিকট তাহাকে পরিচি[illegible] করিয়া দিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "চেষ্টা ক[illegible] যাবে। মাঝে মাঝে এসে খবর নিও।"

মহেন্দ্র ২।৪ দিন অন্তর তাঁহাদের বৈঠখানায় ধর্ণা দিতে লাগিল; সব দিন যে কর্ত্তা মহাশয়ের [illegible] পাইত, তাহা নহে; দেখা পাইলেও, বিশেষ [illegible] আশার বাক্য শুনিতে পাইত না। "বি-এট[illegible] করা থাকলে চট্ ক'রে একটা কিছু হবে[illegible] পারতো।—যা হোক, চেষ্টায় আছি, ২।৪ জন বলেও রেখেছি, দেখি কি হয়।"—এই[illegible] শুনিয়াই ফিরিতে হইত।

আফিস অঞ্চলেও মহেন্দ্র ঘোরাঘুরি আরম্ভ করিল। সারাদিন ধূলায় রৌদ্রে ঘুরিয়া, শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া গদীতে ফিরিয়া আসিত। আহার করিয়া সকালে সকালে শয়ন করিতে যাইত; মৃতা পত্নীর মুখখানি ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িত। নির্জ্জন পাইলে ব্যাগ হইতে চঞ্চলার পত্রগুলি বাহির করিয়া পড়িত; পড়া শেষ করিয়া, সজলনয়নে সেগুলি আবার নকড়ায় বাঁধিয়া তুলিয়া রাখিত।

কলিকাতায় এই ভাবে এক মাস কাটিয়া গেল, কিন্তু কাজ-কর্ম্মের কোনও কিনারা হইল না। এই সময় পূর্ব্বোক্ত বড়লোকগণের মধ্যে এক জন প্রাতে দুই ঘণ্টা তাঁহার পুত্রকে চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্য পড়াইবার জন্য মাসিক ১০৲ টাকা বেতনে তাহাকে নিযুক্ত করিতে চাহিলেন। মহেন্দ্র তাহা গ্রহণ করিল—তবু পকেটখরচটা ত চলিবে।

যখন দুই মাস কাটিয়া গেল, তখন মহেন্দ্র প্রায় হতাশ হইয়া পড়িল। এরূপ ভাবে বসিয়া বসিয়া সরকার মহাশয়ের অন্ন ধ্বংস করিতে তাহার মনে লজ্জাও হইতে লাগিল। ভাবিল, আর একটা মাস দেখিব—কিছু যদি না জুটে, তবে দেশে ফিরিয়া গিয়া, চাষবাস কিছু বাড়াইবার চেষ্টা করা যাইবে।

কিন্তু সেটা তাহাকে করিতে হইল না—ভাগ্যদেবী তাহার পানে মুখ তুলিয়া চাহিলেন এবং প্রসন্ন-বদনে হাসিয়া, তাহার আশার সুসার করিবার জন্য এক অভাবনীয় ঘটনার সৃষ্টি করিলেন।

৪

সে দিন শনিবার ছিল, আফিসগুলি বেলা ২টার সময় সব বন্ধ হইয়া গেল। মহেন্দ্র আর কি করে, গদীতে ফিরিয়া গিয়া জন্তুটির মত চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা হইল না—ভাবিল, তার চেয়ে যাই, গড়ের মাঠে গিয়া গাছের ছায়ায় একটু শুইয়া থাকি। তাহাই করিল। রাস্তা হইতে অল্প দূরে, একটা খালি বেঞ্চি দেখিয়া তথায় গেল এবং গায়ের উড়ানিখানি খুলি, গুটাইয়া সেটিকে উপাধানস্বরূপ করিয়া, বেঞ্চির উপর শয়ন করিল। ঝিরঝির করিয়া বাতাস বহিতে লাগিল, আরামে মহেন্দ্র চক্ষু মুদ্রিত করিল।

ঘণ্টা দুই এই ভাবে নিদ্রা যাইবার পর, সে জাগিয়া উঠিল। শরীরে আবার বেশ স্ফূর্ত্তি অনুভব করিল। রৌদ্র নরম পড়িয়া গিয়াছে। বাসায় ফিরিবার অভিপ্রায়ে, উঠিয়া ধীরে ধীরে রাস্তার উপর আসিল। পথে তখন অনেক বায়ুসেবনকারী বহির্গত হইয়াছে।

কিয়দ্দূর পথ আসিয়া, মহেন্দ্র দূরে একটা গোলমাল শুনিতে পাইল। দেখিল, কেল্লার দিক্ হইতে একখানা বগীগাড়ী নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া আসিতেছে। সেই গাড়ীকে থামাইবার জন্যে রাস্তার লোক হো-হা করিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইতেছে—কিন্তু ঘোড়া নিকটে আসিবামাত্র তাহারা সরিয়া দাঁড়াইতেছে। দেখিতে দেখিতে গাড়ী মোড় ঘুরিয়া, মহেন্দ্র যে রাস্তায় ছিল, সেই, রাস্তা লইবার চেষ্টায় কোণের লাইটপোষ্টে ধাক্কা খাইল, পশ্চাতে যে সহিস দাঁড়াইয়াছিল, সে ছিটকাইয়া রাস্তায় পড়িয়া গেল; গাড়ী বিদ্যুদ্বেগে মহেন্দ্রের দিকে আসিতে লাগিল।

ক্ষণকালমধ্যেই দৃষ্টিগোচর হইল, এক জন অল্প-বয়স্কা শ্বেতকায়া মহিলা মধ্যস্থলে বসিয়া, তাঁহার দুই পার্শ্বে দুইটি শিশু—একটি বালক, একটি বালিকা। তিনি নিজেই গাড়ী হাঁকাইতেছিলেন, অশ্বের ছিন্ন বল্‌গা তখনও তাঁহার হাতেই রহিয়াছে।

মহেন্দ্র যেখানে ছিল, সে স্থানের কাছাকাছি ৪।৫ জন ইংরাজ ভদ্রলোক বেড়াইতেছিলেন এবং খিদিরপুর ডকের বহুসংখ্যক কুলী সেই সময় উত্তরদিক্ হইতে সেই স্থানে আসিয়া পৌছিয়াছিল। সাহেবেরা লম্ফ দিয়া, সেই সব কুলীর মধ্যে পড়িয়া, ছড়ি উচাইয়া ধমক দিয়া, তাহাদিগকে আনিয়া, পথের প্রান্তভাগ জুড়িয়া তাহাদিগকে দাঁড় করাইয়া দিলেন এবং নিজেরা বিপদের স্থান—মধ্যভাগ জুড়িয়া রহিলেন। তাঁহারা চীৎকার করিতে করিতে ছড়ি আস্ফালন করিতে লাগিলেন, কুলিরাও হল্লা করিতে লাগিল। মহেন্দ্র স্বেচ্ছায় এই কুলীদের সঙ্গেই স্থান গ্রহণ করিয়াছিল।

অশ্ব কাছাকাছি আসিয়া, পথ এইরূপভাবে অবরুদ্ধ দেখিয়া, সহসা ফিরিয়া ময়দানের দিকে মুখ করিল এবং নিমেষমধ্যে খানা পার হইয়া, ময়দানে প্রবেশ করিয়া ছুটিতে লাগিল। মহেন্দ্র তৎক্ষণাৎ নিজ গলা হইতে চাদরখানা নামাইয়া, তাহার উভয় প্রান্ত একত্রে গাঁইট দিয়া গাড়ীর পশ্চাদ্ধাবন করিল। কিয়দ্দূর প্রাণপণে ছুটিয়া অশ্বের নাগাল পাইয়া, সেই চাদরের ফাঁস তাহার গলায় লাগাইয়া, বিপুল বলে তাহা টানিতে টানিতে আড় হইয়া ছুটিতে লাগিল।

কিয়দ্দূর পশ্চাতে পূর্ব্বোক্ত সাহেবেরাও ছুটিয়া আসিতেছিলেন, মহেন্দ্রের এই সাহস ও কৌশল দেখিয়া, "ব্রাভো ইয়ংম্যান—হোল্ড অন্" (সাবাস যুবক, ধরিয়া থাক) বলিয়া তাঁহারা চীৎকার করিতে লাগিলেন। অশ্বের গতিবেগ প্রতি মুহূর্ত্তে হ্রাস হইয়া আসিতেছিল। ক্রমে সাহেবেরা আসিয়া পৌঁছিলেন এবং সেই চাদর দুই তিন জনে মুষ্টি বদ্ধ করিয়া টানিতে টানিতে ছুটিতে লাগিলেন। আর কিয়দ্দূর গিয়াই অশ্ব পরাজয় স্বীকার করিল—সে দাঁড়াইল।

দুই জন সাহেব তখন মেমসাহেব ও শিশুদ্বয়কে বগী হইতে নামাইলেন। মেমসাহেবের মুখ শাকের বর্ণ ধারণ করিয়াছে, তিনি ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে-ছেন, দাঁড়াইতে পারিলেন না, সেইখানে ভিজা ঘাসের উপর বসিয়া পড়িলেন। কথা কহিবার শক্তি নাই যে, কাহাকেও ধন্যবাদ দিবেন। শিশু দুইটি তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। মেমসাহেবের মূর্চ্ছার উপক্রম দেখা গেল।

সৌভাগ্যক্রমে এক সাহেবের পকেটে ব্রাণ্ডি-ভরা ফ্ল্যাস্ক ছিল, তিনি সেটি বাহির করিয়া, মেমসাহেবের মুখে ধরিলেন। মেমসাহেব ঢক ঢক করিয়া খানিকটা পান করিয়া ফেলিলেন।

সাহেবেরা কেহ মহেন্দ্রের সহিত করমর্দ্দন করিলেন, কেহ তাহার পিঠ চাপড়াইলেন, সকলেই তাহাকে অজস্র প্রশংসাবাদ করিতে লাগিলেন।

মেমসাহেব একটু চাঙ্গা হইলে, তাঁহার পরিচয় পাওয়া গেল। তিনি কেল্লায় থাকেন, মেজর গ্রীণের পত্নী। শিশু দুইটি তাঁহার নিজস্ব নহে—কর্ণেল হ্যামিল্টনের সন্তান—তিনি তাহাদিগকে লইয়া হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছিলেন।

ইতোমধ্যে সহিসটা খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। গাড়ী-ঘোড়া তাহার জিম্মায় রাখিয়া, সাহেবেরা বিবি গ্রীণ ও শিশুদ্বয়কে রাস্তার উপর লইয়া আসিয়া একটা ঠিকাগাড়ী ডাকিয়া দিলেন। বিবি, সাহেবদিগকে ও মহেন্দ্রকে মধুর ভাষায় ধন্যবাদ দিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। মহেন্দ্রকে বলিলেন, "বাবু, তুমি আমায় কেল্লায় পৌঁছাইয়া দিবে চল।"

মহেন্দ্র কোচবাক্সে উঠিতে যাইতেছিল, বিবি বলিলেন, "না না—তুমি ভিতরে আসিয়া ব'স।" মহেন্দ্র তাহাই করিল। গাড়ী কেল্লা অভিমুখে ছুটিল।

বাড়ী পৌঁছিয়া, বিবি গ্রীণ মহেন্দ্রকে ড্রয়িংরুমে বসাইয়া বলিলেন, "আমার স্বামীকে ডাকিয়া আনি।"

কিয়ৎক্ষণ পরে এক স্থূলকায় বর্ষীয়ান্ সাহেবকে সঙ্গে লইয়া বিবি ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "জন্, এই বাবু আমার জীবনদাতা।" মহেন্দ্রের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "ইনি আমার স্বামী, মেজর গ্রীণ।"

ইহারা প্রবেশ করিতেই মহেন্দ্র দাঁড়াইয়া উঠিয়া-ছিল। মেজর সাহেবকে সে সেলাম করিল। সাহেব মহেন্দ্রের করমর্দ্দন করিয়া, তাহাকে অনেক ধন্যবাদ জানাইলেন। এক সোফার উপর নিজ পার্শ্বে বসাইয়া, তাহার নাম-ধাম পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। মহেন্দ্র উত্তর দিতে লাগিল। সাহেব বলিলেন, "বাঃ, তুমি ত বেশ ইংরাজী বল, বাবু! তুমি এক জন সুশিক্ষিত লোক!"

বেহারার মুখে সংবাদ পাইয়া, কর্ণেল হ্যামিল্টনও এই সময় আসিয়া পড়িলেন এবং মহেন্দ্রের প্রতি সময়োচিত শিষ্টাচার প্রদর্শন করিলেন। প্রায় ১০ মিনিটকাল উভয় সাহেব বসিয়া, মহেন্দ্রের সহিত নানা কথোপকথন করিলেন। তাহার পর উভয় সাহেব উঠিয়া গিয়া কি পরামর্শ করিলেন। পরে কর্ণেল সাহেব মহেন্দ্রকে আসিয়া বলিলেন, "বাবু, তুমি আজ আমাদের যে উপকার করিয়াছ, তাহা আমাদের আজীবন স্মরণ থাকিবে। তোমার উপস্থিতবুদ্ধি সাহস অত্যন্ত প্রশংসার্হ। আমাদের কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ তোমাকে যদি আমরা সামান্য কিছু উপহার দিই, তাহাতে তুমি বিরক্ত হইবে কি?"—বলিয়া তিনি পকেট হইতে একখানি এক শো টাকার নোট বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন।

মহেন্দ্র নোটখানির প্রতি একবার চাহিয়া সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিল, "আমি কোনও উপ[illegible] পুরস্কারের আশায় ত এ কার্য্য করি নাই। ভদ্রলোকের যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই আমি [illegible] মাত্র। টাকা না লইবার অপরাধ আপনা[illegible] না করেন, ইহাই আমার প্রার্থনা।"

সাহেব দুই জন আবার কি বলাবলি করে[illegible] তাহার পর মেজর সাহেব বলিলেন, "তুমি কর্ম্ম সন্ধানে কলিকাতা আসিয়াছ বলিলে; কোথাও [illegible] কোনও আশা পাইয়াছ কি?"

"না সাহেব, এ পর্য্যন্ত পাই নাই।"

"আমাদের আফিসে একটি চাকরী খালি আছে। বেতন ১০০৲ টাকা, সেটি পাইলে তুমি খুসী হও?"

"হ্যাঁ সাহেব—সেটি পাইলে নিজেকে আমি সৌভাগ্যবান্ মনে করিব।"

"বেশ! কা'ল তুমি একখানি দরখাস্ত লিখিয়া আনিও এবং বেলা ১টার সময় আমার সহিত আসিয়া সাক্ষাৎ করিও "

"নিশ্চয় আসিব। আমার বহু ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।"

"কিছু না—কিছু না। তবে ঐ কথা ঠিক রহিল। আমরা এখন ক্লাবে চলিলাম। (স্ত্রীর প্রতি) এল্‌সি, বাবুকে একটু চা খাওয়াইবে না?"

বিবি গ্রীণ বলিলেন, "চা আনিতে হুকুম দিয়াছি। তোমরা চা খাইয়া যাইবে না?"

মেজর সাহেব বলিলেন, "না প্রিয়তমে, আজ বিলম্ব হইয়া গিয়াছে—আমরা ক্লাবে গিয়াই যা হয় পান করিব।"—বলিয়া তিনি কর্ণেল সাহেবের সঙ্গে বাহির হইয়া গেলেন।

'যাহা হয়' কথাটির অর্থ বুঝিয়া, বিবি গ্রীণ আপন মনে একটু হাসিলেন। চায়ের অপেক্ষায় মহেন্দ্রকে নিকটে বসাইয়া তাহার সহিত গল্প করিতে লাগিলেন।

৫

পরদিন দরখাস্ত লইয়া কেল্লার আফিসে গিয়া মেজর সাহেবের সঙ্গে মহেন্দ্র সাক্ষাৎ করিল। মেজর সাহেব যথাস্থানে লইয়া গিয়া, সঙ্গে সঙ্গে দরখাস্ত মঞ্জুর করাইয়া, নিয়োগপত্র সহি করাইয়া দিলেন। আগামী কল্য হইতেই তাহাকে কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে।

বাসায় ফিরিবার পথে, একটা পোষ্ট আফিসে দাঁড়াইয়া, পোষ্টকার্ডে মহেন্দ্র জননীকে এই শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করিল।

মহেন্দ্রের আশ্রয়দাতা আড়তদার সেই কায়স্থ বাবুটি এ সংবাদে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। মহেন্দ্র সঙ্কুচিতভাবে তাঁহাকে বলিল, "গোটাকতক টাকা পেলে আফিস যাবার জন্যে কিছু কাপড়-চোপড় তৈয়ারী করাতাম। মাইনে পেয়ে শোধ করতাম।"

কায়স্থ বাবুটি তৎক্ষণাৎ তাহার আবশ্যকমত টাকা বাহির করিয়া দিলেন। পরদিন আফিস হইতে ফিরিবার পথে, ধর্ম্মতলায় একটা দর্জ্জির দোকানে মহেন্দ্র দুইটা ইংরাজী সুট ফরমাস দিয়া আসিল।

যে দিন চাকরী হইল, সে দিন রাত্রে বাসায় শয়ন করিয়া, স্ত্রীর চিঠির বাণ্ডিল বুকে করিয়া, মহেন্দ্র অনেক অশ্রু বর্ষণ করিল।

প্রথম মাসের বেতন পাইয়া মহেন্দ্র সেই ছেলে পড়ানো চাকরীটি ছাড়িয়া দিল, কায়স্থ বাবুর ঋণ পরিশোধ করিল; একটা মেসের বাসা স্থির করিয়া সেখানে উঠিয়া গেল, আরও কিছু কাপড়-চোপড় ফরমাইস দিল এবং মাকে দশটি টাকা মণিঅর্ডার করিল।

মহেন্দ্রের চালচলন, ইংরাজী কথ্য-ভাষাজ্ঞান ও কর্ম্মপটুতায় সাহেবেরা তাহার উপর বেশ সন্তুষ্ট হইলেন। এক দিন মেজর সাহেব বিকালে তাহাকে সঙ্গে করিয়া চা-পানার্থে নিজ ভবনে লইয়া গেলেন। বিবি গ্রীণ সে দিনও তাহাকে সমাদরে ও মিষ্টবাক্যে অভ্যর্থনা করিলেন।

চা-পানান্তে মেজর সাহেব বারান্দায় চেয়ার বাহির করাইয়া মহেন্দ্রকে লইয়া বসিলেন, বিবি গ্রীণ বেড়াইতে যাইবার সাজসজ্জা করিবার জন্য ভিতরে গেলেন। মেজর সাহেব বলিলেন, "মোহেন্, আফিস হইতে বাড়ী গিয়া তুমি কি কর?"

আফিসে এখন সাহেবরা মহেন্দ্রের নামটি সংক্ষিপ্ত করিয়া তাহাকে "মোহেন্" বলিয়া ডাকিয়া থাকেন। মহেন্দ্র উত্তর দিল, "চা পান করিয়া বাসাতেই থাকি, কিছু পড়ি-টড়ি, কোনও দিন থিয়েটার কিংবা বায়স্কোপে যাই।"

"বেড়াইতে যাও না?

"এখান হইতে বাসায় ফিরিতেই আমার বেড়ানো হইয়া যায়।"

"দেখ; আমি উর্দ্দু পাশ করিয়াছি; কিন্তু বাঙ্গালা এখনও পাশ করি নাই। বাঙ্গালা পাশ করাও আমার আবশ্যক। আমার এক জন শিক্ষক প্রয়োজন, তাহাকে আমি মাসে ২০৲ টাকা করিয়া মাহিনা দিব—অধিক দিতে পারিব না। তুমি আমায় পড়াইবে? আফিসের পর এক ঘণ্টা—এই ধর পাঁচটা হইতে ছয়টা।"

মহেন্দ্র বলিল, "বেতনের জন্য কিছুমাত্র আসে যায় না। আপনার অনুগ্রহেই আমি চাকরীটি পাইয়াছি, অতি আহ্লাদের সহিত আমি আপনাকে বাঙ্গালা শিখাইতে প্রস্তুত আছি।"

সাহেব বলিলেন, "বেশ কথা। কত দিনে আমি বাঙ্গালা শিখিতে পারিব, বল দেখি?"

"আপনি কি পরিমাণ শিখিতে চান, তাহা না জানিলে বলা শক্ত।"

"পরীক্ষা পাশ করার মত—বেশী শিখিয়া কি করিব? আমি অন্যান্য মিলিটারী অফিসারগণের মুখে শুনিয়াছি, বাঙ্গালা পাশ করিতে ছয় মাস যথেষ্ট। কা'ল হইতেই আরম্ভ করিয়া দেওয়া যাক, কি বল?"

"বেশ ত। কা'ল আমি আফিসের পরেই আসিব। একখানি বর্ণপরিচয় বহি আপনার জন্য কিনিয়া আনিব কি?"

"আনিও।" বলিয়া পাৎলুনের পকেট হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া মহেন্দ্রের সম্মুখে ধরিলেন।

মহেন্দ্র বলিল, "টাকা রাখুন। ঐ বহির দাম পাঁচ পয়সা মাত্র—আমি কিনিয়া আনিব এখন।"

সাহেব টাকাটি পকেটে ফেলিয়া, একটি দুয়ানি বাহির করিয়া মহেন্দ্রের হাতে দিলেন।

এই সময়ে মেমসাহেব বাহির হইয়া আসিলেন; সহিস টমটমখানি আনিয়া হাজির করিল। মহেন্দ্রের সহিত করমর্দ্দন করিয়া সাহেব সস্ত্রীক টমটমে গিয়া উঠিলেন।

মহেন্দ্রও ইঁহাদের সঙ্গে নামিয়া আসিয়াছিল। ঘোড়ার প্রতি চাহিয়া বলিল, "এটা ত আপনার সে ঘোড়া নয়।"

সাহেব বলিলেন, "না। সেটাকে বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছি। এটা নূতন কিনিয়াছি, এ বেশ ঠাণ্ডা।"—বলিয়া হস্তসঙ্কেতে বিদায় জ্ঞাপন করিয়া তিনি টমটম হাঁকাইয়া দিলেন।

পরদিন আফিসের পর মহেন্দ্র সোজা মেজর সাহেবের কুঠীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বারান্দায় বিবি গ্রীণ দাঁড়াইয়াছিলেন; তিনি হাসিয়া বলিলেন, "আমার স্বামীকে বাঙ্গালা পড়াইতে আসিয়াছেন বুঝি? কিন্তু আপনার ছাত্র ত পলাতক!"

"তিনি কোথায় গিয়াছেন?"

"ভয় নাই। একটু পরেই আসিবেন। তিনি আমায় বলিয়া গিয়াছেন, ততক্ষণ আপনাকে চা দিতে। ভিতরে আসুন; চা আমাদের প্রস্তুত।" বলিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন।

চা ঢালিয়া রুটী-মাখনের প্লেটটা মহেন্দ্রের দিকে সরাইয়া দিয়া, টেবিলের উপরে রক্ষিত বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ বহিখানি তিনি কৌতূহলবশতঃ তুলিয়া লইলেন। সেখানি খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কো[illegible] খান থেকে আরম্ভ করিতে হয়?"

অ-আর পাতা দেখাইয়া মহেন্দ্র বলিল, "এইখান থেকে। এইগুলি স্বরবর্ণ—ভাওয়েলস্;—আর, এই পাতায় এইগুলি ব্যঞ্জনবর্ণ কন্‌সোনেণ্টস্।"

চা-পান করিতে করিতে মেমসাহেব অক্ষরগুলির দিকে চাহিতে লাগিলেন। বলিলেন, "এগুলির চেহারা ত ভারি অদ্ভুত! দেখিলে বাস্তবিক হাসি পায়। কোন্‌টির কি নাম?"

মহেন্দ্র বলিল, "এইটি অ।"

"এক মুহূর্ত্ত থামুন।" বলিয়া মেমসাহেব তাঁহার পকেট হইতে ক্ষুদ্র একটি সোনার পেন্সিল বাহির করিয়া অক্ষরতলে লিখিলেন—"Awe"

"এটি?"

"আ।"

মেমসাহেব তাহার তলায় লিখিলেন—"Ah!"—এইরূপে স্বরবর্ণের প্রত্যেক অক্ষরের নিম্নে সেগুলির উচ্চারণ লিখিয়া লইলেন।

অল্পক্ষণ পরেই মেজর গ্রীণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মেমসাহেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ব্যাড্ বয়! মুন্সীজী কতক্ষণ আসিয়া তোমার অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। যাহা হউক, তুমি যে সময় নষ্ট করিলে, তাহাতে কোনও ক্ষতি হইবে না। তোমার কার্য্য অনেকটা আমি অগ্রসর করিয়া রাখিয়াছি।"—বলিয়া তিনি অক্ষরগুলি দেখাইয়া উচ্চারণ পড়িতে লাগিলেন।

মেজর সাহেবের চা-পান শেষ হইতে প্রায় ৬[illegible] বাজিল। পকেট হইতে ঘড়ী খুলিয়া দেখিয়া স্ত্রী[illegible] প্রতি তিনি বলিলেন, "আজ আর আমার পড়ি[illegible] সময় কৈ? অক্ষরগুলির উচ্চারণ তুমি ত লি[illegible] রাখিয়াছ, কা'ল সকালে ওগুলো আমি অভ্যাস [illegible] এখন। চল, এবার হাওয়া খাইতে যাওয়া [illegible] মোহেন্, কাল আসিয়া তুমি দেখিবে—ঐ [illegible] অক্ষর আমার চেনা হইয়া গিয়াছে—আমি [illegible] পাঠ লইব।" বলিয়া মহেন্দ্রকে বিদায় দিয়া তি[illegible] "সস্ত্রীক শকটারোহণে" হাওয়া খাইতে বা[illegible] হইলেন।

পরদিন মহেন্দ্র সাহেবের কুঠীতে গিয়া দেখি[illegible] সাহেব আছেন। তিনি মহেন্দ্রকে বসাইয়া বলিলে[illegible] "ওহে, দেখ, তোমাদের বাঙ্গালা ড্যাম ডিফিকল্ট

উচ্চারণগুলা অতি বদ। আজি আমি সেগুলা অভ্যাস করিবার বেশী সময় পাই নাই—কা'ল করিব; করিয়া নূতন পাঠ লইব। আজ তুমি এক পেয়ালা চা খাইয়া যাও।"

চা-পানের পর মেমসাহেব প্রথমভাগখানি আনিয়া স্বামীর প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "এই ব্যঞ্জনবর্ণগুলার উচ্চারণও টুকিয়া লও না, জন। স্বরবর্ণগুলা অভ্যাস শেষ করিয়া যদি সময় পাও, ব্যঞ্জনবর্ণগুলাও কতকটা চিনিয়া রাখিতে পারিবে।"

সাহেব বলিলেন, "বেশ বুদ্ধি করিয়াছ। ওগুলা তুমিই লিখিয়া রাখ, প্রিয়তমে।"

মেমসাহেব একটি একটি করিয়া সমস্ত ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ লিখিতে লাগিলেন। কিন্তু "ত" লইয়া বড় বিপদ হইল। তিনি "ত" কোনমতেই উচ্চারণ করিতে পারিলেন না—"ট" উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। দেখিয়া সাহেব হাসিয়াই আকুল।

৬

লেখাপড়া এই ভাবেই চলিতে লাগিল। সাহেব গৃহে উপস্থিত থাকিলে, দুই দিন দাঁড়াইয়া এক দিন পড়েন। যে দিন মহেন্দ্র আসিবার পূর্ব্বেই প্রস্থান করেন, সে দিন স্ত্রীকে বলিয়া যান, "নূতন পড়াটা তুমি শিখিয়া লইও—কা'ল সকালে তোমার কাছেই আমি জিজ্ঞাসা করিয়া লইব।"

মেমসাহেব এ দিকে দ্রুতগতি শিখিয়া ফেলিতেছেন। এক মাস হইয়া গেল, সাহেবের 'সাধু পূজা'ই ভাল করিয়া আয়ত্ত হইল না। কিন্তু মেমসাহেবের প্রথম ভাগ প্রায় শেষ—রাখালের গল্প হইতেছে। তাই কি পুরা সময়টা তিনি পড়েন? দু'জনে বসিয়া কত গল্প হয়—কত—হাসি-তামাসা—কত রঙ্গ-ব্যঙ্গ।

এক দিন স্বামীর অনুপস্থিতিকালে মেমসাহেব বলিলেন, "আচ্ছা, তোমাদের দেশে, শিক্ষকেরা ছাত্র বা ছাত্রীর গুরুজনস্বরূপ গণ্য—নয় কি?"

"হ্যাঁ।"

"গুরুজনের সামনে তাঁদের নামও করিতে নাই, তুমি বলিয়াছ। কিন্তু আমি যে তোমার নাম করিয়া ডাকি—মিষ্টার মোহেন্ বলি—এটা ত উচিত হইতেছে না।"

মহেন্দ্র বলিল, "তাতে আর দোষ কি? তুমি ত [illegible] বাঙ্গালীর মেয়ে নও।"

"আর, তুমি আমায় মিসেস্ গ্রীণ বল, সেটাও ভাল শোনায় না। আমার ইচ্ছা, আমি তোমায় গুরুজী বলিয়া ডাকিব—আর তুমি আমায় এলসি বলিয়া ডাকিবে। সে কি ভাল হইবে না?"

"তুমি আমায় গুরুজী বলিয়া ডাকিলে কোনও ক্ষতি হইবে না—কিন্তু আমি তোমায় এলসি বলিয়া ডাকিলে তোমার স্বামী কি সেটা পছন্দ করিবেন?" বলিয়া মহেন্দ্র একটু হাসিল।

মেমসাহেব একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ—তা বটে, তিনি হয় ত মনে করিবেন, তোমাতে আমাতে প্রেমে পড়িয়াছি। রাগ করিতে পারেন বটে। তবে কায নাই—যেমন চলিতেছে, তেমনি চলুক। বুড়াকে চটাইয়া লাভ কি?"—বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন।

এইরূপ রঙ-বেরঙের কথাবার্ত্তা মাঝে-মাঝে হইতে লাগিল—রঙ্গ ক্রমে চড়িতে লাগিল। তবে সাহেব উপস্থিত থাকিলে বাজে কথা একটিও হইত না।

দুই মাস কাটিয়া গিয়াছে। সাহেবের প্রথম ভাগ এখনও শেষ হয় নাই, কিন্তু মেমসাহেব বোধোদয় ধরিয়াছেন।

এমন সময় সরকারী কার্য্যে মেজর সাহেবকে করাচী যাইবার আদেশ হইল। দুই সপ্তাহকাল সেখানে তাঁহাকে থাকিতে হইবে।

সে দিন পড়াইয়া বিদায় গ্রহণ করিবার সময় মহেন্দ্র বলিল, "তা হ'লে, আপনি ফিরিয়া আসিলে আবার আমি আসিব।"

মেমসাহেব বলিলেন, আমি বুঝি পড়িব না? এক সপ্তাহ না পড়িলে আমি সব ভুলিয়া যাইব যে!"

সাহেব বলিলেন, "তুমি যেমন আসিতেছ, তেমনি আসিও। মেমসাহেবকে পড়াইও।"

মহেন্দ্র সম্মত হইয়া বাসায় চলিয়া গেল।

৭

মেজর সাহেবের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও মহেন্দ্র তাঁহার মেমকে প্রতিদিন পাঁচটা বাজিলেই পড়াইতে যায়। পড়ানো শেষ হইতে প্রথম দুই দিন [illegible] হাতে ৭টা বাজিয়াছিল, তৃতীয় দিন একেবারে [illegible] বাজিয়া গেল। ঘড়ীর পানে চাহিয়া গৃহিণী [illegible] বলিলেন, "উঃ—আটটা! অনেক দেরী হইয়া [illegible]

ও। মোহেন, তুমি কেন আমার সঙ্গেই আজ ডিনার খাইয়া যাও না।"

মহেন্দ্র বলিলেন, "বেশ ত—ইহাতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইব।"

"আচ্ছা, তুমি তবে ততক্ষণ হাত-মুখ ধুইয়া লও, নীচেই গোসলখানা আছে। আমিও উপরে গিয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া আসি। সাড়ে আটটায় আমরা ডিনারে বসিব।" বলিয়া তিনি বেহারাকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন, "সাহেবকা ওয়াস্তে গোসলখানা ঠিক করো।"—বেহারা চলিয়া গেল।

কয়েক মিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া মহেন্দ্রকে সে নিম্নতলের একটি কামরায় লইয়া গেল। এটি শয়নকক্ষ, কিন্তু অব্যবহৃত বলিয়া মনে হইল। সেই কক্ষের সংলগ্ন গোসলখানায়, একখানি নূতন সাবান-ধোয়া তোয়ালে ও জল রহিয়াছে। মহেন্দ্র শয়নকক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া গোসলখানায় প্রবেশ করিল।

অর্দ্ধঘণ্টা পরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া, সিগারেট মুখে করিয়া, ড্রইং-রুমে প্রবেশ করিয়া মহেন্দ্র দেখিল, এলসি তৎপূর্ব্বেই আসিয়া বসিয়া আছে। তাহার অঙ্গে কালো সিল্কের সান্ধ্য-পরিচ্ছদ—পাউডার-চর্চ্চিত অর্দ্ধনগ্ন বক্ষের উপর একটি মুক্তাহার দুলিতেছে—এলসি বসিয়া একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছে।

মহেন্দ্র নিকটে আসিয়া বলিল, "কি পড়া হইতেছে?"

"এ একখানি নভেল, নূতন বাহির হইয়াছে। তুমি বোধ হয় এখনও এখানি পড় নাই?" বলিয়া মহেন্দ্রের হস্তে এলসি পুস্তকখানি দিল।

মহেন্দ্র বহিখানির সদর পৃষ্ঠা দেখিয়া বলিল, "না, এখানি পড়ি নাই। তবে এই লেখকের অন্য কয়েকখানি উপন্যাস আমি পড়িয়াছি।"

এলসি বলিল, "এখানি খাসা বই। আমার পড়া হইলে তোমায় দিব এখন—পড়িয়া দেখিও, বেশ মজা আছে। আচ্ছা মোহেন, তোমাদের বাঙ্গালা ভাষায় নভেল আছে?"

"হ্যা—আছে বৈ কি, অনেক আছে।"

"সে সব নভেল কি রকম? তুমি ত ইংরাজী নভেল অনেক পড়িয়াছ, বাঙ্গালা নভেলও কি সেই ধরণের?"

"অনেকটা সেই ধরণের বৈ কি।"

"আর লভ মেকিং (প্রেমলীলা) আছে?"

"তা আছে বৈ কি। প্রেমলীলা ছাড়া কি আর নভেল হয়?"

"সে ত নিশ্চয়। বাঙ্গালা নভেলে নায়িকারা সব কি রকম হয়?"

"যা হওয়া উচিত—খুব সুন্দরী হয়। তবে বয়সটা তাদের কিছু কম হয়। ইংরাজী নভেলে যেমন নায়িকারা হয় ১৮।১৯, বাঙ্গালা নভেলে তেমনই ১৩।১৪ বছরের হয়।"

এলসি হাসিয়া বলিল, "আমার বয়সও কিন্তু ১৯ বৎসর। আমি স্বচ্ছন্দে ইংরাজী উপন্যাসের নায়িকা হইতে পারি।—কি বল? কিন্তু বাঙ্গালা উপন্যাসের ত পারি না!—আচ্ছা, বাঙ্গালার ঐ সব ছোট ছোট মেয়েরা প্রেম করিতে জানে?"

"আমাদের গরম দেশ কি না। অল্পবয়সেই আমরা ও বিষয়ে বেশ পরিপক্ব হইয়া উঠি।"

"কার সঙ্গে ঐ সব মেয়েরা প্রেম করে?"

আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি, তখনও বাঙ্গালা উপন্যাসে "আর্টের" যুগ—পরকীয়া প্রেমের যুগ—তেমন নির্ভীকভাবে আরম্ভ হয় নাই। সুতরাং মহেন্দ্র বলিল, "তারা প্রেম করে স্বামীর সঙ্গে—অথবা যার সঙ্গে শেষে বিবাহ হইবে, তার সঙ্গে।"

শুনিয়া এলসি ওষ্ঠযুগল কুঞ্চিত করিয়া বলিল, সে ত নিতান্ত সেকেলে ফ্যাশন! স্বামী বা হবু-স্বামীর সঙ্গে প্রেমে আবার কোনও মজা আছে না কি?"

মহেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "আমাদের সাহিত্য এখনও তত মজাদার হয় নাই।

এই সময় বেহারা আসিয়া সংবাদ দিল, "খানা টেবলপর।"

উভয়ে উঠিয়া খানা-কামরায় গেল। টেব[illegible] সুন্দরভাবে সজ্জিত। দুইটি ফুলদানিস্থ পুষ্প[illegible] মাঝে বৈদ্যুতিক টেবল-ল্যাম্প জ্বলিতেছে। বসিয়াও উভয়ের মধ্যে রসতত্ত্বের আলোচনা[illegible] লাগিল।

দুই কোর্স শেষ হইবার পর, পরিবে[illegible] "বয়" রক্তবর্ণ তরল পদার্থপূর্ণ ডিক্যাণ্টার[illegible] মেমসাহেবের 'ওয়াইনগ্লাস' পূর্ণ করিয়া দিল। মহেন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিল, "তোমাকে ক্লারেট দিবে কি? না হুইস্কি? আমার স্বামী হুইস্কিই পছন্দ করেন।"

মহেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "আমি ও সব কখনও পান করি নাই। আমি মিশনরীদের সহবাসে মানুষ, — তাঁরা সুরাপান করাকে অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য বলিয়া মনে করেন।"

এলসি হাসিয়া বলিল, "মিশনরীরা ঐ রকম অদ্ভুত জীবই বটে। তা, তুমি কখনও পোর্টও খাও নাই? পোর্ট ত অনেকে ডাক্তারের উপদেশে পান করে।"

মহেন্দ্র বলিল, "হ্যাঁ, পোর্ট আমি পান করিয়াছি বটে।"

এলসি হুকুম করিল, "বয়, সাহেবকো পোর্ট সরাপ।"

বেহারা সাইডবোর্ড হইতে পোর্টের বোতল ও পোর্টগ্লাস লইয়া আসিল। মহেন্দ্রের পার্শ্বস্থ ক্লারেট-গ্লাসটি সরাইয়া, সেখানে পোর্ট-গ্লাস রাখিয়া উহা পূর্ণ করিয়া দিল।

তখন "উপন্যাসে প্রেমতত্ত্ব" সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে। উভয়ের গ্লাস খালি হইবামাত্র বয় তাহা পূর্ণ করিয়া দিতেছে। তৃতীয় গ্লাসের মাঝামাঝি পৌঁছিয়া মহেন্দ্রের দেহ মনে একটা অপূর্ব্ব পুলক-সঞ্চার হইল। তাহার কথাবার্ত্তা আরও সরস হইয়া উঠিল—কথায় কথায় উভয়ের হাসির ফোয়ারা ছুটিতে লাগিল। মাঝে মাঝে মহেন্দ্রের বিশেষ কোনও রঙ্গের কথা শুনিয়া, "Naughty boy!" (দুষ্ট ছেলে) বলিয়া, হাসিতে হাসিতে এলসি তাহার বাহুতে বা পিঠে থাবড়া মারিতে লাগিল। গোলাপী চোখে, এলসির পানে চাহিয়া মহেন্দ্রের মনে হইতে লাগিল, এ যেন মূর্ত্তিমতী কবিতা—এমন সুরসিকা রমণীরত্ন জগতে দুর্লভ।

আহার শেষ হইলে উভয়ে ড্রয়িংরুমে গিয়া বসিল।

সে দিন মহেন্দ্র যখন বাসায় ফিরিল, রাত্রি তখন প্রায় ১২টা।

৮

পরদিন রবিবার ছিল। বেলা ৭টার সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া মহেন্দ্র শয্যায় পড়িয়া, গত রাত্রির ঘটনাগুলি স্মরণ করিতে লাগিল।

সব কথা স্মরণ করিয়া নিজের প্রতি ধিক্কারে তাহার মন বিষাক্ত হইয়া উঠিল। সে মনে মনে বলিতে লাগিল—'ছি ছি!—এ আমি কি করিলাম! আমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, আজীবন আমার মৃতা পত্নীর পবিত্র স্মৃতি বুকে করিয়া সেই ভালবাসায় তন্ময় হইয়া থাকিব, তাহাকে ধ্যান করিয়াই জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি কাটাইয়া দিব, একনিষ্ঠ পত্নীপ্রেমের দৃষ্টান্ত জগৎকে দেখাইব—সে প্রতিজ্ঞা আমার কোথায় গেল? ছি ছি—আমি কি নীচ! কি দুর্ব্বল! কি অপদার্থ! আমি ত মনুষ্য নামের অযোগ্য। আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।'

সারাদিন মহেন্দ্র বিষণ্ণ বদনে বাসায় বসিয়া কাটাইল। যাহা অদৃষ্টে ছিল, তাহা ত হইয়াই গিয়াছে—এখন ভবিষৎ সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য, তাহাই সে চিন্তা করিতেছিল। একবার বাক্স খুলিয়া স্ত্রীর চিঠির বাণ্ডিলটি বাহির করিল। মনে হইল, চিঠিগুলি যেন চীৎকার করিয়া বলিতেছে—"অপবিত্র পশু! ঐ কলঙ্কিত হস্তে আমাদের স্পর্শ করিবার অধিকারও আর তোমার নাই!" মহেন্দ্রের হস্তে সেই চিঠির বাণ্ডিল যেন জলন্ত অঙ্গারের মত অনুভব হইল। সে উহা বাক্সে ফেলিয়া, বাক্স বন্ধ করিল।

রাত্রে শয্যায় শয়ন করিয়াও সে অনেকক্ষণ ঐ বিষয়ে চিন্তা করিল। অবশেষে স্থির করিল, জোর করিয়া, শাসন করিয়া, অবাধ্য মন-মাতঙ্গকে ও পথ হইতে ফিরাইতেই হইবে। প্রলোভনের পথে আর পদার্পণ করা উচিত নয়। মেজর সাহেব যত দিন না ফেরেন, তত দিন আর তাঁহার বাড়ীতে সে যাইবে না—তিনি ফিরিলেও আর যাইবে না—তাঁহাকে বাঙ্গালা পড়ানো পরিত্যাগ করাই সে স্থিরসঙ্কল্প করিল। মনের ভ্রমে একবার বিপথে পা দিয়াছে বলিয়া আজীবন যে সেই পথেই চলিতে হইবে, তাহার কোনও কারণ নাই—আবার চেষ্টা করিয়া, সংযম-সাধনা করিয়া দৃঢ়চিত্তে সুপথেই নিজেকে চালনা করিতে হইবে।

পরদিন সোমবারে যথাসময়ে মহেন্দ্র তাহার আফিসে গেল। পূর্ব্ব হইতে সে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, আজ ৫টা বাজিলেই সটান সে বাসার পথ ধরিবে—মেজর সাহেবের কুঠীর ধারে কাছেও যাইবে না। কিন্তু, ৩টার পর এ বিষয়ে তাহার মনে একটু দ্বিধা প্রবেশ করিল। এরূপভাবে না বলিয়া কহিয়া পলায়ন করা কি নিতান্ত অভদ্রতা হইবে না? তাহার চেয়ে, যথাসময়ে গিয়া মেমসাহেবের সঙ্গে

সাক্ষাৎ করিয়া, কোনও একটা ওজর দেখাইয়া বিদায় লওয়াই ভাল। ভদ্রতাও রক্ষা হইবে—সকল দিক্ বজায়ও থাকিবে—কারণ, মহেন্দ্রের সঙ্কল্প এখন স্থির—এলসির মোহজালে আর কিছুতেই সে নিজেকে জড়াইতে দিবে না।

ক্রমে, "ভদ্রতারক্ষা"র জন্ত মহেন্দ্রের মন বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সে ঘন ঘন ঘড়ীর পানে চাহিতে লাগিল, কতক্ষণে ৫টা বাজে। অবশেষে ৫টা বাজিল। মহেন্দ্র কলম ফেলিয়া কাগজপত্র গুছাইয়া দেরাজে বন্ধ করিয়া, হ্যাট ও ছড়ি হস্তে আফিস হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

মেজর সাহেবের কুঠীর নিকট গিয়া দেখিল, এলসি বারান্দায় দাঁড়াইয়া পথের পানে চাহিয়া আছে। ফটকের ভিতর প্রবেশ করিয়াই মহেন্দ্র টুপী তুলিয়া তাহাকে অভিবাদন করিল। বারান্দায় উঠিতেই, এলসি অগ্রসর হইয়া আসিয়া স্মিতমুখে বলিল, "ওয়েল মোহেন, নটি বয়!—কা'ল তুমি আস নাই কেন বল ত? আমি তোমার উপর ভা—রি রাগ করিয়াছি!"

মহেন্দ্র বলিল, "কা'ল যে রবিবার ছিল।"

"হ'লই বা রবিবার! তুমি ত জান, আমার স্বামী এখানে নাই, আমি একলাটি রহিয়াছি। নাই বা পড়িলাম—দু'জনে বসিয়া গল্পে সল্পে আমোদে সন্ধ্যাটা ত কাটানো যাইত! কা'ল বিকালে তোমার কোথাও কোনও কায ছিল বুঝি?"

"না, কায এমন বিশেষ কিছুই না।"

"আচ্ছা, এখন চা খাইবে চল। আজ আর পড়িতে ইচ্ছা করিতেছে না। চা খাইয়া, চল, দু'জনে ময়দানে একটু বেড়াইয়া আসা যাউক।"

৯

মহেন্দ্রের 'দৃঢ় প্রতিজ্ঞা', 'স্থির সঙ্কল্প', 'সংযম-সাধনা', কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে, তাহার আর খোঁজ নাই। দিনের পর দিন, পরস্পরের নেশায় দু'জনে মসগুল হইয়া রহিল।

সে দিন বিকালে মহেন্দ্র মেমসাহেবকে "পড়াইতে" গিয়া দেখিল, সে ম্লান মুখে বসিয়া আছে, টেবিলের উপর একখানা হলুদে খাম। এলসি বলিল, "মোহেন, টেলিগ্রাম আসিয়াছে, কা'ল প্রাতে আমার স্বামী আসিয়া পৌঁছিবেন!"—বলিয়া টেলিগ্রামখানি মহেন্দ্রের দিকে ঠেলিয়া দিল। মহেন্দ্র সেগুলি পড়িয়া বিষণ্ণ বদনে টেবিলের উপর রাখিয়া দিল।

এলসি বলিল, "দেখ মোহেন, এখন হইতে আমাদের কিন্তু খুব সাবধানে চলিতে হইবে। শুধু, আমার স্বামী ফিরিয়া আসিতেছেন বলিয়া নয়,—তোমায় আমায় লইয়া আমাদের সমাজেও একটু কানাঘুষা চলিতেছে। কেহ কেহ বলিতেছে, এক জন নেটিভের সঙ্গে অত মেশামিশি কি জন্ত?"

মহেন্দ্র বলিল, "তবে কি এখন হইতে আমাদের পরস্পরের সম্বন্ধ ছিন্ন হইবে, এলসি? তাহা হইলে কেমন করিয়া আমি বাঁচিব, প্রিয়তমে?"

"তাহা হইলে কি আমিই বাঁচিব? না প্রিয়তম, সে হইতেই পারে না। তুমি পূর্ব্বে যেমন আমার স্বামীকে রোজ পড়াইতে আসিতে, পড়াইয়া চলিয়া যাইতে, সেইরূপই করিবে। তবু চোখের দেখা ত হইবে। যাহাতে মাঝে মাঝে ২।১ ঘণ্টা করিয়া নির্জ্জনে তোমাতে আমাতে মনের কথা আদান-প্রদানের সুযোগ পাই, তাহার একটা ব্যবস্থা ভাবিয়া চিন্তিয়া ঠিক করিয়া লইতে হইবে। তুমি মুখ-হাত ধুইয়া লও। চা খাইয়া চল, ময়দানে একটু বেড়ানো যাউক।"

সন্ধ্যার পর কেল্লা হইতে বাহির হইয়া ময়দানের এক জনহীন স্থানে বৃক্ষতলের অন্ধকারে বেঞ্চ দেখিতে পাইয়া, সেইখানে দুই জনে বসিয়া, ভবিষ্যৎসম্বন্ধে নানা জল্পনা-কল্পনা করিতে লাগিল।

অবশেষে স্থির হইল, পার্ক লেনে অথবা ঐ অঞ্চলের কোনও উপযুক্ত বাড়ীতে বেনামীতে একখানি ঘর ভাড়া লইতে হইবে। সুযোগমত সঙ্কেত অনুসারে সেইখানেই মাঝে মাঝে উভয়ের দেখা-সাক্ষাৎ এবং মনের কথার আদান-প্রদান চলিবে। এলসি বলিল, "তাহারা বোধ হয় ২।৪ মাসের ভাড়া অগ্রিম চাহিয়া বসিবে। কিছু আসবাবও আমাদের আবশ্যক হইবে। আমি সে জন্ত তোমায় এক হাজার টাকা দিব। আজ রাত্রেই টাকাটা দিয়া রাখিব—নহিলে আমার স্বামী আসিলে অসুবিধা হইতে পারে। এখন ওঠা যাক্ চল, আমাদের ডিনারের সময় হইয়া আসিল।"

মেজর গ্রীণ পরদিন প্রাতে আসিয়া পৌঁছিলেন। বিকালে যথানিয়মে মহেন্দ্র তাঁহাকে পড়াইতে গেল। মেজর সাহেব পড়িলেন না—মহেন্দ্রকে চা খাওয়াইয়া

হাসি-খুসী গল্প-গুজবে সময় কাটাইয়া তাহাকে বিদায় দিয়া সস্ত্রীক টম্‌টমে হাওয়া খাইতে বাহির হইলেন। পরদিনও এইরূপ হইল।

এ দুই দিন এখান হইতে বিদায় হইয়া, মহেন্দ্র পার্ক লেন অঞ্চলে "উপযুক্ত বাড়ীতে" খালি ঘর খুঁজিয়া বেড়াইল। কিন্তু তখন রাত্রি—কোথাও কোনও সুবিধা করিতে পারিল না। সুতরাং সে স্থির করিল, রবিবারে এই পাড়ায় আসিয়া এ কার্য্যটি সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিবে।

তৃতীয় দিন, আফিসে মেজর সাহেব মহেন্দ্রকে একান্তে ডাকিয়া কহিলেন, "মোহেন, আমার এখন অনেক কায পড়িয়াছে। এখন আর আমি বাঙ্গালা পড়িবার সময় পাইব না। আর তোমার কষ্ট করিয়া আমার কুঠীতে আসার প্রয়োজন নাই।"—বলিয়া তিনি মহেন্দ্রের প্রাপ্য টাকা তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন। মহেন্দ্র দেখিল, মেজর সাহেবের মুখখানা গম্ভীর—বিরক্তির ছায়াও তাহাতে সুস্পষ্ট।

মহেন্দ্র আফিসে নিজ স্থানে গিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল, না পড়িবার কারণ সাহেব যাহা বলিলেন, তাহাই কি সত্য? না, কাহারও নিকট কোনও "কানাঘুষা" শুনিয়া, তাঁহার মনে একটা সন্দেহ প্রবেশ করিয়াছে? যাহা বলিলেন, তাহা আফিসে না বলিয়া, নিজ গৃহেও ত বলিতে পারিতেন! তাঁহার কুঠীতে আর আমি যাই—ইহা কি তাঁহার ইচ্ছা নয়? বাস্তবিক, এ দিকে একটু বাড়াবাড়ি হইয়া উঠিয়াছিল বটে! সেটা নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য হইয়াছে।

ইহার দুই দিন পরে মেজর সাহেব আফিসের বারান্দায় আসিয়া হঠাৎ দেখিলেন, কিছু দূরে তাঁহার গৃহভৃত্য একখানি চিঠি হাতে করিয়া মহেন্দ্রের আফিসের দিকে যাইতেছে। সাহেব বেহারাকে ডাকিলেন। সে ব্যক্তি চিঠিখানা বস্ত্রমধ্যে লুকাইয়া, প্রভুর নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। সাহেব তাহাকে নিজের খাসকামরায় আনিয়া বলিলেন, "কিস্কা চিট্‌ঠি—দেখলাও।"

প্রভুর সক্রোধ মূর্ত্তি দেখিয়া বেহারা কম্পিত হস্তে চিঠিখানি বাহির করিয়া দিল। "তুম আভি বাহার বারান্দামে ঠাহরো"—বলিয়া সাহেব চোখে চশমা আঁটিয়া দেখিলেন, তাঁহার স্ত্রীর হস্তাক্ষরে মহেন্দ্রের নাম লেখা। খামের মুখ জল দিয়া ভিজাইয়া দিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে উহা সন্তর্পণে খুলিয়া চিঠি পাঠ করিলেন। সেই কয়েক লাইন ইংরাজীর অনুবাদ এই—

"প্রিয়তম,

আজ তিন দিন তোমার চোখের দেখাটিও দেখিতে পাই নাই। সে জন্য কি কষ্টে যে আছি, তাহা বলিতে পারি না। আজ রাত্রি ৯টার পর এলিয়ট ট্যাঙ্কের পশ্চিমে, আমাদের সেই নির্জ্জন বৃক্ষতলে বেঞ্চিখানিতে তুমি বসিয়া থাকিও। সৌভাগ্যবশতঃ একটা সুযোগ ঘটিয়াছে—ঐ সময় সেখানে গিয়া আমি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিব। এস—এস—এস—তোমায় না দেখিতে পাইলে আমি মরিয়া যাইব।

তোমারি—

এলসি।"

মেজর সাহেব একটা কাগজে টুকিয়া লইলেন—এলিয়ট ট্যাঙ্ক—পশ্চিমে—বেঞ্চি। তাহার পর, খামখানি আঠা দিয়া আঁটিয়া ডাকিলেন—"বেহারা!"

"হুজুর" বলিয়া বাহিরের বারান্দা হইতে বেহারা আসিয়া দাঁড়াইল।

সাহেব বলিলেন, "যাও, চিট্‌ঠি মোহেন বাবুকে দেও। হাম ইয়ে চিট্‌ঠিকো দেখা, ইসবাত, মেমসাহেব ইয়ে মোহেন বাবু কইকো মৎ বোলো। খবরদার বোলনেসে—বোলনেসে—"

মেজর সাহেব তাঁহার টেবিলের দেরাজ টানিয়া একটা রিভলভার বাহির করিয়া বেহারার দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"বোলনেসে, হাম তুমকো গুলি করেগা—জান মারেগা—সম্‌ঝা?"

বেহারা কম্পিতপদে এক হাত পিছাইয়া গিয়া, করযোড়ে কাতরস্বরে কহিল, "নেহি খোদাবন্দ—হাম কুছ নেহি বোলেগা। কোইকো নেহি বোলেগা। মেরা জান পিয়ারা হায়।"

"মেজর সাহেব রিভলভারটি দেরাজে বন্ধ করিয়া বলিলেন—"আচ্ছা—ইয়াদ্ রাখ্ খো। যাও।"

১০

বিকালে মেজর সাহেব স্ত্রীকে বলিলেন, "এলসি, আজ আমি বাড়ীতেই খাইব। বাবুর্চ্চিকে বলিয়া যাও।"

এ কথা শুনিয়া এলসির মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। মনের ভাব যথাসাধ্য গোপন করিয়া সে বলিল, "কেন, যে তুমি বলিয়াছিলে, আজ একটা ভোজ আছে—৯টার সময় তোমায় সেখানে তোমাদের ইউনাইটেড সার্ভিস ক্লাবে যাইতে হইবে—বাড়ীতে খাইব না।"

হ্যাঁ, তা বলিয়াছিলাম বটে, কিন্তু—সেখানে যাইতে আর ইচ্ছা হইতেছে না। আজ এম্পায়ারে একটা খুব ভাল ফিল্‌ম আছে—চল, ডিনারের পর সেইটে দু'জনে দেখিয়া আসা যাউক।"

এলসি ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হইয়া, অগত্যা স্বামীর প্রস্তাবে সম্মত হইল।

ডিনার শেষে রাত্রি ৯টার সময় টমটম জোতাইয়া, মেজর সাহেব স্ত্রীকে লইয়া বাহির হইলেন। বায়স্কোপে পৌঁছিয়া টমটম বিদায় করিয়া দিলেন—ট্যাক্সিতে ফিরিবেন।

সাড়ে ৯টায় বায়স্কোপ আরম্ভ হইল। ১০টার পূর্ব্বেই মেজর সাহেব বলিলেন, "তুমি একটু বোস প্রিয়তমে; আমি ১০ মিনিট মধ্যে ফিরিয়া আসিতেছি। বড় পিপাসা পাইয়াছে, বাহিরে গিয়া একটা পেগ পান করিয়া আসি।"

এলসি কোন কথা বলিল না—স্বামীর সঙ্গ তাহার বিষবৎ বোধ হইতেছিল। মেজর সাহেব চলিয়া গেলে সে বসিয়া ভাবিতে লাগিল, আজ আর মোহেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার কোনই উপায় নাই – সে বেচারী সঙ্কেতস্থানে বসিয়া অবশেষে হতাশ হইয়া প্রস্থান করিবে।

সাহেব রাস্তা পার হইয়া দ্রুতপদে ময়দানের ভিতর দিয়া চলিলেন। ১০ মিনিট পরে উদ্দিষ্ট স্থানের নিকটবর্ত্তী হইয়া, পথ হইতেই দেখিতে পাইলেন, বৃক্ষতলের অন্ধকারে বেঞ্চির উপর কেল্টহ্যাট মাথায় দিয়া কে এক জন একাকী বসিয়া আছে।

পথ হইতে নামিয়া, ঘাসের উপর দিয়া সন্তর্পণে তিনি সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া বজ্রগম্ভীরস্বরে তিনি ডাকিলেন—"মোহেন!"

মহেন্দ্র চমকিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "কে, মেজর গ্রীণ?"

"হ্যাঁ। আমি মেজর গ্রীণ। তুমি এ সময়ে এখানে বসিয়া কি করিতেছ, মোহেন?"

"বায়ু সেবন করিতেছি।"

সাহেব গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "রাস্কেল!" ব্লাগার্ড! বায়ু সেবন করিতেছ? না, আমার স্ত্রীর প্রতীক্ষা করিতেছ? বিশ্বাসঘাতক!—ড্যাম নিগার শূয়ারকা বাচ্চা! এত বড় আস্পর্দ্ধা তোমার—এক জন য়ুরোপীয় মহিলা—আমার স্ত্রীর সহিত প্রেম কর? আমি এই দণ্ডে তোমায় কুকুরের মত হত্যা করিব। তোমার ঈশ্বরকে স্মরণ।"—বলিয়া সাহেব স্‌াঁ করিয়া তাঁহার ভিতরের বুক-পকেট হইতে রিভলভার বাহির করিলেন। উহার উজ্জ্বল [illegible] অদূরস্থ গ্যাসের আলোকে চক্‌মক্‌ করিয়া উঠিল।

কিন্তু রিভলভার ছুড়িবার অবসর সাহেব পাইলেন না। মহেন্দ্র পালোয়ানগণের নিকট শেখা এক "ল্যাং" মারিয়া, সেই মুহূর্ত্তে সাহেবকে ধরাশায়ী করিয়া, তীর বেগে ঘোড়দৌড়ের মাঠের দিকে ছুটিল।

মেজর সাহেব তাঁহার স্থূল দেহখানি যথাসাধ্য শীঘ্র উঠাইয়া, আবার দুই পায়ে দাঁড়াইয়া, পলায়মান মহেন্দ্রের দিকে রিভলভার লক্ষ্য করিলেন—আওয়াজ হইল গুড়ুম্‌। সৈনিক পুরুষের শিক্ষিত হস্ত—মহেন্দ্রের মাথার কেল্ট হ্যাট উড়িয়া গেল।

কিন্তু মহেন্দ্র পড়িল না দেখিয়া, সাহেব তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। স্থূলদেহ লইয়া যথাসম্ভব দ্রুত দৌড়িতে লাগিলেন;—সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার তাঁহার রিভলভার গর্জ্জন করিল, "গুড়ুম—গুড়ুম!"

কিন্তু মহেন্দ্র পড়িলও না, তাহাকে সাহেব আর দেখিতেও পাইলেন না। অগত্যা তখন প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। রিভলভার পকেটে পুরিয়া, পোষাকের ধূলাকাদা ঝাড়িতে ঝাড়িতে আবার বায়স্কোপ অভিমুখে চলিলেন। তথায় পৌঁছিয়া, বার-এ দাঁড়াইয়া একটা ডবল-পেগ ব্রাণ্ডি লইয়া এক নিশ্বাসে তাহা পান করিয়া ফেলিলেন। একটা সিগারেট ধরাইয়া অর্দ্ধেকটা পান করিয়া, সেটা ফেলিয়া দিয়া ভিতরে গিয়া স্ত্রীর নিকট বসিলেন। এলসি বলিল, "দশ মিনিটমধ্যে আসিব বলিয়া গেলে—প্রায় এক ঘণ্টা কাটিল, ছিলে কোথায়?"

মেজের সাহেব সংক্ষেপে উত্তর করিলেন, "এক বন্ধুর সঙ্গে কথা কহিতেছিলাম।"

১৭

মহেন্দ্র সেই নির্জ্জন ময়দানের ভিতর দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে যখন দেখিল, বন্দুকের শব্দ বন্ধ হইয়াছে —তখন দাঁড়াইয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিল। এতক্ষণে সে 'গ্রাস্ রাইড' রাস্তা পার হইয়া, প্রায় ঘোড়াওয়ালাওয়েয় নিকট পৌঁছিয়াছিল। অন্ধকারে তীক্ষ্ণদৃষ্টি প্রেরণ করিয়া, দাঁড়াইয়া রহিল, কিন্তু পশ্চাদ্ধাবনকারী সাহেবের আর কোনও চিহ্ন দেখিতে পাইল না।

তখন সে দ্রুতপদে অগ্রসর হইল। ক্রমে লোয়ার সারকুলার রোডে আসিয়া পড়িয়া, একখানা চলতি ঠিকা গাড়ী খালি পাইয়া, তাহা ভাড়া করিল। "জানানী-সোয়ারী"র মত সমস্ত খড়খড়ি বন্ধ করিয়া, রাত্রি ১১টার সময় নিজ বাসায় আসিয়া পৌঁছিল।

সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় কাটাইয়া, ভোরে উঠিয়া, মহেন্দ্র ধুতি-গামছা আর তাহার মৃতা পত্নীর চিঠির বাণ্ডিলটি লইয়া গঙ্গাস্নান করিতে গেল। জলে নামিয়া প্রথমে বাণ্ডিলটি গঙ্গাগর্ভে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। তার পর স্নান করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিল। আফিসের সাহেবের নামে কর্ম্মত্যাগপত্র লিখিয়া উহা ডাকে দিয়া, নিজ জিনিসপত্র বাঁধিতে লাগিল। আহারান্তে, বাসার পাওনাগণ্ডা মিটাইয়া দিয়া, জিনিসপত্রসহ ষ্টেশনে গিয়া ট্রেণে উঠিল এবং সন্ধ্যার মধ্যেই বাড়ী পৌঁছিয়া জননীকে প্রণাম করিল।

মা বলিলেন, "কি বাবা, ছুটী নিয়ে এলি?"

"না মা,—চাকরী ছেড়ে দিয়ে এলাম। পরের এস্তাজারি আর পোষা'ল না।"

অমন চাকরীটা ছাড়িয়া আসাতে মা বড় দুঃখ করিতে লাগিলেন।

মেমসাহেবের সেই হাজার টাকায় চাষের জমী কিছু বাড়াইয়া, হাল-গোরু কিনিয়া মহেন্দ্র চাষবাস আরম্ভ করিয়া দিল এবং পরের মাসেই নিকটস্থ গ্রামের একটি সুন্দরী "ডাগর" মেয়ে দেখিয়া বিবাহ করিয়া ফেলিল।

বৎসর দুই পরে মহেন্দ্র তাহাদের গ্রামের লাইব্রেরীতে একখানি ইংরাজী সংবাদপত্রে মেজর গ্রীণের নাম ছাপা দেখিয়া, কৌতূহলী হইয়া খবরটা পড়িল। ইহা বিলাতী সংবাদপত্র হইতে উদ্ধৃত। ভারতীয় সেনাবিভাগের মেজর গ্রীণ এক বৎসরের ফার্লো লইয়া লণ্ডনে বাস করিতেছিলেন; তিনি লণ্ডনের আদালতে মোকর্দ্দমা করিয়া, বিবি এলসি গ্রীণের সহিত তাঁহার বিবাহবন্ধন ছেদন করিয়াছেন এবং লয়েডস্ ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারী টার্ণার নামক কোনও যুবকের বিরুদ্ধে হাজার পাউণ্ড খেসারতের ডিক্রী পাইয়াছেন।

প্রবন্ধমালা

—:•:—

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত

বিবাহের বিজ্ঞাপন

—:•:—

শহর গাজীপুর, মহল্লা গোরাবাজারে, রাম অওতার নামক একটি লালাজাতীয় যুবক বাস করে। তাহার বয়ঃক্রম দ্বাবিংশতি বৎসর হইবে। লোকটার কিঞ্চিৎ ইংরাজী লেখাপড়া জানা আছে। কয়েকবার উপর্য্যুপরি প্রবেশিকা পরীক্ষায় ফেল করিয়া লেখা পড়া ছাড়িয়া, এখন সে ঘরে বসিয়া আছে।

বৈশাখ মাস। সমস্ত দিন প্রচণ্ড গ্রীষ্মের পর এখন সন্ধ্যাবেলা একটু শীতল বাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। হস্তিদন্তের বোলাযুক্ত একজোড়া খড়ম পায়ে দিয়া, নগ্নগাত্রে রাম অওতার তাহাদের সদর-বাড়ীর বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। ভৃত্য একখানা চেয়ার আনিয়া দিল। রাম অওতার উপবেশন করিয়া বলিল, "চতুরি, ভাঙ তৈয়ারী হইয়াছে? লইয়া আয়।"

কিয়ৎক্ষণ পরে চতুরি ওরফে চতুর্ভুজ, একটি রূপার গেলাসে করিয়া গোলাপ দেওয়া সিদ্ধি আনিয়া দিল। রাম অওতার অবস্থাপন্ন লোক।

বাড়ীটি ঠিক সদর-রাস্তার উপর। স্থানটা বাজার হইতে কিছু দূরে, সুতরাং নিরিবিলি। পথচারী লোক বেশী নাই, কেবল মাঝে মাঝে দুই একখানা একা ঝম্ ঝম্ শব্দ করিয়া যাইতেছে। রাস্তার মোড়ে একটি শিরীষগাছ, তাহাতে অজস্র কোমল ফুল ধরিয়াছে। অপর পার্শ্বে মিউনিসিপ্যালিটীর একটি লণ্ঠন ক্ষীণ আলোক বিতরণ করিতে চেষ্টা করিতেছে।

রাম অওতার বসিয়া আরাম করিয়া সিদ্ধি পান করিতে লাগিল। সহসা অদূরে চাঁচা গলার শব্দ উত্থিত হইল—"গুলাবছড়ী।"

গুলাবছড়ীওয়ালা তীব্র কেরোসিনের আলোক সহ পসরা স্কন্ধে লইয়া, বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া হাঁকিল—

"ক্যা মজাদার গুলাবছড়ী।
যো খাওয়ে— মজা পাওয়ে;
যো চাখ্খে— ইয়াদ্ রাখ্খে;
গুলাবছড়ী"।

বাড়ীর মধ্য হইতে তৎক্ষণাৎ একটি পঞ্চবর্ষীয় [illegible] আসিল। রাম অওতারের [illegible] আসিয়া বাহানা ধরিল, "[illegible] আমি গুলাবছড়ী খাইব।"

এ কথা শুনিবামাত্র ফিরিওয়ালা রাস্তায় দাঁড়াইয়া, বারান্দার উপর তাহার পসরা নামাইল। বালক মোহনলালের প্রতি চাহিয়া বলিল, "গুলাব-ছড়ী, নানখাটাই, সোহন হালুয়া—কি লইবে বল।"

বালক গুলাবছড়ীরই বেশী পক্ষপাতী, তাহাই কয়েকটা ক্রয় করিল। ফিরিওয়ালা স্বীয় কক্ষতল হইতে একখানা হিন্দী সংবাদপত্র বাহির করিয়া, তাহার কিয়দংশ ছিন্ন করিয়া গুলাবছড়ীগুলি জড়াইয়া মোহনলালের হাতে দিল। তাহার পর পসরা উঠাইয়া লইয়া, পূর্ব্ববৎ কড়িমধ্যম সুরে "গুলাবছড়ী" হাঁকিতে হাঁকিতে সে প্রস্থান করিল।

মোহনলাল পরম আনন্দে বারান্দাময় নৃত্য করিতে করিতে ভোজনে প্রবৃত্ত হইল। কিয়ৎক্ষ[illegible] পরে ভ্রাতার কাছে আসিয়া ছিন্ন কাগজটা দেখাই[illegible] বলিল. "দেখ ভেইয়া, একটা হাথীর তসবীর।"

রাম অওতার কাগজখানি হাতে লইয়া দেখি[illegible] একটা হস্তিমার্কা ঔষধের বিজ্ঞাপন। কিন্তু তাহা[illegible] পার্শ্বেই যাহা দেখিল, তাহাতে রাম অওতারের কৌ[illegible]হল অত্যন্ত উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। পার্শ্বে রহিয়াছে— "বিবাহের বিজ্ঞাপন।"

বাম হস্তে সিদ্ধির গ্লাস ধরিয়া, দক্ষিণে ছিন্ন কাগ[illegible]খানি লইয়া, রাম অওতার বৈঠকখানা-ঘরে প্রবে[illegible] করিল। আলোকের কাছে দাঁড়াইয়া পড়িল:

"বিবাহের বিজ্ঞাপন

প্রার্থনা-সমাজভুক্ত ভদ্রলোকের একটি সপ্তদ[illegible] সুন্দরী কন্যা আছে। বিবাহের জন্য একটি সুশিক্ষিত কায়স্থজাতীয় পাত্র আবশ্য[illegible] যুবকটিকে শিক্ষালাভের জন্য আ[illegible] হইতে ইচ্ছা করি। পূর্ব্বে পত্র [illegible] জাবক আমার সহিত আসিয়[illegible]

লালা [illegible]
মহাদেও সি[illegible]
বেনারস সি[illegible]

ভাবিল, ইহা ত বড় মজার বিজ্ঞাপন। তাহার যে বাল্যকালেই বিবাহ হইয়া গিয়াছে ; নহিলে এই একটা বেশ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। সপ্তদশবর্ষীয়া সুন্দরী কন্যা—না জানি দেখিতে কি রকম ? "প্রার্থনা-সমাজী"র কন্যা। বাজালা দেশে যে "বরমসমাজী" আছে—"প্রার্থনা-সমাজীরাও" সেইরূপ, তাহা রাম অওতার শুনিয়াছে। এত দিন অবধি যখন সে কন্যা অবিবাহিতা আছে, তখন নিশ্চয়ই শিক্ষিতা এবং গাহিতে বাজাইতে জানে। এই প্রকার মহিলাগণের সম্বন্ধে রাম অওতারের মনে বহুদিন হইতে অনন্ত কৌতূহল সঞ্চিত ছিল। সিদ্ধি পান শেষ হইলে গেলাসটি নামাইয়া রাখিয়া রাম অওতার ভাবিল, "একটা কাজ করা যাউক। উহাদিগকে পত্র লিখিয়া গিয়া দেখা করি। কিছু দিন উহাদের বাড়ী যাতায়াত করিয়া মজাটাই দেখা যাউক না কেন! তাহার পর সট্‌কাইলেই হইবে।"

সিদ্ধির নেশায়, এই মজার মৎলব আঁটিতে আঁটিতে রাম অওতারের অত্যন্ত হাসি পাইতে লাগিল। তাহার বিবাহ যে হইয়াছে, তাহা উহারা জানিবে কেমন করিয়া ? কিছু দিন কোর্টশিপ করিয়া তাহার পর চম্পট। রাম অওতার হা হা করিয়া হাসিতে লাগিল। ভাবিল, আর বিলম্ব করা নয়। চিঠিটা এখনি লিখিতে হইবে। রাম অওতার উঠিয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল। তক্তপোষে বসিয়া বাক্স সম্মুখে লইয়া চিঠি লিখিতে আরম্ভ করিল।

অভ্যাসমত প্রথমে লিখিল—"শ্রীশ্রী গণেশায় নমঃ।" তাহার পর মনে হইল, ইহারা "প্রার্থনা-[illegible]জের" লোক, হিন্দু দেবদেবীর নাম শুনিলে ত [illegible]না যাইতে পারে। তাহাকে ত নিতান্ত অসভ্য [illegible]লিক মনে করিতে পারে! সুতরাং আর এক-[illegible] কাগজে "শ্রীশ্রী ঈশ্বরো জয়তি" বলিয়া আরম্ভ [illegible]। প্রবেশিকার ফেল শুনিলে পাছে তাহারা শিক্ষিত বলিয়া মনে না করে; তাই লিখিয়া [illegible]সে বি-এ পরীক্ষায় ফেল করিয়াছে। নিজের [illegible]তার কথা লিখিবার সময় তাহার মুখে হাসি [illegible]ল। কলম রাখিয়া কিছুক্ষণ ধরিয়া হাসিল। [illegible]ল, সে জাতিভেদ মানে না, বিলাত যাইতে [illegible] আপত্তি নাই। কুমারীর একখানি [illegible]ক যদি থাকে, তাহা প্রার্থনা করিয়া পত্র [illegible]।

সে দিন রাত্রে রাম [illegible] হইল না। ভবিষ্যৎ [illegible] করে, ততই তাহার হাস্য সংবরণ [illegible] উঠে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কাশীর কেদারঘাটের নিকট একটি ক্ষুদ্র গলির মধ্যে একটি ত্রিতল অট্টালিকা। বেলা দ্বিপ্রহরের সময় তাহার একটি কক্ষে, মেঝেতে শতরঞ্চ বিছাইয়া, দুই ব্যক্তি বসিয়া দাবা খেলিতেছিল। এক জনের শরীর দৃঢ় ও বলিষ্ঠ, কিছু স্থূল, গৌরবর্ণ পুরুষ। অপরটির দেহ ক্ষীণ হইলেও শারীরিক বলের পরিচয় তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে দৃশ্যমান। এই দুই ব্যক্তি কাশীর দুই জন প্রসিদ্ধ গুণ্ডা। প্রথম-বর্ণিত ব্যক্তির নাম মহাদেও মিশ্র—সে এই বাড়ীর অধিকারী। দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম কান্হাইয়ালাল,—সে মহাদেও মিশ্রের এক জন প্রিয় সাকিরদ।

ভৃত্য আসিয়া তামাক দিল। তাহার পর নিজ মেরজাইয়ের পকেট হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া বলিল, "চিঠি আসিয়াছে।"

কান্হাইয়ালাল চিঠি লইয়া ঠিকানা পড়িল—"লালা মুরলীধর লাল, মহাদেও মিশ্রের বাটী, কেদার-ঘাট, বেনারসসিটি।" পড়িয়া কান্হাইয়ালাল [illegible] "লালা মুরলীধর—তোমার ভাড়াটিয়া লালা মুরলীধর ত দুই তিন বৎসর হইল এ বাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছে।"

মহাদেও ধূমপান করিতে করিতে বলিল, "লালা মুরলীধর ত লক্ষ্ণৌ বদলি হইয়া গিয়াছে। চিঠি খোল, দেখ কি সমাচার।"

কান্হাইয়ালাল বলিল, "মুরলীধরকে ঠিকানা কাটিয়া পাঠাইবে না ?"

মহাদেও বলিল, "আরে,—কি সমাচার, সে ত আগে দেখিতে হইবে। খোল,—পড়।"

কান্হাইয়ালাল গুরুজীর আদেশমত পত্র খুলিয়া পাঠ করিল।

"মহাশয়,

সংবাদপত্রে আপনার কন্যাবিবাহের বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়াছি। আমি এক জন [illegible] কায়স্থ যুবক। আমার বয়স বাইশ বৎসর মাত্র। আমি [illegible] [illegible] অধ্যয়ন করিয়াছিলাম,

যাতায়াতের সময় অনেকবার দেখিয়াছে। মুখচন্দ্র [illegible] কি সুন্দর। রাম অওতার মনে মনে বলিতে লাগিল,—"বাহবা কি বাহবা। বাহ্ রে বাহ্!" ছবিখানি রাখিয়া সে পত্রখানি খুলিল। তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল :—

মহাশয়,

আপনার পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াছি। আগামী শনিবার সন্ধ্যার গাড়ীতে যদি আপনি আসেন, তবে উত্তম হয়। আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হইলে তবে অন্যান্য কথাবার্ত্তা হইবে। আমি সম্প্রতি বাড়ী বদল করিয়াছি, সুতরাং কেদারঘাটের বাড়ীতে আসিবেন না। ষ্টেশনে আমি লোক পাঠাইয়া দিব, আপনাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিবে। ঐ দিন সন্ধ্যাকালে আমার আলয়ে আপনি ভোজন করিলে অত্যন্ত সুখী হইব। ফটোগ্রাফ পাঠাইলাম।

মুরলীধর লাল।"

পত্র রাখিয়া আবার ফটোগ্রাফখানি লইয়া রাম অওতার দেখিতে লাগিল। একটি বাহু পার্শ্বদেশে লম্বিত, অপরটি অর্দ্ধোত্থিতভাবে শাড়ীখানির এক অংশ ধরিয়াছে। চক্ষুযুগল যেন হাস্যপূর্ণ। ভাবিতে লাগিল, ইহার সহিত আলাপ হইলে কি মজাদারই হইবে!

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া রাম অওতার ভাবিল,—লিখিয়াছে শনিবার সন্ধ্যার গাড়ীতে যাইতে। সে আর দুই দিন বিলম্ব। শনিবার না লিখিয়া শুক্রবার লিখিল না কেন? যাহা হউক, এই দুই দিনে ভাল করিয়া প্রস্তুত হইতে হইবে।

শনিবার দিন আহারাদি শেষ করিয়া রাম অওতার বাড়ীতে বলিল—"একবার কাশীজী দর্শন করিয়া আসি।" বলিয়া, নিজে বেশবিন্যাস করিতে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপ ভাবে বেশ করিয়া যাইতে হইবে যে, প্রথম দর্শনেই কুমারীর মনে প্রণয়সঞ্চার হয়। ভাল রেশমী চাপকান বাহির করিয়া রাম অওতার সযত্নে পরিধান করিল। জরির কাযকরা সুন্দর মখমলের টুপী লইয়া মাথায় দিল। দিল্লী হইতে আনীত সুকোমল নবীন জুতার মধ্যে পদদ্বয়ের শোভাবৃদ্ধি করিল। উৎকৃষ্ট হেনার আতর লইয়া রুমালে মাখাইল, নিজের গুম্ফ ও ভ্রূযুগলেও কিঞ্চিৎ লাগাইয়া দিল। কয়দিন কাশীতে থাকিতে হইবে, তাহার স্থিরতা নাই—খরচপত্র একটু ভাল করিয়াই করিতে হইবে,— তাই দুই শত টাকার নিরেক্সে [illegible] সোনার চেন এবং হীরকের অঙ্গুরীয় [illegible] ষ্টেশনে অভিমুখে রওনা হইল।

রেলগাড়ীতে তাহার মনে হইতে [illegible] যুবতীটির সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তাহার সঙ্গে [illegible] প্রকার সম্ভাষণ করিতে হইবে। ইংরাজী [illegible] এক প্রকার কোর্টশিপ হয়, তাহা সে [illegible] মাত্র, কিন্তু তাহার প্রণালীর বিষয় কিছুই [illegible] ইংরাজী উপন্যাসাদি সে কখনও পাঠ করে নাই। [illegible] "লাল হীরাকি কথা" "লয়লা মজনু" "গুল-ই-[illegible]" প্রভৃতি তাহার পড়া ছিল। ভাবিল, তদনুরূপ [illegible] প্রথা অবলম্বন করিলে, বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। [illegible] কেবল প্রথম প্রথম একটু আত্মসংযম দেখানই ভাল [illegible] প্রথমে,—আদরে "তু" না বলিয়া সম্মানের "আপ[illegible]" বলাই সমীচীন হইবে,—কারণ, এ সকল মহিলা শিক্ষিত[illegible] এবং সভ্যতাপ্রাপ্তা কি না। কথাটা হইতেছে,— এরূপ কোন সম্ভাষণ না করা হয়, যাহাতে সে বিরক্ত [illegible] হয়। দুই চারি দিন যাতায়াতের পর এক দিন নির্জ্জনে [illegible] "পিয়ারী" বলিয়া সম্ভাষণ করিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না।

রাম অওতার মনে মনে এইরূপ পর্য্যালোচনা [illegible] ভবিষ্যৎ সুখকল্পনা করিতেছে, ক্রমে গাড়ী [illegible] রাজঘাট ষ্টেশনে পৌঁছিল।

রাম অওতার নামিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিক্ষেপ [illegible] তেছে, এমন সময় একটি যুবক তাহার নিকট আসি[illegible] দাঁড়াইল। যুবকটির উত্তরীয় ও পাগড়ী [illegible] আবীরের রঙে রঞ্জিত।

যুবকটি আসিয়া বলিল, "আপনার নাম কি [illegible] রাম অওতারলাল?"

"হাঁ। আপনার নাম কি?"

"বিষ্ণুপ্রসাদ। আমি লালা মুরলীধর [illegible] ভ্রাতুষ্পুত্র। আমি আপনাকে লইতে আসিয়াছি[illegible]" বলিয়া সমাদর করিয়া সে রাম অওতারকে বাহি[illegible] লইয়া গেল।

সেখানে একখানা গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল। গাড়ী[illegible] উঠিয়া বিষ্ণুপ্রসাদ বলিল, "দুয়ার জানলা বন্ধ [illegible] দিব কি? আজ বৈশাখী পূর্ণিমা বলিয়া [illegible] ছোট লোক। দেখুন না, আমার এই পোষাক[illegible] আসিবার সময় দুষ্ট লোকে পিচকারী দিয়া [illegible]

রাম অওতার ব্যস্ত হইয়া বলিল, "[illegible]

দিন—বন্ধ করিয়া দিন।” তাহার ভয় হইল, পাছে পোষাকী পোষাকে কেহ পিচকারী দিয়া নষ্ট করিয়া দেয়।

দুই জনে কথোপকথন করিতে লাগিল। ক্রমে গাড়ী গন্তব্য স্থানে গিয়া পৌঁছিল। অবতরণ করিয়া রাম অওতার দেখিল, একটি প্রস্তরনির্ম্মিত অট্টালিকা। ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত না করিয়াই কিষুণপ্রসাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভিতরে প্রবেশ করিল।

প্রথমটা অত্যন্ত অন্ধকার। তাহার পর একটা সিঁড়ি দেখা গেল, সেখানে বাতি জ্বলিতেছে। সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া, রাম অওতার একটি বৃহৎ কক্ষে নীত হইল। সে ভাবিয়াছিল, ইহারা যখন নব্যতন্ত্রের লোক, তখন গৃহসজ্জাদি সাহেবী ধরণের হইবে। দেখিল, তাহা নহে। কক্ষটির মধ্যস্থলে ফরাস বিছানা পাতা রহিয়াছে। তাহার উপর কয়েকটি তাকিয়া রক্ষিত। মধ্যস্থানে বসিয়া একটি স্থূলকায় বলিষ্ঠ গৌরবর্ণ পুরুষ আলবোলায় ধূমপানে প্রবৃত্ত।

কিষুণপ্রসাদ তাঁহাকে কাহাইয়ালাল পৌঁছিয়া বলিল, “চাচাজী—এই লালা রাম অওতার লাল আসিয়াছেন।”—“চাচাজী” আর কেহই নয়—স্বয়ং মহাদেও মিশ্র।

মহাদেও অভ্যর্থনা করিয়া রাম অওতারকে বসাইল। নানাপ্রকার কথোপকথনে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত করিয়া কাহাইয়ালালকে ডাকিয়া বলিল, “কিষুণ,—তবে আমি বাড়ীর ভিতর যাইয়া উঁহাদের প্রস্তুত হইতে বলি। তুমি ততক্ষণ ইঁহাকে কিঞ্চিৎ জলযোগ করাও।”

ইহা বলিয়া মহাদেও মিশ্র বাহির হইয়া গেল। কহাইয়ালাল সেখানে বসিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে একটা ভৃত্য রূপার বাসনে কিছু মিষ্টান্ন এবং কিছু সুগন্ধি সিদ্ধি আনিয়া হাজির করিল।

কিষুণপ্রসাদ বলিল, “আপনি পরিশ্রান্ত হইয়া আসিয়াছেন,—তাই এক পেয়ালা সিদ্ধির বন্দোবস্ত করিয়াছি। আমরা কাশীবাসীরা সিদ্ধির বড় ভক্ত। ক্লান্তি দূর করিতে সিদ্ধির মত আর পানীয় নাই।”

রাম অওতার অনুরোধক্রমে মিষ্টান্ন এবং সিদ্ধিটুকু শেষ করিয়া ফেলিল। পকেট হইতে ঘড়ী খুলিয়া দেখিল, রাত্রি ৮টা বাজে। ঘড়ী দেখিতে দেখিতে তাহার চোখ দুইটি যেন ঘুমে জড়াইয়া আসিতে লাগিল।

কাহাইয়ালাল বলিল, “আপনি গীত-বাদ্য জানেন কি? আমাদের বাটীর মহিলারা অত্যন্ত গীত-বাদ্যপ্রিয়।”

রাম অওতার বলিল, “গীত? গীত?—জানি বৈ কি। শুনিবে একটা?”

তখন নেশায় তাহার মস্তিষ্ক চমৎকৃত করিয়া উঠিয়াছে। মনে হইতে লাগিল—যেন চতুর্দ্দিকে বহুসংখ্যক আলোকমালা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। বহু লোক যেন তাহাকে চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া সারেং, বেহালা, বীণ হাতে করিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে; ক্রমে তাহারা যেন সকলে তালে তালে নৃত্য করিতে লাগিল।

রাম অওতার উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—“গীত? শুনিবে একটা?” বলিয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আরম্ভ করিল—

“বতা দে সখি, কোন গলি গয়ে মেরে শ্যাম।
গোকুল ঢুঁড়ি
বিন্দ্রাবন ঢুঁ—”

আর কথা মুখ দিয়া বাহির হইল না। ঢুঁ—ঢুঁ—ঢুঁ—কয়েকবার বলিয়া সেই ফরাস বিছানার উপর সে পড়িয়া গেল। তাহার মুখ দিয়া লালা নিঃসৃত হইতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে মহাদেও মিশ্র আসিয়া প্রবেশ করিল। বলিল, “কি রে কহাইয়া, ঔষধ ধরিয়াছে?”

কাহাইয়া হাসিয়া বলিল, “ধরিয়াছে বৈ কি। যায় কোথা?”

মহাদেও বলিল, “দেখ ত কি আছে।”

কাহাইয়ালাল তখন অচেতন রাম অওতারের দেহ হইতে তাহার ঘড়ী, চেন, হীরার আংটী, নগদ দুই শত টাকা, রৌপ্যনির্ম্মিত পানের ডিবা প্রভৃতি বাহির করিয়া লইল। মহাদেও টাকা গণিতে গণিতে বলিল, “পোষাক খোল,—দামী পোষাক।”

গুরুজীর আদেশমত কাহাইয়ালাল সেই টুপী, জুতা, রেশমী পোষাক সমস্ত খুলিয়া লইয়া তাহাকে একখানা ছিন্ন বস্ত্র পরাইতে লাগিল।

মহাদেও বলিল, “না—না। উহাকে সন্ন্যাসী বানাইয়া ছাড়িয়া দে। কা'ল সকালে যখন নেশা ছুটিয়া জাগিয়া উঠিবে, তখন খাইবে কি? একটা গেরুয়া কৌপীন পরাইয়া দে। সমস্ত গায়ে ভস্ম মাখাইয়া দে। একটা চিম্টা দে। একটা ঝুলিও সঙ্গে দিয়া দে। কাশীতে সন্ন্যাসিবেশী লোক কখনও ক্ষুধার কষ্ট পায় না।”

কানাইয়ালাল সমস্তই ঐরূপ করিল। মহাদেও পকেট হইতে গোটাকতক পয়সা বাহির করিয়া বলিল, —"দে,—এই পয়সা কটাও ঝুলিতে দিয়া দে। এখন ঘণ্টা দুই এখানে পড়িয়া থাকুক। তাহার পর অন্ধকার গলি দিয়া লইয়া গিয়া, মানমন্দিরের দেউড়িতে শোয়াইয়া দিয়া আসিস্। সমস্ত রাত্রি ঠাণ্ডায় ঘুমাইবে ভাল। নেশাও রাত্রি পোহাইতে পোহাইতে ছুটিয়া যাইবে।"

কয়েক দিবস পরে গাজীপুরের সকলেই জানিল, রাম অওতার লাল ধন-সম্পদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংসারে বিরাগী হইয়া কাশীতে গিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিল। সৌভাগ্যবশতঃ তাহার মাতুল কাশীর রাস্তায় অকস্মাৎ তাহাকে দেখিতে পাইয়া অনেক কষ্টে পুনরায় ফিরাইয়া আনিয়াছেন। ধার্ম্মিক ব্যক্তি বলিয়া এখন হইতে রাম অওতারের একটা খ্যাতি জন্মিয়া গেল।

এক আত্মীয় তাঁহার সহিত রেলে এক কক্ষে ভ্রমণ করিতেছিলেন। দুই জনে আলাপ হইলে, এ কথা সে কথা পাঁচ কথার পর তারক বাবু বলিলেন—"স্বর্ণলতা পড়েছেন কি? সেখানা আমার লেখা।" বলা বাহুল্য, কথাটা সম্পূর্ণ অনাহূত ও অপ্রাসঙ্গিক হইয়াছিল।

পানদোষটা তাঁহার কিছু প্রবল ছিল। বক্সারে অবস্থানকালে কোনও রেলওয়ে কর্ম্মচারীর পুত্রের কলেরা হয়। অনেক রাত্রিতে বিপন্ন পিতা আসিয়া বহু চেষ্টায় ধরাধরি করিয়া গাড়ীতে তুলিয়া তারক বাবুকে লইয়া গেলেন; তারক বাবু রোগী দেখিয়া প্রেশ্‌ক্রিপ্‌শান্‌ লিখিয়া দিয়া আসিলেন। প্রভাতে যখন সে ব্যক্তি ডাক্তার বাবুর কাছে পুনরায় উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি পূর্ব্ব-রাত্রির ঘটনা কিছুমাত্র স্মরণ করিতে পারিলেন না। "গিয়েছিলাম? প্রেশ্‌ক্রিপ্‌শান্‌ লিখে দিয়ে এসেছি? কিছু ত মনে নাই; একবার আন দেখি সেখানা, দেখি।" প্রেশ্‌ক্রিপ্‌শান্‌ আনা হইল, দেখিয়া বলিলেন,—"ঠিকই লিখেছি।"

গবর্ণমেণ্টের চাকরী করিয়া ক্রমে তাঁহার ২৫০৲ বেতন হইয়াছিল বটে, কিন্তু চিকিৎসক বলিয়া তিনি সুনাম অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। বাহিরের লোক শীঘ্র তাঁহাকে ডাকিত না। রোগীর প্রতি বিশেষ একটা যে যত্ন বা মনোযোগ, তাহা কখনও তাঁহার দেখা যায় নেই। তিনি নিজ মুখেই বলিতেন, যাহাকে কালে ঘিরিয়াছে, সেই যেন আমাকে ডাকে।

অনেক প্রতিভাশালী লেখকের কেশ-বেশের প্রতি যে অমনোযোগ শুনা যায়, তারক বাবুতে তাহার লেশমাত্র ছিল না। বর্ত্তমান লেখক বাল্যকালে এক দিন তাঁহার কাছে বসিয়াছিলেন। তারক বাবুর পকেট-ঘড়ীটা বিগড়াইয়া যাওয়াতে এক ঘড়ীওয়ালাকে ডাকিয়া আনা হইয়াছিল। ঘড়ীওয়ালা বলিল, মেরামত করিয়া পরশ্ব দিয়া যাইবে। তারক বাবু বলিলেন—"বিলক্ষণ, কা'ল jailer বাবুর মেয়ের বিবাহ; আমি কি ঝুলাইয়া যাইব? কা'লই সন্ধ্যার পূর্ব্বে ঘড়ী চাই।"

তাঁহার ধর্ম্মমত সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছুই জানি না। হিন্দুসমাজের গণ্ডীর ভিতর তিনি ছিলেন বটে, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। নিষিদ্ধ পক্ষিবিশেষের মাংস না হইলে তাঁহার রাত্রিভোজন সম্পন্ন হইত না। এক হিন্দু সহিস ছিল, সে বেচারী চাকরীর দায়ে প্রত্যহ সন্ধ্যায় ষ্টেশনের কেল্‌নার ভট্টাচার্য্যের বাড়ী হইতে এক প্লেট "কারি" আনিয়া দিয়া গঙ্গাস্নান করিত। অনেক লোক আছেন, যুবাবয়সে কিছু উচ্ছৃঙ্খল-প্রকৃতির থাকেন, বয়স একটু ঢলিয়া আসিলেই সন্ধ্যা আহ্নিকটা আরম্ভ করেন। তারক বাবু? আরে রামঃ—সে দিক দিয়াও যান নাই। তিনি বলিতেন,—"যিনি প্রাতঃকাল করেছেন, তিনিই 'সন্ধ্যা' করিবেন, আমাদের ও হাঙ্গামায় কায কি?" চল্লিশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ ঘটিয়াছিল, কিন্তু তিনি দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করেন নাই। কেহ এ বিষয় অনুরোধ করিলে বলিতেন, "কেপেছ, বুড়ো বয়সে কি মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ তৈরারি ক'রে যায়?" মুগ্ধবোধ ব্যাকরণটা কি রকম, জিজ্ঞাসা করিলে হাসিয়া আওড়াইতেন :—

"মুকুন্দং সচ্চিদানন্দং প্রণিপত্য প্রণীয়তে।
মুগ্ধবোধং ব্যাকরণং পরোপকৃতয়ে ময়া॥"

তিনি বড় বড় গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী অপেক্ষা সামান্য বেতনভোগী কেরাণী প্রভৃতির সমধিক অনুরক্ত থাকিতেন। বলিতেন, ডেপুটী, মুনসিফ, সবজজ প্রভৃতি শ্রেণীর লোক বড় অহঙ্কারী। "হরিষে বিষাদে" ডাক্তার বাবুর বাটীতে নিমন্ত্রিতা মহিলা-মহলে এক কোন্দল বাধিয়াছে। মুনসিফবাবুর স্ত্রী বলিতেছেন, "ডেপুটী আবার হাকিম; আরসুলা আবার পাখী—আ আমার পোড়া কপাল!"

বর্দ্ধমানের উকীল বিখ্যাত লেখক বাবু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তারক বাবুর সহপাঠী ছিলেন। তিনি তাঁহার বাল্যকালের অনেক সংবাদ দিতে পারেন। ভাগলপুর সেণ্ট্রাল্‌ জেলের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ বাবু বিষ্ণুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অনেককাল তারক বাবুর সঙ্গে বন্ধুভাবে বক্সারে কাটাইয়াছেন। তিনিও সম্ভবতঃ তাঁহার জীবনের অনেক কথা অবগত আছেন। তারক বাবুর আর আর আত্মীয়বন্ধু যাঁহারা জীবিত আছেন, সকলে কিছু কিছু সাহায্য করিলে তাঁহার জীবনীর উপাদান অনায়াসেই সংগৃহীত হইতে পারে। ইন্দ্রনাথ বাবুই কেন তাঁহার বন্ধুর একখানি জীবনচরিত প্রণয়নের ভার গ্রহণ করুন না?

চিত্রা

—০—

(সমালোচনা)

প্রথম হইতেই বলিয়া রাখি, আমার এই প্রবন্ধটি সমালোচনা নহে। একখানি নূতন উৎকৃষ্ট কাব্য-গ্রন্থ সম্প্রতি বাহির হইয়াছে, সেইখানি পড়িয়া যাহা মনে হইতেছে, তাহাই লিখিব। ছয় রিপুর উপর সপ্তম রিপু – অর্থাৎ উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন, তাহার সম্পূর্ণ বশবর্ত্তী হইয়া হয় ত চিত্রার এক-চতুর্থাংশ এই-খানেই উঠাইয়া ফেলিব—কিছুমাত্র সংযমের চেষ্টা করিব না। তাহাতে পাঠকের লাভ আছে, বিনামূল্যে চিত্রার অনেকটা পড়িয়া লইবেন; আমার লাভ আছে, আমার এই কুলিশ-কঠোর গদ্য টুকরা টুকরা হইয়া থাকিবে এবং পরতে পরতে কাব্যরসে ভিজিয়া নিতান্ত বৃদ্ধ ছাড়া আর সকলেরই দন্তে উত্তমরূপে চূর্ণ হইতে পারিবে। হয় ত এমন কথা বলিব, যাহা স্বয়ং কবিই কখনও ভাবেন নাই; এমন স্থানে সংশয় করিব, যাহা নিতান্তই সরল, এমন স্থানে অভিভূত হইয়া পড়িব—যেখানে অন্যে ছন্দ ও মিল ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইবেন না, এমন স্থান ছাড়িয়া দিয়া যাইব, যাহার প্রশংসা করিবার জন্য ভাষার অনটন পড়িয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ এখন বঙ্গের একমাত্র জীবিত ও যুবক কবি। উকীল হেমচন্দ্র মাথায় শামলা বাঁধিয়া দিব্য ওকালতী করিতেছেন, কিন্তু কবি হেমচন্দ্রের বহুদিন যাবৎ ৺প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। কবি নবীনচন্দ্র কথঞ্চিৎ জীবিত থাকিলেও গীতা গীতা করিয়া আপনার বার্দ্ধক্য বনাইয়া তুলিতেছেন। বর্ত্তমান কালে ফুলের গন্ধ, মলয়-বাতাস, প্রেম-সঙ্গীত, প্রিয়ার চাহনী, উচ্চ মিষ্ট হাস্য কেবল রবীন্দ্রনাথের কাব্যেই পাওয়া যায়। আরও দুই একখানা গ্রন্থে এবং মাসিকপত্রের দুই এক সংখ্যায় একটু আধটু পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহা এমন খাঁটি নহে, এমন প্রাণ-ভরাও নহে।

রবীন্দ্রনাথের ইদানীন্তন রচনার সঙ্গে পূর্ব্বের রচনা-

অন্তরংশে ও বহিরংশে দুইয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার পূর্ব্বের কবিতা লঘু গোলাপের মত ছিল, এখন সুবিকসিত পদ্মটির মত হইয়াছে; কিশোরী বালিকার মত ছিল, এখন জিমন্যাষ্টিকের পূর্ণাবয়ব যুবকের মতই হইয়াছে।

যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের সংবাদ রাখেন, তাঁহাদের মধ্যে এখন দুইটি দল। এক দল রবীন্দ্র-নাথের স্বপক্ষে, এক দল বিপক্ষে। প্রথম দলের অধিকাংশই সুশিক্ষিত মার্জ্জিতরুচি নব্য যুবক;—ইঁহারা সকলেই প্রায় এক প্রকারের লোক। দ্বিতীয় দলে অনেক প্রকারের লোক— মনুষ্যের চিড়িয়াখানা। (ক) বৃদ্ধ—তাঁহাদের কানে দাশু রায়ের অনুপ্রাস, ভারত-চন্দ্রের শব্দপারিপাট্য এমনি লাগিয়া আছে যে, অপর কিছু একেবারে তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়।

আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যে কেহ কেহ মাইকেল অবধি নামেন, আর নহে। তাহা ছাড়া তাঁহাদের কাছে রবীন্দ্রনাথ এক মহাদোষে দোষী—তিনি অল্পবয়স্ক। যাহাকে এখন উলঙ্গাবস্থায় পথে খেলা করিতে দেখি-তেছি, আমি বৃদ্ধ হইলে এবং সে যুবক হইলে যদি কেহ আসিয়া আমাকে বলে দেখুন, অমুক এমন হই-য়াছে; হয় ত আমি বলিব,—কে অমুক? আরে, না না; ও সব বাজে কথা। বৃদ্ধের কাছে যাহা পুরাতন, তাহাই প্রাণপ্রিয় বলিয়া মনে হয়, নূতন (তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী ভিন্ন) কিছুই ভাল লাগে না। সুতরাং নব্য কবির রচনা কেমন করিয়া ভাল লাগিবে? তাহা আশা করাই অন্যায়।

মানুষের যৌবনের স্মৃতি সঙ্গীতের মত মৃত্যুক্ষণ অবধি মনে জাগিয়া থাকিয়া তাহাকে মোহিত করি[illegible] রাখে। তখন সে দিনগুলি যত না মিষ্ট, যত [illegible] ছিল, এখন দূর হইতে সেগুলিই শত [illegible] সুন্দর মনে হয়। তখন যে দেশকে, যে রাগিণীকে, যে কবিকে সে বলিয়াছে [illegible] দেশ, সেই দৃশ্য, সেই রাগিণী এবং [illegible]

মৃত্যুদিন অবধি তাহার আস্থা থাকিবে। এইটি মনুষ্য-হৃদয় সম্বন্ধে একটি অব্যর্থ নিয়ম। (খ) প্রৌঢ়—এখনকার প্রৌঢ়েরা এক দিন কাব্যে, সাহিত্যে ভারি মাতিয়াছিলেন—সেই বঙ্গদর্শনের সময়। ইঁহারা অনেকে হেমচন্দ্রের সময় "আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে" আবৃত্তি করিয়া বয়সকালে অনেক হা-হুতাশ করিয়াছিলেন, যদিও এখন তাহা কোনক্রমেই স্বীকার করেন নাই। ইঁহারা এখন রবীন্দ্রনাথের কাব্যকে ছেলেমানুষী বলিয়া উড়াইয়া দেন, তাহার কারণ, হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র ইঁহাদের হৃদয়-বীণার যে তন্ত্রী-গুলিতে আঘাত করিয়া টুং টাং শব্দ বাহির করিয়াছিলেন, সেই তন্ত্রীগুলিই এখন এমন ঢিলা হইয়া পড়িয়াছে যে, রবীন্দ্রনাথের আঘাতে ছড়্ ছড়্ শব্দ মাত্র করিয়া থামিয়া যায়। (গ) যুবকের মধ্যে যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের বিপক্ষে, তাঁহারা কেহ কেহ ব্যর্থকাম কবি।

একটি ইংরাজী প্রবচন আছে, ব্যর্থকাম গ্রন্থকারেরা সমালোচক (এখানে সমালোচক অর্থে নিন্দুক) হইয়া দাঁড়ায়। ইঁহারা যাহা হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা হইতে না পারিয়া, যে হইয়াছে, তাহার প্রচুর নিন্দা করিয়া সান্ত্বনা ও আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন। মানুষ যখন প্রতিযোগিতায় হারিয়া যায়, তখন যে জিতিয়াছে, তাহার প্রতি তাহার বিজাতীয় বিদ্বেষ, বিরক্তি, আক্রোশ ও ঘৃণা হইয়া থাকে,—এটা নিতান্তই স্বাভাবিক।

ইঁহারা অনেকে বিদ্বান্, কৃতী, সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর; ইঁহাদের আবার যাহারা ধামাধরা আছে, তাহারা শুনিয়া শুনিয়া বলিয়া থাকে, রবিঠাকুর আবার কবি! সত্য সত্য আমি এমন লোকের মুখে এ কথা শুনিয়াছি যে, কস্মিন্‌কালে রবীন্দ্রনাথের একখানি গ্রন্থ, এমন কি, একটিও কবিতা পাঠ করে নাই। আমাদের কলেজের কতকগুলি যুবক অকালে নিতান্ত জেঠা হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা রবীন্দ্রনাথের নিন্দা করে। এই সকল যুবককে চিনিবার জন্য কতকগুলি লক্ষণ এখানে নির্দ্দেশ করিতেছি। (১) তাহারা অশ্লীল কথা কহিয়া মনে করে, ভারি রসিকতা করিলাম। (২) পথে ঘাটে ভদ্রলোকের মেয়ে ছেলে দেখিলে আপনা আপনির মধ্যে কুৎসিত হাসি-তামাসা করে। (৩) কোনও নূতন ভাল বিষয়ে কাহারও চেষ্টা দেখিলে তাহাকে বিদ্রূপ করে। (৪) কোনও বিষয় পুরাতন হইলে, যদি নিতান্ত মন্দও হয়, তথাপি তাহার জন্য খুব লড়িয়া থাকে—ইত্যাদি। দুঃখের বিষয়, প্রথম দল অপেক্ষা দ্বিতীয় দলের লোকসংখ্যা অধিক। কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা রবি-ভক্তের দল এখন অনেক বাড়িয়াছে—এ বৃদ্ধি "রাজা ও রাণী" প্রকাশিত হইবার পর হইতে। তাঁহার চমৎকার ক্ষুদ্র গল্পগুলিতেও শত্রুপক্ষের অনেকে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছে।

এটা আমি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, যাহারা রবীন্দ্রনাথের ভক্ত, তাহারা ভারি গোঁড়া। কেহ যদি রবীন্দ্রনাথের বিপক্ষে একটি কথা বলিল, অমনি রণং দেহি রণং দেহি বলিয়া তাহারা গর্জ্জন করিয়া উঠে। বোধ হয় এই কারণেই, যাহারা বিপক্ষে, তাহারাও ঘোরতর বিপক্ষে। অনেক ছাত্রাবাসে রবীন্দ্রনাথের কবিতা সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইয়া শেষকালে শত্রুপক্ষে মিত্রপক্ষে হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইয়াছে শুনিয়াছি। অনেকে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে যুদ্ধ করিতে এতই প্রস্তুত যে, সহসা মনে হয়, লোকটা এই ম্যানিয়াগ্রস্ত। ইহার কারণ কি? বঙ্গের আর কোনও লেখকের ত এরূপ দৃঢ়বিভক্ত শত্রুপক্ষ মিত্রপক্ষ নাই। রবীন্দ্রনাথের কবিতা সমুদ্রের মত বাহিরে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছে। যদি কাহারও হৃদয়বাঁধে একটু ছিদ্র থাকে, সেই পথ দিয়া অল্পে অল্পে জল প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে। ক্রমে ছিদ্র আরও বড়—আরও বড়—আরও বড় হইয়া পড়ে, তখন হৃদয়টা জলপ্লাবিত হইয়া যায়। আর যাহার হৃদয়-বাঁধে ছিদ্রই নাই, তাহার কোন ল্যাঠাই নাই, তাহার ভিতরে এক ফোঁটা জল প্রবেশ করিতে পায় না; এমন লোক তর্ক করিয়া সে সমুদ্রের অস্তিত্ব লোপ করিবার চেষ্টা ত করিবেই।

এইবার গৌরচন্দ্রিকা ছাড়িয়া বহিখানিতে হা দিই। চিত্রা দেখিতে বেশ, কিন্তু প্রথম সংস্করণ সোনা তরীর মত হয় নাই। যাহারা রবীন্দ্রনাথের ভক্ত, তাহা প্রায়ই বাছা বাছা; তাহারা অনায়াসেই দেড় টাকা স্থলে দুই টাকা দিয়া চিত্রা কিনিতে প্রস্তুত ছিল,—য চিত্রা দেখিতে আরও ভাল হইত। কেহ কেহ বলে ভাল পুস্তকের ভাল কাগজ, ভাল বাঁধাই, ভাল মল না-ই হইল। আমরা বলি—তা ত বটেই, তবে জান?· ইত্যাদি। অর্থাৎ বেশ সন্তোষজনক এ কৈফিয়ৎ দিতে পারি না, তথাপি ইচ্ছা করি, বহিখ দেখিতে খুবই সুন্দর হয়। চিত্রার কবিতাগুলি এ

ছাড়া সবই সোনার তরীর পরে লেখা। শেষ কবিতাটির তারিখ ২০ ফাল্গুন ১৩০২। কবিতাগুলির তারিখ দেখিয়া দেখিয়া একটা তথ্য আবিষ্কার করিয়াছি,—"সাধনা" থাকিতে রবীন্দ্রনাথ অতি অল্পই লিখিয়াছেন। চিত্রার সমস্ত কবিতাগুলি দুই বৎসরে লেখা, কিন্তু অর্দ্ধাংশের কিছু কম, সাধনা বন্ধ হইবার পর এই তিন মাসে রচিত। রবীন্দ্রনাথের লেখনীর ক্ষিপ্র গতি দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। এই তিন মাসে রচিত অধিকাংশ কবিতাই তাঁহার উৎকৃষ্ট রচনাগুলির মধ্যে স্থান পাইবার যোগ্য। অতএব পাঠকগণ এখন চিত্রা পাইয়া সাধনার মৃত্যুশোক বিস্মৃত হউন। এই প্রসঙ্গে এখানে একটা সংবাদ দিয়া সকলকে চমৎকৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না। বঙ্গসাহিত্যে অদ্বিতীয় নাটক "রাজা ও রাণী" রচনা করিতে, সংশোধন করিয়া পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতে রবীন্দ্রনাথের এক মাসের অধিক লাগে নাই। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, তিনি যত ক্ষিপ্র রচনা করেন, লেখা ততই ভাল হয়। এটা সামান্য প্রহেলিকা নহে।

প্রথম কবিতা—"চিত্রা।" আরম্ভ হইয়াছে—

'জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে,
তুমি বিচিত্ররূপিণী!'

এই "তুমি"টি যে কে, তাহা কবিতাটি পড়িয়া ধরিবার যো নাই। হয় ত অভিধানে সে নাম নাই। হয় ত ইনি সোনার তরীর "মানসসুন্দরী," কবির হৃদয়ের জাগ্রত দেবতা। কবি তাঁহাকে বলিতেছেন তুমি—

'একটি স্বপ্ন-মুগ্ধ সজল-নয়নে,
একটি পদ্ম হৃদয় বৃন্ত-শয়নে,
একটি চন্দ্র অসীম হৃদয়-গগনে,
চারিদিকে চির-যামিনী।'

তাহার পর "সুখ"—রবীন্দ্রনাথের নূতন ধরণের পয়ারে লিখিত। ইহার পর হইতে দ্বাদশটি কবিতা সাধনায় ক্রমে ক্রমে বাহির হইয়াছিল; কিন্তু "প্রেমের অভিষেক" নামক কবিতাটির বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া হয় ত অনেকে মর্ম্মাহত হইবেন। সাধনায় কবিতার সমস্ত উক্তিটি একটি ক্ষুদ্ধ লাঞ্ছিত দরিদ্র কেরাণীর মুখে দেওয়া হইয়াছিল, চিত্রায় সে কেরাণীটিকে পদচ্যুত করিয়া তাহার স্থানে একটি সাদাসিদে মানুষকে বসান হইয়াছে!

বলা বাহুল্য, সেই সঙ্গে তাহার "অপোগণ্ড সাহেবশাবক" মনিবটিকেও অন্তর্ধান হইতে হইয়াছে। কিন্তু এ পরিবর্ত্তনের কারণ কি? কেহ কেহ সাধনার সেই কবিতা পাঠ করিয়া নাকি বলিয়াছেন—"আফিসের কেরাণীর সহিত জড়িত না করিয়া সাধারণভাবে আত্মহৃদয়ের অকৃত্রিম উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিলে, প্রেমের মহিমা অধিক সরল, উদার, উজ্জ্বল এবং বিশুদ্ধভাবে দেখান হয়।"

সাহেবের দ্বারা অপমানিত, অভিমান-ক্ষুণ্ণ, নিরুপায় কেরাণীর মুখে এ কথাগুলা যেন অধিক মাত্রায় আড়ম্বর ও আস্ফালনের মত শুনায়।—আমি কিন্তু এ যুক্তির মাহাত্ম্য বুঝিতে পারি না। আস্ফালন নহে ত কি? আস্ফালনই বটে। যে অপমানিত, ক্ষুধিত, সর্ব্বজনের উপেক্ষিত, সে যখন বলিবে—আমার কিছু নাই, কেবল প্রেম তুমি আছ তাহাতেই আমি রাজার অপেক্ষা অধিক সুখী;—সেই প্রেমের যথার্থ মূল্যবান্ সার্টিফিকেট। আর যাহার কোন কষ্ট নাই, চাকরী করিবার প্রয়োজন নাই, দিব্য আহার করিয়া নাদুস্-নুদুস্ চেহারাটি, তাহার মুখে "তুমি মোরে করেছ সম্রাট, তুমি মোরে পরায়েছ গৌরব-মুকুট" তেমন শুনায় কি? প্রেমের মহিমায় মহীয়ান্ ছবিটির পাশের ছবিটি যত ম্লান হইবে, প্রথমটি সেই পরিমাণে উজ্জ্বল দেখাইবে। এই Law of contrastএর জন্য চিত্রার ছবিটির উজ্জ্বলতা অনেক হ্রাস হইয়াছে।

পূর্ব্ব-প্রকাশিত রচনাগুলি ছাঁটিয়া ছাড়িয়া রবীন্দ্রনাথ সম্প্রতি বড় উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছেন। দ্বিতীয় সংস্করণের "কড়ি ও কমলে" শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীকে লিখিত পত্রগুলি নাই। কিন্তু সমগ্র বঙ্গসাহিত্যে এই পত্রগুলির তুলনা নাই। শ্রদ্ধাস্পদ নব্যভারত-সম্পাদক মহাশয় প্রথম সংস্করণ "কড়ি ও কমলে" সমালোচনাকালে এই পত্রগুলি প্রকাশ করাতে দোষ দেখিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, এগুলি "কড়ি ও কমলে" না দিয়া এইরূপ কবিতার অন্য একখানি বহি করিলেও হইত। বোধ হয়, এই সকল আলোচনাদি শ্রবণ করিয়া রবীন্দ্রনাথ নূতন সংস্করণে পত্রগুলি বাদ দিয়াছেন। নব্যভারত-সম্পাদক মহাশয়ের মতে আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধা থাকিলেও এটি আমরা গ্রহণ করিতে পারি নাই—অনেকেই পারেন নাই। যে পুস্তকে গম্ভীর বিষয়ের সমাবেশ থাকিবে, তাহাতে লঘু বিষয়, হাসির বিষয় থাকিতে পাইবে না, এ

নিয়মটা বড় ভাল বোধ হয় না। এ কেমন, না কাহাকেও নিমন্ত্রণ করিয়া এক দিন আগাগোড়া পোলাও খাওয়ান, অন্য দিন আগাগোড়া চাট্‌নি খাইতে দেওয়া। দ্বিতীয় সংস্করণ "রাজা ও রাণী"তেও অনেক পরিবর্ত্তন ও ব্যবকলন হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন—

বলেছি যে কথা, করেছি যে কাজ,
আমার সে নয়, সবার সে আজ;

সুতরাং প্রকাশিত কবিতাগুলিতে তাঁহার আর অধিকার নাই! তবে তিনি কি হিসাবে প্রকৃত অধিকারীর বিনা অনুমতিতে সেগুলিতে কাঁচি চালান? এ অপরাধটা আইনের ভিতর আনিতে পারিলে তাঁহার নামে নালিশ চলিত, কিন্তু তাহা যখন নয়, তখন আমরা (অগত্যা) বিনীতভাবে তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছি, যেন তৃতীয় সংস্করণে "কড়ি ও কোমল," "রাজা ও রাণী" অবিকল প্রথম সংস্করণের মত করিয়া মুদ্রিত হয়; দ্বিতীয় সংস্করণ চিত্রায় যেন "প্রেমের অভিষেক" কবিতাটি সাধনায় প্রকাশিত কবিতার সঙ্গে অক্ষরে অক্ষরে মিলে।

"অন্তর্য্যামী" কবিতাটি বড় কৌতূহলের বিষয়। যাত্রা শুনিতে শুনিতে একবার সাজঘরে উঁকি মারিবার জন্য বাল্যকালে বড় আগ্রহ হইত। এই যে রাম, এই যে রাবণ, হনুমান, বিভীষণ এত যুদ্ধ করিতেছে, বক্তৃতা করিতেছে, ইহারাই সাজঘরে ঢুকিয়া হাসে, গল্প করে, রাবণের হাত হইতে হুঁকাটি লইয়া রাম তামাক খায়, দেখিয়া বড়ই বিস্ময় ও আমোদ জন্মিত। "অন্তর্য্যামী" কবিতাটির ভিতর দিয়া একবার কবির সাজঘরে উঁকি মারিয়া দেখিলাম। দেখিলাম, রাণীর মত সজ্জিত, একটি মহিমময়ী নারী-মূর্ত্তি স্বর্ণের সিংহাসনে বসিয়া আছেন; তাঁহার সম্মুখে আমাদের কবিটি নতজানু হইয়া বলিতেছেন—"তুমি কে আমার বলিয়া দাও। আর আমায় অন্ধকারে ঘুরাইয়া মারিও না। তুমি যে বাঁশী দিয়াছ, আমি তাহাতে কেবল ফুঁ দিই;—কি কল করিয়া রাখিয়াছ, তাহা হইতে অপূর্ব্ব সঙ্গীত উৎপন্ন হয়। লোকে ভাবে আমি বাজাই, কখনো কখনো আমারই ভ্রম হয়, বুঝি আমিই বাজাই, কিন্তু কখনও ফুৎকার দিই মাত্র। আমি যে কথা কখনও ভাবি নাই, সেই কথা কেমন করিয়া বাঁশী দিয়া বাহির হয়? যে ব্যথা বুঝি না, সে ব্যথা কেমন করিয়া হৃদয়ে জাগিয়া উঠে? আমার ভিতরে কি জন্য তুমি অসীম বিরহ, অপার বাসনা গোপনে বসিয়া রচনা করিতেছ? তোমার লীলা যখন অবসান হইবে, তখন কি আমাকে ফেলিয়া রাখিয়া, আমার বাঁশীটি ফিরিয়া লইয়া, তোমার রহস্য-পুরীতে লুকায়িত হইবে? যে দিন আমার মৃত্যু হইবে, সেই দিন কি বুঝিতে পারিব, এই সকলের উদ্দেশ্য কি, তাৎপর্য্য কি?" আমরা ত শুনিয়া অবাক্। আমরা মনে করিতাম, কবি গাহেন, আমরা শুনি, কিন্তু ইহার ভিতরে যে এত রহস্য আছে, তাহা কে জানিত? এই কবিতাটি এমন চমৎকার প্রণালীতে রচিত এবং স্থানে স্থানে ভাষা এত মনোহর যে, পড়িলে মনে হয়, ভাগ্যে আমি বাঙ্গালা জানিতাম!

"সাধনা" কবিতাটি দেবী বীণাপাণির প্রতি কবির আত্মনিবেদন। কবি বলিতেছেন,—

"দেবি, আজি আসিয়াছে অনেক যন্ত্রী শুনাতে গান
অনেক যন্ত্র আনি।
আমি আনিয়াছি ছিন্ন তন্ত্রী নীরব ম্লান
এই দিন বীণাখানি।"

জগতের সমগ্র যন্ত্রীর সঙ্গীতের মধ্যে এ গানগুলির কোথায় স্থান হইতে পারে, বলিতে পারি না; কিন্তু বাঙ্গালার এ ক্ষুদ্র আসরে ত ইতঃপূর্ব্বে কখনও এমন শুনা যায় নাই। "পুরাতন ভৃত্য"—হাস্যরসের সহিত করুণরসের অপূর্ব্ব মিশ্রণ। এই কবিতাটি যাঁহাদের অপঠিত, তাঁহারা বোধ হয়, সহজে ধারণা করিতে পারিবেন না, এই দুইটি বিপরীত প্রকৃতির রস কেমন করিয়া একত্র করা যাইতে পারে;—বাস্তবিক, বঙ্গসাহিত্যে আর কোথাও এমন নাই। "দুই বিঘা জমি" কবিতাটিও এই ধরণের। ইহার গল্পাংশ নিতান্তই সাধারণ, ইহা যে কবিতায় রচিত হইতে পারে, এ সম্ভাবনাও অন্যের মস্তকে উদয় হওয়া কঠিন হইত। উপেনের দেশে ফিরিবার সময় জন্মভূমির যে স্তোত্রটি কবি তাহার মুখে বসাইয়াছেন, তাহা বড় সুন্দর—

"নমো নমো নমঃ, সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি
গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি!
অবারিত মাঠ, গগন-ললাট চুমে, তব পদধূলি,
ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি।
পল্লব ঘন আম্রকানন, রাখালের খেলা-গেহ
স্তব্ধ অতল দীঘি-কালোজল নিশীথ শীতল স্নেহ।"

আবার আমতলায় বসিয়া তাহার পূর্ব্বস্মৃতি কেমন মধুর, স্বপ্নময়!

"সেই মনে পড়ে, জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে, রাত্রে নাহিক ঘুম,
অতি ভোরে উঠি, তাড়াতাড়ি ছুটি, আম কুড়াবার ধুম।
সেই সুমধুর স্তব্ধ দুপুর, পাঠশালা-পলায়ন,—
ভাবিলাম হায়, আর কি কোথায় ফিরে পাব সে
জীবন!"

সাহিত্যক্ষেত্রে প্র্যাক্‌টিক্যাল্‌-সম্প্রদায় সর্ব্বদা কবিদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকে। কবি "শীতে ও বসন্তে" কবিতায় প্র্যাক্‌টিক্যাল্‌গণকে খুব একহাত লইয়াছেন।

যাহার মনোদেশটা শীতপ্রধান, সে বলে ইতিহাসের কাঠ কাটি, বিজ্ঞানের পাথর ভাঙ্গি, সমালোচনার কামান গড়ি। আবার যাহার মনোদেশে বসন্ত ঋতুটা প্রবল, সে বলে নাটকের ফুলগাছ তৈয়ারি করি, কবিতা-ফুলের মালা গাঁথি। সুবিধা পাইলেই পরস্পর পরস্পরকে গালি দেয়।

"নগর সঙ্গীত" কবিতাখানা যেন এক খণ্ড জলন্ত লৌহ, তাহার চারিদিক হইতে যুক্তাক্ষরের স্ফুলিঙ্গ ছিটিয়া বাহির হইয়াছে।

"পূর্ণিমা"—কবি একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন, সেখানি পণ্ডিতের লেখা।

সমালোচনার তত্ত্ব; পড়ে হয় শেখা
সৌন্দর্য্য কাহারে বলে—আছে কি কি বীজ
কবিত্ব-কলায় *

পড়িতে পড়িতে কবির হৃদয় শুষ্ক হইয়া উঠিল; মনে হইল, কবিত্ব, কল্পনা, সৌন্দর্য্য, সুরুচি, রস সব মিথ্যা—সমস্ত কেবল "শব্দমরীচিকাজাল।" অনেক রাত্রে দিক্‌ হইয়া বই ফেলিয়া যাই তিনি আলো নিবাইয়া দিলেন, অমনি—

উচ্ছ্বসিত স্রোতে,
মুক্তদ্বারে, বাতায়নে, চতুর্দ্দিক হ'তে
চকিতে পড়িল কক্ষে বক্ষে চক্ষে আসি,
ত্রিভুবন-বিপ্লাবিনী মৌন সুধা-হাসি।

—অর্থাৎ অনন্ত আকাশ-ভরা পূর্ণিমা তাঁহার কক্ষ পরিপূর্ণ করিয়া নিঃশব্দে সকৌতুকে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। যেন বিশ্বব্যাপিনী সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী হইয়া কবিকে আসিয়া বলিলেন—বাতি জ্বালাইয়া বহির পাতা উন্টাইতে উন্টাইতে কোথায় তুমি আমার অন্বেষণ করিতেছিলে? আমি যে তোমারি দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। বাস্তবিক, আকাশের চন্দ্র, নক্ষত্রের নীলিমায়, ধরণীর পুষ্পে পল্লবে, পর্ব্বতে সমুদ্রে এত সৌন্দর্য্য, তাহা [illegible] চক্ষু দিয়া যে দেখিতে পায়, তাহার পক্ষে ডাইডেন বা রস্কিন সাহেবের গ্রন্থ হইতে খুঁটিয়া খুঁটিয়া সৌন্দর্য্যতত্ত্ব উদ্ধার করিবার চেষ্টা অতি হাস্যকর বটে!

কিন্তু সকলের চক্ষের জ্যোতি ত সমান প্রবল নহে, যাহাদের দৃষ্টি নিস্তেজ, তাহারা এইরূপ পুস্তকের ভিতর দিয়া অণুবীক্ষণ না করিয়া আর করে কি?

উর্ব্বশী"—পৌরাণিক উর্ব্বশীর নাম করিয়া কবি যাহাকে স্তব করিয়াছেন, তাহাকে অনেক কবি অনেক দিন হইতেই স্তব করিয়া আসিতেছেন। গেটে যাহাকে বলেন The Eternal Woman—Ewige weidliche, উর্ব্বশী মূর্ত্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কবি তাঁহাকেই পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছেন। আদর্শরমণীকে দুই ভাগ করিলে একভাগে The beutiful, আর এক ভাগে The good পড়ে। উর্ব্বশী কবিতায় প্রথমোক্তার স্তবগান। ইহার পরের কবিতা "স্বর্গ হইতে বিদায়" তাহার এক স্থানে দ্বিতীয়ার একটি চমৎকার ফোটো আছে, তাহা ক্রমে উদ্ধৃত করিব। এক ব্যক্তি "বর্ষ লক্ষশত" স্বর্গে বাস করিয়াছে, আজ তাহার পুণ্যবল শেষ হইল, তাহাকে স্বর্গ হইতে বিদায় লইতে হইবে। সে আশা করিয়াছিল, যাইবার দিন স্বর্গের দেবতারা তাহার জন্য দুই ফোঁটা চোখের জল ফেলিবেনই। কিন্তু এখন দেখিতেছে, তাহাতে কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই। যে ব্যক্তিটা তাহাদের মধ্যে লক্ষশত বর্ষ বাস করিল, সে চলিয়া যাইতেছে, তাহাতে কাহারও প্রাণে বিষাদের লেশমাত্র নাই! কেমন করিয়া থাকিবে? স্বর্গে ত শোক নাই, অশ্রু নাই; সুতরাং হৃদয় নামক একটা ব্যাপারের অস্তিত্ব নাই। তাই সে যাইবার দিন, আক্ষেপ করিতেছে—

"অশ্বত্থ-শাখার
প্রান্ত হ'তে খসি গেলে জীর্ণতম পাতা
যতটুকু বাজে তার, ততটুকু ব্যথা
স্বর্গে নাহি লাগে, যবে মোরা শত শত
গৃহচ্যুত হতজ্যোতি নক্ষত্রের মত,

* এক প্রকার কলা হয়, তাহা বীজে ভরা। মানুষ তাহা খাইতে পারে না; কিন্তু আশা করি, বানর-সম্প্রদায়ের কোনও প্রকার অসুবিধা হয় না। ইতি —লেখক

মুহূর্ত্তে খসিয়া পড়ি দেবলোক হ'তে,
ধরিত্রীর অন্তহীন জন্মমৃত্যু-স্রোতে।"

অনাথিনী বিধবার বালক পল্লীগ্রাম ত্যাগ করিয়া, লেখাপড়া শিখিবার জন্য কোনও ধনী আত্মীয়ের প্রাসাদে অবস্থানকালীন, সেখানে যদি স্নেহ না পায়, তবে তাহার মনের ভাবটা ঠিক এইরূপ হয়। মা'র ঘরে সেই সব ছিল, এখানে লোকজন-দাসদাসীপূর্ণ পরিবারের মধ্যে সে একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র। এখানে সে উত্তম আহার পায়, উত্তম শয্যা পায়, হর্ম্ম্য-শিখরে বাস করে, গাড়ী চড়িয়া বেড়াইতে পায়, সকলই সুখ, সকলই সুবিধা, কেবল একটি জিনিসের অভাব। সেই একটি জিনিসের অভাবে লবণহীন ব্যঞ্জনের ন্যায় এত আয়োজন সব ব্যর্থ হইয়া রহিয়াছে। যাইবার দিন স্বর্গহারা নর তাই অভিমান করিয়া বলিতেছে—

"থাক স্বর্গ হাস্যমুখে, কর সুধাপান
দেবগণ! স্বর্গ তোমাদেরি সুখস্থান—
মোরা পরবাসী। মর্ত্ত্যভূমি স্বর্গ নহে,
সে যে মাতৃভূমি—তাই তার চক্ষে বহে
অশ্রুজলধারা, যদি দুদিনের পরে
কেহ তারে ছেড়ে যায় দুদণ্ডের তরে।
যত ক্ষুদ্র যত ক্ষীণ যত অভাজন,
যত পাপী তাপী, মেলি ব্যগ্র আলিঙ্গন
সবারে কোমল বক্ষে বাঁধিবারে চায়—
ধূলিমাখা তনুস্পর্শে হৃদয় জুড়ায়
জননীর। স্বর্গে তবে বহুক অমৃত,
মর্ত্ত্যে থাক্ সুখে দুঃখে অনন্ত মিশ্রিত
প্রেমধারা—অশ্রুজলে চিরশ্যাম করি,
ভূতলের স্বর্গ খণ্ডগুলি!"

তাহার পর স্বর্গের অপ্সরীগণকে বলিতেছে—তোমরা সুখে থাক, আমি ত চলিলাম। কিন্তু যেথানে আমি যাইতেছি, সে দেশ এমন হৃদয়হীনতার রাজ্য নহে; সেথানে—

"দীনতম ঘরে
যদি জন্মে প্রেয়সী আমার, নদীতীরে
কোণে এক গ্রাম প্রান্তে প্রচ্ছন্ন কুটীরে
শ্বথ-ছায়ায়, সে বালিকা বক্ষে তার
থিবে সঞ্চয় করি সুধার ভাণ্ডার,
ার লাগিয়া সযতনে। শিশুকালে
লে শিবমূর্ত্তি গড়িয়া সকালে
রে মাগিয়া লবে বর। সন্ধ্যা হ'লে
জলন্ত প্রদীপখানি ভাসাইয়া জলে
শঙ্কিত কম্পিত বক্ষে চাহি একমনা
করিবে সে আপনার সৌভাগ্য গণনা
একাকী দাঁড়ায়ে ঘাটে। একদা সুক্ষণে
আসিবে আমার ঘরে সন্নতনয়নে
চন্দন-চর্চ্চিত ভালে রক্ত পট্টাম্বরে
উৎসবের বাঁশরী-সঙ্গীতে। তার পরে
সুদিনে দুর্দ্দিনে কল্যাণ কঙ্কণ করে
সীমন্ত সীমায় মঙ্গল-সিন্দূরবিন্দু
গৃহলক্ষ্মী দুঃখে সুখে, পূর্ণিমার ইন্দু
সংসারের সমুদ্র শিয়রে!"

কি সুন্দর! এই বর্ণনার কেমন করিয়া প্রশংসা করিব! ইহার অপেক্ষা সুন্দর আর কিছু পড়িয়াছি কি? রবীন্দ্রনাথের কাব্য পড়িয়া অনেক স্থানে এই কথাই বলিতে হইয়াছে। এ যেন আর্য্য ঋষির প্রণীত দেবদেবীর স্তবের মত হইল। যখন যে দেবতার স্তব হইতেছে, তখন তাঁহাকেই বলা হইতেছে—তুমিই গতি, তুমিই মুক্তি, তুমিই সর্ব্বসারভূত। আর একটা নীচু দরের উপমা দিই;—এক ব্যক্তি বলে, বর্দ্ধমানের সীতাভোগ ভাল কি মিহিদানা ভাল, কখনও স্থির করিতে পারিলাম না। যখন যেটা খাই, তখন সেটাই সেরা মনে হয়।

"সান্ত্বনা"—রবীন্দ্রনাথের সকল বিশেষত্বই ইহাতে বর্ত্তমান। এটি স্ত্রী উক্তি,—চমৎকার রচনা। বিজয়িনী চিত্রার মধ্যে একটি অতি উৎকৃষ্ট কবিতা; গল্পাংশ তিন কথার অধিক নয়। অচ্ছোদ সরোবরে রূপসী স্নান করিতেছেন; তীরে শ্বেতপ্রস্তর-গঠিত সোপানে তাঁহার ত্যক্ত বস্ত্রালঙ্কার পড়িয়া রহিয়াছে। মদন ধনুঃশর লইয়া এক বকুলগাছের আড়ালে লুকায়িত আছেন, যুবতী উঠিলেই তাঁহাকে বাণবিদ্ধ করিবেন। রমণী স্নানান্তে তীরে উঠিলেন, অমনি অনঙ্গদেব তাঁহার সম্মুখীন হইলেন, কিন্তু বাণ ত্যাগ করা হইল না;—

"সম্মুখেতে আসি
থমকিয়া দাঁড়া'ল সহসা। মুখপানে
চাহিল নিমেষহীন নিশ্চল নয়নে
ক্ষণকাল তরে। পরক্ষণে ভূমিপরে
জানু পাতি' বসি, নির্ব্বাক্ বিস্ময়ভরে
নতশিরে, পুষ্পধনু পুষ্পশরভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা উপচার

তূণ শূন্য করি। নিরন্ত্র মদন পানে
চাহিলা সুন্দরী শান্ত প্রসন্ন বয়ানে।"

এই কবিতাটি আগাগোড়া বর্ণনার বিচিত্র ফুলে খচিত। একটা অংশ এখানে তুলিয়া দিই। রমণীর স্নানের সময়—

"চৌদিকে উঠিতেছিল মধুর রাগিণী
জলে স্থলে নভস্থলে; সুন্দর কাহিনী
কে যেন রচিতেছিল ছায়া রৌদ্রকরে
অরণ্যের সুপ্তি আর পাতার মর্ম্মরে
বসন্তদিনের কত স্পন্দনে কম্পনে
নিঃশ্বাসে উচ্ছ্বাসে ভাষে আভাসে গুঞ্জনে
চমকে ঝলকে। যেন আকাশ-বীণার
রবি-রশ্মি-তন্ত্রীগুলি সুরবালিকার
চম্পক অঙ্গুলিঘাতে সঙ্গীত ঝঙ্কারে
কাঁদিয়া উঠিতেছিল—মৌন স্তব্ধতারে
বেদনায় পীড়িয়া মূর্চ্ছিয়া।"

"গৃহশত্রু" চারিটি শ্লোকের একটি কবিতা। একটু তুলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কোন্‌খানটা তুলিব, স্থির করিতে না পারিয়া সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলাম। "উৎসব"—এটি তেমন হয় নাই;—রবীন্দ্রনাথের অন্য কবিতার সঙ্গে তুলনা করিয়াই বলিতেছি, তেমন হয় নাই। নতুবা বঙ্গসাহিত্যের শত শত কবিতার মধ্যে ফেলিলে এটিরও মৃত হস্তীর ন্যায় লক্ষ টাকা মূল্য হইবে। বাল্য গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় পুস্তক "নদী"র উৎসর্গপত্র পড়িলে জানা যায়, "উৎসব" রচনার দিন কবির বাড়ীতে একটি বিবাহ ছিল। সেই উপলক্ষে রচিত বলিয়াই কি এমন প্রাণহীন হইয়াছে? অবশ্য কবিতায় গার্হস্থ্য ঘটনার উল্লেখমাত্র নাই, কিন্তু তবুও দুই স্থানে ফাঁক রহিতেছে—

"তুমি কি রয়েছ আজি
নটবর-বেশে সাজি?"

অপিচ "তোমারি কি পট্টবাস
উড়িছে সমীরে?"

"জীবন দেবতা"—কবির মনে যাহাই থাকুক, এটি সাধারণে একটি স্ত্রী-উক্তির কবিতা বলিয়াই গ্রহণ করিবে। "রাত্রে ও প্রভাতে"—ইহাতে একটি বড় পুরাতন কথা লিখিত হইয়াছে। যে দিন জগতে প্রথম নর-নারীর মধ্যে প্রণয় ঘটিয়াছিল, সেই দিন হইতেই পুরুষ একটা বিষয় লক্ষ্য করিতেছে—কিন্তু সে কথা, এই বোধ [illegible] কবিতায় প্রথম হইল। টকুটকে খোঁপার নূতন অলঙ্কারের প্রভাতে দেখিবে এক রকম, মধ্যাহ্নে অন্য র সন্ধ্যাবেলা আবার তৃতীয় প্রকারের। প্রে প্রেয়সীর দুইটি মূর্ত্তি দেখিতে পান। রাত্রে একর দিবসে অন্যরূপ এই কবিতা হইতেই উদ্ধৃত করিয়া দি দুইটি স্পষ্ট করি;—

"কালি মধু যামিনীতে জ্যোৎস্না নিশীথে
কুঞ্জকাননে সুখে
ফেনিলোচ্ছল যৌবন-সুরা
ধরেছি তোমার মুখে।

* * * *

আজি নির্ম্মল বায় শান্ত উষায়
নির্জ্জন নদীতীরে
স্নান অবসানে শুভ্র বসনা
চলিয়াছে ধীরে ধীরে!

* * * *

রাতে প্রেয়সীর রূপ ধরি
তুমি এসেছ প্রাণেশ্বরি,
প্রাতে কখন্ দেবীর বেশে
তুমি সম্মুখে উদিলে হেসে!"

"১৪০০ সাল" শত বর্ষ পরের কল্পিত পাঠককে সম্বোধন করিয়া লিখিত। এক স্থলে আছে,—

"আজি হ'তে শত বর্ষ পরে
এখন করিছে গান সে কোন্ নূতন কবি
তোমাদের ঘরে?
আজিকার বসন্তের আনন্দ অভিবাদন
পাঠায়ে দিলাম তাঁর করে।"

"সিন্ধুপারে"—এইটি শেষ কবিতা। মৃত্যু সিন্ধুর পারে, প্রেমিকের সহিত তাহার প্রিয়ার নূতন করিয়া বিবাহ হইল। মৃত্যু-রজনীতে অবগুণ্ঠিতমুখী অশ্বারোহিণী এক রমণী আসিয়া পুরুষকে ডাকিল। সঙ্গের দ্বিতীয় অংশে তাহাকে বসাইয়া সিন্ধুপারে লইয়া গেল। রমণীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ পুরুষ একটি গিরিগুহায় প্রবেশ করিল। ভিতরে অপূর্ব্ব ক্ষোদিত বহু কক্ষযুক্ত সুসজ্জিত প্রাসাদ। রমণী এক পালঙ্কে বসিয়া পুরুষকে পার্শ্বে উপবেশন করিতে ইঙ্গিত করিল। দশ দিকে বীণা বেণু বাজিতে লাগিল—ক্রমে বিবাহ হইল। বিবাহের বর্ণনাটি বড় চমৎকার।—

"বাজিয়া উঠিল শতেক শঙ্খ হুলু কলরব সাথে,
প্রবেশ করিল বৃদ্ধ বিপ্র ধান্যদূর্ব্বা হাতে।
পশ্চাতে তার বাঁধি দুই সার, কিরাতনারীর দল,
কেহ বহে মালা, কেহ বা চামর, কেহ বা তীর্থ জল।
নীরবে সকলে দাঁড়ায়ে রহিল,—বৃদ্ধ আসনে বসি
নীরবে গণনা করিতে লাগিল গৃহতলে খড়ি কষি।
আঁকিতে লাগিল কত না চক্র, কত না রেখার জাল,
গণনার শেষে কহিল, "এখন হয়েছে লগ্ন কাল।"
শয়ন ছাড়িয়া উঠিলা রমণী বদন করিয়া নত,
আমিও উঠিয়া দাঁড়াইনু পাশে মন্ত্র-চালিত মত।
নারীগণ সবে ঘেরিয়া দাঁড়াল একটি কথা না বলি,
দোঁহাকার মাথে ফুলদল সাথে বরষি লাজাঞ্জলি।
পুরোহিত শুধু মন্ত্র পড়িল আশিস্ করিয়া দোঁহে,—
কি ভাষা কি কথা কিছু না বুঝিনু দাঁড়ায়ে রহিনু মোহে।
অজানিত বধূ নীরবে সঁপিল—শিহরিয়া কলেবর—
হিমের মতন মোর করে, তার তপ্ত কোমল কর।

পুরুষ মন্ত্রচালিতের মত বিবাহ করিয়া গেল, কিন্তু তখনও জানে না, রমণী কে? পরে কাকুতি মিনতি করিয়া যখন মুখ দেখিতে পাইল, দেখিল সেই! তখন প্রেমিক প্রেয়সীর "অমল-কোমল-চরণ কমলে" চুম্বন করিল। ব্যাকুল অশ্রু বাধা না মানিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল; এবং—

অপরূপ তানে ব্যথা দিয়ে প্রাণে বাজিতে লাগিল বাঁশী।
বিজন বিপুল ভবনে রমণী হাসিতে লাগিল হাসি।

বিলাত-ভ্রমণ

—:*:—

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত

বিলাতী থিয়েটার

—০—

বিলাতে আমার প্রথম থিয়েটার দর্শন হ্যামার্‌স্মিথে। হ্যামার্‌স্মিথ লণ্ডনেরই একটা অংশ, কিন্তু সহর হইতে দূরে—অর্থাৎ হ্যামার্‌স্মিথ একটা "সবার্ব্ব"। বিলাতে পৌঁছিবার অল্প কয়েক দিবস পরেই আমি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেখিলাম, "হ্যামারস্মিথ থিয়েটারে" মিসেস্ হেনরি উড প্রণীত "ঈষ্টলিন" নামক উপন্যাসখানি নাটকাকারে অভিনীত হইবে। এই বহিখানি পূর্ব্বে আমার পড়া ছিল, সুতরাং বিবেচনা করিলাম, যাই, দেখিয়া আসি। অজ্ঞাত-পূর্ব্ব কোনও নাটকের অভিনয় প্রথমে বুঝিতে পারি বা না পারি—"ঈষ্টলিন" বহিখানি আমার জানা আছে, অভিনয় বেশ বুঝিতে পারিব। তখন লণ্ডনে মোটে আমার চারি পাঁচদিন অতিবাহিত হইয়াছে, পথ ঘাট কিছুই চিনি না, কষ্টে সৃষ্টে টেম্‌প্লে গিয়া সন্ধ্যার সময় বাড়ী আসি মাত্র। আবার এ দিকে হ্যামারস্মিথ নামটাও কিঞ্চিৎ ভীতিপ্রদ। রবি বাবুর "য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরী"তে পাঠ করিয়াছিলাম, তাঁহার দ্বিতীয়বার লণ্ডন প্রবাসকালে এক দিন বেড়াইতে বাহির হইয়া, ভূগর্ভস্থ রেলওয়ে দিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তিনি এবং তাঁহার "দাদা" কোথায় গাড়ী পরিবর্ত্তন করিতে হইবে স্থির করিতে না পারিয়া, পথ ভুলিয়া একেবারে হ্যামারস্মিথে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। শেষে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ ও বিস্তর গবেষণার পর, যথার্থ লাইন, যথার্থ ষ্টেশন প্রভৃতি আবিষ্কার করিয়া, বহু বিলম্বে বাসায় ফিরিয়া আসিয়া "ঠাণ্ডা টিফিন" খাইয়াছিলেন। ভাবিলাম, রবি বাবুর মত এত বড় একটা লোক, যিনি এমন বহি লিখিতে পারেন, যাহার সকল স্থলের অর্থবোধের স্পর্দ্ধাও আমরা রাখি না, যিনি পূর্ব্বে এই লণ্ডনে এক বৎসর কাল বাস করিয়া গিয়াছেন, তিনি দিনে দুপুরে যদি পথ হারাইয়া হ্যামারস্মিথে গিয়া উপস্থিত হইলেন, তবে আমার মতন এক জন দীন হীন ক্ষুদ্র লোক, যে কলিকাতা নামক পল্লীগ্রাম হইতে চারি পাঁচ দিন মাত্র আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহার পক্ষে সেই ভূগর্ভস্থ রেলওয়ে দিয়া রাত্রিকালে হ্যামারস্মিথে পৌঁছিবার দুরাশা কি বামনের চন্দ্রস্পর্শের মত নয়?

আমি যাঁহাদের বাড়ীতে বাস করিতাম, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"হ্যামার্‌স্মিথে পৌঁছিতে পারিব ত?" তাঁহারা অভয় দিয়া বলিলেন, "কোনও চিন্তা নাই। আমরা সব বলিয়া কহিয়া দিব ঠিক যাইতে পারিবে।"

আমাদের সাড়ে সাতটার সময় ডিনার। থিয়েটার আটটার সময় আরম্ভ হইবে। সুতরাং সাতটার মধ্যেই আমার রওনা হওয়া কর্ত্তব্য। তাই গৃহিণী ঠাকুরাণী সকালে সকালে আমার চারিটি খাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তাঁহাদের নিকট যথোপযুক্তরূপে উপদিষ্ট হইয়া, নব ক্রীত মোটা ওভারকোট্ গায়ে দিয়া (তখন জানুয়ারি মাস) আমাদের বাড়ীর অনতিদূরে "রয়াল্ ওক্" নামক ষ্টেশনে গিয়া, পাঁচ পেনি না সাত পেনি মূল্যে হ্যামারস্মিথের জন্য একখানি তৃতীয় শ্রেণীর রিটার্ণ টিকিট কিনিয়া প্লাটফর্ম্মে পদচারণা করিতে লাগিলাম। দুই চারি মিনিট অন্তর একখানি করিয়া ট্রেণ আসিতেছে। বাড়ীর লোকে আমায় বলিয়া দিয়াছিলেন, যে গাড়ী প্লাট্‌ফর্ম্মে প্রবেশ করিবার সময় তাহার এঞ্জিনের সম্মুখে লাল আলোর অক্ষরে HAMMERSMITH. লিখিত দেখিবে, সেই গাড়ীতে চড়িয়া যাইও, কোথাও গাড়ী পরিবর্ত্তন করিবার আবশ্যক হইবে না, এবং হ্যামারস্মিথ গিয়া সে গাড়ী একেবারেই থামিয়া যাইবে, সুতরাং কোনও ভুল ভ্রান্তিরও আশঙ্কা নাই। আমি দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে Ealing আসিল, Richmond আসিল, আরও বুঝি কি কি আসিল, ক্রমে আমার গাড়ীও আসিল, আমি তাহাতে আরোহণ করিয়া পনেরো কি বিশ মিনিটের মধ্যেই গন্তব্য স্থানে পৌঁছিলাম।

ভাবিয়াছিলাম, হ্যামারস্মিথটা যখন লণ্ডনের বাহিরের একটা উপনগর মাত্র, তখন একটু পাড়াগাঁর মত হইবে। বাহির হইয়া দেখি, খাস লণ্ডনের মত না হউক, তথাপি সেই বিপুল প্রাসাদরাজি, সেই উজ্জ্বল

বিপণিশ্রেণী, সেই জনসংঘ—পল্লীগ্রামের কোনও লক্ষণ নাই। পুলিসকে পথ জিজ্ঞাসা করিয়া থিয়েটার গৃহে উপস্থিত হইলাম। তিন শিলিং না কত দিয়া একখানি ড্রেস-সার্কেলের টিকিট কিনিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

তখন যবনিকা উঠিয়াছে কিন্তু ড্রপসীন উঠে নাই। ড্রপসীনটা দেখিয়াই আমার পিত্ত জ্বলিয়া গেল। সুরম্য চিত্রের পরিবর্ত্তে তাহাতে কি অঙ্কিত দেখিলাম?—নানাবিধ বিজ্ঞাপন,—সাবানের বিজ্ঞাপন, পিলের বীজ্ঞাপন, ঘড়ীওয়ালার বিজ্ঞাপন, জীবনবীমার বিজ্ঞাপন, আরও কত কি বিজ্ঞাপন। দেখিয়া, আমার মনে যেরূপ বিরক্তি জন্মিল, সেইরূপ আত্ম-গরিমাও উপস্থিত হইল। ভাবিলাম—ইংরাজ! এই ত ধরা পড়িয়াছ! এই তোমার সৌন্দর্য্যবোধ! এই তোমার মার্জ্জিত রুচি! আমাদের কলিকাতার থিয়েটারে ত এরূপ নহে। সেখানকার ড্রপসীনে, এমন কি সর্ব্বদিগ্বিজয়ী কেশ তৈলের বিজ্ঞাপনও ত প্রবেশলাভ করিতে পারে নাই। *

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা, সাহিত্য ও শিল্প প্রভৃতি তুলনা করিতে গিয়া আমরা সর্ব্বাদা যে ভুল করিয়া থাকি, এ ক্ষেত্রে আমিও অজ্ঞাতসারে তাহাই করিলাম। আমাদের সর্ব্বোত্তমের সঙ্গে তাহাদের সর্ব্বাধমের তুলনা করিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করিলাম। এই ভ্রমাত্মক তুলনার একটা উদাহরণ মনে পড়িতেছে। গল্পে শুনিয়াছি, এক জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাঁহার পুত্রকে ইংরাজী পাঠাভ্যাস করিতে শুনিয়া, সংস্কৃত ও ইংরাজী সাহিত্যের তুলনা করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন—"দেখ দেখি আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যটা -কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, কাদম্বরী প্রভৃতি প'ড়ে দেখ,—আর ওদের সাহিত্যে কেবল 'এক যে গরু, খায় সে ঘাস'—এই পর্য্যন্ত দৌড়।" হ্যামারস্মিথের পর, বিলাতে অন্ততঃ পঁচিশ ত্রিশটা ভিন্ন ভিন্ন থিয়েটারে প্রবেশ করিয়াছি, স্বয়ং আল্মা টাডেমার হস্তাঙ্কিত সীন প্রভৃতি দেখিয়াছি,—তাহা ছাড়িয়া দিলেও, সচরাচর কোনও ভাল থিয়েটারের সীন তাহার তুলনার যোগ্যই নয়। সে দেশে যাহা অপকৃষ্টতম, তাহার তুলনা এ দেশে যেরূপ মিলে না, সে দেশে যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহারও তুলনা এ দেশে সেইরূপ দুষ্প্রাপ্য; এবং আমি যদি বলি, ইহা কেবল সীন প্রভৃতিতেই নয়,—শিল্পাদিতে নয়, বহির্জ্জগতের বিষয়েই নয়, অন্য অনেক বিষয়েই, তবে স্বদেশ-হিতৈষিগণ আমাকে মার্জ্জনা করিবেন কি?

অভিনয় সম্বন্ধে অধিক বলিতে হইবে না; মোটের উপর হতাশ হইতে হইল। তবে ইহা দেখিলাম, কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে যেমন কথাবার্ত্তাটা —বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের—অস্বাভাবিক সুরে হইয়া থাকে, এখানে তাহা হইল না, স্বাভাবিক সুরটাই বজায় আছে। তবে নাট্যকলা সম্বন্ধে চাতুর্য্য কলিকাতার থিয়েটারেরই সমকক্ষ। হাস্যরস সৃষ্টি করিবার প্রধান উপায় দেখিলাম, প্লেট বাসন প্রভৃতি অসাবধানতার ভাণে ফেলিয়া দিয়া ভঙ্গ করা। কোনও একটা বিশেষ রসের প্রাধান্য সময়ে, অন্য একটা অসাময়িক রসের অবতারণা করিয়া সমস্ত মাটী করিয়া দেওয়া; যে সময়ে যে অবস্থায় যে কার্য্য বা কথা অশোভন বা অসম্ভব, সেই কার্য্য বা কথার অবতারণা ইত্যাদি আমাকে বিধিমতে পীড়া দিতে লাগিল।

কলিকাতা রঙ্গমঞ্চ হইতে একটা বা দুইটা উদাহরণ দিয়া বুঝাইব। ক্লাসিক থিয়েটারে ভ্রমরের অভিনয় অনেকে দেখিয়া থাকিবেন। রোহিণী চোর বলিয়া ধরা পড়িয়াছে, ভ্রমর অন্তঃপুরে বসিয়া এ সংবাদ পাইলেন। পরে গোবিন্দলাল আসিলেন। গোবিন্দলাল বলিলেন—"আমার বিশ্বাস হইল না যে, রোহিণী চুরি করিতে আসিয়াছিল। তোমার বিশ্বাস হয়?" ভ্রমর বলিল, "না।" গোবিন্দলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন তোমার বিশ্বাস হয় না আমায় বল দেখি? লোকে ত বলিতেছে।" ভ্রমর, গোবিন্দলালের অবিশ্বাসের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। "তুমি আগে বল"—"তুমি আগে"—করিয়া পরস্পরের প্রতি একটু পীড়াপীড়ি চলিল। এই পর্য্যন্ত যথাযথ পুস্তকানুসরণ করিয়া শেষে, রঙ্গমঞ্চের ভ্রমর এইরূপ বলিতেছেঃ—"প্রাণেশ্বর, রোহিণী যে নিরপরাধিনী তাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে। নিজের অস্তিত্বে আমার যতদূর বিশ্বাস, রোহিণীর নির্দ্দোষিতায় আমি ততদূর বিশ্বাসবতী। কিন্তু সে বিশ্বাসের অন্য কোনই কারণ নেই। তুমি বলেছ সে নির্দ্দোষী, তাই আমার এ বিশ্বাস। নাথ!—" ইত্যাদি। অমনি চারিদিক্ হইতে ঘন করতালি এবং অন্য

* এখন পারিয়াছে শুনিতে পাই।—লেখক।

বাবুদের কণ্ঠ হইতে "একসিলেণ্ট—একসিলেণ্ট"—"ভেরি নাইস্"—ধ্বনি উথিত হইল।

আমি যে ক্ষণে ভ্রমরের এই উক্তি ষ্টেজ হইতে শুনিলাম, তখন মনে হইল, আমার বক্ষে কে যেন কষাঘাত করিতেছে। অনেক বৎসর পূর্ব্বে, কৃষ্ণকান্তের উইল শেষবার পড়িয়াছিলাম, ভাল মনে ছিল না। ভ্রমর ও গোবিন্দলালের মধ্যে "তুমি আগে" এইরূপ একটা কথা কাটাকাটি হইয়াছিল, তাহাই মাত্র ছায়াবৎ স্মরণ ছিল;—আর ভ্রমর চিত্রটিরও আভাস মনে অঙ্কিত ছিল। ভ্রমরের উক্তির সঙ্গে—পাঠক স্মরণ রাখিবেন,—আমি ভ্রমরের বাচনিক উক্তির কথাই বলিতেছি, তাহার মনের ভাবের কথা বলিতেছি না—ভ্রমরের উক্তির সঙ্গে—আমার মানসাঙ্কিত ভ্রমর-চিত্রের এত গরমিল হইল, এবং সে গরমিল আমাকে এমন আঘাত করিল যে, আমি কাতর হইয়া ভাবিতে লাগিলাম—বাস্তবিক কি বঙ্কিম বাবুর মত অমন এক জন শিল্পী, ভ্রমরের মুখে এ অবস্থায় ও কথা বসাইয়াছেন?—বাড়ী আসিয়া পুস্তক খুলিয়া দেখিলাম। দেখিয়া বাঁচিলাম। থিয়েটারওয়ালা যে স্থানে ভ্রমরের মুখে ও উক্তি বসাইয়াছেন,—সেখানে বঙ্কিম বাবু লিখিয়াছেন—"ভ্রমর বলি বলি করিয়া বলিতে পারিল না—লজ্জাবনতমুখী হইয়া নীরবে রহিল।"—তাহার পর-প্যারাগ্রাফে বঙ্কিম বাবু লিখিয়াছেন:—গোবিন্দলাল বুঝিলেন। আগেই বুঝিয়াছিলেন। আগেই বুঝিয়াছিলেন বলিয়া এত পীড়াপীড়ি করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। রোহিণী যে নিরপরাধিনী, ভ্রমরের তাহা দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল। আপনার অস্তিত্বে যত দূর বিশ্বাস, ভ্রমর উহার নির্দ্দোষিতায় তত দূর বিশ্বাসবতী। কিন্তু সে বিশ্বাসের অন্য কোনই কারণ ছিল না, কেবল গোবিন্দলাল বলিয়াছেন -"সে নির্দ্দোষী, আমার এইরূপ বিশ্বাস।" গোবিন্দলাল তাহা বুঝিয়াছিলেন। ভ্রমরকে চিনিতেন। তাই সে কালো এত ভালবাসিতেন। কৃষ্ণকান্তের উইল, ৪৯ পৃঃ।

সুন্দর ভাব—সুন্দর চরিত্র-চিত্র থিয়েটারওয়ালা দেখিলেন, এমন সুন্দর কথাগুলি কথোপকথনের মধ্যে না থাকায় বাদ পড়িয়া যায়, সুতরাং ভ্রমরের মন হইতে সেগুলি বাহির করিয়া তাহার মুখে লাগাইয়া দিলেন। যথাস্থানে যাহা সুন্দর, অযথাস্থানে তাহা যে পীড়াদায়ক হইতে পারে, তাহা বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের অধ্যক্ষগণ কত দিনে বুঝিতে পারিবেন? রসগোল্লা রসনেন্দ্রিয়ের পক্ষেই তৃপ্তিদায়ক। তাহাকে দর্শনেন্দ্রিয়ের মধ্যে জোরে প্রবেশ করাইতে গেলে তাদৃশ সুখ-সম্ভাবনা নাই।

আর একটা রসভঙ্গের উদাহরণ দিই। ভ্রমর মৃত্যুশয্যায়। সাত বৎসরের পরে গোবিন্দলাল ফিরিয়া আসিয়াছেন। কি অবস্থায়, তাহা আমার পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। ক্লাসিকের রঙ্গমঞ্চে গোবিন্দলাল ওরফে অমরেন্দ্র বাবু, ঝড়ের মত প্রবেশ করিয়া, ভ্রমরের বিছানায় ধপাস্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া ভ্রমরের হাত ধরিয়া—"আমার কালো ভ্রমর—আমার সুন্দর ভ্রমর—" বলিয়া সাধা গলায় এক সুদীর্ঘ ইস্পীচ ঝাড়িয়া দিলেন। যেমন নৈবেদ্য, তেমনি দেবতা। রঙ্গালয় প্রকম্পিত করিয়া পূর্ব্ববৎ চট্‌চটা ধ্বনি!—বঙ্কিম বাবু এই স্থল কিরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, দেখুন:—

যামিনী উঠিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরে, নিঃশব্দ পদবিক্ষেপে গোবিন্দলাল সাত বৎসরের পর নিজ শয্যাগৃহে প্রবেশ করিলেন।

দুই জনেই কাঁদিতেছিল। এক জনও কথা কহিতে পারিল না।

ভ্রমর, স্বামীকে কাছে আসিয়া বিছানায় বসিতে ইঙ্গিত করিল। গোবিন্দলাল কাঁদিতে কাঁদিতে বিছানায় বসিল। ভ্রমর তাঁহাকে আরও কাছে বসিতে বলিল। গোবিন্দলাল আরও কাছে গেল। তখন ভ্রমর আপনার করতলের নিকট স্বামীর চরণ পাইয়া, সেই চরণযুগল স্পর্শ করিয়া পদরেণু লইয়া মাথায় দিল। বলিল—"আজ আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া আশীর্ব্বাদ করিও, জন্মান্তরে যেন সুখী হই।"

গোবিন্দলাল কোনও কথা কহিতে পারিলেন না। ভ্রমরের হাত আপনার হাতে তুলিয়া লইলেন। সেইরূপ হাতে হাতে রহিল। অনেকক্ষণ রহিল। ভ্রমর নিঃশব্দে প্রাণত্যাগ করিল।

কৃষ্ণকান্তের উইল, ১৮৬ পৃঃ।

বঙ্কিম বাবু ইহাই লিখিয়াছিলেন। অমরেন্দ্র বাবু দেখিলেন, এমন লাগসই জায়গাটায় বক্তৃতা নাই। তাই স্থানটা সংশোধন করিয়া, বঙ্কিম বাবুর অসম্পূর্ণতা সম্পূর্ণ করিয়া, বিস্তর কবিত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক "আমার

কালো ভ্রমর—আমার সুন্দর ভ্রমর" ইত্যাদি স্বরচিত বক্তৃতাটি যোজনা করিয়া দিলেন। হায় বঙ্কিম! এমনি করিয়াই বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চে তোমায় হত্যা করা হইতেছে। ক্লাসিক থিয়েটারেও অমরেন্দ্রবাবু সম্বন্ধে যাহা বলিলাম —তাহা বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের প্রতি সাধারণ ভাবেই প্রযুজ্য। ক্লাসিক থিয়েটার ও অমরেন্দ্র বাবুকে উদাহরণ স্বরূপ ব্যবহার করিলাম মাত্র;—ব্যক্তি-বিশেষ বা থিয়েটার-বিশেষ আমার লক্ষ্য নহে।

প্রসঙ্গক্রমে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। হ্যামারস্মিথ থিয়েটারেও কালকৈতিক অভিনয় দেখিয়া, অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া, বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

পর দিন প্রাতরাশের সময়, বাড়ীর লোক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন দেখিলে?"

যেমন দেখিয়াছিলাম, তাহা বলিলাম। শুনিয়া তাঁহারা বলিলেন, "ওটা কি একটা থিয়েটার! ওখানে উহার অপেক্ষা আর কি হইবে?—এক দিন ওয়েষ্ট এণ্ডের কোনও ভাল থিয়েটারে যাইও।"

তাহার পর হইতে আমার তিন বৎসর প্রবাস-কালের মধ্যে, আমি লণ্ডনের ভাল ভাল থিয়েটার-গুলিতে বহু সন্ধ্যা যাপন করিয়াছি। তাহাতে অনেক আমোদ পাইয়াছি, অনেক তৃপ্তি পাইয়াছি এবং হয় ত আমার ক্ষুদ্র ক্ষমতার অনুরূপ কিছু শিক্ষা লাভও করিয়া থাকিব। প্রথমবার যখন আর্ভিংএর অভিনয় দেখিতে যাই, গ্রীষ্মকালে জনতার মধ্যে আমায় দেড় ঘণ্টাকাল ঠায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া তবে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল—(কেন, তাহা পরে বলিব) কিন্তু অভিনয় দর্শন করিয়া আমার সে কষ্টের বহুগুণ ক্ষতিপূরণ হইয়া গিয়াছিল। এডেলফি থিয়েটারে একবার বিখ্যাত ফরাসী লেখক আলফোঁস্ দোদে প্রণীত 'Sapho' উপন্যাসের ইংরাজি অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। মিস্ অল্গা নেদরসোল নায়িকা অর্থাৎ 'সাফো' সাজিয়াছিলেন। সে দিন অভিনয় কালে সমস্ত সময় স্থানাভাবে আমায় দাঁড়াইয়া থাকিতে হইয়াছিল; অভিনয়ান্তে বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, প্রবলবেগে বৃষ্টি পড়িতেছে, অমনিবসের ভিতরে আর স্থান ছিল না, উপরে * বসিয়া ছাতা মাথায় দিয়া ভিজিতে ভিজিতে বাড়ী যাইতে হইয়াছিল; কিন্তু সে দিন বিমল নাট্যসুধা পান করিয়া আমি এমনই মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে, কোনও কষ্টকে কষ্ট বলিয়া বোধ হয় নাই।

লণ্ডনের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ থিয়েটারগুলিতে, বাহিরে তেমন কিছু জাঁকজমক নাই। প্রবেশের দরজাটি কিছু প্রশস্তাকার। প্রবেশ করিয়াই ভেষ্টিবিউল। একটা সুপ্রশস্ত হলের মত। নিম্নে মর্ম্মর প্রস্তরের টালি বিছান। স্থানে স্থানে মখমলমণ্ডিত বসিবার দীর্ঘাসন। সুচিত্রিত ভিত্তিগাত্রে স্থানে স্থানে তদানীন্তন অভিনয়ের দৃশ্যাদির ফোটোগ্রাফ, ষ্টেজ-পরিচ্ছদ-পরিহিত বিখ্যাত অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের ফোটোগ্রাফ প্রভৃতি টাঙ্গানো থাকে। এক দিকে বক্স আফিস, এখানে টিকিট বিক্রয় হয়। বেলা দশটা হইতে আফিস খোলা থাকে। এইখানে রিজার্ভ সীটগুলির জন্য টিকিট কিনিতে হয়। রিজার্ভ সীট যথা—বক্স, ষ্টল, ড্রেস-সার্কেল ও অপার সার্কেল। এই সকল আসনগুলির জন্য পূর্ব্ব হইতে টিকিট কিনিয়া রাখা যায়। পূর্ব্ব হইতে—এমন কি এক মাস আগে হইতেও টিকিট কিনিয়া রাখা যায়। প্রত্যেক দিনের তারিখ অঙ্কিত একখানি করিয়া ছাপা প্ল্যান আছে। যে তারিখের যে শ্রেণীর যে যে নম্বর আসনের টিকিট বিক্রীত হইতেছে, কর্ম্মচারী অমনি প্ল্যানে সেই সেই নম্বরের আসন নীল পেন্সিল দিয়া কাটিয়া দিতেছে।

দর্শকগণের বসিবার স্থান কিরূপ ভাবে বিন্যস্ত, এবার তাহাই বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিব। পাঠক, নিজেকে ষ্টেজের উপর দণ্ডায়মান বলিয়া কল্পনা করুন। আপনার সম্মুখে, ষ্টেজের নিম্নেই, অর্কেষ্ট্রা —এখানে বাদ্যযন্ত্রিগণ স্ব স্ব যন্ত্র লইয়া অভিনয়কালে উপস্থিত থাকে। তবে তাহাদের বসিবার স্থান মেজে হইতে কিছু নীচু, যাহাতে দর্শকগণের দৃষ্টির বাধা না জন্মে। অর্কেষ্ট্রার পশ্চাতেই ষ্টলস্। ইহা কলিকাতার থিয়েটারের ষ্টলের মত ছারপোকাবহুল বেতের চেয়ার নহে। ভূমিতে পাদপ্রোথিত দীর্ঘ-বেঞ্চের আকারে, অথচ থাক্ থাক্ কাটা, প্রত্যেক দর্শকের জন্য নম্বরযুক্ত স্বতন্ত্র সীমাবদ্ধ স্থান, হেলান দিবার, হাত রাখিবার যথেষ্ট স্থান,—অতি কোমল মরক্কোচর্ম্ম অথবা মখমলমণ্ডিত। প্রত্যেক সারিতে অন্ততঃ ১৫।২০ জনের বসিবার স্থান, এই-রূপ পাঁচ সাত বা দশ সারি থাকে। ষ্টলস্ যেখানে শেষ হইয়াছে, সেখানে ধাতুনির্ম্মিত রেলিং। তাহার

* অমনিবসে ভিতরে বারো জন এবং ছাদে চৌদ্দজন লোকের বসিবার আসন।—লেখক।

পশ্চাতে পিট। এগুলি কাষ্ঠাসন মাত্র। হেলান দিবার বন্দোবস্ত আছে, কিন্তু হাত রাখিবার কিছু নাই। কোন থিয়েটারে একটু গদি আঁটা আছে, কোন থিয়েটারে বা তাহাও নাই। মেজের উপর, পিট শ্রেণীর পশ্চাতে আর কোন শ্রেণী নাই।

ষ্টল্‌সে যাহারা বসিয়া আছে, তাহারা উর্দ্ধে দৃষ্টি-পাত করিলে, অনেক উচ্চে গৃহের ছাদটাই দেখিতে পাইবে। কিন্তু পিটে যাহারা আছে, তাহাদের মাথার অব্যবহিত উপরেই, অন্য একটা ছাদ। পিটের নানা স্থানে স্তম্ভের দ্বারা সে ছাদ ধৃত। পিটের মাথার উপর ড্রেস সার্কেল। এইরূপ, ড্রেস সার্কে-লের সম্মুখাংশ অনাবৃত রাখিয়া পশ্চাদ্‌ভাগ আবৃত করিয়া যে ছাদ, তাহার উপর অপার সার্কেল। এই নিয়মে অপার সার্কেলের উপর গ্যালারি। ষ্টেজের উপর দাঁড়াইয়া দেখিলে, এই গুলি সিঁড়ির মতই প্রতীয়মান হইবে। যদি কোনও দৈত্যের মস্তকে এমন খেয়ালই চাপে, তবে সে ষ্টল্‌সে একটা পা রাখিয়া, দ্বিতীয় পদ ড্রেস সার্কেল হইতে গ্যালারিতে তুলিয়া দিয়া, অট্টালিকার ছাদ ফুঁড়িয়া বাহির হইতে পারে।

ইহা ছাড়া ষ্টল্‌সের পার্শে, ষ্টেজের কাছ ঘেঁসিয়া, এ দিকে একটি ও দিকে একটি বা এ দিকে দুইটি ও দিকে দুইটি বক্স আছে। এই বক্সগুলির উপর তালায় অর্থাৎ ড্রেস সার্কেলের সমতলে, আরও দুইটি বা চারিটি এরূপ বক্স আছে। তাহার উপর তালায় অর্থাৎ অপার সার্কেলের সমতলে আবার ঐরূপ বক্স আছে। গ্যালারির সমতলেও ঐরূপ।

মূল্যাদির বিষয়। ষ্টলসে একটি আসনের মূল্য অর্দ্ধগিনি বা ৭৸৹; ড্রেস সার্কেলের আসনের মূল্য কোথাও বা সাড়ে সাত সিলিং, কোথাও বা ছয় সিলিংও আছে—অর্থাৎ উর্দ্ধ সংখ্যা ৫৷৵৹ নিম্ন সংখ্যা ৪৷৹; অপার সার্কেলের মূল্য পাঁচ বা চার সিলিং অর্থাৎ ৩৸৹ অথবা ৩৲, পিটের মূল্য অর্দ্ধ ক্রাউন বা ১৸৵৹; গেলারির মূল্য এক সিলিং বা বারো আনা। নিম্নতম একটি বক্সের মূল্য ৪ গিনি বা ৬৩ টাকা; তাহার উপরে তিন গিনি বা ৪৭৷৹, তাহার উপরে দুই গিনি বা ৩১৷৷৹ সর্ব্বোপরি অর্থাৎ গ্যালারির সমতলে যে বক্স, তাহার মূল্য এক গিনি বা ১৫৸৹ মাত্র। প্রত্যেক বক্সে চারি জন লোকের বসিবার স্থান। এই হইল প্রথমশ্রেণীর থিয়েটারগুলির আসনমূল্য। নিম্নদরের থিয়েটারে বা উপনগরস্থিত থিয়েটারে মূল্যাদি কম।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, রিজার্ভ সীটগুলির জন্য টিকিট অগ্রিম কিনিয়া রাখা যায়। সচরাচর অভিনয় সময়ে উপস্থিত হইয়া টিকিট চাহিলে পাওয়া যায় না। ধরুন, হয় ত আপনি দুই জন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিয়া থিয়ে-টারে লইয়া যাইবেন; বক্স আফিসে গিয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে—"মহাশয়, তিনটি ষ্টল আমায় কত শীঘ্র দিতে পারেন?" হয় ত উত্তর পাইবেন, —এক সপ্তাহের পূর্ব্বে নয়, কি দুই সপ্তাহের পূর্ব্বে নয় ইত্যাদি। হয় ত এই এক সপ্তাহ বা দুই সপ্তাহ মধ্যে কোনও দিন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত তিনটি আসন পাইতে পারেন, কিন্তু আপনার তিনটি পরস্পর সংলগ্ন আসন প্রয়োজন কি না। সুতরাং সামনে যে দিন পরস্পর সংলগ্ন তিনটি বা ততোধিক আসন খালি আছে, সেই তারিখের প্ল্যান খানি হাতে করিয়া আপনি বলিয়া দিবেন—"আমি অমুক নম্বর হইতে অমুক নম্বর পর্য্যন্ত আসনগুলি লইব।"—কর্ম্মচারী সে তারিখের সেই নম্বরযুক্ত টিকিট তিন খানি আপ-নাকে দিবে,—আপনি লইয়া মূল্য দিয়া চলিয়া আসি-বেন। সে দিন আসিয়া আপনার আসনগুলি দখল করেন, উত্তম; না করেন, খালি পড়িয়া থাকিবে।

এরূপ অনেক সময় হয়, কোনও ফরাসী অভি-নেত্রী স্বীয় দলবল লইয়া অভিনয় করিতে আসিবেন, কোনও থিয়েটার-গৃহ ভাড়া লইয়াছেন, দুই সপ্তাহ কি তিন সপ্তাহ কি এক মাস অভিনয় করিবেন ধার্য্য হইয়াছে; এক জন ধনী হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইয়া, প্রতিদিনকার সমস্ত রিজার্ভ সীটগুলির মূল্য হিসাব করিয়া নগদ কিনিয়া ফেলিল। বক্স অফিসে নিজের কর্ম্মচারী বসাইয়া, বাজার বুঝিয়া টিকিটগুলি স্বেচ্ছামত অধিক মূল্যে বিক্রয় করিতে লাগিল। হয় ত এই সুযোগে অনেক লাভ করিয়া ফেলিল, হয় ত বা লোকসানই হইল। লোকসান হওয়ার কথা শুনা যায় না, লাভই প্রায় হইয়া থাকে। একবার প্রসিদ্ধ ফরাসী অভিনেত্রী মাদাম সারা বার্ণার্ড আমেরিকায় অভিনয় করিতে গিয়াছিলেন। এক ধনী পূর্ব্ব হইতেই সমস্ত টিকিট কিনিয়া রাখিয়াছিল; ক্রেতার ভীড় এত হইল যে, সে এক একখানি টিকিট নীলামে চড়াইয়া শতগুণ পর্য্যন্ত মূল্য আদায় করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

শবাধার সংস্থাপিত। তাহা দর্শনমাত্র লক্ষ লক্ষ লোক টুপী খুলিয়া অনাবৃত মস্তকে মহারাণীর প্রতি শেষ সম্মান জ্ঞাপন করিল। শবাধারটি বাদামীরঙে বহুমূল্য বসনে আবৃত। তদুপরি একটি ক্ষুদ্র গদির উপর মণিরত্নখচিত রাজমুকুট। তাহার পার্শ্বদেশে রাজদণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে।

কামান গাড়ীটি আটটি ঘোড়ায় টানিয়া লইয়া যাইতেছে। এরূপ আশ্চর্য্য ঘোড়া আর কখনও দেখি নাই। তাহাদের গাত্রবর্ণ ঠিক চাঁপা ফুলের মত। এরূপ অশ্ব একান্ত দুর্লভ সামগ্রী। ঘোড়াগুলির গায়ে অপূর্ব্বদর্শন লাল রেশমের আবরণ! দুই পার্শ্বে উচ্চপদস্থ অশ্বারোহী সেনানীবৃন্দ।

কামান গাড়ীর পশ্চাতে আরও কতিপয় যোদ্ধ্-পুরুষ। তাহার পর মধ্যস্থলে ইংলণ্ডের বর্ত্তমান অধীশ্বর সপ্তম এডবার্ড। তাঁহার দক্ষিণে স্বীয় ভাগিনেয় জর্ম্মণ সম্রাট। বামে রাজভ্রাতা ডিউক অব কনট্। তাহার পর তিন তিন জনের সারি,—নানাদেশের রাজন্যবর্গ। সর্ব্বশেষে ছয়খানি রুদ্ধ রাজশকট। প্রথমখানিতে বর্ত্তমান মহারাণী আলেকজাণ্ড্রা এবং তাঁহার তিন কন্যা। দ্বিতীয়খানিতে মৃতা মহা-রাণীর তিনটি কন্যা এবং বেলজিয়মের রাজা। ও চতুর্থ খানিতে অন্যান্য রাজাত্মীয়গণ ছিলেন চারিটি শকটের প্রত্যেকটিতে চারিটি করিয়া এ দুই খানিতে দুইটি করিয়া অশ্ব সংযোজিত ছিল

এই ছয় খানি গাড়ীর পর আর কতিপয় অশ্ব —তাহার সঙ্গেই সেই সমারোহযাত্রা শেষ ক্রমে সমস্ত নয়নপথের অতীত হইয়া গেল। সেই মহাজনতা ভাঙ্গিতে লাগিল। আমরাও সঙ্গে সঙ্গেই ধীরে ধীরে গৃহে ফিরিলাম।

কাব্যে পড়িয়াছি, রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের বনপথে চলিয়াছেন, রৌদ্রনিবারী মেঘেরা ত মস্তকে ছায়াবিস্তার করিতে করিতে আকা উড়িয়া চলিয়াছে। ইংলণ্ডে অনেকের বিশ্বাস ভিক্টোরিয়া পথে বাহির হইলেই মেঘ, জল, কু কাটিয়া যায়; রৌদ্র প্রকাশ হয়। এ জন্য মেঘ কুয়াসাবিহীন আকাশ দেখিলে লোকে Quee weather হইয়াছে বলিয়া থাকে। যখন ভিক্টোরি শবদেহ লণ্ডনের মধ্য দিয়া নীত হইতেছিল, ত কয়েকবার রৌদ্র ফুটিয়াছিল;—লোকে বলিল "এই দেখ!" * ভারতী—১৩০৮

সমাপ্ত